বোধন ২০১৮
সানন্দা

INDIA GATE

CLASSIC
BASMATI RICE

এই উৎসবে কেবলমাত্র

ক্লাসিক হবে

কিছু বিশেষ সুযোগের প্রস্তুতিতে, আমরা
সবাই কোন ত্রুটি রাখিনা। কিন্তু প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়,
কেবলমাত্র দুবছর পর্যন্ত এজ করা,
ইণ্ডিয়া গেট ক্লাসিক বাসমতি
রাইসের সাথে।

2 YEARS AGED RICE

INDIA'S GREATEST BRANDS 2017-18

MARK OF QUALITY & TRUST

P.C. CHANDRA MORE THAN GOLD GROUP

More Than 22 Karat Purity Gold
At 22 Karat Price

জীবন যখন
একটু ভারী
হাল্কা সোনা
মন বাহারি

GOLDLITES®
22 KARAT GOLD JEWELLERY

Everything from ₹6,000 to ₹20,000*

*Conditions Apply

P. C. CHANDRA® JEWELLERS

A jewel of jewels

pcchandraindiaonline.com | amazon | Follow us on /pcchandrajewellersindia

GET IT ON Google Play
Download Now

+918010700400 (Monday-Saturday)

KOLKATA SHOWROOMS: Bowbazar | Bowbazar (2) | Gariahat | Chowringhee | Chowringhee (2) | Ultadanga | Ultadanga (2) | Golpark Barasat | Behala | Arambagh **OTHER WEST BENGAL SHOWROOMS:** Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda Purulia | Siliguri | Siuri | Tamluk **OTHER STATES' SHOWROOM:** Agartala

আমাদের নিম্নলিখিত শোরুমগুলি প্রতি রবিবার খোলা থাকবে

KOLKATA SHOWROOMS: Barrackpore | Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara | Baruipur
OTHER WEST BENGAL SHOWROOMS: Asansol | Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj
OTHER STATES' SHOWROOMS: Delhi | Bengaluru | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai

RK SWAMY BBDO PCCJ 2869A/18

ভি কে সি® প্রাইড

এখন হাঁটুন অনেক পথ
তবে সামলে রাখবেন

Art No. 20109
MRP : ₹ 219.00*

Art No. 27131
MRP : ₹ 259.00*

Art No. 22108
MRP : ₹ 289.00*

Art No. 3170
MRP : ₹ 289.00*

Art No. 3290
MRP : ₹ 279.00*

Art No. 8261
MRP : ₹ 179.00*

* MRP mentioned is per 2N (1 pair) inclusive of all taxes.

Follow us on

Veekesy Plastomers India Pvt. Ltd.,
Taratala, Kolkata, West Bengal - 700 088. Ph: 0869 7730363.
www.vkcgroup.com

VKC® pride
For the whole family

Black is Beautiful

"BECAUSE BLACK WILL EXTRACT BLACK"

Activated Charcoal

FACEWASH | SCRUB | PEEL-OFF-MASK

ওশিয়া হার্বালসের নতুন সংযোজন **Black is Beautiful** 'অ্যাক্টিভেটেড চারকোল রেঞ্জ', এই প্রোডাক্টগুলি পরিবেশ দূষণ ও মেক-আপ থেকে সৃষ্ট ময়লা যা ত্বকের ভিতরে জমে থাকে, তাহা ডিপ ক্লিন করে বার করে আনে, ফলে আপনার ত্বক হয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর এবং সুন্দর।

*Results may vary from person to person

OSHEA
HERBALS

PARABEN | SILICON
& MINERAL OIL FREE

Deep cleanses | Reduces larger pores
Reduces black heads | Reduces excess oil
Whitens skin

HELPLINE: 033 40433333, 9804033333 (10am to 7pm) | **Whatsapp :** 9674888884 | **Email:** care@osheaherbals.com
TV PROGRAMME: ZEE BANGLA : Sampurna - 11am Saturday | **CTVN** : Tuesday at 7pm, Wednesday at 1pm, Saturday at 5pm
COLORS BANGLA : Friday 11am | Products also available at: **www.osheaherbals.com** | Available at leading c

সূচিপত্র

বোধন ২০১৮

৪৮

রান্নাঘর ১
ভিন্ন স্বাদে মাটন

বাঙালির খাওয়াদাওয়ায় যতই বিবর্তন আসুক না কেন, উৎসব-অনুষ্ঠানে বা রবিবারের দুপুরে পাতে তার অমোঘ উপস্থিতি এড়ানো বড় কঠিন। রইল মাটনের নানারকম রেসিপির সংকলন।

৪০

সৌন্দর্য ১
পার্পল প্যাশন

মেক-আপ দুনিয়ার সাম্প্রতিকতম ট্রেন্ড হল পার্পল কালার প্যালেট। চোখ থেকে নখের ডগা, বেগুনি রঙে রাঙিয়ে হয়ে উঠুন আকর্ষণের মধ্যমণি। পার্পল প্যালেটের উপর বিশেষ ফোটোফিচার।

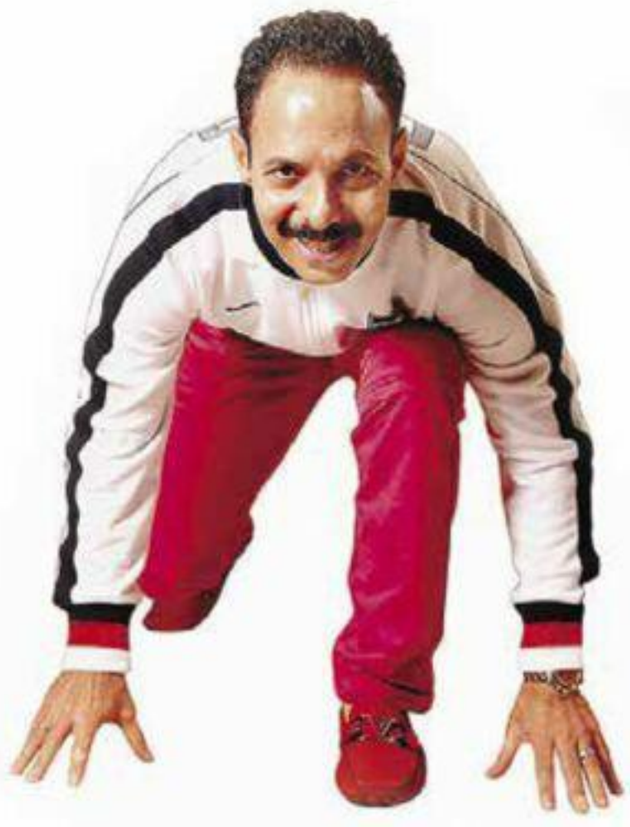

১০১

ফিটনেস
ফিটনেস-কারিগরদের ফিটনেস রহস্য

সাধারণ মানুষ বা সেলেব্রিটি, সুস্থতার চাবিকাঠি এঁদেরই হাতে। কিন্তু নিজেদের ফিট রাখতে তাঁরা কী কী করেন? ফিটনেস প্রফেশনালরা জানালেন তাঁদের ফিটনেস রুটিনের কথা।

২০ গল্প ১
অনৃতকল্যাণ
তিলোত্তমা মজুমদার

৫৪ গল্প ২
যজ্ঞে লাগে না যে মেয়েবেলা
সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৪ গল্প ৩
গোলাপগন্ধী গান
রাজশ্রী বসু অধিকারী

৭৮ রান্নাঘর ২
কালিয়া, রেজ়ালা, মুসল্লম বা বিরিয়ানি...তবে সঙ্গতে মাছ-মাংস নয়, নিরামিষ। রইল অভিনব কয়েকটি নিরামিষ রান্নার রেসিপি।

৮৪ সৌন্দর্য ২
পুজোর আর মাত্র ১৫ দিন বাকি। পুজোয় সবার মাঝে নজর কাড়তে এই ক'দিন চাই ত্বক ও চুলের বিশেষ যত্ন। পুজোর রূপরুটিনের কাউন্টডাউন আপনাদের জন্য।

৯২ গল্প ৪
রুহি
সায়ন্তনী পূততুন্ড

১০৬ রান্নাঘর ৩
নানা ধরনের লঙ্কা দিয়ে সুস্বাদু রেসিপি। সঙ্গে

১৬

ফ্যাশন ১
সম্পর্কের নানা বিন্যাস এবারের ফ্যাশন ক্যানভাসে। সিল্ক, শিফন ও তসর শাড়ির অভিনব সম্ভার।

ORIGINAL HL PRODUCT

ময়শ্চারাইজার নয়।
আমার চাই বডি অয়েল !!
'জ্যাক অলিভল'

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুষ্ক ত্বকে Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদ্রা, মনজিষ্ঠা, নিম ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাকে দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক।

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।

শীতকালে স্নানের পরে
গ্রীষ্মকালে স্নানের আগে

Hahnemann's
jac OLIVOL
AN EFFECTIVE HERBAL
BODY OIL

CHANGES IN NEW PACK

সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক

Design : Anjan Chakraborty, Ph. 2548 3388

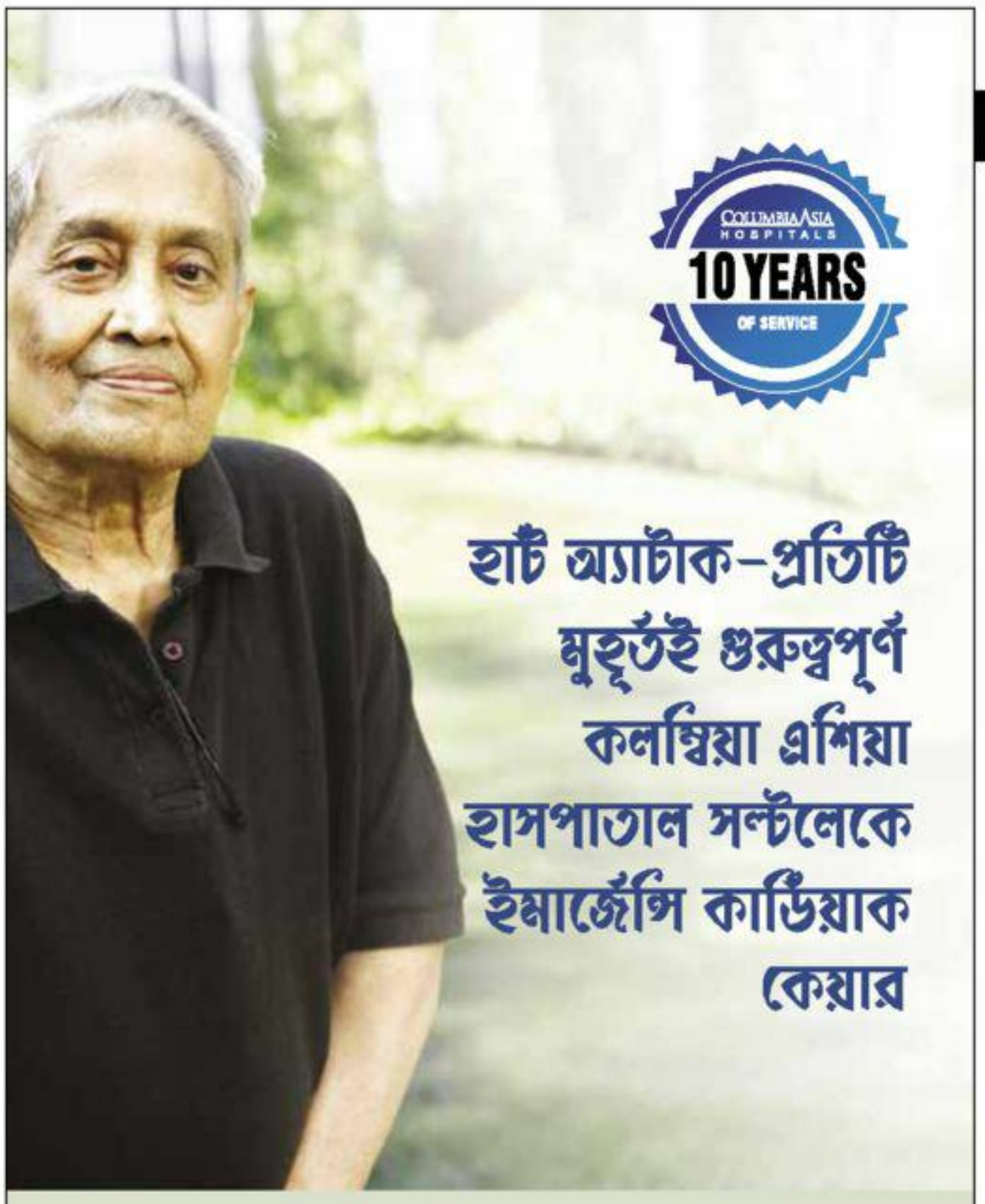

''সে এক দুঃস্বপ্ন, আমি জীবনে ভুলব না ! বুকে একটা চাপ ভাব...তীব্র যন্ত্রণা...আমার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছিল। যে দ্রুততার সঙ্গে কলম্বিয়া এশিয়ার ডাক্তাররা আমার চিকিৎসা করেছেন... তার ফলে আমি পুনর্জন্ম পেয়েছি''

প্রসেনজিত দাস, সল্টলেক

কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল এই শহরের মানুষদের জন্য নিয়ে এসেছে উচ্চ গুণসম্পন্ন জীবনদায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা। কলকাতায় আমাদের আন্তর্জাতিক মানের কার্ডিয়াক কেয়ার আপনার যে কোন ধরনের হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যার চিকিৎসায় সাতদিন রাত দিন আপনাকে দিচ্ছে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ পরিষেবার আশ্বাস।

এ্যাঞ্জিওগ্রাম | এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | পেসমেকার

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন

✆ ৯৮৩৬০ ১৭৫০১

কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল – সল্টলেক

আই বি - ১৯৩, সেক্টর III, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

✆ ০৩৩ - ৩৯৮৯ ৮৯৬৯ / ৬৬০০ ৩৩০০

০৯৮৭৪৮৫১৫১৪

www.columbiaasia.com

www.facebook.com/ColumbiaAsiaIndia

COLUMBIA ASIA

INDIA | INDONESIA | MALAYSIA | VIETNAM

BANGALORE | AHMEDABAD | GHAZIABAD | GURGAON | KOLKATA | MYSORE | PATIALA | PUNE

সূচিপত্র

বোধন ২০১৮

রান্নাঘর ৫

সৌরভে সুবাসিত

১৯০

কথায় আছে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং! অতিপরিচিত রসগোল্লা কিংবা ছানার সন্দেশেই যদি মিশে থাকে ফুলের সুবাস? ফুলের সৌরভে স্নাত এমন কিছু মিষ্টি দিয়েই করুন উৎসবের সূচনা।

লঙ্গার বিশাল সাম্রাজ্যের গল্প।

১১২ **ফ্যাশন ২**

গোয়ার প্রাচীনতম আদিবাসীদের শাড়ি কুনবি নিয়ে ফ্যাশন ফিচার।

১১৮ **গল্প ৫**

পরমা

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত

১২৬ **লাইফস্টাইল**

ঘুরে আসুন বর্ধমানের মেমারির কাছে আমদপুরের হেরিটেজ হোম-স্টে চৌধুরীবাড়ি।

১৩০ **গল্প ৬**

প্রথমা

বর্ষা বসু

১৩৪ **বিনোদন**

গান ও অভিনয় জগতের পাঁচজন খুদে প্রতিভার গল্প।

১৪৪ **রান্নাঘর ৪**

কাজের ফাঁকে, তর্ক-আড্ডায় সর্বত্র তিনি বিরাজমান। কফি নিয়ে রইল বিশেষ প্রতিবেদন। সঙ্গে রেসিপি।

১৫২ **ফ্যাশন ৩**

পুজোয় ফুলের রঙে সেজে ওঠার অভিনব

১৫৮

ফ্যাশন ৪

পুজো মানে শুধুই মেয়েদের সাজগোজের মঞ্চ নয়। পুরুষদের ক্যাজুয়াল পোশাক নিয়ে ফ্যাশন ফিচার।

ঝালে-ঝালে অম্বলে

নতুন এভারেস্ট শাহী গরম মশলায় আছে পাঁচটি বাছাই করা খাঁটি গরম মশলার
সঠিক মিশ্রন, যা ভাজা মুগের ডাল থেকে শাহী পনীর, আলুর দম
বা পটলের দোলমা - প্রত্যেকটি বাংলা খাবারে আনে মায়ের হাতের স্বাদ।

EVEREST
Shahi Garam Masala
খাবারে আনে মায়ের হাতের স্বাদ

আমাদের ফলো করুন -এ। এভারেস্টের বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিষয়ে আরো বেশী জানুন -www.everestspices.com-এ।

Situations/Everest/2018 Ben

Always Believe in the Best

MAHAL

Lamp Shades

The architect of light art

227/2 A.J.C. Bose Road, Kolkata-20

Ph: 2290 2710/2287 7085

F: 091 33 2287 9517

Email:k_belani@hotmail.com

website:www.mahallamps.com

Car Parking Available within premises

Landmark Adv.com

সূচিপত্র

বোধন ২০১৮

বেড়ানো

লৌহযবনিকার অন্তরালে

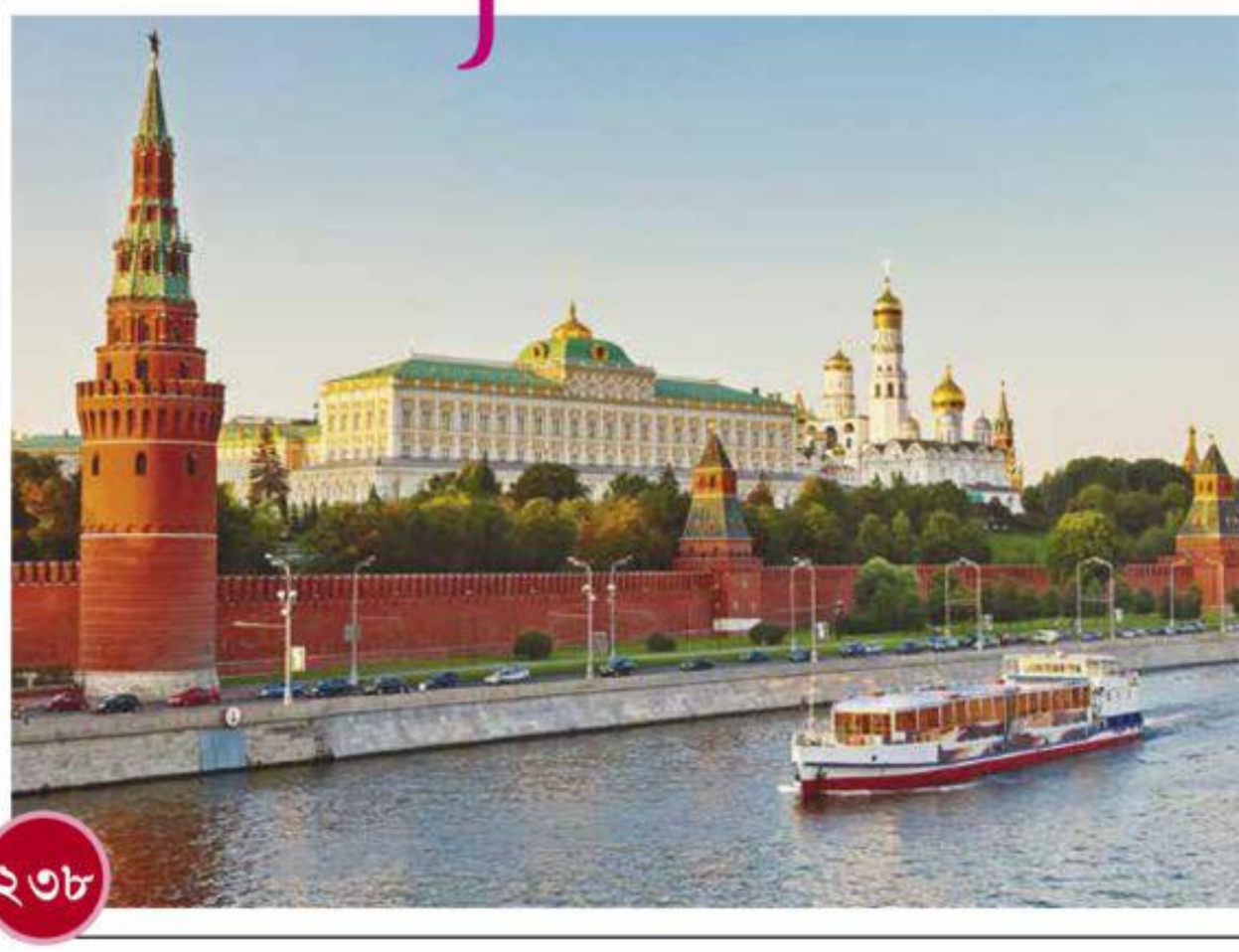

২৩৮

রাশিয়া — পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ। রাশিয়া ভ্রমণ মানেই যেন ইতিহাসের পাতার মধ্যে দিয়ে বিচরণ। সুন্দরী রাশিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্ত।

১৯৪ **গল্প ৭**

দিনের আলোর গভীরে

সুস্মিতা নাথ

২২৪ **বিশেষ রচনা**

প্রেম বা পরিণয়ের মাঝে যে জাতি, ভাষা বা দেশের গণ্ডি কোনও বাধাই হতে পারে না, তা প্রমাণ করেছেন এঁরা। এমনই তিন জোড়া দেশি-বিদেশি দম্পতির গল্প এবারের সানন্দার পাতায়।

২৩০ **গল্প ৮**

একটি উড়ন্ত ঘুড়ির গল্প

ঈশা দেবপাল

প্রচ্ছদমডেল: হিয়া

মেক-আপ: অভিজিৎ পাল

ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯

পোশাক: রুকেরু কুতুর প্রাইভেট লিমিটেড, সানি পার্ক

ফোন: ৯৮৩০০৪৫৭২০

গয়না: নারায়ণ সিংহ, একরু

ফোন: ০৩৩৬৫২২৮৬৬৮

ছবি: সোমনাথ রায়

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও লাইমলাইটের বক্তব্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

এগজ়িকিউটিভ এডিটর, বাংলা ম্যাগাজ়িন: পৌলোমী সেনগুপ্ত

সম্পাদক: শর্মিলা বসুঠাকুর

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

30 September 2018, Bodhon 2018

বিমান মাশুল: ২০ টাকা (যেখানে প্রযোজ্য)

Dr. G. P. Sarkar
Medical Researcher
Product Formulator &
Developer since 1969
He is a self-made man
1st Generation Industrialist
Founder Chairman
Allen Group

চুল পড়া, খুশকি অকালপক্কতা

চুলের কোনোও রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র

তাই চুলের সব সমস্যার সমাধানে - অ্যালেন্স 4 হোমিও মেডিকামেন্টস্

আর্নিকাপ্লাস ট্রায়োফার

নন অয়েলি, ওয়াটার বেস হেয়ার রুট ভাইট্যালাইজার
ট্রায়োফার - ওর‍্যাল হেয়ার রুট স্টিমুল্যান্ট
ফর দি রুট কসেস অফ হেয়ার প্রবলেমস্

আর্নিকাপ্লাস-এস

অ্যান্টিড্যান্ড্রাফ হেয়ার অ্যান্ড স্ক্যাল্প ক্লিনজার
খুশকি বিহীন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য

আর্নিকাপ্লাস অয়েল

স্ক্যাল্প অ্যান্ড হেয়ার রুট নারিশার
চুলের গোড়া মজবুত করে, মসৃণ চুল উপহার দেয়

Special Combo Offer

Allen's 4 in 1 Homoeo Medicaments

ArnicaPlus® ₹ 175.00	ArnicaPlus-S ₹ 120.00
TRIOFER ₹ 150.00	ArnicaPlus Oil ₹ 120.00

₹ 500.00 ~~₹ 565.00~~

HOMOEOPATHIC MEDICINES can be stored under Allopathic Drugs Selling Licence in Form 20-C to sale in the original sealed pack vide The Gazette of India No. 918 dated 10th November 2017

Dr. Sarkar Allen GROUP

Allen Laboratories Ltd.
Medical Help Line : 1800 345 2210 (Toll Free)

Available in all leading medical stores

SO GOOD, SO HEALTHY!

Plant-based milks have been consumed by various cultures for centuries, as substitutes for dairy milk. These milks contain no lactose or cholesterol and are usually enriched with added calcium and vitamins. Recent studies have found that a large chunk of the Indian population is lactose intolerant, which means they cannot process dairy efficiently. Doctors and nutritionists are also becoming more and more aware of the problems caused by cow's milk. That's why lactose-free milks made from plant sources and water are considered healthier alternatives. Apart from being dairy-free, plant-based milks are growing in favour because they are easy on the digestive system and full of nutrients with less fat and sugar content than dairy milk.

Soy and almond are the two most popular plant-based milks. The So Good's Protein + Soy Milk range includes Original Unsweetened, Café Latte and Deluxe Chocolate variants and So Good's Almond Fresh products include Natural Unsweetened that has no added sugar; Vanilla and Chocolate.

Both ranges of products have a variant that comes with no added sugar - great for those looking to reduce their sugar intake.

Soy Milk: This has been a substitute for cow's milk for four decades and has the most balanced nutritional profile as compared to other plant-

বিশেষজ্ঞের বক্তব্য

রেশমি রায়চৌধুরি
নিউট্রিশনিস্ট

শরীরের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় একটি টোটাল ফুড দুধ। দুধের ক্যালশিয়াম হাড়ের সাস্থ্য ভাল রাখে। দুধে যথেষ্ট প্রোটিনও মজুত। তবে দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার হজম করা সহজ নয়। এর ল্যাকটোজ অনেকেরই হজম হয় না, যাকে বলে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। এর ফলে গ্যাস, তলপেট ব্যাথা, গা-বমি ভাব বা ডায়ারিয়া হতে পারে। যার জন্য অনেকেই দুধ খেতে পারে না। তবে সয়া মিল্কের ক্ষেত্রে এই কথা গুলো প্রজোয্য নয়। এতে দুধের সমস্ত গুন থাকে এবং সমস্ত গুন থাকে এবং হজম করাও সহজ। ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকলেও স্বচ্ছন্দে খাওয়া যেতে পারে। দুধে থাকে প্রানীজ প্রোটিন, সয়া মিল্কে কোলেস্টেরল থাকে না, স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে সামান্য কিন্তু প্রোটিন, ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম থাকে প্রচুর। ওজন কমাতে, অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করতে, ধমনি মজবুত করতে এবং ব্রেষ্ট ক্যানসারকে দুরে রাখতে এটি সাহায্য করে।

Being Healthy Is A Choice You Make,

SAY YES TO #SoGoodDairyFree!

So Good in 5 ways

based milks. It is also widely consumed for the health benefits offered by the phytonutrients present in it. Known as isoflavones, these phytonutrients have anti-carcinogenic properties. So Good's Protien + Soy Milk range offers five tangible benefits over others Almond Milk: This milk made from almonds is low in fat but high in energy, proteins, lipids, and fibre. Almond milk is the darling of the non-dairy milk world, probably because almonds themselves are deserving of nutritional praise.

So Good In Five Ways - Soy Milk

- It has 25 per cent more protein than regular soy milk
- It is 50 per cent lower in fat than toned dairy milk.
- It is also gluten and lactose-free - great for people with lactose intolerance and great for your gut health
- It is fortified with essential vitamins which are a must for every person
- Being plant-based, is good for your heart as it does not have any cholesterol.

With protein, fibre, calcium, vitamin E, and healthy monounsaturated fats (MUFAs), almonds have a lot going for them. So Good's Almond Fresh Natural is 40 per cent lower in calories than 'slim milk' and is a rich source of calcium. Here are five benefits you get from drinking So Good's Almond Fresh Natural

Plant-based milks have become the staple product for those looking to maintain a healthy lifestyle. You get all the benefits of cow's milk without the drawbacks. You also get a product which is free of antibiotics, hormones

So Good In Five Ways - Almond Milk

- It is 40 per cent lower in calories than even 'slim milk'
- It is a good source of calcium and one serving of 200 ml covers 40 per cent of your daily dietary needs.
- It is gluten-free and lactose-free - good for those with lactose intolerance and great for gut health.
- It is fortified with essential vitamins which are a must for every person
- Being plant-based it does not have any cholesterol, so it is good for your heart.

or any other unhealthy additives that may come with dairy. At the end of the day, you will be doing yourself and the environment a favour by incorporating plant-based milks into your balanced diet.

So Good

#SoGoodDairyFree

Available at

METRO Wholesale · spencer's Makes fine living affordable · Reliance fresh · Reliance SMART · bigbasket India's largest online supermarket · more Supermarket

ফ্যাশন ১

লাল-বেজ রঙের বুটিতে ভরাট সাদা-নীল পটলিপল্লু সিল্ক। পরে একেবারে পাক্কা ঠানদিদি। খেলার সঙ্গী দিদানের পছন্দ চওড়া পাড়ের সোনালি হলুদ, প্রিন্টেড সিল্ক। আঁচলে নানা রঙের সমাহার।

সম্পর্কের বুনন

সম্পর্ক। তার নানা রূপ, নানা রং। আদরে-আবদারে, মান-অভিমানে, আস্থা-অনাস্থায় সম্পর্কের নানা রসায়ন, নানা স্তর, নানা টানাপড়েন। সম্পর্কের এই বিন্যাস এবারের ফ্যাশন ক্যানভাসে। রঙে, রেখায়, প্যাটার্নে সেজে উঠেছেন চরিত্ররা। সিল্ক, শিফন, তসরের শাড়িতে তাঁদের প্রাণখোলা অভিব্যক্তি, আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি ফ্রেমবন্দি করলাম আমরা।

একজন সাজতে পছন্দ করেন, অন্যজন ছিমছাম থাকতেই স্বচ্ছন্দ। স্বভাব আলাদা হলেও দুই বন্ধু হরিহর আত্মা। ধূসর ও তসর শিফন বেনারসিতে একজন গ্ল্যামারস, তো লাল-কালো ভাগলপুরী তসরে অন্যজন স্নিগ্ধ।

মা-র স্টাইল সেন্স কলেজপড়ুয়া মেয়ের দারুণ লাগে। তাই তো আলমারি খুঁজে মায়ের প্রিয় হাফ অ্যান্ড হাফ লাল-কালো শিফন শাড়িতে সেজে বেজায় খুশি। মেয়ের আবদারে মায়ের পরনে লাল, সবুজ, গোলাপি ও কালোর কম্বিনেশনে তসর শাড়ি। জমি জুড়ে লাল জবার মোটিফ। জমকালো সাজে দু'জনেই গর্জাস।

মডেল: মধুমিতা, সৃষ্টি, শ্রী, বর্ণালি, রূপা, ঐশানী
মেক-আপ: অনিরুদ্ধ চাকলাদার
ফোন: ৯৮৩০০৩৯৬৯৯
শাড়ি: আনন্দ, রাসেল স্ট্রিট
ফোন: ০৩৩ ২২২৯২২৭৫/ ২২২৯ ৪১৩৮
ছবি: সোমনাথ রায়

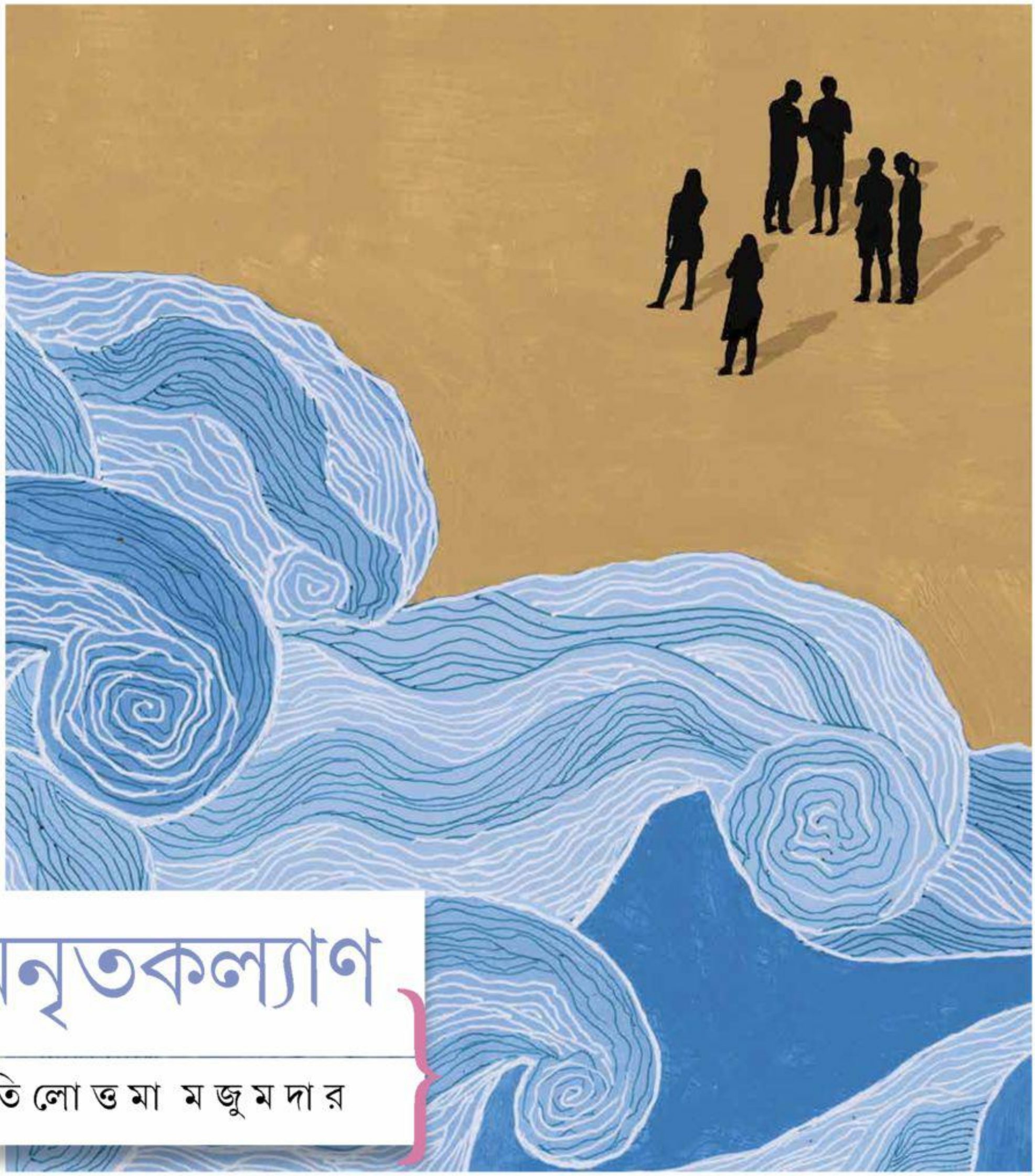

অনৃতকল্যাণ

তিলোত্তমা মজুমদার

পঞ্চাশ হাজার দেবে? সত্যি? পঞ্চাশ হাজার? বন্ধুরা ঘন হয়ে বসল।

"গুরু ঢপ মারছ?" পাপিয়ার কোলে মাথা রেখে তাকিয়ায় পা তুলে গম্ভীর মুখে মেঘনীল প্রশ্ন করল স্বর্ণাভকে।

"ঢপ নয়। সত্যি।" স্বর্ণাভ তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, "শুধু তাই নয়। গাড়ি ভাড়া আলাদা। রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ওদের।"

সান্তন মেঘনীলের পাশে গড়াচ্ছিল। উত্তেজনায় উঠে বসল। মাঝে মাঝে তার কথা আটকে যায়। বলল, "তা তা তার মা মা মানে?"

স্বর্ণাভ ছ'ফুট। গায়ের রং স্বর্ণচাঁপার মতো। স্বপ্নিল চোখ দুটি সোনার ফ্রেম চশমায় ঢাকা। সিগারেট পর্যন্ত পান করে না বলে লাল টুকটুকে ঠোঁট। নিয়মিত যোগাভ্যাস করায় এই সাতাশেও তার শরীরে কোনও মেদ নেই। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা অথবা খদ্দরের শার্ট আর জিন্স ট্রাউজার তার বাঁধা পোশাক। গলায় সোনার চেন, তার মায়ের উপহার।

তাকে দেখলে যতখানি ধনবান মনে হয়, ততখানি সে নয়। বরং, প্রাচীন এক অট্টালিকার জটিল উত্তরাধিকার আর রূপ ছাড়া তার জমিদার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে আর কিছুই সে পায়নি। মেজাজ তো নয়ই।

জমিদারি মেজাজ ছিল তার বাপ-ঠাকুর্দার। বংশের সঞ্চিত ধনসম্পদ ওড়ানোর পক্ষে এই পিতা-পুত্রের অবদান কিংবদন্তীর মতো। স্বর্ণাভ-র বাপ যখন আভিজাত্যের শেষ চিহ্ন এক রুপোর বাতিদান বেচে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠাকুরমা বলে উঠেছিলেন, "বংশের বাতি আমার নাতির জন্য ওইটুকু অন্তত রাখ।"

এ সমস্তই স্বর্ণাভ-র শোনা কথা। কারণ বাবাকে তার মনে নেই। ঠাকুরদা আকণ্ঠ মদ্যপান করে ভরা বর্ষায় শ্রীরামপুরের গঙ্গায় ডিঙি বাইতে গিয়ে ডুবে মরেছিলেন। বাবা যান যকৃৎ পচনে। ঘা তাঁর শরীর-মনে সমানভাবে ছড়িয়েছিল। ঠাকুরমা এই বংশের সলতে, প্রাণাধিক নাতিকে সমস্ত অপচ্ছায়া থেকে রক্ষা করার আকুল প্রয়াসে মাহেশের জ্যোতিষার্ণব জগন্ময় ভট্টাচার্যর শরণাপন্ন হন এবং শৈশবে চক্ষুরোগে আক্রান্ত স্বর্ণাভকে অবধারিত অন্ধত্ব থেকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকের প্রস্তাবিত কাচগুলি জগন্ময় ভট্টাচার্যর প্রস্তাবিত স্বর্ণবন্ধনে সংযোজিত করেন। গলায় রক্ষাকবচ সমেত সোনার চেন।

স্বর্ণাভ যেমন যেমন বেড়ে উঠেছে, তার চশমার ফ্রেম ও কণ্ঠের অলঙ্কার তাবিজ-কবচ তার সঙ্গে মানানসই করা হয়েছে। জ্যোতিষার্ণব রচিত কোষ্ঠীতে পরিষ্কার বলা আছে স্বর্ণাভ সঙ্গীত বা চিত্রকলায় যশোলাভ করবে। সেই কোষ্ঠীকে গোটানো বর্ষপঞ্জীও বলা যায়। প্রতিটি বছর ধরে স্বর্ণাভ-র জীবনের যাবতীয় ঘটনার সম্ভাবনা ওতে লেখা আছে। ঠাকুরমা তা বড়ই গোপনীয় রাখেন।

"এ জিনিস কাউকে দেখাতে নেইকো।" ঠাকুরমা বলেন।

প্রতি বছর স্বর্ণাভ-র জন্মদিনে ঠাকুরমা এই কোষ্ঠী নিয়ে যেতেন জগন্ময়ের কাছে। বাৎসরিক ফল বিচার করে তিনি বিধি-নিষেধ, করণীয় বা ধারণীয় বস্তুসমূহ লিখে দিতেন। সেইগুলি যথাসম্ভব মান্য করা হত। এখনও হয়। যেমন, তার নয় বছরের বেলায় ছিল মসুর ডাল তিন বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ। সাত রতি পান্না ধারণ আবশ্যক। সাতাশ বছর বয়সে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ে হীরক ধারণ অবশ্য কর্তব্য! এই বৎসর জাতকের জীবনে প্রতিষ্ঠার সূচনা। তবে প্রিয়জন বিয়োগ যোগ লক্ষ করা যায়।

তার নয় বছরে ঠাকুরমা তাঁর শেষ সম্বল পান্না বসানো দু'খানি কানের দুল স্বর্ণাভ-র মা শেফালিকার হাতে দিয়ে বললেন, "বউমা, সোনার বউয়ের জন্য এতকাল আগলে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার সোনা দেশজোড়া নাম করবে। ধনসম্পদের অভাব হবে না। তখন সে-ই তার বউকে গয়না গড়িয়ে দেবে। এখন তারই রক্ষা হোক।"

মা গেলেন বহুকালের চেনা জহুরি ক্ষেত্রীদের কাছে। তাঁরা দুল ভেঙে আংটি গড়ে দিলেন।

এই ক্ষেত্রীদের কাছে স্বর্ণাভ-র মা-ঠাকুরমা কত যে গহনা বিক্রয় করেছেন! বলরাম ক্ষেত্রী, ঠাকুরমা-র কাছে হাত জোড় করে প্রস্তাব দিলেন একদিন, "বহেনজি, আপনার সোনা আমি গলাই না। রেখে দিই। সাবেকি গহনা বহেনজি। গলিয়ে নিলে এক হারে আমি এ কালের পাঁচটা হার বানিয়ে নেব। কিন্তু পুরাতন জিনিসের দাম আলাদা। যাকে বলে অ্যান্টিক ভ্যালু। কোনও দিন আপনার নাতি বড় হলে, লায়েক হলে, যদি কিনতে চায়, ফিরিয়ে দেব তাকে।"

"আপনার কথা যেন সত্য হয় ভাইসাহেব।"

"নিশ্চয় হবে বহেনজি। কেন আমি ফিরিয়ে দিতে চাই জানেন? আমার দাদাজি বলতেন, বিপদের দিনে লোকে যখন সোনা বেচে, তাতে দীর্ঘশ্বাস লেগে থাকে। অচেনা লোক হলে তো জানা যাবে না। কিন্তু চেনা মানুষ হলে, দু'যুগ মানে চব্বিশ বছর অপেক্ষা করবে। সে তুমি বন্ধক নাও, কী কিনেই নাও। যদি তার জিনিস সে নিতে আসে, ন্যায্য দামে বেচে দাও। তোমার লোকসান ভি হল না, লোকের আশীর্বাদ পেলে। বাপ-দাদা যা শিখিয়েছে, সেভাবেই চলি। একেই বলে পরম্পরা!"

এই কথোপকথন হচ্ছিল ক্ষেত্রীদের বৈঠকখানায়। কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত ঠাকুরমায়ের গা ঘেঁষে বসেছিল স্বর্ণাভ। এই ঘরে সে বহুবার এসেছে। সে সব দেখত আর ভাবত, এদের বাড়ির জিনিসপত্র কত সুন্দর! পুরনো, কিন্তু পরিষ্কার, চকচকে! তাদের সোফাগুলি ময়লাটে, দেওয়াল বিবর্ণ, কড়িবরগার পাশ থেকে চুনবালি খসে পড়েছে। বিশাল কারুকাজ করা খাট, টেবল, আয়না টেবল—সবাই অনুজ্জ্বল! ঘরের অন্ধকার বাড়িয়ে দেয় কেবল। ছ'খানা ঘরের দু'খানায় তারা বাস করে। বাকি সব বন্ধ। টানা লম্বা বারান্দায় রৌদ্রছায়ার খেলা। বিশাল পাকশালে বুড়ো রতন। একটি টাকাও বেতন না নিয়ে দুই অসহায় নারী ও একজন বালকের সেবক হয়ে থেকে গিয়েছেন। ঠাকুরমা মোয়া করছেন, রতন মোম জ্বেলে ধামায় গুনে রাখছেন। ঠাকুরমা বলছেন, "আজ ক'বাড়ি রতন?"

কেউ ত্রিশটার ফরমায়েশ করে, কেউ পঞ্চাশ বা একশো। রাধামাধব মন্দির থেকে নাড়ু-মুড়কির জন্য ডালা আসে। মা তখন ঠাকুরমা ও রতনের সঙ্গে রাত্রি জেগে গরম গরম পাকানো নারকোলের গোল্লা বানান। সকলেই গলদঘর্ম। কিন্তু সদা হাস্যময়। দু'জন অকর্মণ্য পুরুষের কৃতকর্ম, বেদনা, দারিদ্র্য কিছুই তাঁদের হাসি কেড়ে নিতে পারেনি।

ঠাকুরমা বলেন, "শিউলি, যাও একটু গান নিয়ে বসো। ছেলেকে তালিম দাও। ও যে মস্ত গায়ক হবে, তার প্রথম শিক্ষা মায়ের থেকেই পাক।"

"আপনি এত পরিশ্রম করছেন মা, আমি কী করে গান গাই!"

"রতন আছে। না পারলে ডাকব'খন। আমার বউমা হলেন সরস্বতীর অংশ। তাঁর আরাধনা না করলে আমার সোনা কেমন করে সরস্বতীর বর পাবে?"

"কে জানে, বড় হয়ে আর গাইবে কিনা। কত ছেলেই তো শেখে এমন। সোনা-র গলায় সুর আছে। কিন্তু সাধনা না করলে সঙ্গীত হয় না মা।"

"তুমি অরুণের কথা বলছ? তার গান ছিল জমিদারি খেয়াল। বাপ-ছেলে মিলে আমাদের সর্বার্থে শূন্য করে দিয়ে গেল। কিন্তু মা, সোনা আমার তোমারও সন্তান। তুমি যদি সাধনায় গাফিলতি করো, সোনা সেই ফাঁকির ফাঁদে পড়ে যাবে যে! মাঝে মাঝে মনে হয়, অরুণ চিরতরে গিয়েছে, সেই ভাল। পাপ বিদেয় হয়েছে। সে তার বাপের দেখে উচ্ছৃঙ্খলতা শিখেছিল, আমার সোনা অন্তত সেই দৃষ্টান্ত পাবে না। তোমার সাধনা তাকে পথ দেখাবে বউমা!"

শেফালিকা ছোট্ট হারমোনিয়াম টেনে বসেন। মলিন শাড়ি। ছিঁড়ে গিয়ে ফের সেলাই করা। গায়ে গয়না নেই। সাজ নেই। তবু তন্ময় হয়ে গান করেন। পুঁচকে সোনা মগ্ন হয়ে শোনে সেই সুরের মোহন সঞ্চার। মাকে ভারী সুন্দর দেখায়! সুরের আবেশ সারা বাড়ি সোনায় মুড়ে দেয়।

প্রাসাদতুল্য বাড়িটির অন্যান্য অংশের দাবিদার, শরিকেরা নানা বাঁকা মন্তব্য করে।

স্বামী নেই, শ্বশুর নেই, খুব ফূর্তি হচ্ছে।

বউ, না বাঈজি!

অ্যাই সোনা, শোন, তোর মায়ের ঘরে বাবু আসে নাকি রে? কার সঙ্গে শোয় তোর মা?

"আমার সঙ্গে।"

হাঃ হাঃ হাঃ! তোর সঙ্গে! হাঃ হাঃ হাঃ!

সব কথা কানে আসে। সব মন্তব্য। তবু ঠাকুরমা অবিচল। রতন আর রুক্মিণী, ঠাকুরমা-র নাম, সেই জড়িয়েও অমন কত ময়লা, অপরিশীলিত মন্তব্য!

রতন কেন পড়ে আছে? অ্যাঁ?

পায় কিছু নিশ্চয়ই। বুড়ির রূপ এখনও টসটসে। স্বামী খেল, ছেলে খেল, তবু দেখো!

বুড়িই বা কী এমন! পনেরো বছর বয়সে বউ হয়ে ঢুকেছিল। ষোলোয় মা হয়েছে। বয়স পঞ্চান্ন পেরোয়নি বাপু। রস আছে।
শেফালিকা বলেন, "এরা সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর মা। চলুন কলকাতায় চলে যাই।"
রূপসী রুক্মিণী নির্বিকার।
"পাগল! ওরা তো তা-ই চায়। আমরা উচ্ছিন্ন হই, এই ওদের কামনা। পুরো বাড়ির দখল পাবে! তারপর আবার নিজেরা কামড়াকামড়ি করবে। তোমার শ্বশুর মামলা ঠুকেছিলেন। আমার তো সন্দেহ হয় কেউ ওঁকে খুন করেছে! বিষয়সম্পত্তির মামলা নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে। আমাদের উকিলের বল থাকলে এই বাড়ি এতকালে হাতে এসে যেত। কোটি টাকার সম্পত্তি। ওমনি ছেড়ে দিলেই হল? আমার নাতির একটা উত্তরাধিকার থাকবে না?"
মহিয়সী! স্বর্ণাভ-র ঠাকুরমা রুক্মিণী দেবী দুর্গার মতো শক্তিময়ী। প্রবল পরাক্রমে সংসার বুকে করে রাখেন। কিন্তু শ্রীরামপুর শহরে নাড়ু-মুড়কির দামই বা কী! অনেকে দয়াপরবশ হয়ে বরাত দেয়। আহা! মানুষগুলো খাবে কী? এককালে কত লোক এঁদের দয়ায় দিন কাটিয়েছে!
মামলা-মোকদ্দমা চালানো, খাওয়া-পরা, শিশুর পুষ্টি ও শিক্ষা-দীক্ষা, হায়, সবই যে ব্যয়সাপেক্ষ। জীবন মানেই যে হিসেব! দেনা-পাওনা! ক্রয়-বিক্রয়! আয়-ব্যয়!

বলরাম ক্ষেত্রী বলছেন, "বহেনজি, আপনারা সম্মানীয় মানুষ। কম-সে-কম পাঁচপুরুষের লেনদেন আপনাদের সঙ্গে। সেই অধিকারে বলি, এভাবে আর কতদিন?"
রুক্মিণী দেবী বললেন, "আমিও জানি না ভাইসাহেব। রাধামাধবের চরণ ধরে পড়ে আছি। ভাগ্যের মার পড়লে কেউ রক্ষা পায় না। ওই রাধামাধব মন্দিরের খরচ চলত আমাদের প্রণামীতে। এখন মন্দির আমাদের নাড়ু-মুড়কির বরাত দেয়। দুটো পয়সা তবু আসে।"
"পয়সাই তো সব আছে না বহেনজি! পয়সা থাকলে সংসার চলবে। ভাই-ভাই মিলজুল থাকলে বল বাড়বে। বাঙালিরা তো মিলেজুলে থাকতে পারে না। না হলে আপনার প্রাসাদের যা দাম এখন, ওই দিয়ে আপনার অভাব মিটে যেত। দুঃখ হয় বহেনজি, দুঃখ হয়! আপন করে নেওয়ারও একটা মন চাই। আড়াইশো বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ এই বাংলায় এসেছিলেন। আজও বাঙালিদের কাছে আমরা মাউরা। দেখুন, আমরা ছয় ভাই। ওই আমাদের বেওসা ভেঙে ছয়খানি হলে কী থাকবে? এই বাড়ি ছয়ভাগ হলে কী থাকবে?"
"তা তো ঠিকই। তবে আমাদের পারিবারিক শত্রুতা তো আজকের নয়। আমার শ্বশুরের আমল থেকে শুরু।"
ছোট্ট স্বর্ণাভ হাঁ করে সব শুনছিল। আড়াইশো বছর আগে এসেছিল? কোথা থেকে এসেছিল? কত দিনে আড়াইশো বছর হয়? কেন এল? মাউরা কী! শ্বশুর কে!
মনে জমানো সব প্রশ্নই পরে সে ঠাকুরমাকে করত। সে শুনল ক্ষেত্রীদাদু বলছেন, "এত কথা এজন্য বললাম বহেনজি যে আপনারা মানী লোক। অপরের সাহায্য নিতে পারবেন না। আবার নিজের কেউ নেই যে পাশে দাঁড়াবে। আমার একটা ভাবনা আছে। যদি কিছু মনে না করেন, তবে নিবেদন করি। বোঝেন তো, বেওসাবুদ্ধি ছাড়া আমার মাথায় আর কিছুই নেই।"
"আপনি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইসাহেব। যা বলবেন, আমাদের মঙ্গল ভেবেই বলবেন।"
"আমাদের বউরানি, এই সোনা-র মা, তিনি গানা-বাজানা এত ভাল জানেন, মা সরস্বতীর আশীর্বাদ আছে ওঁর উপর। একটা গানের ইশকুল কেন করছেন না?"
"গানের স্কুল?" বুদ্ধিমতী, লড়াকু রুক্মিণী একটু ভেবে বললেন, "আপনার চিন্তাটি ভাল। কিন্তু বউমা আমার, ঘরে বসে রেওয়াজ করেন বলে কতই না অসম্মানজনক মন্তব্য জোটে!"
"আরে বহেনজি, আপনি ভাল করেই জানেন, ওসব ফালতু! ইশকুল করা কত ভাল কাজ! অত ঘর আছে, একটা সাফ-সুতরো করে নিন।"
ভারী অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন রুক্মিণী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আলাদা গানের ঘর ছিল বাড়িতে! কত যন্ত্র! একটা একটা করে নিয়েছে আর বেচে দিয়েছে। কয়েকটা তবলার খোল আর ওই ছোট্ট হারমোনিয়ামখানা রয়েছে কেবল। আমার যে ক'টা গয়না রক্ষা করতে পেরেছি, সব ওই তবলার খোলে লুকিয়ে রেখে!"
"ভাবুন বহেনজি, ভাবুন। বউরানির সঙ্গে কথা বলুন।"
"সে তো আমারই উপর ভরসা করে ভাইসাহেব। তার জ্ঞান আছে, যত্ন ও পারদর্শীতা আছে। আমার সোনাকে শেখায়, দেখি। কিন্তু কে তাকে ছাত্র দেবে? কত টাকাই বা পাবে!"
"ছাত্র আমি দেব বহেনজি! সঙ্গীত হল ভগবানের কাছে প্রার্থনা পৌঁছানোর রাস্তা। আমাদের বাড়ির মেয়ে-বউ সব যাবে। দুটো-চারটে ভজন শিখবে। পূজার সময় গান করবে। দশটা ছাত্র এখনই দিতে পারি। ত্রিশ টাকা এক-একজন! তারপর লোক জানবে, নাম বাড়বে। তখন ফিজ় ভি বাড়বে!"

"মা গান শেখাবে ঠাকুমা?" চশমার পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল ছোট্ট স্বর্ণাভ।
"দেখি। শিউলির একটা মতামত আছে। জ্যোতিষী ভট্টাচার্যমশাইয়ের মতামতও নেওয়া দরকার।"
বলরাম ক্ষেত্রীর প্রস্তাব শুনে শেফালিকার নরম টানা টানা চোখ দুটোয় খুশির আলো চিকচিক করছিল। তিনি বলেন, "আপনি যা ভাল বুঝবেন মা। আমার ক্ষমতা তো ওইটুকুই।"
টুকটুকে নাতিটিকে সঙ্গে করে রুক্মিণী গেলেন মাহেশে জ্যোতিষার্ণব জগন্ময় ভট্টাচার্যর বাড়ি। মাহেশ খুব পছন্দের স্থান স্বর্ণাভ-র। তার মূল আকর্ষণ ওই রথখানা! আহা! তার যদি এমন এক রথ থাকত, সূর্যের মতো সাতখানা ঘোড়া লাগিয়ে সে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াত! ঠাকুমা কি ছাড়ত তাকে? একটুও চোখের আড়াল করে না! অত বড় রথে মা, ঠাকুমা আর রতনদাদাকেও বসিয়ে নিত না হয়!
জ্যোতিষার্ণব ভট্টাচার্যর বাড়িতে জানালার গারদ ধরে রথের জন্য গান গাইত সে আপনমনে। মায়ের গাওয়া একটি ভজন।

"সারথী হে, এই রথচক্রসম তোমার সুদর্শন
রথের চাকা মাটি কাটে
ধায় জগতের হাটের বাটে
তোমার চক্র নিরন্তর নাশে পাপীজন, সারথী হে!"

ভট্টাচার্য ছক কেটে গণনা করছেন। মুখ গম্ভীর। গান শুনে বলছেন, "আহা! কী সুর! পিতামাতা উভয়েই সঙ্গীতের ধারক। জাতক সঙ্গীত জগতে বা চিত্রকলায় নক্ষত্র হবে। সেকথা পূর্বেই বলেছি। তবে বিলম্ব হবে। ত্রিশের পর খ্যাতি ঊর্ধ্বগামী। তার তিন বৎসর পূর্ব হতে লক্ষণ দেখা দেবে! এই দারিদ্র্য দশা তো এখন যাবে না মা! তবে হ্যাঁ, বধূমাতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন। বিদ্যালয়ে দোষ নাস্তি। বিদ্যামন্দির হল পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান! কতক নিয়ম মেনে চলবেন। এক, যে কক্ষে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তার ভূমিতে ছোট সরস্বতী মূর্তির স্থাপনা করবেন। মূর্তি আপনার ঘরেই আছে মা। মূর্তি পাবেন। শিক্ষার স্থান পরিবর্তন করবেন না। আজ এ ঘর কাল ও ঘর, এমনটা নয়। দুই, শনিবার পূর্বাহ্ন থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, রবি ও বুধ দিবস-রজনী শিক্ষাদান চলবে। তিন, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, শূদ্র-চণ্ডাল এমন জাতিভেদ যেন না থাকে। সূচনার পক্ষে শুভদিন ৬ বৈশাখ, পঞ্চমী,

OVER 130 YEARS SINCE 1888

উৎসবের আনন্দে

পুজোর সাজে
সোনা, হীরে, কুন্দন ও প্লাটিনামের
নতুন ডিজাইনার কালেকশন

জীবনের প্রতিটি শুভক্ষণে

B.C. Sen JEWELLERS

সলিট্যার ও হীরের গহনার বৃহত্তম সম্ভার □ পুরানো সোনার গহনা বদলের সুবিধা

HALLMARK IGI PLATINUM OMEGA | LONGINES | MONT BLANC Connect with us

Lee Road Vaibhav : 2290 1125 • **Rafi A Kidwai Road** : 2265 4098 • **Salt Lake** City Centre - I : 2358 0793
Gariahat : 2465 1125 • **Rajarhat** City Centre - II : 2526 6161 • **Behala** : 2396 1125 • **Gurgaon** Gold Souk : (0124) 411 5201
www.bcsenjewellers.com

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যর আবির্ভাব দিবস। ওই দিন, সরস্বতীর আরাধনা করে, ছাত্রছাত্রীদের প্রসাদ বিতরণ করে শিক্ষাদান আরম্ভ হবে।"
রুক্মিণী বললেন, "দারিদ্র্য দূর হবে না? তবে আর শিউলিকে খাটিয়ে লাভ কী ঠাকুরমশাই?"
"চার আনা দক্ষিণা, পাঁচরকম ফল আর আপনার ঘরে তৈরি নাড়ু-মুড়কি মাকে দেবেন। আমি পূজা ও কক্ষশোধন করে আসব। দারিদ্র্য দূর হবে না। তবে অবস্থার উন্নতি হবে। এখন দু'বেলা দুটি সেদ্ধভাত জোটে, তখন মাছ-ভাত জুটবে। হিন্দুর ঘরে বিধবা মাছ খায় না। কিন্তু মৎস্যভক্ষণ মঙ্গলকারী, শুভ ও পুষ্টিকর। বিধবার মৎস্যাহারে দোষ নাস্তি। মাছ খাবেন। আমি বিধান দিলাম। মাংস পরিহার্য। ডিম্ব নিষিদ্ধ। শুধু নাতিকে খাওয়াবেন।"

বাড়িতে যেন উৎসবের ভাব!
একখানা তালাবন্ধ ঘর বহুকাল পরে খোলা হয়েছিল। স্বর্ণাভ প্রথম দেখেছিল সেই গানের ঘর! তার পূর্বপুরুষেরা এই ঘরে গানের মজলিশ বসাতেন। ঝুলকালিতে ঢাকা দেওয়ালের চিত্রপট। ধূলিময় পুতুল ও পিতলের কয়েকটি মূর্তি। ফুলদান। কয়েকটি তবলার খোল। একটি লাউ-ভাঙা তানপুরা! ময়লা, পোকায় কাটা ফরাস। কতকাল পরে সেই ঘর আলোকিত হল! মানুষের অব্যবহৃত ঘরে সবচেয়ে বেশি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে মাকড়শার দল।
রুক্মিণী একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, "সব ছিল। সব গেছে। আবার সব ভরে উঠবে। আমার সোনা সব ভরিয়ে দেবে।"
রতনদাদা বললেন, "বউমণি, এ বাড়িতে তুমি আসার আগে আমি এসেছি। তোমার শ্বশুরের আমলে মাঝেমধ্যে গানের আসর বসত। আমার বয়স তখন দশ-বারো। চাকরের কাজে লাগিয়ে দিয়ে বাবা চলে গেলেন। তোমার শাশুড়িকে মা ডাকলুম। তা তিনি আমাকে সন্তানের স্নেহ দিয়েছেন। অবস্থা তখন থেকেই পড়তি! তোমার শ্বশুর সারেঙ্গী বাজাতেন ভাল! লুকিয়ে বাজাতেন তোমার শাশুড়িও। আমি দেখেছি।"
"অর্থ অনর্থ, আবার অর্থ সর্বার্থসাধক রতন। খেতে-পরতে যেমন অর্থ চাই, নিজের শখ-আহ্লাদ মেটাতেও তাকে চাই, অধিকার বুঝে নিতে গেলেও লক্ষ্মীর কৃপা নইলে চলে না! চলো, সব হাত লাগানো যাক।"
"দাঁড়াও বউমণি, আগে আমি ঝুল-ধুলো সাফ করি। তারপর এসো তোমরা। সোনাবাবুকে সরিয়ে নাও।"
স্বর্ণাভ প্রতিবাদ করেছিল। সে থাকবে। হাঁচি হবে? হোক। সর্দি লাগবে? লাগুক। সে যাবে না আ আ!
"কী করবি তুই?"
"মাকড়শার সঙ্গে লড়ব!"
সেদিনের যুদ্ধে তাদের সুন্দর কিছু প্রাপ্তি ঘটে। কারুকাজ করা কাঠের ধারকে ছ'খানা প্রাচীন ছবি! খুব যত্নে ধুলো ঝেড়ে ছবি থেকে বেরিয়ে এল হরিণশিশু ও জলপাত্র সমেত শকুন্তলা। সকরুণ চোখে, গালে হাত রেখে কোন ভাবনায় নিমগ্ন! একখানি একচালা দুর্গা! এই আধভাঙা বাড়িটি যখন প্রাসাদ ছিল তখনকার চিত্র! স্বর্ণাভ-র প্রপিতামহ ও তাঁর মাতাঠাকুরানির তৈলচিত্র। আর একটি ছায়াঢাকা পুকুরের ছবি। গাছগুলো জলে নেমে এসেছে, জলে তার প্রতিবিম্ব নেই!
কোথাও কোথাও পোকায় রং খেয়ে গেছে, ধুলোয় রঙের উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, তবুও, ছবিগুলো দেওয়ালের নিরাবরণ মালিন্য হরণ করে ঘরখানিকে প্রাণবান করে দিল! পরবর্তী সময়ে তারা ঘর রং করিয়েছে বার দুয়েক, ছবিগুলো আজও রয়েছে দেওয়ালে। সাতাত্তর বছরের রতনদাদা নতুন পরিচারিকা ময়নার মা'র মেয়ে ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে সাফসুতরো করেন।
সেদিন, প্রাচীন মূর্তিগুলির ধূলি ঝেড়ে তারা পেয়েছিল পিতলের বুদ্ধ, সরস্বতী, কারুকাজ করা প্রদীপ ও জলপাত্র!
স্বর্ণাভ লাফিয়ে উঠেছিল। "এই তো! আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ! ও মা! তুমি সেই গল্প বলেছিলে! এই প্রদীপে হাত দিলেই দৈত্য এসে পড়বে?"
"ওসব গল্প সোনা! কিন্তু দেখো, কী সুন্দর সরস্বতী। চলো, আমরা এসব তেঁতুলে ঘষে-মেজে নিই।"
"তা হলে কী হবে?"
"সব ঝকঝক করবে।"
"তখন আমরা এই সরস্বতীটার পুজো করব?"
"এরকম বলতে নেই। বলো সরস্বতী ঠাকুর।"
রুক্মিণী অবাক হয়ে বললেন, "আমি কী করে ভুলে গেলাম ও ঘরে সরস্বতীর মূর্তি আছে!"
"এই মূর্তিই প্রতিষ্ঠা হোক মা?"
"ধাতু বা পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে রোজ পুজো করতে হয় যে বউমা।"
"করব পুজো!"
"তাই হোক তবে! ঠাকুরমশাই তো তেমন বিধানই দিলেন। সরস্বতী পাওয়া যাবে! কী গণনা!"
ছাতে চারদিন কড়া রোদ খাইয়ে ফরাসখানার ভোল পালটে দিয়েছিল রতনদাদা! বনেদি বাড়ির সব গেলেও পুরনো জিনিসপত্র সহজে ফুরোয় না। আর একখানি বন্ধ ঘর খুলে একখানা কাঠের সিংহাসন, বারকোশ, পিতলের ঘট, তামার কোশাকুশি, প্রদীপ, বাতিদান বার করে আনলেন রতন। শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা হল। মা সরস্বতী প্রতিষ্ঠিতা হলেন। ক্ষেত্রীবাড়ির বউ-মেয়ে, কাচ্চা-বাচ্চা এল সব মায়ের প্রসাদ পেতে আর গান শিখতে!
কোন লুকনো তোরঙ্গ থেকে শেফালিকা বার করে এনেছেন তাঁর গানের খাতা! একটি-দুটি নয়! স্বর্ণাভ আঙুল দিয়ে গুনে গুনে দেখল বারোটি!
"এত? সব গান!" সে বিস্মিত!
"তোমার চেয়েও ছোট আমি যখন, তখন থেকে শিখেছি যে!"
"কতদিন? মা? কে তোমাকে গান শেখাত?"
"তা ধরো ষোলো বছর শিখেছি। আমার শিক্ষা বাবার কাছে। রামপুরহাটে থাকতাম। বাবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পণ্ডিত ছিলেন। তোমার বাবাও সেখানে তালিম নিতে যেতেন। একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমি এ বাড়িতে এসে তোমায় পেলাম।"
"আর দাদুর কী হল?"
"আমি যখন আট বছরের, মা মারা যান। আমার বিয়ের এক বছর পর আমার বাবাও মারা গেলেন।"
"তারপর আমার বাবাও। বাবা-রা সব মরেই যায়।"
"না না। সবার এমন হয় না। সেসব কথা থাক। এইসব খাতায় আমার বাবার হাতে লেখা সব গান, স্বরলিপি, নির্দেশ। খুবই মূল্যবান উপদেশ সব। বাবা নিজে গান শিখে সুর দিয়েছেন।"
"স্বরলিপি কী?"
"পরে বুঝিয়ে দেব।"
প্রথমদিনের ক্লাসে ক্ষেত্রীবাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে স্বর্ণাভ-ও ছিল। শেফালিকা সেদিন দু'টি ক্লাস নিয়েছিলেন। প্রথমে ছোটদের

হিন্দুর ঘরে বিধবা মাছ খায় না। কিন্তু মৎস্যভক্ষণ মঙ্গলকারী, শুভ ও পুষ্টিকর। বিধবার মৎস্যাহারে দোষ নাস্তি। মাছ খাবেন।

Feel the Difference....
Look young, Feel Young

New look®
NO COMPLAINT BRASSIERE
SINCE 1950

Nothing speak the Language of Individuality more Frequently than an exquisite New look® BRASSIERE which enhance the ELEGANCE AND MYSTIQUE.

DAISY

CONSENT RED

ELITE

ASHLEY

ROMANCE

5009

SOFTY PTD LIGHT

Mfg. by.: New look® Brassiere Co.

Email: newlookbra@hotmail.com
havik@vsnl.com
havikapp@gmail.com

nl® lingerie
Close to your heart

For Trade Inquiries Contact Our Representative :-

Nirvan Sales Corporation.

nirvansales@rediffmail.com

Available at all leading stores in
Kolkata & West Bengal.

স্বরসাধনার দীক্ষা। সঙ্গে ছোট্ট গান।

দিয়া জ্বলে, রূপ ঝলে
রহো প্রভু, ধরাতলে।
নদিয়া মে নাও চলে
নদিয়া কানহাইয়া বলে।

বড়দের শেখালেন সরস্বতী স্তোত্র।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্প শোভিতা।
শ্বেতাম্বরা দেবী সরস্বতী শ্বেতা।

শ্বেতাক্ষসূত্র হাতে শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতবীণাধারিণী শুভ্র শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।

তোমারে বন্দনা করে সিদ্ধ-গন্ধর্ব-সুর-দানবে।
মুনি-ঋষি-সর্বলোক তোমারে মা পূজিবে।

শুরু হল 'সরস্বতী সাধনা' সঙ্গীত বিদ্যালয়। শ্রীরামপুরে গানের স্কুল আরও আছে। তবু ধীরে ধীরে ছাত্রের সংখ্যা বাড়ল। অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে গৃহশিক্ষিকা হওয়ার প্রস্তাব এল, শেফালিকা গ্রহণ করেননি। তবু সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এল। রুক্মিণী নাড়ু-মুড়কি বানানো বন্ধ করেননি। শিউলি জোর করে দু'জন সহকারী রেখেছেন শাশুড়ির জন্য। এক ময়নার মা, যে ঘরের সব কাজ করে। আর একজন জ্ঞাতিদের মধ্যেই। একাকিনী আরতি পিসিমা।
বাড়ির মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। তবে রুক্মিণী উকিল পালটেছেন। জ্যোতিষার্ণব জগন্ময় ভট্টাচার্য প্রয়াত। তাঁর সন্তান জ্যোতিষাচার্য তরুময় ভট্টাচার্য এখন পিতার পেশায় নিযুক্ত। রুক্মিণী তার কাছেই যান। তাঁর মতে, ছেলের বিদ্যে বাপের মতো নয়।

গানের ঘরের পাশেই স্বর্ণাভ-র নিজস্ব কক্ষ। একটি সেকেলে পালঙ্ক। কারুকাজ করা পৃষ্ঠধারক। মশারির ছত্রীগুলিও কী চমৎকার! একটি দেওয়াল আলমারিতে স্বর্ণাভ-র কিছু পোশাক। বিশাল কাঠের টেবল ও চেয়ার। মেঝেয় তানপুরা, একটি ছোট হারমোনিয়াম। দু'জোড়া তবলা। সেই যে লাউভাঙা তানপুরা পাওয়া গিয়েছিল, সেইটি সারিয়ে শেফালিকা স্বর্ণাভ-র জন্য গড়িয়ে এনেছেন। হারমোনিয়ামটি আরতি পিসিমার বাড়িতে পড়ে ছিল। দেড়শো টাকায় কিনে নিয়েছিলেন তিনি। পরিত্যক্ত তবলার খোল বদলে নিয়েছেন। গৌরাঙ্গ দাস এখন 'সরস্বতী সাধনা'-র স্থায়ী তবলিয়া।
স্বর্ণাভ-র যখন বয়ঃসন্ধিতে স্বরভঙ্গ হল, তারপর, এল এক মোহন মধুর কণ্ঠ, শেফালিকা আরও একটি তানপুরা করালেন। স্বর্ণাভ তখন শ্রীরামপুর মিশন কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। শেফালিকা নতুন তানপুরায় সুর তুলে পরখ করতে করতে বললেন, "বিএ পাশ করলেই রবীন্দ্রভারতীতে মিউজ়িকে ভর্তি করে দেব। আর এই রবিবার তোমায় নিয়ে যাব কলকাতায়। শোভাবাজারে উস্তাদ আসগর আলি-র কাছে নাড়া বাঁধবে।"
স্বর্ণাভ নকল কান্না মিশিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে বিস্তার। লাভ হয়নি। তার কলকাতা যেতে ভাল লাগে না। এখানে আছে প্রিয় বন্ধুর দল। অপরূপ গঙ্গা। শান্ত সুন্দর কলেজ। শ্রীরামপুর নগরী বটে, কিন্তু তার মধ্যে আজও মায়াবি পল্লিশ্রী আছে! তা ছাড়া, তার মতে, মায়ের কাছে আরও অনেক শিখতে পারে সে। অন্য গুরু তার প্রয়োজন নেই।
শেফালিকা যখন স্কুল খুলেছিলেন, এক বিপন্ন, ভিতু, স্বামীহারা, পিতৃহারা, নিঃসম্বল তরুণী! শাশুড়ির জোরই ছিল তাঁর সহায়। গত চোদ্দো বছরে, একটি প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব সমস্তই বিকশিত হয়েছে। তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, "সে-ই সত্যিকারের শিক্ষক, যিনি জানেন, ঠিক কোন জায়গায় ছাত্রকে বৃহত্তর জগতে পাঠাতে হয়। এবার তোমায় নাড়া বাঁধতে হবে।"
"সে না হয় হল। কিন্তু রবীন্দ্রভারতীর কী দরকার?"
"বহু গুণীজনের সান্নিধ্য পাবে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, লোকজ ইত্যাদি নানারকম গানের শিক্ষা পাবে। একটা ডিগ্রি হয়ে রইল। সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে তা-ও পারবে।"

তার মা-ঠাকুরমা মিলে এতখানি করে দিয়েছেন। গানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্ব সমাধা করার পর তার এখন চরম আকাঙ্ক্ষা, রোজগার করবে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে সে পারঙ্গম। উস্তাদ আসগর আলি সাহেবের প্রিয়তম শিষ্য। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আধারে নির্মিত পুরাতনী বা আধুনিক গেয়ে দর্শক-শ্রোতাকে সে মাতিয়ে দিতে পারে। তার শক্তি সে জানে। সে চায় যশ এবং অর্থ। সে তাদের পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে চায়। মা-ঠাকুরমা, রতনদাদা, ময়নার মা, ময়না—চিরসংগ্রামী তার পরমাত্মীয়রা, তাঁদের দিতে চায় খানিক সুখ, খানিক আরাম ও নির্ভয় শান্তি। ক্ষেত্রীদাদু তাদের যে পারিবারিক সম্পদ আগলে রেখেছেন, তার অংশমাত্র হলেও ঠাকুরমার হাতে ফিরিয়ে দিতে চায় সে! সে ঝাউলিকে বিয়ে করতে চায়। রোজগার না থাকলে কী করে বিবাহ করে? এইসব মনস্কামনা পূর্ণ করে!
পেশাদারি গাইয়ে হওয়ার জন্য নিজস্ব শব্দ প্রক্ষেপক, ভাল হারমোনিয়াম, আনুষঙ্গিক কিছু যন্ত্রপাতি একান্তই দরকার! সে ঠিক করেছিল, বেশ কিছু টাকা পেলে প্রথমে একটা হারমোনিয়াম কিনবে। বন্ধুদের বলেছিল সেকথা। অরিন্দম মনে রেখেছে। স্বর্ণাভ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে শুনে বলল, "তা হলে হারমোনিয়াম কিনছ তো? আমি মার্কেট রিসার্চ করে রেখেছি। একেবারে নতুন ও নামী কোম্পানির জিনিস কিনতে চাইলে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পড়বে। বেস্ট কোয়ালিটি।"
ঝাউলি মেঝেয় শুয়ে বই পড়ছিল, বলল, "তা নয়তো কী! ওটাই তো কিনবে। পঁচিশ-ত্রিশ হাজারে যথেষ্ট ভাল হারমোনিয়াম পাওয়া যায়। বাকি টাকায় একটা সাউন্ড সিস্টেম!"
"ওই দ্যাখ!" স্বর্ণাভ তার এই ঘরের হালকা চাঁপাফুল রং দেওয়ালের দিকে দেখাচ্ছে। "উনি এসেছেন। দেখতে পাচ্ছিস? জ্যোতিষীদাদু!"
ঝাউলি ঝটিতি উঠে এক ধাক্কা মারল স্বর্ণাভকে। কড়া গলায় বলে উঠল, "আবার ভুল বকছিস! মারব এক চড়!"
স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল স্বর্ণাভ! অ্যাঁ! অ্যাঁ! কী! কেন!
"জেগে ঘুমোস নাকি তুই?"
"উনি এসেছিলেন। তোরা দেখতে পাস না, আমি পাই।"
স্বর্ণাভ-র এই অলীক দর্শন শুরু হয়েছিল প্রথম যেদিন সে পুরনো তানপুরাটি স্পর্শ করে। মরচে পড়া ছিন্ন তন্ত্রী নিয়ে আপনমনে খেলতে খেলতে সে হঠাৎ দেখতে পায় একজন দীর্ঘকায়, দিব্যদর্শন পুরুষ! তিনি হাসছেন।
"কে? তুমি কে? ও ঠাকুমা! উনি কে?" সে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সেই মূর্তি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত প্রসারিত করেন তখন।
রুক্মিণী ছুটে এসে স্বর্ণাভকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময় তাকে দেখলে বোঝা যায় সে এক ঘোরের মধ্যে আছে।
"উনি কে? কেন এসেছিলেন?"
"কে? কাকে দেখেছিস তুই?"
আস্তে আস্তে বর্ণনা করেছিল সে। এইরকম ধুতি পরা। গায়ে জামা। এইরকম মুখ। গা দিয়ে আলো বেরোচ্ছিল।
রতন শুনে বললেন, "চেহারা যেন তোমার শ্বশুরের মতো লাগে বউমণি।"

বোরোলীন
ডানপিটে পিকুর
পুজোওয়ালা টি-শার্ট আর নোপ্রিক্স
পুজোর আগে, আগষ্ট মাস থেকেই
মশার উৎপাত বেড়ে যায়।
তাই এই সময় রোজ পিকুর গায়ে
নোপ্রিক্স স্প্রে করতে ভুলবেন না।
নোপ্রিক্স
স্প্রে করুন জামা কাপড়ে বা গায়ে
BOROLINE's
NO PRIX
MOSQUITO REPELLENT SPRAY
Stay Safe from Mosquito Bites
আপনার পাড়ার দোকানে ও Apollo Pharmacy, Arambagh Mart, Spencer's, Medica Pharmacy, Flipkart.com, Bigbasket.com, Sastasundar.com, Amazon.com এ পাওয়া যাচ্ছে।

"ওমা! আমার শ্বশুরকে সোনা দেখবে কী করে? এ বাড়িতে কি ভূতের উপদ্রব হল? কেউ তো কখনও দেখেনি!"
তিনি ফের ছুটেছিলেন জ্যোতিষার্ণবের কাছে। তিনি গণনা করে বলেন, "কোষ্ঠীতে বলা আছে, জাতকের অলৌকিক দর্শনযোগ আছে। ঠিক কী ধরণের দর্শন, সেটাই শুধু পাচ্ছিলাম না। কেউ ঈশ্বররূপ দেখে, কেউ বীভৎস দর্শন করে, কেউ দেখে পূর্বপুরুষদের, কেউ আবার ঘটনা

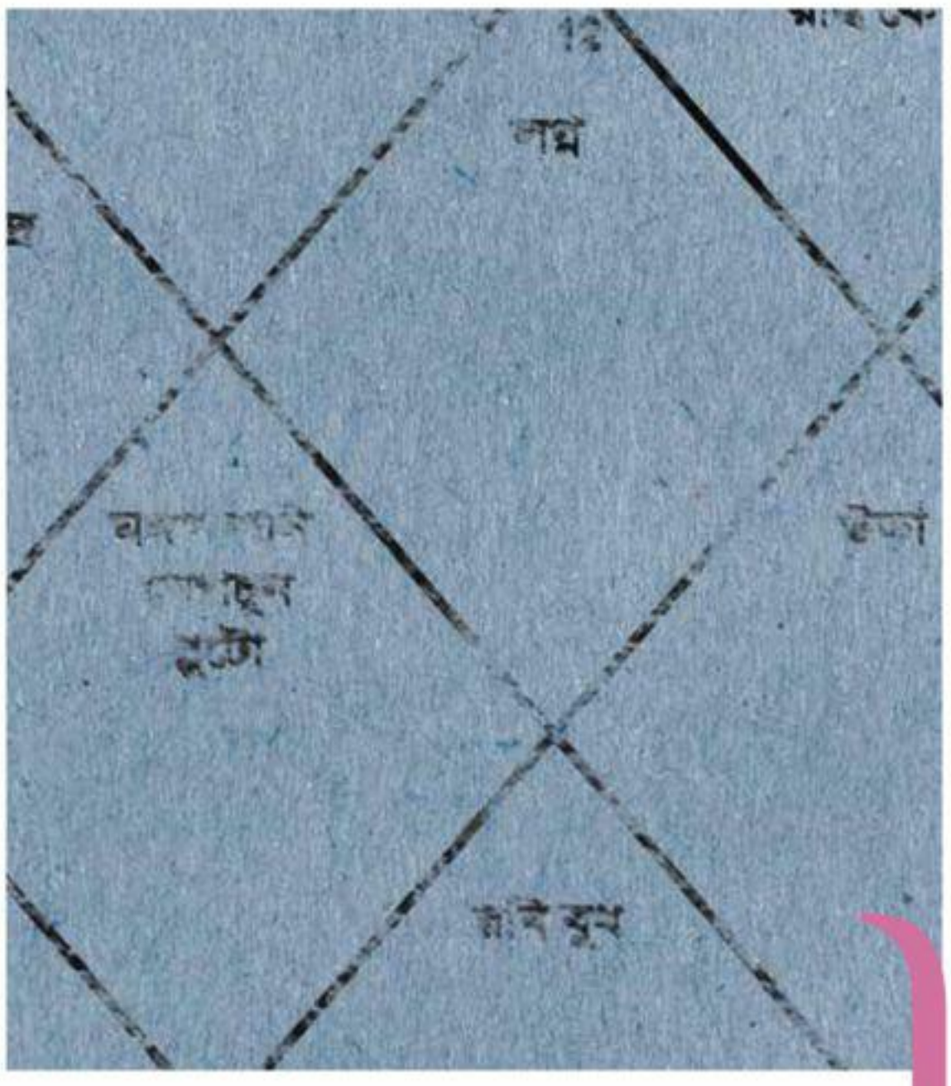

সবারই মনে হল প্রস্তাবটি ভাল। ভুবনেশ্বরের এক বাঙালি সংগঠন বসন্তোৎসব করে। স্বর্ণাভ সেখানে রাগাশ্রয়ী গাইবে।

ঘটতে দেখে। রাশিচক্রের প্রভাবে সংবেদনশীল মনে এমন ভাব রচিত হয়। আমরা হলাম সময়ের সন্তান। কালজাতক। যে মুহূর্তে মানব ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্তের ধর্মাধর্ম নিয়ে তাকে চলতে হবে।"
"উন্মাদ হয়ে যাবে না তো সোনা আমার!"
"না। উন্মাদরোগের কোনও যোগ নেই। তবে ও যখন এমন দর্শন করবে, ঘোর ভাঙিয়ে দেবেন। অবিশ্বাস বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবেন না। মহাজগতের কতটুকু রহস্য আমরা জানতে পারি? বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে হ্যালুসিনেশন। এই জাতকের জন্য গঞ্জিকা নিষিদ্ধ। কোনও শুকনো নেশা— গাঁজা, তামাক, চরস, হেরোইন, মেথ বা আরও যা যা হয়, সব নিষিদ্ধ। কারণসুধা চলতে পারে, তা-ও পরিমিত।"
"নেশাভাঙের কথা আর বলবেন না ঠাকুরমশাই। ওই নেশা আমার সর্বস্ব খেল।"
"ভয় নেই। এই জাতক নেশাসক্ত হবে না।"

ঝাউলি ঝামরে উঠল, "জ্যোতিষীর ভূত তোকে ছাড়বে না।"
স্বর্ণাভ-র মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। বিশ্বাসে, প্রকৃতিতে ঝাউলি আর সে খুবই অন্যরকম। সে নরম। নিয়মনিষ্ঠ। বারণে-শাসনে অভ্যস্ত। নিষেধে-নির্দেশে বশংবদ। ঝাউলি দামাল। তর্কপ্রিয়। সাহসিনী। দুই, বিপ্রতীপ মন। অথচ তারা ভালবাসে! মা-ঠাকুরমার একমাত্র অবলম্বন হয়ে স্বর্ণাভ-র অস্তিত্ব পাথর-কবচ-পূজা-প্রার্থনায় একাকার। কঠিন অসুখ করলে লোকে যেমন ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলে, তেমনি স্বর্ণাভ-র জীবনে জ্যোতিষীর বিধি-বিধান!
তার স্বভাবটি এমনই মিষ্টি, চেহারায় এমন শান্ত, সৌম্য ভাব, কণ্ঠে এমন সুর, বন্ধুরা তাকে ভারী ভালবাসে।
পাপিয়া, মেঘনীল আর সান্তন তার শৈশবের বন্ধু। ঝাউলি আর অরিন্দম কলেজের। অরিন্দম কাউকেই তুই-তোকারি করে না। স্বভাবগম্ভীর সে, স্বর্ণাভকে পাগলের মতো ভালবাসে। ঝাউলির সঙ্গে তার বিবাদ! সে স্বর্ণাভ-র ম্লান মুখ দেখে বলে উঠল, "তোমার এভাবে বলা উচিত নয় ঝাউলি। একেকজনের বিশ্বাস একেকরকম!"
"শিক্ষিত মানুষের এমন কুসংস্কার মেনে নেওয়া যায় না।"
"কুসংস্কার আবার কী! সবকিছু উড়িয়ে দেওয়াই বুঝি সুসংস্কৃতির পরিচয়?"
পাপিয়া ধমকে উঠল।
"তোরা থামবি? শুধু শালিকপাখির মতো কিচিরমিচির! এই সোনা, ভুবনেশ্বরে গাইতে যাবি? চল না রে, আমরা সবাই যাই! তোর অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পুরী ঘুরে আসি।"
সান্তন বলল, "দা-দারুণ হবে!"
সবারই মনে হল প্রস্তাবটি ভাল। ভুবনেশ্বরের এক বাঙালি সংগঠন বসন্তোৎসব করে। স্বর্ণাভ সেখানে রাগাশ্রয়ী গাইবে। তারপর পুরী যাওয়া খুবই আনন্দের। বন্ধুরা সবাই চাকরি করছে। পাপিয়া আর মেঘনীল বিয়ে করবে আগামী বৈশাখে। স্বর্ণাভ শুধু গানই গাইবে বলে চাকরির চেষ্টা করেনি। এই প্রথম এত টাকা রোজগার করছে সে!
ঝাউলি লাফিয়ে উঠল। সে ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে নিশ্চিন্ত। "ওঃ পাপিয়া, তোর তুলনা নেই! দারুণ ভেবেছিস। চল তো, হিসেব করি। থ্রি স্টারে থাকব। স্বর্গদ্বারের ভিড়ে নয়। লাইট হাউজের দিকে একটা দারুণ হোটেল হয়েছে। 'চৈতন্যদুয়ার!' সামনে খোলা সমুদ্র। দোকান-টোকান নেই। উঃ! চল তো, হিসেব কষি।"
সান্তন গুগল খুঁজছে। হোটেল "চৈতন্যদুয়ার"?
"হো... হোটেল নয়। হো... হোম স্টে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বুক করে নে... নেওয়া যায়।"
"হোটেল নয়? আমি গুগল করে দেখিনি। আমার সঙ্গে কাজ করে একজন বলল, তিন তারা হোটেল।"
"ব... বলেছে। কিঃ কিঃ কিন্তু হো হো হো হোম স্টে।"
অরিন্দম বলল, "পুরো অ্যাপার্টমেন্ট বুক করলে দু'রাত্রি পনেরো হাজার টাকা, প্রাতঃরাশ সহ। জায়গাটা দেখে তো ভালই লাগছে। ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। শোনো, চারটে শোওয়ার ঘর, একটা বসবার ঘর। নীচের তলায় একইরকম। এ ছাড়া রান্নার ব্যবস্থা আছে। নিজেরাও করে নিতে পারি। লোকও আছে, বললে করে দেবে।"
মেঘনীল বলল, "দারুণ! আমি আর পিয়া একটু জড়াজড়ি করতে পারব। তোরা দেখবি আর জ্বলবি।"
ঝাউলি বলে উঠল, "তোরা তো বেলের আঠা! দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেল!"
"খুব বেশি হলে মাথা পিছু চারহাজার টাকা খরচ হবে।"
"এমন কিছুই না। সোনার খরচটা আমি দিয়ে দেব।"
স্বর্ণাভ বলল, "না, না। এবার আমার খরচ আমি দেব। দিঘা, বকখালি, লেপচাখা— সব জায়গায় আমি তোদের চাঁদায় ঘুরেছি।"
"তুই একটা হারমোনিয়াম আর সাউন্ড সিস্টেম কিনবি সোনা। হাতে পর পর তিনটে অনুষ্ঠানের বরাত আছে, এমনটা যখন হবে, তখন তোকে রোজগেরে ধরব।"
"বিয়েটাও কি তার পরেই করবি রে ঝাউলি? আমার আর দেরি সইছে না।"
"বাজে কথা বলিস না। তোর তো হাঁচি-কাশি পর্যন্ত জ্যোতিষী বলে দেয়। শিউলি কাকিমা আমাকে বলেছেন বত্রিশে তোর বিবাহযোগ।

www.rupashreejewellers.com
॥ শ্রেষ্ঠ রূপেণ সংস্থিতা ॥
এ বার পুজোয় রূপশ্রীর মনকাড়া গয়নায়
নজর কাড়ুন সকলের।
* T&C Apply
Wedding Package
starts from
₹ 85000
Computerised Gold Testing available
অভিজ্ঞ অ্যাস্ট্রো-ডিপার্টমেন্ট।
সঠিক ছক নির্ণয়। গ্যারেন্টেড গ্রহরত্ন।
শুক্রবার বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮ টা।
128 Rashbehari Avenue (Deshopriya Park)
+91 33 2464 5234/35
9830882821
Follow us on
Rupashree®
JEWELLERS (RB)
We Have No Branches

ভেবে দেখো বন্ধুগণ! আমার কী দশা! বত্রিশ! আরও পাঁচ বছর!"
অরিন্দম বলল, "বত্রিশ আর এমন কী দেরি ঝাউলি!"
"বোকার মতো কথা বলিস না অরিন। একটা ছেলের বত্রিশ আর মেয়ের বত্রিশে তফাত আছে।"
"আচ্ছা! এইবেলা তোমাদের ছেলেমেয়ের সমতা গেল কোথায়?"
স্বর্ণাভ বলল, "তুই তা হলে অন্য বর খুঁজে নে।"
ঝাউলি বলল, "অত সহজে ছাড়ছি না! ঘাড় মটকে খাব! এতকাল এত অনুপ্রেরণা দিলুম, চুমু-টুমু খেলুম, আমার জায়গা আমি ছাড়ব কেন? ইল্লি আর কী!"
পাপিয়া বলল, "তোরা বড্ড বাজে বকিস। সোনা, হারমোনিয়াম কিনবি তুই, দাম বলছে অন্যরা, তোর নিজের একটা ধারণা নেই?"
"আছে। ওরা তো সব গুগল কাকার শরণাপন্ন। আমার গুরুজির চেনা একজন কারিগর আছেন। তিনি পঁচিশ হাজার টাকায় ভাল স্কেল চেঞ্জার বানিয়ে দেবেন। আসলে গুরুজি হারমোনিয়ামের উপর নির্ভরশীলতা চান না। অনেক বলে, মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে, রাজি করিয়েছি। উনি নিজে খেয়াল ছাড়া অন্য কিছু গান না। কিন্তু এখন সময় পালটে গিয়েছে। আমার তো রোজগার চাই। তাই রাগাশ্রয়ী গান, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছি। একটু টাকাকড়ি হলে আবার পুরোপুরি গুরুজির পথে চলে যাব। আমার হাতে এখন সত্যিই তিনটে অনুষ্ঠান আছে। একটা রাঁচিতে, জামশেদপুরে, তারপর কলকাতায়।"
"শয়তান! এগুলো আমাদের কাছে চেপে রেখেছিলি!"
"চাপিনি রে! কতদিন পর এমন একটা আড্ডার দিন এল বল। আমার তো রবি-সোম বলে কিছু নেই। কিন্তু তোরা কত ব্যস্ত! অরিন ছাড়া প্রতিদিন কেউ-ই আসে না।"
"কেন? যোগাযোগের আর কোনও রাস্তা নেই?"
"জানিস তো আমার ফোনে নেট নেই। আমি নিতেও চাই না। ফোন করতেও আমার ভাল লাগে না। কান গরম হয়ে যায়। শ্রবণশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। নিজের গানের শ্রুতির সূক্ষ্ম তফাত ধরতে পারি না। ফোন হল প্রয়োজনের জিনিস। আড্ডা মারার উপকরণ নয়।"
"ফোনের আড্ডাও দারুণ জমে। তুই গায়ক মানুষ, তোর কান হল কানপুর স্পেশ্যাল!"
"এমন গোলতাবড়া হয়ে বসে যে আড্ডা, তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয়? শোন ঝাউলি, মা বলেছে, ঠাকুমাও, এই টাকাটা লাগবে। জ্যোতিষীর বিধান আছে, এই চৈত্রের মধ্যে একটি হীরক ধারণ আবশ্যক। পরের অনুষ্ঠানগুলো থেকে প্রায় লাখ খানেক আসবে রে। তখন কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনব।"
ঝাউলির মুখ রাগে তপতপ করছে। বলে উঠল, "তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার কিছু বলা উচিত নয়, বললে অরিন ঘ্যাঁক করে ধরবে!"
অরিন্দম বলল, "ঘ্যাঁক করে মানে? এই ঝাউলি!"
"ঘ্যাঁক করে মানে ঘ্যাঁক করে! দাঁতে কামড়ে, নখে আঁচড়ে! সোনা, আমাকে বল, এই টাকাটা যদি না পেতিস, হিরে কীভাবে কেনা হত?"
"মা-ঠাকুমা ব্যবস্থা করে নিত রে। হয়তো ধার করত। ক্ষেত্রীদের থেকে কিস্তিতে কিনত! হয়তো এ টাকাতেও হবে না। আরও দিতে হবে। কিন্তু কিনবেই। ছাড়বে না।"
"কী করে, সোনা, কী করে একজন শিক্ষিত স্বাভাবিক মানুষ হয়ে তুই এসবে বিশ্বাস করিস!"
"আমার মা-ঠাকুমার মতো শিক্ষিত মানুষ খুবই কম এই পৃথিবীতে ঝাউলি, তোরা আমার সবই জানিস। আমাদের পরিবারের ইতিহাস, আমাদের অবস্থা। আমি তো কিছুই লুকোই না!"
"যাই হোক, মানুষ এত দুর্বল হবে কেন? জীবনে ভাল-মন্দ খুব স্বাভাবিক। "কাঁপে ছন্দে ভালমন্দ তালে তালে" শুনিসনি? আমাকে শুধু একবার বাড়িতে ঢুকতে দে। বিয়েটা হোক। তোদের সব্বার মাথা থেকে জ্যোতিষীর কুসংস্কার না ছাড়িয়েছি তো আমার নাম ঝাউলি সরকার না।"
"জ্যোতিষীর ভূত তাড়ানো ছাড়াও তোর আরও অনেক পবিত্র কর্তব্য থাকবে রে ঝাউলি!"
"যেমন?"
"পতিসেবা! যখনতখন আমাকে পবিত্র সুখ দেওয়াই কি পত্নী হিসেবে তোর ধর্ম নয়?"
"পত্নী? পবিত্র সুখ? আমি পেতনি হবো। তোদের ঘাড় মটকাব!"
মেঘনীল মন্তব্য করল, "কী উচ্চাকাঙ্ক্ষা! বাঃ বাঃ!"
পাপিয়া বলল, "তারপর দেখব যুক্তিবাদী সংগঠন ছেড়ে তুই-ও ভাগ্যবাদীর দলে নাম লিখিয়েছিস। তোর গলায় মাদুলি, কোমরে তাবিজ, হাতে তাগা, আঙুলে নবরত্ন! জানিস, আমরা ছোটবেলায় একটা ছড়া বলতাম। সোনা, তোর মনে আছে? যেমন, তোর নাম ঝাউলি, আমরা বলব— ঝাউ ঝমঝমিয়ে যায়/ ঝাউ দুধমুড়ি খায়/ ঝাউয়ের গলায় মাদুলি/ ঝাউয়ের ভোটকা শাশুড়ি! হিহিহি! শিউলিকাকিমা শুনলে আমায় বেধড়ক পিটবেন!"
"তুই মর। আমি তোকে শ্মশানে পুড়িয়ে আসি। তোর ওলাওঠা হোক। পুরীতে মর, স্বর্গদ্বারে পুড়বি। স্বর্গে চলে যাবি সটান!"
মেঘনীল বলল, "আমাকেও দিস সঙ্গে। আমি পাপিয়াকে ভোগ না করে পাগল হয়ে যাব। আমি সহমরণে যাব। মেঘনীল শতপথী সৎপতি হয়ে যাবে! সোনার অলীক দর্শন হবে। ও দেখবে আমরা হাসতে হাসতে সোনার রথে, মানে স্বর্ণময় রথে স্বর্গে যাচ্ছি!"
সান্তন বলল, "তুই যা কামাতুর হয়ে আছিস, সোনা দেখবে, র... রথে তোরা স..স..স..সংগম করছিস!"
"অঃ অঃ অত আঃ আটকালে সঃ সঃ সঙ্গম হয় না রে বোকচন্দর!"
পাপিয়া মেঘনীলকে ঠেলে তুলল। "সঙ্গম তো হল। আমার পায়ে ঝিঁঝি ধরে না? মটু কোথাকার! ওজন কমা পেটুক দি গ্রেট! নইলে বিয়ে করব না তোকে।"
"পালাবি কোথায়?"
"পালাব কেন? ড্যাংডেঙিয়ে অন্য রোগা-পাতলা বর খুঁজে নেব!"
স্বর্ণাভ বলল, "তোরা দু'জনে এত বর-বর করছিস কেন? বর্বরোচিত ভয় দেখাচ্ছিস! পিয়া, তোদের তো মওজ্জাই মওজ্জা। বিয়ের দিন গুনছিস। আমার অবস্থা ভাব। ঝাউলি বলছে আরও পাঁচ বছর!"
"আমি বলিনি। শিউলিকাকিমা বলেছেন। তুই যেন জানিস না! ন্যাকা!"
"তুই তোর হবু শাশুড়ির কাছে গিয়ে ফ্যাদাপ্যাঁচাল পেড়ে 'ছেলের বিয়ে দাও ছেলের বিয়ে দাও' বলে কাঁদতে পারিস, কিন্তু আমি তো "বিয়ে কব্ব বিয়ে কব্ব" বলতে পারি না!"
"তুই যেন খোকনমণি সাজতে চাস! ঠাকুমা ভাবে, সোনা আমার ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। কাকিমা বলেন, ছেলেটা আমার বড্ড সরল, তোকেই ওর দায়িত্ব নিতে হবে! তুই যেন গোপের কানাই, শিশু মাখ্খনলাল! তুই যেন তোর কুষ্টি পড়িস না! কোনও কৌতূহল নেই তোর! এদিকে এত মাদুলি-কবচ-পাথর যে জলে নামলে টুপুস করে ডুবে যাবি।"
"আমার কোষ্ঠী আমি পড়ি না। জ্যোতিষার্ণবের নিষেধ আছে!"
"কবে নিষেধ করলেন? আজকের মতো দেখা দিয়ে?"
"না। ঠাকুমাকেই বলে গিয়েছেন। আর আমি যাঁদের দর্শন পাই, তাঁরা সকলেই প্রয়াত বটে, কিন্তু তাঁরা মৌন থাকেন। কিছুই বলেন না।"
"মুন্নাভাইয়ের গাঁধী আর কী! কেমন মোক্ষম সময়ে মৌন রয়ে

TRUSTED BRAND 2018

By Reader's digest

KAFF

ESTAL DHC 75 BLAK/GREY

- Dry Heat Technology • Air Flow (upto) : 1180 m^3/h
- S. Steel front panel • Oil Collector
- Soft push control • Size: 75cm

Widest Range of
Dry Heat Auto Clean Chimneys

DRY HEAT AUTO CLEAN TECHNOLOGY

LIFETIME WARRANTY**

OPEC DHC 60/70/90

- Air Flow (upto): 1180 m^3/h
- Dry Heat Technology
- Touch control • Baffle Filter
- LED Lights • Oil Collector
- Size:60/70/90cm

LUMEX DHC 60/90

- Air Flow (upto): 1200 m^3/h
- Dry Heat Technology
- Touch control
- Baffle Filter • Oil Collector
- Size:60/90cm

AMBRA DHC 60/75/90 BLK/ SS

- Air Flow (upto): 1180 m^3/h
- Dry Heat Technology
- Touch control
- S. Steel Conical Filter • Oil Collector
- Size:60/75/90cm

ERA 76 BLK / SS

- Air Flow (upto): 1200 m^3/h
- Dry Heat Technology
- Push control • LED Lights
- Twin Motor with copper winding
- Oil Collector • Size: 76cm

Buy online from: www.kaff.in | Finance available all across India, on Appliances above ₹7,000/- BAJAJ FINSERV EMI

Customer Care: 1800-180-2221(Toll Free), 011-25902900 or sms KAFF at 56677 KAFF Care: customercare@kaff.in Visit us at: www.kaff.in

KAFF Exclusive Gallery: **Rajarhat -** 033-40620223 **Burdwan:** Bruco Industries – 9564606666, **Newtown :** Culinary Concept – 9830175512 **Kasba:** Kitchen Kraft- 03346014696, **Siliguri:** Wood Stock-9832089292, **Durgapur :** Home Land – 9233278127. Direct Sale Distributors: **Howrah:** Samanta Variety - 9831117808, **Rampur:** S P Enterprise- 9831334845, **Beharampore :** R.S. Kitchen Appliances – 9153538474, **Asansol :** Aabir Enterprise – 9933014966, **Siliguri:** Systemz-9832323698, **DumDum:** R S Enterprise- 9830734693 Authorised Channel Distributor **Hawrah& Kolkata:** Urban Exim – 7003151316, Direct Sate Dealers: **Kulgachia:** Lokenath Enterprises – 9674988075, **Santragachi:** Eureka Star Marketing – 7003086058, **Behala :** Sneha Home Appliances – 9123924595, **Akra :** Eurogaurd – 8420600707, **Shirakol :** Techno Plaza : 9836412909, Garden Reach : Eco Fresh – 8017456521, **Mallikpur:** Mahua Furniture- 9836208422, **Chandannagar:** Raja Electronics- 9432606852, **Jhikra:** Raj Oven Service Center- 9732731562, **Jirat:** Mahalaxmi Appliances- 9681250851, **Bandel:** Sai Kitchen Solutions- 9681484866,**Garia:** Padma Home Appliances- 9836523887, **Sonarpur:** Deep Appliances-9239218475, **Nungi:** Tara Ma appliances- 9339581737,**Birati:** Laxmi Enterprise- 8697916139, **Panagarh:** Chanchal Marbel- 8900173777, **Durgapur:** Shivam Home Appliances- 9732391981,**Chittaranjan:** Priyodeb Enterprises- 7432850051,S S Electricals- 8348810040, Ocean RO- 9749409257, **Bankura:** Kitchen Solutions- 7872775187, **Tarapith:** 8145929245, Friends Appliances: 9732077502. Channel Dealer : **Newtown :** Hometown-8910631145, **Dalhousie:** Great Eastern retails: 7596838675, Ezara street: Zenith-033-22352686, Ramdev Fan- 9051364043, **Chandni:** Hardware town- 8582888881, Interio Junction -9836701256, Sunarbangla-907301132, Koomber Ali & Sons- 9874215210, **New Market:** Sultan Mahmood - 9831064487, Taj Marketing- 9830478245, **CIT Road:** Tiles Decor - 9804193703, **Park St:** A.N Enterprises- 7003590853, **Park Circus:** Wood Junction - 9831178679, **VIP Road:** Mobel Furniture - 8017611130, **Baguihati:** Hessle-9734426712. For KAFF sales enquiry – **Direct Sales -** Goutam – 8240778870, Subir: 8336003400.**Channel Sales –** Sami – 9830270228,Vikash-7003839206,Rajesh Sethi - Head East & Central India -9999800514, or email at: rajesh@kaff.in, **Registered Address:** 14/25, Nangal Rai Commercial Complex, New Delhi **visit us at: www.kaff.in** Follow us at: CIN Number:U28910DL2007PTC169229 *Conditions apply | ** *Lifetime warranty means 7 year on motor, rest 1year*

গেলেন! তা তোর এ বছর ধারণীয় হিরে। পান্না তো পরেই আছিস। এরপর কবে কোনটা শুনে রাখি!"

"জানি না তো! এখন হিরে পরতে হবে, ব্যস! পরব! এ বছর আমার প্রিয়জন বিচ্ছেদ যোগ আছে। মা, ঠাকুমা, রতনদাদা কাউকে আমি হারাতে চাই না। বন্ধুদের না। গুরুজিকে না।"

"বিচ্ছেদ মানে ?"

"বিয়োগ, বিয়োগ!"

"অ! এ তো আবার ইহকাল-পরকাল এসে পড়ল। বিয়োগ মানে তো সেই মহান বাণী— নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস কোরো না। সে যখন-তখন তোমাকে ত্যাগ করে যাবে! যত অর্থহীন কথা। নিঃশ্বাস তো ত্যজ্য-ই!"

পাপিয়া বলে উঠল, "তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে যুক্তিঠাকরুণ? সোনা ওর দলবল নিয়ে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠান সেরে একা একাই পুরী চলে আসবে। নাকি আমরা ভুবনেশ্বরে ওর সঙ্গেই থেকে, গান-টান শুনে, একসঙ্গে পুরী যাব?"

স্বর্ণাভ বলল, "আমি তো বিমানে যাব। বাকিরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ট্রেনে যাবে।"

ঝাউলি বলে উঠল, "উলি উলি! বিমানে! জ্যোতিষীর বারণ নেই তো?"

অরিন্দম বলল, "আমরাও বিমানে যেতে পারি। আমার তো স্বর্ণাভ-র গান শোনার খুব ইচ্ছা। আমার নিকন ক্যামেরাটা নিয়ে যাব। শ্যুট করব। স্বর্ণাভ তো একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেই। ওকে নিয়ে তথ্যচিত্র করবে এই অরিন্দম ঘোষ।"

"ও! এই ধান্দায় তুই সোনা-র গায়ে মাদুলি হয়ে সেঁটে থাকিস?"

"তুমি যতদিন ওর ঘাড়ে চেপে শাঁকচুন্নি হয়ে ঠ্যাং দোলাচ্ছ না, ততদিন মাদুলি কেন, এঁটুলি হয়েই সেঁটে থাকব। তোমার কিছু বলার আছে?"

স্বর্ণাভ বলল, "তোরা ঝগড়া থামা। আমি চাই না তোরা অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে থাকিস।"

"কেন? কেন? কেন?"

"তোরা থাকলে আমার খুবই ভাল লাগবে। কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারব না। আড্ডাবাজি করতে ইচ্ছে করবে।"

মেঘনীল বলল, "আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, কেউ তোকে বিরক্ত করবে না! দ্যাখ ভাই, এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গাইতে যাচ্ছিস, এত বড় অনুষ্ঠানে আগে সুযোগই পাসনি তুই, আমাদের থাকতে দে।"

সান্ত্বন বলল, "তু...তু... তুই আমাদের গঃ গঃ গঃ র ব!"

পাপিয়া সান্ত্বনের গলা জড়িয়ে বলল, "একটু স্পিচ থেরাপি নে ভাই। একজন সান্ত্বনা জোটাতে হবে তো!"

স্বর্ণাভ একটা খাম এগিয়ে দিল মেঘনীলের দিকে। বলল, "আমার বিমানের টিকিট। দেখে নে, তোরা এতে পাস কিনা! ওদের মানে উদ্যোক্তাদের বলে দেব ফেরার দিনটা পালটাতে। কীসে ফেরা হবে? ট্রেনে, না বিমানে?"

ঝাউলি স্বর্ণাভকে জড়িয়ে চুঃ চুঃ শব্দে চুমু খেয়ে বলল, "তুই কী ভাল রে সোনা!"

"এত আদর কীসের রে পাগলি?"

"আমাদের সঙ্গে নিতে রাজি হলি যে!"

"ওঃ আদরে যেন গদগদ! ঝাউলি পাগলি ঝাউবনী। ঝাউপাতা ঝুণ্টুয়া!"

২

পুরীর বিচ রোড পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। এরই পরিবর্ধিত অংশ নিউ বিচ রোড স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে, বাতিস্তম্ভ পেরিয়ে আরও পশ্চিমে এগিয়ে মোহোনা ছাড়িয়ে চলেছে। ধৌড়িয়া বা ধৌদিয়া নদীর মোহোনা। আগে এ নদীর নাম ছিল ভার্গবী। কেউ কেউ বলে, কৃষ্ণপুত্র শাম্ব তার কুষ্ঠরোগের গলিত মাংস এই নদীতে ধুয়ে ফেলত। তাই এর নাম ধৌদিয়া। কেউ বলে, এ ছিল দুধ বহা নদী! দুগ্ধধবল! পুরী মন্দিরে দেবতাকে দুধে স্নান করানো হত। সেই জল এই নদী হয়ে সাগরে মিশে যেত। তাই সে ধৌদিয়া! এখন আর ধৌদিয়াকে নদী মনে হয় না। স্রোত নেই। গতি নেই। চিরযুবা সমুদ্রের পাশে সে যেন লোলচর্ম, পলিতকেশ, বিগতযৌবনা রমণী! তবু লোকে আসে। দু'দণ্ড দাঁড়ায়। ছবি তোলে। রাস্তাটিও গিয়েছে নদীর পিঠ ঘেঁষে! পুরো সড়ক গড়ে ওঠেনি। মোহোনার খানিক আগে থেকে কাঁচা সুড়কি বিছানো এবড়োখেবড়ো পথ। গাড়ি চলে বিস্তর ধুলো উড়িয়ে। আগে এদিকে সুবিস্তীর্ণ ঝাউবন ছিল, এখনও তার কাটা গুঁড়ি থেকে সবুজ পাতা গজিয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে এক-আধখানা বাড়ি। জনবিরল এ অঞ্চলটি বৃহত্তর পুরী নগরী হতে চলেছে। দক্ষিণে ভিজে বালিয়াড়িতে সবুজ-নীল মহোদধি সফেণ আহ্লাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তো পড়ছেই। অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্ন ভূমিচুম্বন চলছে নিরবধিকাল!

এই দিকটায় ঝিনুক বেশি। লাল কাঁকড়ার দল রাঙা শিমুলের মতো ছড়িয়ে থাকে। দোকানপাট তেমন কিছু নেই। নারকেল পাতার চালা দেওয়া একটি দোকানে চা-ভুজিয়া বিক্রি হয়। কিছু ডাব। কয়েকটি জলের বোতল!

মোহোনা ছাড়িয়ে কাঁচা পথ পেরিয়ে তবেই 'চৈতন্যদুয়ার!' তার আগে একটি বৃহৎ মহার্ঘ্য হোটেল আছে। 'রথচক্র'! নির্জনতা ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা যারা পছন্দ করে, তাদের জন্য জায়গাটি অনবদ্য!

'চৈতন্যদুয়ার'-এর পর আবার ঝাউবন। থাকবে না বেশিদিন। আগ্রাসী সময় দানবীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্রমশ ধেয়ে আসছে। জনমানবের ভিড় নেই, বিকিকিনির হাট নেই, আদিগন্ত প্রসারিত অবাধ সমুদ্র এখানে যেন আরও উত্তাল! ঢেউগুলি বৃহৎ! শক্তিশালী!

সায়াহ্নে তারা যখন পৌঁছল চৈতন্যদুয়ারে, অস্তগামী সূর্যের রঙে ফাগ লেগেছে, দিগন্তে। সমুদ্রের জলে সেই রঙের বিলোল হিল্লোল! কী অপার শান্তি ও সৌন্দর্য চরাচরে। স্বর্ণাভ-র মনে হল, অনন্ত শ্যামকল্যাণের ধুন বাজছে কোথাও!

তার ঘোর ভাঙল ঝাউলির চিৎকারে!

"যাত্তেরি! এমন রোম্যান্টিক জায়গায় এ কী গেঁরো!"

"কী হল?"

"এখানে স্নান করা যায় না! এই সমুদ্রবেলা স্নানের উপযুক্ত নয়! বিপজ্জনক ও নিষিদ্ধ! ধুর!"

মেঘনীল "তাতে কী! আমরা তো গাড়িটা রাখছি। ওদিকে স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি গিয়ে স্নান করব!"

ঝাউলি "ধুর! মজাটাই মাটি! ওখানে ভিড়, নোংরা, আবর্জনা, শ্মশানের পোড়া কয়লা!"

সান্ত্বন "আমরা তো ফি... ফিরে হোঃ হোঃ...টেলে স্নান করব!"

ঝাউলি "আমি এখানেই স্নান করব!"

অরিন্দম "পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে!"

ঝাউলি "এখানে পুলিশ কোথায় অরিন?"

অরিন্দম "তবু কাজটা অন্যায়! তোমার এসব বাড়াবাড়ি, বুঝলে?"

পাপিয়া "ঠিকই তো। তোকে এখানেই স্নান করতে হবে কেন?" আমরা সবাই ওদিকে স্নান করে মজা পেলে তুই-ও পাবি।

ঝাউলি "আমার এখানে স্নান করতে ইচ্ছে করছে। ওঃ! কী অপরূপ সুন্দর! আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি এখানে

Himalaya™ SINCE 1930 | BABYCARE

আপনার শিশুকে মালিশ দ্বারা আরাম দিন

আপনার শিশু আপনার স্নেহময় ছোঁয়ার কামনা করে। মালিশ হল শিশু আপনার স্পর্শে কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা আবিষ্কার করার একটি দারুণ উপায়। মালিশের নির্দিষ্ট ছন্দে শরীরের অক্সিটোসিন অর্থাৎ 'ভালো অনুভব করার হরমোন' ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় আর আপনার শিশুকে আরাম সহযোগে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে সাহায্য করে।

শিশুকে তৃপ্তিদায়ক মালিশ দিয়ে আরাম বোধ করান!

শিশুকে ভেষজ উপাদান ভিত্তিক তেল দিয়ে মালিশ করে তার সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করুন আর তার বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে তুলুন, এটি অলিভ অয়েল ও উইন্টার চেরি দ্বারা সমৃদ্ধ যা পেশীর বৃদ্ধি ও ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

Gentle • Safe
Researched

প্রাকৃতিক গুণাগুন সহযোগে মালিশ প্রদান করে সুখপ্রদ সময় অতিবাহিত করুন!

Available online at www.himalayastore.com

Himalaya BabyCare range is infused with the power of herbs that offer products for babies which are pure, gentle, and safe.

জলে নামবই। যথেষ্ট সাঁতার জানি আমি!"
স্বর্ণাভ "না। তুই এখানে নামবি না!"
ঝাউলি "ভিতুরাম! তুই মাদুলি পরে কোলবালিশ আঁকড়ে ঘরে শুয়ে থাক। আমি নামব যখন বলেছি, কোন শালা আমাকে আটকায়!"
স্বর্ণাভ "তুই কি একবারও আমার কথা শুনবি না?"
ঝাউলি "না। কারণ তুই ভিতুর ডিম। তোর নাক দিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সর্দি গড়ায়। তোর আমাকে নিষেধ করার কোনও অধিকার নেই। তুই নিজে নামবি না, তাই বল।"
স্বর্ণাভ "আমি তো নামবই না। জলে আমার বিপদ। ঠাকুমা বার বার বলেছে জলের ধারেকাছেও যেন না যাই। মাকে ছুঁয়ে কথা দিতে হয়েছে। সাঁতারের চৌবাচ্চাতেও নামতে পারব না।"
ঝাউলি "লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকো বাবু। তোমাকে ললিপপ কিনে দেব, কেমন?"
স্বর্ণাভ "তুই এখানে নামবি না, ব্যস! মেঘ, পিয়া, অরিনরা যেখানে নামবে, তুই-ও সেখানে নামবি।"
ঝাউলি "কেন রে? তুই কি আমারও কোষ্ঠীবিচার করিয়েছিস? ফাঁড়া আছে আমার?"
স্বর্ণাভ "হ্যাঁ। করিয়েছি। ১২ এপ্রিল ১৯৯০, বেলা ১২-৩২ মি. শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতাল। তোর নাড়ি-নক্ষত্র কি আমার অজানা?"
ঝাউলি "কী বললেন জ্যোতিষী? জলে ও আগুনে ফাঁড়া? অজ্ঞাত শত্রুবৃদ্ধি! বিবাহযোগে কাঁটা! আমি এসব মানি না, তবু তুই কেন কুষ্টি কাটতে গেলি? আমি ভীষণ রেগে যাচ্ছি! তোর অসাধারণ গান শুনে প্রাণ ভরিয়ে ফিরেছিলাম। সব তেতো করে দিলি!"
স্বর্ণাভ "তেতো ওমনি হলেই হল? তুই আমার বউ হবি না? আমার আদুরি ঝাউপাতা না তুই? তোর ভালমন্দ আমার ভাবতে ইচ্ছে হয় না? তোকে আমি আগলে রাখব না তো কে রাখবে!"
ঝাউলি "আমাকে আগলাবি কী রে! তুই তো নিজেই এখনও শিশু। কিন্তু আমি শিশু নই। আমার নিজস্বতা আছে। নিজের ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। জ্যোতিষবিদ্যা একটি শূন্যকুম্ভ চিন্তা। ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে না!
স্বর্ণাভ "অবশ্যই পারা যায়। আমার সম্পর্কে জ্যোতিষীদাদু যা যা বলেছেন, ফলেছে। বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান তো বিজ্ঞানেও আছে। ডেটা সায়েন্সে ফোরকাস্টিং এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ!"
ঝাউলি "বোকার মতো কথা বলিস না। ডেটা সায়েন্সের তুই কী জানিস? এর মধ্যে যাবতীয় সায়েন্স ও টেকনোলজি ঢুকে আছে। ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স— সমস্ত। তার সঙ্গে জ্যোতিষের তুলনা? ছিঃ ছিঃ! কালসর্প, মাঙ্গলিক, বুধাদিত্য এসবের কোনও মানে হয়?"
মেঘনীল "তুই এত প্রতিক্রিয়াশীল কেন? সোনা জ্যোতিষচর্চায় বিশ্বাস রাখে, তাই কোষ্ঠী করিয়েছে। জলে বিপদ আছে, মেনে নে!"
স্বর্ণাভ "করতাম না। কিন্তু তোরা মনে করে দ্যাখ, প্রত্যেকবার বেড়াতে গিয়ে ও আমাদের চিন্তায় ফেলেছে কিনা! দিঘায় ঢেউয়ের মাথায় নেচে পাথরে আছড়ে পড়ে রক্তারক্তি করল! মাথায় লাগলে খুলি ফেটে যেত!"
মেঘনীল "ঠিক! বকখালিতে ডিঙিনৌকো চেপে ফ্রেজারগঞ্জ যাবার তাল করছিল একলা!"
ঝাউলি "হ্যাঁ, আমি ডিঙি বাইতে জানি, তাই। চন্দননগরে রোয়িং ক্লাবের সদস্য আমি। গঙ্গায় ডিঙি বাই!"
পাপিয়া "সে তো দল বেঁধে। তাও নদীর মতিগতি বুঝে। গঙ্গা আর বঙ্গোপসাগর এক হল? তুই যে ডাকাবুকো, এটা আমরা সবাই মানি রে। তুই সাহসী, বেপরোয়া, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, ভূত-ভগবানে বিশ্বাস নেই! কিন্তু সাহস আর দুঃসাহস এক নয়। বেপরোয়া মানেই নিয়ম ভাঙতে হবে, এরকম কোনও কথা নেই।"
ঝাউলি "সবাই আমাকে নিয়ে পড়লি কেন? আমি কী করলাম?"
অরিন্দম "তোমার সত্যি দুঃসাহস। লেপচাখা থেকে নামার সময় বাক্সা দুর্গের গা বেয়ে তুমি খাদে নামছিলে। প্রতি মুহূর্তে তোমার পায়ের নীচ থেকে বালি-পাথর খসে পড়ছিল আর আমরা শিউরে উঠছিলুম। স্বর্ণাভ-র মুখখানা যদি দেখতে তখন! ভয়ে-উৎকণ্ঠায় ও মরে যাচ্ছিল।"
মেঘনীল "আমাদের গাইড দুর্গাদা বারণ করেছিল। তুই শুনিসনি। তুই খাদে নামছিস তো নামছিস!"
ঝাউলি "ফিরে এসেছিলাম কিনা! উঠতে পেরেছিলাম কিনা নিজে!"
অরিন্দম "পেরেছিলে! কিন্তু দুর্গাদা তোমার জন্য নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন, তুমি শুধু তোমার প্রাণই বিপন্ন করোনি, দুর্গাদাকেও বিপদে ফেলেছিলে। পাহাড়ের ওইসব খাঁজে পড়ে যাবার ভয় তো আছেই। চিতা আছে, বিষাক্ত সাপ-বিছে-মাকড়শা আছে!"
ঝাউলি "বাপরে! সব যেন গাঁয়ের মোড়ল!"
হু-হু হাওয়ায় ছয় বন্ধু বসে ছিল সাগরপারে। রাত্রি এল। হাসি-গল্প-আড্ডা-ঝগড়া শেষ হলে এক অনিবার্য নীরবতা! সমুদ্রের জল ও হাওয়ার নিজস্ব শব্দ কথা কেড়ে নেয়। অগুনতি ঢেউ আর অশেষ সজল পারাবার প্রত্যেক মানুষকে এক চিরায়ত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমি কে? আমি কী! কেন আমার জন্ম! মৃত্যু কেমন? মনে হয়, চলে যায় জলগর্ভে! সেইখানে কী যেন লুকিয়ে থাকে। ডাকে। আয় আয় আয়!
ঝাউলি ফিসফিস করে বলে উঠল, "ঢেউয়ের শব্দের ফাঁকে ঝাউবনের শব্দ পাচ্ছিস! কী বলছে বলতো? ঝাউলি ঝাউলি ঝাউলি!"
"বাবু উ উ উ! ও দিদিমণিরা আ আ! ম্যাডাম!"
"চৈতন্যদুয়ার" থেকে লোক এসে ডাকছে। "সাড়ে ন'টা বাজল। ঘরে চলুন বাবুরা। এত রাত অবধি বিচে থাকার নিয়ম নয়। এদিকে তো লোকজন নেই।"
তারা উঠে পড়ল। সারা শরীর জুড়ে ঘুমের আবেশ! কী সুস্বাদু রান্না! পেট পুরে খেল সব। মেয়েরা একঘরে শুতে গেল। স্বর্ণাভ একলা শোয়। বাকিরা যে যার সুবিধে মতো জায়গা বেছে নিল। পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্ট। প্রায় আঠেরোশো বর্গ ফুট জায়গা। প্রতিটি ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সামনে ছোট একটু উদ্যান পেরোলেই রাস্তার ওপারে বেলাভূমি। ওখানে বালি সারাক্ষণ ভিজে ও নরম।

আমার সম্পর্কে জ্যোতিষীদাদু যা যা বলেছেন, ফলেছে। বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান তো বিজ্ঞানেও আছে।

Veet

নতুন Veet

nikhaar

হেয়ার রিমুভাল ক্রিম

দৃশ্যত স্মুদ আর ব্রাইটার
ত্বকের জন্য

এতে আছে
100% ন্যাচুরাল
হলুদের নির্যাসের সাথে

Only
₹30/-

তাদের সবার বসন সিক্ত করে দিয়েছে ওই বালি!
উদ্যানে উজ্জ্বল আলো। অনতিদূরে বিশাল "রথচক্র" হোটেলের আলো স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানে বিশাল বাগান! এই রাতে সাদা হোটেলটি ভারী সুন্দর! জোর আলো ফেলে এই গভীর রাতে কার জন্য একে দৃশ্যমান করা? হয়তো আরও পরে বাতি নিভিয়ে দেবে!
স্বর্ণাভ-র চোখে আলো পড়লে ঘুম আসে না। সে দূরে সমুদ্র দেখতে লাগল কাচের জানালায় চোখ রেখে। একেকটি ঢেউ এমনই বিশাল, রাস্তা পেরিয়ে আছড়ে পড়বে মনে হয়!
কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে সে হাই তুলল। জানালার পর্দা ভাল করে টেনে শুয়ে পড়ল। কী নরম শয্যা! ভুবনেশ্বরেও ভারী মনোরম ও আরামপ্রদ হোটেলে উঠেছিল তারা। গান সত্যিই এত দেয়? মনোযোগী শ্রোতা পেয়েছিল। প্রাণমন ঢেলে গেয়েছে। টাকার অঙ্কও ভাল গাইবার অন্যতম অনুপ্রেরণা বটে!
তার ঝাউলিকে পেতে ভারী ইচ্ছে করল! এই মিষ্টি, তার্কিক, দুরন্ত মেয়েটাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! বলা যেতে পারে, প্রথম দর্শনেই তারা পরস্পর প্রেমে পড়েছিল। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে রুক্মিণী জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগল প্রথম দিন?"
সে বলে, "খুবই ভাল ঠাকুমা। তোমার নাতবউ পেয়েছি।" যেন নাতবউ সংগ্রহ করাই তার জীবনের ও কলেজ গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি হয়!
ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এল। কিছুক্ষণ পর ভেঙেও গেল। সে উঠে একপাক ঘুরে এল বিশাল ড্রইংরুম থেকে। ভাবল একবার ঝাউলিকে ডেকে নেয়। কিন্তু লজ্জা পেল। কীসের লজ্জা? সে বোঝে না! হয়তো এ-ও সংস্কার! কিংবা ভয়! এক পুরুষোচিত ভয়! প্রিয় নারীকে, এমন বিজনে একলা কাছে পেলে কামাতুর হয়ে ওঠার ভয়! ঝাউলিও যে পাগল হয়ে যায় মাঝে মাঝে! নিশিরাত, নোনাজল, ছলছল, ঝাউবনে পাগলি ঝাউলি— তাকে বুকে পেলে স্বর্ণাভ আর স্বর্ণাভ থাকবে না। হয়ে যাবে আদিম পুরুষ!
সে আবার ফিরে গেল ঘরে। বালিশ আঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ল একলাই!

শেষ রাতে, যখন তারাদের চোখও তন্দ্রালু, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্বর্ণাভ-র। "কে? কে রে!"
গায়ে ভিজে শাড়ি শপশপ করছে। লাল শাড়ি! ভিজে চুল খোলা! হাসতে হাসতে স্নানঘরে ঢুকে পড়ছে ঝাউলি। মেঝেতে পায়ের ছাপ। জল, বালি।
দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল সে। "ঝাউলি! ঝাউ! ঝাউ! তুই মাঝরাত্রে সমুদ্রে গিয়েছিলি! একা! দরজা খোল ঝাউ। দরজা খোল! তুই কি সত্যি পাগল হয়ে গেলি? শাড়ি পরলি কেন? মাঝরাতে শাড়ি পরে... ঝাউলি দরজাটা খোল রে। আমি খুব রেগে যাচ্ছি ঝাউলি।"
প্রবল ক্রোধে স্নানঘরের দরজায় ধাক্কা মারছে স্বর্ণাভ!
আশ্চর্য! দরজা তো খোলা!
"ঝাউলি?"
স্নানঘরে নেই তো! কিন্তু স্পষ্ট দেখল যে স্বর্ণাভ! সে চিৎকার করল, "অরিন, মেঘ, পিয়া, ঝাউলি! সে বিস্ফারিত চোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই তো পায়ের ছাপ! স্পষ্ট! জল! শাড়ি থেকে, চুল থেকে গড়িয়ে পড়া ফোঁটা! বালুকণা!"
অরিন্দম, মেঘনীল, সান্ত্বন উঠে এসেছে। তন্দ্রালু চোখ। মুখে বিরক্তি!
"চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? একা শোয়া চাই। ভয়ও পাওয়া চাই।"
"ঝাউলি কোথায়?"
"কোথায় আবার? পিয়ার সঙ্গে।"
"ঝাউলিকে ডাক। প্লিজ় ডাক।"
"সে ডাকছি। কিন্তু কী হয়েছে বলবি তো!"
"আমি দেখলাম ও ভিজে শাড়ি পরে আমার বাথরুমে ঢুকল। কিন্তু ও নেই।"
"কোথায়? ঝাউলি শাড়ি পরে? হাসাস না! হয়তো এসেছিল! তোকে ভয় দেখাতে!"
"এসে কোথায় যাবে! ওই দ্যাখ ছাপ।"
"কোনও ছাপ নেই। তোর হ্যালুসিনেশন সোনা!"
"তোরা ওদের ডেকে আন!"
"গেল তো সান্ত্বন। পিয়া... এই পিয়া...!"
সান্ত্বনের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে এল পাপিয়া। "ঝাউলি আর আমি গলা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। কোথায় গেল? তোর কাছে আসেনি সোনা?"
স্বর্ণাভ তার লম্বা চুলগুলো টানছে। পাগলের মতো বলছে, "আমি কী দেখলাম! ওকে কেন দেখলাম! ও কোথায় গেল!"
সে বিস্রস্ত! বিচলিত! পাগলপ্রায়!
বন্ধুরা সারা বাড়ি খুঁজল। দুষ্টু মেয়েটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে থেকে ভয় দেখাচ্ছে! এখুনি বেরিয়ে বলবে, "ভিতু! সব ক'টা ভিতু!"
বালিশের খাঁজে কাগজটা খুঁজে পেল পাপিয়া। এই অতিথিশালার লিখনপত্রে দু'ছত্র, "স্নানে যাচ্ছি। এখানে সমুদ্রে আমি নামবই। জ্যোতিষীর নিষেধ মানব আমি? তোরা ঘুমো! আমি সমুদ্রে জলদেবী হয়ে সূর্যোদয় দেখি। যদি ঘুম ভাঙে, চলে আয়! নয়তো আমি ফিরে সব ক'টাকে তুলব।"

বেলা প্রায় এগারোটায় ধৌদিয়া নদীর মোহানার কাছে এসে আটকে রইল ঝাউলি। আগে এ নদীর নাম ছিল ভার্গবী!
নদীর নাম বদলে দেয় কে? কেন? কোনও দিন কি এর নাম ঝাউলি হয়ে যাবে?
সারাদিন থানা-পুলিশ, লোকজন, বাড়িতে খবর পৌঁছনোর যাবতীয় তিক্ত, বিচিত্র, ক্লান্তিকর পর্ব শেষে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরেছে সবাই। চৈতন্যদুয়ারে। স্নান করল না। খেল না। বসল গিয়ে বালুবেলায়। আজ এখানে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে!
একটি রাত পেরোল না, এতকিছু ঘটে গেল! কেন এমন হল? ও কতদূর চলে গিয়েছিল? অন্ধকারে দিক ভুলে চলে গিয়েছিল গভীরে? সামলাতে পারেনি?
কী মর্মান্তিক! জলের টানে কোমর থেকে পাজামা খসে গিয়েছিল। মসৃণ সুঠাম দুটি পা বালিমাখা। সুগোল সফেদ পশ্চাদ্দেশের খাঁজে ভাঙা ঝিনুকের কুচি! গুঁড়ো বালি। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আদরের ঝাউপাতা! সাগর এত নিষ্ঠুর! মৃত্যু এত নির্মম!
আকুল হয়ে কাঁদছে বন্ধুরা! কেন ওকে বারণ করলাম! কেন করলাম! আমাদের চোখের সামনেই না হয় নামত!
শুধু স্বর্ণাভ-র চোখে জল নেই। সে অপলক তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। খামচে খামচে বালি তুলছে কেবল!
অরিন্দম কান্নাজড়ানো গলায় বলল, "কেন ও শুনল না? জ্যোতিষী বারণ করেছিল, কেন শুনল না! তোমার জন্যও তো একটু মানতে পারত?"
"জ্যোতিষী?"
স্বর্ণাভ বালিমাখা হাতে নিজের চুল খামচে ধরল। তারপর সাগরজলের মতো নোনা, সফেন, উথলিত কান্নায় আছড়ে পড়তে পড়তে বলল, "ও তো আমি মিথ্যে বলেছিলাম। ওর কোষ্ঠী করাইনি! আমি করাইনি!"
দূরের ঝাউবনে হাওয়া আর পাতাপত্রে ফিসফিসানি জ্যোতিষী জ্যোতিষী তিষী তিষী ষী ষী ষী!

অলঙ্করণ: রৌদ্র মিত্র

RENE

ethnic wear | casual wear
genuine leather accessories

SHOP ONLINE AT
reneindia.com

SHOP & GET
GIFT
VOUCHER

OPENING SOON!

Shop No.ID 10
NSCBI Airport
KOLKATA
International Departure
SHA

Kolkata: Rene Tower(Kasba) | Mani Square | City Centre-I & II | Diamond Plaza | Star Mall (Madhyamgram)
Durgapur: Junction Mall Bengaluru: Jayanagar(9th Block East) & Mantri Square M:+91 9230518936

also available in Flipkart Myntra amazon.in snapdeal LIMEROAD Exclusive Leather Stores at spencer's South City & B. T. Road EMI from BAJAJ FINSERV

Keo Karpin কর্নার

হেয়ার এক্সপার্ট
প্রিসিলা

চুলের যত্নের জন্য জরুরি টিপস প্রিসিলার থেকে জেনে নিন

● সুন্দর চুলের জন্য পুষ্টি খুব প্রয়োজন। তাই দরকার হেয়ার মাসাজ। এর জন্য ভিটামিন ই সমৃদ্ধ কেও কার্পিন তেল লাগিয়ে চুলের স্ক্যাল্প আঙুলের ডগা দিয়ে মাসাজ করুন। এর ফলে চুল পুষ্টি পাবে, চুলের স্ক্যাল্পে রক্ত চলাচল ভাল হবে এবং চুল থাকবে সুস্থ ও সুন্দর।

● হেয়ার ড্যামেজ হলে স্প্লিল্ট এন্ডের সমস্যা দেখা যায়। এর থেকে মুক্তি পেতে প্রতি দুই থেকে তিন মাস মাস অন্তর চুল ট্রিম করে নিন। এতে চুল ভাল থাকবে।

●সবসময় চুলের যত্নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মরশুমি ফল, সবজি এবং প্রতিদিন তিন থেকে চার লিটার জল খাবেন।

চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখার রহস্য

উৎসবের মরশুম মানেই আনন্দ, আড্ডা, পেটপুরে খাওয়াদাওয়া। এই সবকিছুর সঙ্গে সাজগোজটা কিন্তু মাস্ট। পুজোর পাঁচ দিনে চাই ফ্যাশনেবল লুক। তবে স্টাইলিশ লুক পাওয়ার জন্য আমরা চুলের উপর অনেক সময়ই অনেকরকমের এক্সপেরিমেন্ট করে থাকি। হেয়ার স্টাইলিংয়ের জন্য হেয়ার স্ট্রেটনার, ব্লো ড্রায়ার, ক্রিম্পার, নানা রকমের হেয়ার প্রডাক্ট ব্যবহার করি। এই সব কৃত্রিম জিনিস ব্যবহার করার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো থেকেই যায়। যেমন হেয়ার স্ট্রেটনার, ড্রায়ার ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে চুল যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুল সহজেই রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চুলের একটু বেশি যত্নআত্তি করা দরকার। তাই চলুন জেনে নিই হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার করার পরেও কী উপায়ে চুল সুন্দর রাখতে পারবেন।

● সুন্দর ও সুস্থ চুল রাখার জন্য নিয়ম করে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে।

● ফ্যাশনেবল লুকের জন্য আমরা অনেক সময় নানারকম হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এসবের ফলে চুল খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রুক্ষতা, শুষ্কতা, স্প্লিট এন্ডসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোনওরকম হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার করার আগে ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ কেও কার্পিন লাইট হেয়ার অয়েল করে লাগিয়ে নেবেন। এতে চুলের ক্ষতি হবে না।

● একঘেয়ে স্ট্রেট চুলের পরিবর্তে একটু কার্লি বা ওয়েভি চুল হলে পুরো লুকটাই পালটে যায়। কিন্তু এর জন্য কোনও হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার না করলেও চলবে। কিছু সহজ উপায়ে বাড়িতে বসেই কার্লি ও ওয়েভি চুল পেতে পারেন।

● কার্লি চুলের জন্য শ্যাম্পু করে ভাল করে চুল মুছে নিন। এরপর পুরো চুল নিয়ে একটা টপ নট করে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর চুল খুলে দিলেই কার্লি বা ওয়েভি লুক পেয়ে যাবেন। তবে সারারাত টপ নট করে রাখতে পারলে ভাল হয়।

● চুলে ওয়েভি লুকের জন্য আমরা অনেকসময় চুলে টং ব্যবহার করি। কিন্তু টং ব্যবহার না করেও ওয়েভি লুক পেতে পারেন। এর জন্য পুরো চুল ছোট ছোট কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিন। এরপর প্রতিটি ভাগের চুল নিয়ে খোঁপার মতো বেঁধে হেয়ার পিন লাগিয়ে দিন এবং এইভাবে কিছুক্ষণ রাখুন। সারারাত রাখতে পারলে ভাল ফল পাবেন। এরপর হেয়ারপিনগুলো খুলে দিলেই আপনি পেয়ে যাবেন ওয়েভি এবং বাউন্সি লুক।

● আজকাল মেসি লুক ফ্যাশনে খুব ইন। এই মেসি লুক পাওয়ার জন্য হেয়ার মুজ় নিয়ে তার সঙ্গে দু'ফোঁটা কেও কার্পিন লাইট হেয়ার অয়েল মিশিয়ে সেটা পুরো চুলে লাগিয়ে নিন। এরপর চুল কয়েকটা ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ দিয়ে বেণি বানিয়ে নিন। এইভাবে সারারাত রেখে দিয়ে সকালে চুল খুলে ফেলুন। এতে চুলে মেসি লুক আসবে এবং চুলের কোনও ক্ষতিও হবে না।

● ইন্ডিয়ান হোক বা ওয়েস্টার্ন, যে কোনও ফ্যাশনেবল লুকের জন্য হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার করতেই হয়। কিন্তু তাতে চুলের ক্ষতিও কিছু কম হয় না। তাই হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার করার সময় বা পরে চুলের লেংথের মাঝামাঝি অংশ থেকে ডগার দিকের অংশে কেও কার্পিন লাইট হেয়ার অয়েল লাগিয়ে নিন। এতে চুল ভাল থাকবে এবং চুলে একটা শাইনও আসবে।

● প্রতিদিনের ব্যস্ততার জীবনে আমাদের যেমন একটু বিশ্রাম নিতে হয়, তেমনি চুলের চাই একটু বিশ্রাম। তাই প্রতিদিন চুলের উপর স্টাইলিং প্রডাক্ট, স্ট্রেটনার, কার্লার, ব্লো ড্রায়ার, হেয়ার কালার এইসব ব্যবহারের থেকে মাঝেমধ্যে বিরতি নিন।

হেয়ার স্টাইলিং করার আগে চুলের **Insurance** করিয়েছেন কি?

Keo Karpin®
Non Sticky Hair Oil

আপনার চুল অমূল্য।
Insure করুন
কেয়োকার্পিন-এর সাথে।

*এখানে ইনসিওরেন্স-এর অর্থ সম্ভাব্য ক্ষতির থেকে চুল'কে বাঁচাতে, ব্যবহার করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে।

প্রিসিলা কর্ণার
বিখ্যাত হেয়ার এক্সপার্ট

অলিভ অয়েল এবং ভিটামিন E-র গুণে সমৃদ্ধ। এই হালকা, তৈলাক্ততাবিহীন তেল প্রতিদিনের ক্ষতি হওয়ার থেকে আপনার চুলকে রক্ষা করে। এর জন্য চুল বিশেষজ্ঞরা সুস্থ সুন্দর চুলের জন্য এই তেলের সুপারিশ করে থাকেন।

চুলের insurance করো।
রোজ কেয়োকার্পিন করো।

Website : www.keokarpin.com | Follow us on

Available at: BIG BAZAAR Making India Beautiful | spencer's Makes fine living affordable | more | Best Price | amazon | big basket and many others...

Rediffusion/Kol/Dey's/0593

পার্পল প্যাশন

বেগুনি রঙের আজ ভারী কদর। নজর থেকে নখের ডগা বেগুনি আভায় বিভাসিত। মেক-আপের নতুন ট্রেন্ড তেমনই খবর দিচ্ছে। পার্পল প্যালেট উপহার দিলেন মৌমিতা সরকার।

চোখের উপরর পাতায়
বেগুনি আইশ্যাডোর ছোঁয়া।
একই রং চোখের নীচের
অংশে স্মাজ করা হয়েছে।
ঠোঁটে পার্পল লিপ কালার
আপনাকে দেবে গ্ল্যামারাস
লুক। (বাঁদিকের পাতা)
হালকা মেকআপের সঙ্গে
পার্পল আইলাইনারের
সরু টান মিনিটেই পালটে
দিতে পারে আপনার লুক।
(ডানদিকের ছবি)

ফেসটিভ লুক চাইলে
আপনার প্রথম পছন্দ
হতেই পারে পার্পল
আইশ্যাডো। চোখের
পাতার মাঝামাঝি অংশে
গোল্ডেন আইশ্যাডো
দিয়ে হাইলাইট করলে
গর্জাস লাগবে।

POND'S
POND'S
পুজোর
নন্দিনী
২০১৮
In association with
আনন্দবাজার পত্রিকা | এবেলা
পত্রালি হাজরা- বিজয়ী, পন্ডস্ পুজোর নন্দিনী ২০১৭
তুমি কি পুজোর নন্দিনী ?
ফিরে এলো পন্ড্স পুজোর নন্দিনী ২০১৮
ফিরে এসেছে পন্ডস্ পুজোর নন্দিনী ২০১৮। পুজোর আমেজ মানেই নিজেকে সুন্দর, প্রাণবন্ত করে তোলার মরসুম। কিন্তু সকালে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখার সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে ত্বকের কোমলতা; হতে পারে কালো দাগ, রুক্ষতা। ব্যবহার করো পন্ডস্ হোয়াইট বিউটি। এর স্পট রিমুভ্যাল টেকনোলজি ও প্রো ভিটামিন B3 মুখের জেদী কালো দাগ সরিয়ে ত্বক করে তুলবে উজ্জ্বল।
অংশ নাও আর হয়ে ওঠো পন্ডস্ পুজোর নন্দিনী ২০১৮ এবং পেয়ে যাও নগদ ৫০,০০০ টাকা জিতে নেওয়ার সুযোগ*।
তোমার সেলফি আপলোড করো #PujorNandini ও #GetThePondsSpotlessGlow ব্যবহার করে
facebook.com/pondspujornandini
@ pondspujornandini
9748657777
pondspujornandini2018@gmail.com
POND'S
WHITE BEAUTY™
Anti-spot Fairness
POND'S
WHITE BEAUTY
* শর্তাবলী প্রযোজ্য

পিঙ্ক, ব্রাউন, কালার থেকে বেরিয়ে এবার পুজোয় মেক-আপ কিট সাজিয়ে নিন পার্পল প্যালেটে। মেক-আপ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে পার্পল লিপকালার, লাইনার ও নেলপলিশ দারুণ কম্বিনেশন।

Blue Heaven®
COSMETICS

Studio Perfection Beauty !

MAKE-UP FIXER
PERFECT MAKEUP SETTING SPRAY

Blue Heaven Make Up Fixer helps in setting your make up for a longer stay and making it difficult to wiped off with touch or run off with perspiration.

PERFECT MAKEUP BASE
STUDIO PERFECTION

A lightweight formula with silicones and vitamin to soften, soothe and mattify your skin. Make-up glides on and stays fresh for hours. It enhances the adherence to make-ups while used under foundation or compact powders. It can also be used as base for eyeshadows and blush-ons.

ON-LINE SHOP www.blueheavencosmetics.in

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

blue.heaven.cosmetics

চোখে বেগুনি
আইলাইনার। সঙ্গে
ব্লাশারেও আছে
বেগুনি রঙের আলতো
ছোঁয়া। ঠোঁটে হালকা
লিপকালার আপনাকে
দেবে স্মার্ট লুক।

মেকআপ ট্রেন্ডে এখন পার্পল ইন। তাই শুধু চোখ বা ঠোঁটেই নয়, নখেও রাখতে পারেন পার্পল রঙে ভেজানো তুলির টান।

মডেল: রিয়া, হিয়া, মুনমুন
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
পোশাক: তেজস গাঁধী, বিড্যাজ়েল, ১৯ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯
কানের দুল: সাস্যা,
ফোন: ২২৮৯২৩২৩
ছবি: সোমনাথ রায়

নবাবি গোস্ত

ভিন্ স্বাদে মাটন

বাঙালির খাওয়াদাওয়ায় যতই বিবর্তন আসুক না কেন, উৎসব-অনুষ্ঠান, নিদেনপক্ষে রবিবার দুপুরে তাকে ছাড়া মোটেও চলে না। নানরকম মাটনের পরিবেশনায় দেবারতি রায়।

নবাবি গোস্ত

উপকরণ: মাটন ৬০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩টে (কুচোনো), আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ২ চা-চামচ, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ২টো, টক দই ১০০ গ্রাম, নুন-চিনি স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, আলু (মাঝারি) ৫-৬টা, কাঁচা পেঁপেবাটা ২ চা-চামচ, কসুরি মেথি সামান্য, আতর ১ ফোঁটা, লবঙ্গ ৪-৫টা, বড় এলাচ ১টা, ছোট এলাচ ৩-৪টে, গোলমরিচ ৫-৬টা, ধনে, জিরে, মৌরি, পোস্ত ১ টেবলচামচ, তেল পরিমাণমতো, ঘি ২ টেবলচামচ, জায়ফল-জয়িত্রিগুঁড়ো $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, ক্রিম ১ চা-চামচ, সিদ্ধ ডিম ১টা।

প্রণালী: কড়াইতে ঘি গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। ধনে, জিরে, পোস্ত ও মৌরি তাওয়াতে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে পেঁয়াজভাজার সঙ্গে বেটে নিন। মাংস ধুয়ে আদা, রসুনবাটা, পেঁপেবাটা দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ২-৩ ঘণ্টা। কড়াইতে তেল ও ঘি মিশিয়ে গরম করে চিনি দিন। লালচে রং ধরলে টোম্যাটোবাটা, আদারসুনবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা, গরম মশলা দিয়ে রান্না করুন। দই ফেটিয়ে মেশান। মাংস দিন। নুন-চিনি, ভাজা আলু দিন। কষে নিন। ২ কাপ জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। কম আঁচে সিদ্ধ করুন। মাখা মাখা হলে ক্রিম ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ডিম হালকা ভেজে উপরে সাজিয়ে দিন।

কুন্না মসালা মাটন

উপকরণ: মাংস ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টো, টোম্যাটো ১টা, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ২ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ২ চা-চামচ, তেজপাতা ২টো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ। **কুন্না মশলার জন্য:** শা জিরে, গোটা ধনে, গোটা গোলমরিচ $^{১}/_{৪}$ চামচ করে, জয়িত্রি, স্টার অ্যানিস ১টা, লবঙ্গ ২টো, এলাচ ২টো (সব মিশিয়ে ড্রাই রোস্ট করে নিন)

প্রণালী: মাটন আদা-রসুনবাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, নুন দিয়ে ম্যারিনেট

কুন্না মসালা মাটন

বানজারা মসালা গোস্ত

করে রাখুন। ঘি গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। মাটন আদাবাটা, রসুনবাটা, টোম্যাটোবাটা, জিরে ও ধনেগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, নুন, চিনি ও জল দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। প্রেশার কুকারে কম আঁচে ২টো সিটি দিন। কুন্না মশলা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট পর খুলে ময়দা জলে গুলে মাংসতে ঢেলে দিন। আদা জুলিয়ান করে কেটে দিয়ে দিন। মাখো মাখো হলে নামিয়ে ধনেপাতাকুচি সাজিয়ে ভাত বা নানের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বানজারা মসালা গোস্ত

উপকরণ: মাংস ৫০০ গ্রাম, টক দই ৩ টেবলচামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো আধ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, পেঁয়াজ ২টো (কুচোনো), টোম্যাটো ১টা, তেল পরিমাণমতো।

বানজারা মশলার জন্য: শা জিরে $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, কাবাব চিনি $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, বড় এলাচ ১টা, ছোট এলাচ ২টো, শুকনোলঙ্কা ২টো, জায়ফল অর্ধেক, ধনে ১ চা-চামচ, জিরে $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ।

প্রণালী: মাটনে দই, আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, সরষের তেল মাখিয়ে তিন ঘণ্টা রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে তেজপাতা, গরমমশলা, শুকনোলঙ্কা দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। আদা-রসুনবাটা, টোম্যাটোকুচি, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো দিয়ে কষে নিন। ম্যারিনেট করা মাংস দিন। বানজারা মশলা দিয়ে দিন। চেরা কাঁচালঙ্কা, নুন, চিনি দিয়ে কষে নিন ও পরিমাণমতো জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। আধভাঙা ধনে দিন। নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।

জাফরানি ডাল গোস্ত

উপকরণ: মাটন ৫০০ গ্রাম, ছোলার ডাল ও অড়হর ডাল ৬০ গ্রাম করে, মসুর ডাল ৪০ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, রসুন ৭-৮ কোয়া, জাফরান $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, পেঁয়াজ ৩টে, তেজপাতা ৩টে, টক দই ১০০ গ্রাম।

প্রণালী: ডাল ধুয়ে এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা কুচিয়ে নিন। ১ চামচ জলে জাফরান ভিজিয়ে দইয়ের সঙ্গে বেটে নিন। কড়াইতে ঘি গরম করে তেজপাতা, আদাবাটা, রসুনবাটা, গরমমশলা, পেঁয়াজকুচি ও মাংসের টুকরো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। বাদামি রং ধরলে চিনি, নুন, গরম জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ করে

নিন। সিদ্ধ করা ডাল দিন। জাফরান দিয়ে ফেটানো দই ঢেলে মিশিয়ে নিন। ফুটে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

মালওয়ানি মাটন

উপকরণ: মাটন ৭০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩টে, আদাবাটা দেড় টেবলচামচ, রসুনবাটা দেড় টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, তেল, গোটা ধনে ১ টেবলচামচ, গোটা জিরে $^{৩}/_{৪}$ চা-চামচ।

মালওয়ানি মশলার জন্য: শা জিরে $^{৩}/_{৪}$ চা-চামচ, বড় এলাচ ২টো, ছোট এলাচ ৪টে, লবঙ্গ ৪-৫টা, পোস্ত দেড় চা-চামচ, কাজুবাদাম ৪টে, শুকনো নারকেলকোরা $^{৩}/_{৪}$ কাপ। মশলাগুলো শুকনো তাওয়ায় নাড়াচাড়া করে গুঁড়ো করে নিন।

প্রণালী: কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। আদারসুনবাটা, নুন ও কিছুটা জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। হলুদগুঁড়ো, নুন, চিনি, মালওয়ানী মশলা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে জল দিন। ঢাকা দিয়ে কম আঁচে রান্না করুন। মাংস সুসিদ্ধ হলে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

পিটা ব্রেড উইথ মাটন বলস

উপকরণ: মাটন বলের জন্য: মাটন কিমা ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টা (বড়, কুচোনো), জিরেগুঁড়ো আধ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো আধ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, ছাতু ১ টেবলচামচ, রোস্টেড আমসত্বকুচি ২ টেবলচামচ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: কিমাতে নুন, জিরেগুঁড়ো, গোলমরিচগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো মিশিয়ে নিন। কড়াইতে কিমার মিশ্রণ দিন। নাড়তে থাকুন। কিমা থেকে জল বেরিয়ে এলে নামিয়ে জল ঝরিয়ে কিমা মিক্সিতে বেটে নিন। ছাতু মিশিয়ে হাতের তালুতে মাংসের মিশ্রণ রেখে আমসত্বকুচি দিয়ে গোল বলের আকারে গড়ে তেলে ভেজে তুলুন।

পিটা ব্রেডের জন্য: ময়দা ২৫০ গ্রাম, দুধ (ইষদুষ্ণ) আধ কাপ, চিনি ১ টেবলচামচ, ইস্ট ১ চা-চামচ, তেল ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: বাটিতে ময়দা, নুন, তেল মিশিয়ে নিন। দুধে ইস্ট, চিনি মিশিয়ে ২০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর ইস্টের বুদবুদ কাটতে শুরু করবে তখন ময়দার মিশ্রণে ঢেলে ময়দা দুধ দিয়ে মেখে নিন। এক ঘণ্টা ময়দা ঢেকে রাখুন। ময়দা ফুলে উঠলে রুটির মতো বেলে নিন। তাওয়া গরম করে সেঁকে নিন। নামিয়ে দু'টুকরো

মাংস রান্নার শুরুতেই নুন না দিয়ে রান্নার মাঝামাঝি সময়ে দিয়ে ভালভাবে নাড়ুন। এরপর দেখে নিন পরিমাণ ঠিক হল কি না। মাংস তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করতে চাইলে খোসা-সহ এক টুকরো কাঁচা পেঁপে রান্নায় দিতে পারেন।

মালওয়ানি মাটন

লজ্জিজ হরা গোস্ত হান্ডি

দই মৌরি মাংস

করে কেটে পকেট বানিয়ে নিন। পকেটের ভিতর তাহিনি সস লাগিয়ে মাটনের বলগুলো দিন। টোম্যাটো স্লাইস, চাটমশলা দিয়ে পরিবেশন করুন।

লজ্জিজ হরা গোস্ত হান্ডি

উপকরণ: মাংস ৭০০ গ্রাম, পালংশাক ১ আঁটি, পুদিনাপাতা ১ আঁটি, ধনেপাতা ১ আঁটি, নারকেল আধ মালা, শুকনোলঙ্কা ৫টা, আদাবাটা ১$^{১}/_{২}$ টেবলচামচ, রসুনবাটা ১$^{১}/_{২}$ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ৩টে (কুচোনো), হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, বনস্পতি ও তেল, টকদই ১০০ গ্রাম, টোম্যাটো ২টো, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা গরমমশলা কয়েকটা, তেজপাতা।

প্রণালী: শুকনোলঙ্কা, হলুদ, আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, জিরে একসঙ্গে বেটে নিন। পালংশাক ধুয়ে কুচিয়ে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। একটু নুন দিন। জল দেবেন না। শাক থেকে জল বেরবে। সিদ্ধ হলে জল ঝরিয়ে তাতে ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, নারকেলকোরা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেটে নিন। হাঁড়িতে তেল ও বনস্পতি দিয়ে তেজপাতা, গরমমশলা, গোল করে কাটা টোম্যাটো, পেঁয়াজ, ফেটানো টক দই, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নিন। মাংস ও বাটা মশলা দিন। কষে নিন। শাকবাটা দিন। নুন, চিনি ও সামান্য জল দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। সিদ্ধ হলে নামিয়ে উপরে ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিতে পারেন।

মাটন বলস উইথ পিটা ব্রেড

দই-মৌরি মাংস

উপকরণ: মাংস ৫০০ গ্রাম, টকদই ২০০ গ্রাম, আদাবাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজ ৪টে, রসুন ৭-৮ কোয়া, হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো আধ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কা ৩টে, তেজপাতা ৩টে, মৌরি $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, মৌরিগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, গোটা গরমমশলা ১ চা-চামচ, নারকেলের দুধ ৩ টেবলচামচ।

প্রণালী: দই ফেটিয়ে তাতে নুন, চিনি, মৌরিগুঁড়ো মিশিয়ে মাটনে মাখিয়ে এক-দু' ঘণ্টা রেখে দিন। পেঁয়াজ, রসুন বেটে নিন। গরম তেলে শুকনোলঙ্কা ছেড়ে তুলে নিন। গুঁড়ো করে নিন। কড়াইতে তেজপাতা, মৌরি, গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুনবাটা দিয়ে কষে মাংস দিন। নুন, চিনি দিয়ে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। নারকেলের দুধ দিন। মাংস সিদ্ধ হলে উপরে ভাজা লঙ্কাগুঁড়ো ও মৌরিগুঁড়ো ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

যোগাযোগ: ৯৪৩৩৬১০৩৮৩
বাসন: নিউ লক্ষ্মী জুয়েলার্স
ফোন: ২৪৬৩৯৭৪২
ছবি: অয়ন নন্দী

www.kutchina.com

KUTCHINA®

Designed for Convenience

রান্না শেষ চট করে ঠাকুর দেখো প্রাণ ভরে

শুভ দুর্গোৎসব

উৎসবের দিনে আর রান্নাঘরে সময় নষ্ট নয়।
আছে কুচিনার স্মল অ্যাপ্লায়েন্স রেঞ্জ
যাতে রান্না হয় ঝটপট, কোনও ঝামেলা ছাড়াই।

KUTCHINA® SMALL APPLIANCES

MIXER GRINDER ▪ ELECTRIC KETTLE ▪ TOASTER
INDUCTION COOKER ▪ HAND BLENDER ▪ OTG
SANDWICH MAKER ▪ JUICER ▪ RICE COOKER

Follow us on: Kutchinaconnect / customercare@kutchina.com

TOLL FREE NO.: 1800 4197 333

FOR ANY QUERY : 9831072844

যজ্ঞে লাগে না যে মেয়েবেলা

স ঙ্গী তা ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

সরকারবাগান পেরোতে পেরোতে প্রচণ্ড ধুলোর ঝড় উঠল একদম বিনা নোটিশে। এবং সবার আগে স্কার্ট উড়ে গেল জয়ীর। চোখে-মুখে ধুলো ঢুকে যাচ্ছে। এক হাতে স্কার্ট সামলাতে সামলাতে অন্য হাতে সে চেষ্টা করল চোখ ঢাকতে। এমন জোরালো হাওয়ার মুখোমুখি জয়ী এর আগে কখনও পড়েনি। বেকায়দায় এলোমেলো পা ফেলে সে এগোতে চেষ্টা করল। এই গলিটার দু'দিকেই খোলা নর্দমা। চোখ বন্ধ করে হাঁটার মতো বোকামি যে না করাই ভাল সেটা এখানে বাচ্চারাও বোঝে। আর জয়ী তো এখন প্রায় চোদ্দো বছরের নায়িকা। এভাবে কিছুটা এগোতে এগোতে সে বোধহয় গোপাল সাধুখাঁর বাড়ি পার হয়েছে, এমন সময় কীসে একটা হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তখনই একটা হ্যাঁচকা টানে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল কেউ। সে শুধু এটুকু বুঝল যে হাতটা কোনও পুরুষের নয়। নরম আর গরম মেয়েলি থাবা। হাতের মোটা মোটা শাঁখা আর চুড়ির স্পষ্ট স্পর্শ তাকে সেই মুহূর্তে আশ্বস্ত করল। সে কোনও প্রতিরোধের কথা না ভেবে দু'-চার পা এমনিই চলে গেল হাতের মালিকের সঙ্গে। এমন কী মুখ ফুটে 'কে এটা?' জিজ্ঞেস করার মতো পরিস্থিতিও নয় তখন। তাহলেই ধুলো ঢুকে যাবে মুখে। হাতের মালকিন তাকে ঠেলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল একটা বাড়ির ভিতরে। দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখনও চোখ খোলা যাচ্ছে না। সমস্ত চোখের পাতায় বালি। নারীকণ্ঠ বলে উঠল, "ভীষণ ঝড় উঠেছে। এখন একটু দাঁড়িয়ে যাও তুমি এখানে। বুঝেছো?" জয়ী জামার হাতায় চোখ মুছতে যাচ্ছিল। নারীকণ্ঠ বলল, "তোমার কি চোখে বালি ঢুকেছে?" সে মাথা নেড়ে বলল "হ্যাঁ।"

"এসো, এসো। চোখ ধুয়ে নাও।" বলে আবার সেই হাত তাকে

টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল একটা বেসিনের সামনে। চোখ ধুয়ে নিল জয়ী জলের ঝাপটায়। একটা গামছা পেয়ে গেল হাতে। অন্যদের ব্যবহার করা গামছা। গামছা থেকে ক্যান্থারাইডিন তেলের গন্ধ নাকে এসে লাগতেই শরীরে একটা ঝটকা লাগল জয়ীর। এ গন্ধ তার ভীষণ চেনা বলে নয়, ঠিক এখনই এই গন্ধটা সে কোনও অবস্থাতেই প্রত্যাশা করেনি। গন্ধটার সঙ্গে অসুস্থ একটা মানুষ জড়িত যিনি সদ্য মারা গেছেন। দিদা ক্যান্থারাইডিন মাখত মাথায়। ছ'মাস ভুগে সবে তিন দিন হল মারা গেছে দিদা। না, আজ চার দিন। অনাথ ঘোষাল লেনের বাড়িতে দিদা মারা যাওয়ার দিন থেকে শুধু লোকজন, আত্মীয়স্বজনদের ভিড়। মোটামুটি ভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বৈবাহিক সম্পর্কিত আত্মীয় বা পরিবারের বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়ার মহিলারা সকাল বারোটার মধ্যে এসে চলে যায়। আর দুপুর তিনটে থেকে আসতে শুরু করে দিদার শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ির বিশাল গুষ্টির লোকজন। তার ওপর আছে জয়ীর মাইমাদের বাপের বাড়ির আত্মীয়রা আর মাসিদের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা। সন্ধেবেলা আসছে মামাদের অফিস কোলিগ, পার্টির কমরেডরা, পাড়ার বন্ধুরা। পাড়াটা বিরাট। আর এখানে তাদের ৭০-৮০ বছরের বসবাস। জয়ীর নিজের ছোট্ট ঘরটা সেই দিদা মারা যাওয়ার দুপুর থেকেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজ বিরক্ত হয়ে জয়ী পাড়ায় বেরিয়ে পড়েছে তিনটে নাগাদ। এত অজস্রবার দিদার মৃত্যুর বিবরণ শুনতে ভাল লাগে? প্লাস দুই মাইমা আর দুই মাসির ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প—কে কত মায়ের সেবা করেছে! তাই দুপুরবেলা জয়ী পাড়া বেরাতে বেরিয়ে পড়েছে। পাঁচ টাকা নিয়েছিল সঙ্গে। দুপুরে অক্রুরের মুদির দোকান পুরো বন্ধ থাকে না, ঝাঁপ ফেলা থাকে। কিন্তু অক্রুরদের কোনও এক ভাই দোকানের মেঝেতে ঘুমোয় বা এপাশ-ওপাশ করে। আসলে ঘুমলেও জেগে থাকে আর গামছা দিয়ে মাছি তাড়ায়। কেউ এই সময় চাল, ডাল, তেল, নুন, পোস্ত কিনতে যায় না। এই সময় লোকজন ঠিক কী কেনে জয়ী ভাল জানে না। তার মতো পাড়া-বেড়ানি কিছু ছেলে-ছোকরাও আছে। তারা সিগারেট-টিগারেট কেনে। দশ-বারো বছরের ছেলেরা এরকম সময় সাইকেল চালানো শেখে, কারণ পাড়ার রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা-ফাঁকা। রিঙ্কুদির মতো সদ্য শাড়ি ধরা দু'-একজন আছে পাড়ায়, যাদের এই পাড়ার অলিতে-গলিতে এই সময় দাঁড়িয়ে প্রেম করতে দেখা যায়। রিঙ্কুদি অবশ্য তিনজনের সঙ্গে প্রেম করছে এই মুহূর্তে। লালবাবু, অবিনাশ আর লাইব্রেরির উল্টোদিকে পাঁচিলঘেরা বাড়ির কৃশানু। পাঁচিলঘেরা বাড়ির ওরা খুব ধনী। কেউ গাড়ি ছাড়া বেরয় না। কৃশানু রিঙ্কুদিকে পাড়ার বাইরে মিট করে। রিঙ্কু বেসিক্যালি এই কৃশানুর ব্যাপারেই সিরিয়াস। কিন্তু কৃশানু পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সময় দিতে পারে না। রিঙ্কুরও মা নেই। জয়ীর মতো। রিঙ্কুদি জয়ীকে বলেছে বাকি দু'টো প্রেম ও প্রেম করার জন্যই করে। রিঙ্কুদির মাথায় নাকি সবসময় প্রেম বিষয়টা ঘোরে। ঠিক মুভিস্টাররা যেমন অঙ্গভঙ্গি করে স্নান করতে, ওইরকম করে রিঙ্কুদি। কেউ বোঝে না যে একটা পুরো নাটক অভিনীত হয় রিঙ্কুদির স্নানের সময়। জয়ী জিজ্ঞেস করেছিল কে আসে তাহলে স্নান করার সময়? অবিনাশ, লালবাবু না কৃশানু?

রিঙ্কুদি একটা মিষ্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসেছিল, "লালবাবু আসে না। লালবাবু আর আমি একসঙ্গে বড় হয়েছি, আমরা ছোট থেকে বন্ধু। আমরা সেই কোন ছোট থেকে পাড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম। কোনও প্রেমই ছিল না। কিন্তু বদ্যিজেঠা হঠাৎ রটিয়ে দিল যে আমার আর লালবাবুর মধ্যে প্রেম। বাবা রেগেমেগে এত বকাবকি করল যে আমি আর লালবাবু গোপনে গোপনে দেখা করি কথা বলতে। এদিকে গোপনে দেখা করলে, লোক দেখলে সরে গেলে এটা তো অটোমেটিক এসট্যাব্লিশ হয়ে যায় যে আমরা প্রেম করছি! বুঝলি জয়ী?" রিঙ্কুদি অটোমেটিক্যালি এসট্যাব্লিশড বলেনি। অটোমেটিক এসট্যাব্লিশই বলেছে।

"আবার এটাও ঠিক, এটাও একটা প্রেম। নইলে কি আর এত লুকিয়ে লুকিয়েও দেখা করতাম?" রিঙ্কুদি জয়ীকে বিষয়টা তলিয়ে বোঝানোর চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

জয়ী বুঝেছিল। তারপর অবিনাশের প্রসঙ্গে রিঙ্কুদি বলল, "অবিনাশ আসে। হয়ত অবিনাশই আসে। আসলে তুই কেন, কেউই জানে না অবিনাশ হল আমার প্রাক্তন প্রেমিক। তোরা ভাবিস আমি তিনজনের সঙ্গে একসঙ্গে প্রেম করি? বর্তমান অবিনাশের মধ্যে আমি অতীত প্রেমিককে দেখি। এটা একটা আশ্চর্য অনুভূতি। অতীতে তুই কত আবেগে ভেসে যাওয়া কথা বলেছিস, সবই অসাবধান আর অপ্রয়োজনীয় কথা, এখন আর সে সব বলিস না। তবু সব কথার মধ্যেই কিন্তু সেই প্রেমটার ইঙ্গিত থাকে। একটা ফল্গুধারার মতো বইতে থাকে। তখন মৌসুমীদি আর বাচ্চুদার কথা মনে হয়। মৌসুমীদি বাপের বাড়ি এলে বাচ্চুদা কেমন মন্টুদের রকে সারাদিন বসে থাকে দেখিস না? খুব কষ্ট লাগে রে। সেদিন দেখলাম মৌসুমীদি দোতলার বারান্দায় বসে বসে আলতা পরছে আর বাচ্চুদা ভাল জামা-প্যান্ট পরেও বৃষ্টিতে ভিজছে। আমার শুধুই মনে হচ্ছিল এটা ঠিক হচ্ছে না। বাচ্চুদার ওখান থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত। এটা দেখছি যখন, তখনই অবিনাশ আসছে মোড়ের দিক থেকে। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম কথা বলার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কথা বলতে পারব না—এরকম যেন আমাদের মধ্যে না হয়। তবে তুই আমাকে খারাপ ভাবিস না জয়ী, আমাকে না সবচেয়ে বেশি যেটা টানে সেটা হল অবিনাশের গায়ের গন্ধটা। কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে গায়ের গন্ধ পাওয়ার আনন্দটা আমি ছাড়তে পারি না। অবিনাশ একটা পাউডার মাখে রে জয়ী। ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। আমার এই গন্ধটা এত ভাল লাগে! অবিনাশ শার্টের উপরের তিনটে বোতাম খুলে রাখে দেখেছিস তুই। ও, তুই কেন এটা লক্ষ্য করবি! তা সে যাইহোক, অবিনাশের বুকের দিকে আমি কত দেখেছি তাকিয়ে তাকিয়ে। একদম পাতলা একটা পেট। লম্বা ঝুলের পঞ্জাবি। ক্ষয়ে যাওয়া চটি। এভাবে বলতে গেলে ধর ওর ডাঁটিভাঙা চশমার কথাও বলতে হয়। আর খুচরো পয়সা ধার চাওয়া। কিংবা ওর সিগারেটের গন্ধ। অবিনাশ যদি খুচরো ধার নিয়েই চলে যেতে চায় তাহলেই হয় মুশকিল। তখনই আমার ওর পঞ্জাবিটা খামচে ধরে টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। তখনই একটা তোলপাড় হয় বুকে, তলপেটে। মনে হয় আবার ওর প্রেমিকা হয়ে যাই, মনে হয় ওকে বুবুদের বাড়ির গলির দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে চুমু খাই, ওকে মারি, ওকে বলি, "তুই আমার টাকা ফেরত দে। ধার নিয়ে তো আমাকে ভিখিরি করে দিলি। লজ্জা করে না রে তোর।" রিঙ্কুদি বলেছে এই থরথর আবেগ, বড়লোকের ভাল আর সিরিয়াস ছেলে কৃশানুর প্রতি কাজ করে না। রিঙ্কুদিকে কৃশানু চাইনিজ় রেস্তরাঁয় নিয়ে যায়, ঝাল লাগলেই কোল্ড ড্রিঙ্ক অর্ডার দেয় আর পুরো সময়টা জ্যাঠা, কাকা, পিসি, মামা, মাসি আর তুতো ভাইবোনদের গল্প করে। কৃশানু হনিমুনের প্ল্যান করে। কীভাবে রিঙ্কুদিদের বাড়িতে আগে থেকে দু'সেট গয়না পাঠিয়ে দেবে সেটা বলে। কিন্তু রিঙ্কুদির মায়ের গল্প কখনও শুনতে চায় না। রিঙ্কুদি অনেকবার চেষ্টা করেছে বলতে। কৃশানু নাকি একবার রিঙ্কুদির মায়ের গল্প শুনতে শুনতে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই শেষ। এই এত কিছুর ব্যাখ্যা দিয়ে রিঙ্কুদি নিজেই অতঃপর নখ খুঁটতে খুঁটতে বলেছে যে, আসলে ও সত্যিই তিনটে প্রেম করে। তবে লালবাবুকে এবার ছেড়ে দেবে। এত জোরে জাপটে ধরে যে বুকের পাঁজরে ব্যথা হয়ে যায়।

আজও জয়ী বেরিয়েই রিঙ্কুদির পাল্লায় পড়েছিল এবং রিঙ্কুদি যখন তাকে নিয়ে আটা কলের মাঠের দিকে এগোতে থাকে তখন অলরেডি আকাশ কালো হয়ে মাটিতে নেমে আসছে। এই সময় বেলগাছিয়ার দিক থেকে একটা কালো গাড়ি ঢুকল আটা কলের রাস্তায়। একটা পাড়াতেই যদি কারও তিনটে প্রেমিক থাকে তাহলে অবধারিতভাবেই একজন না একজনের সঙ্গে তো দেখা হয়ে যাবেই। রিঙ্কুদি কালো

POND'S -এর সাহায্যে পান
BB+ cream

পারফেক্ট পুজো লুক

রুপোলি পর্দা বা ওয়েবফিল্মে কখনও অনুগত স্ত্রীর চরিত্রে, কখনও অনুরাগী প্রেমিকার চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করে তিনি দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। শুধু বলিউড নয়, তেলুগু ছবিতেও অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন কিয়ারা। তাঁর স্নিগ্ধ রূপ এবং অভিনয় দক্ষতা নিয়ে ইতিমধ্যেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনের দুনিয়াতেও কিয়ারা এখন পরিচিত মুখ। আগামী দিনে করিনা কপূর এবং অক্ষয় কুমারের সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক কমেডিতে দেখা যাবে কিয়ারাকে। তাই আজকের দিনে অপার সৌন্দর্যের আর এক নাম কিয়ারা, সবদিক থেকেই মডার্ন কিয়ারা আজকের দিনের নারী হিসাবে এক আদর্শে পরিণত হয়েছেন, এক আইডিয়াল বিউটি সল্যুশনের সাহায্যে -পন্ডস BB+ ক্রিম।

পন্ডস BB+ ক্রিম ছাড়া আপনার কি দৈনন্দিন কাজ চলে না? পন্ডস BB+ ক্রিম একদিকে যেমন আপনাকে ফাউন্ডেশনের পারফেক্ট কভারেজ দেয়, তেমনি আর একদিকে সূর্যরশ্মির হাত থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখে। এটি এমনই হালকা যে আপনার ত্বক প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে ব্যবহারের পরে। এতে আপনি পাবেন এক পারফেক্ট লুক, বিনা মেকআপেই।

উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা মনে রেখে কিয়ারা পন্ডস BB+ ক্রিমের সহায়তায় তৈরি করেছেন এই বিশেষ লুক

কিয়ারা-এর কিছু প্রয়োজনীয় টিপস:

'নো মেকআপ' লুক-এর জন্য কোন কথাটা মনে রাখা খুব জরুরি বলে আপনার মনে হয়?

সবার প্রথমে বলব পন্ডস BB+ ক্রিম। এই প্রডাক্টটি ন্যাচরাল ও খুবই হালকা। সেইজন্য আমার ত্বক এটির ব্যবহারে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে। শুধু তাই-ই নয়, এতে আছে SPF30 - যা স্পটলেস স্মুদ কভারেজও দেয়। ফলে, একটুখানি লিপ বাম ও মাস্কারা দিয়ে আপনিও পেতে পারেন পারফেক্ট, 'নো মেকআপ' লুক।

আপনার উজ্জ্বল ত্বকের গোপন রহস্যটা কী?

সত্যি কথা বলতে আমার কাজকর্ম সারাদিন ধরেই চলতে থাকে, আর কাজ করতে আমার ভীষণ ভালও লাগে, কিন্তু সমস্যা হল এই এত কাজের চাপের প্রভাব পড়ে আমার ত্বকের উপরে।
এছাড়া আমার ব্যস্ত শিডিউলের কারণে যখন আমার ত্বক ক্লান্ত ও অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে তখন পন্ডস BB+ ক্রিম দিয়েই সেই উজ্জ্বলতা আমি ফিরে পাই।

উৎসবের দিনেও সুন্দর থাকুন

পুজোয় - দিনেই হোক বা রাতে, আইডিয়াল লুক পেতে হলে সবার প্রথমে পন্ডস BB+ ক্রিম দিয়ে বেস তৈরি করুন। লাইট কাজল লাগান, তারপর ফেস্টিভ্যাল টাচ দিতে ব্রাউন আর গোল্ডেন শিমারিং আইশ্যাডো দিন। ঠোঁটের জন্য মিউটেড ব্রাউন ম্যাটি লিপস্টিক লাগান ও হেয়ার-বন-এর সঙ্গে কমপ্লিট ড্রেসিং করে নিন।

নিমেষে স্পট কভারেজ + ন্যাচারেল গ্লো

পন্ড'স BB+ ক্রিম

লাইটওয়েট ফাউন্ডেশন যুক্ত অ্যান্টি-স্পট ফেয়ারনেস ক্রিম

বাইরে:
স্পটস আর ডার্ক সার্কেল
ঢেকে দেয় ত্বকের রং
একসমান করে ত্বক দেখায়
নিমেষে স্পট-লেস।
প্রতিদিন পিকচার পার্ফেক্ট।

ভেতরে:
জেনহোয়াইট
নিয়মিতভাবে কাজ ক'রে
ত্বকের রং ক্রমশ হালকা করে
যাতে ফেয়ারনেস আসে

*আপনার ত্বকের পরিস্থিতির কারণে ফল ভিন্ন হতে পারে।

গাড়িতে উঠে যেতে যেতে বলল, "ভাগ্য ভাল, একটু সেজেগুজে বেরিয়েছি। তুই বাড়ি চলে যা। কেমন?"
সে ফিরছিল যখন ধুলোর ঝড় উঠল।
গামছাটা না ইউজ় করে ফিরিয়ে দিয়ে বেলুনহাতা সাদা ব্লাউজ়ে মুখ মুছে নিয়ে জয়ী তাকাল ভদ্রমহিলার দিকে। ভদ্রমহিলা ঠিক না। ছোটমাসির বয়সি। মানে তিরিশ-বত্রিশ। চুল খুলে পিঠের ওপর ছড়ানো রয়েছে। নাক চ্যাপ্টা, বড় গোল মুখ। বড় সিঁদুরের টিপ। চওড়া সিঁদুর। চোখে ধ্যাবড়ানো কাজল। মোটা ফুলো ঠোঁটের নিজস্ব একটা রং আছে। ছাইবর্ণ মেরুন? নাকি রক্তাভ বেগুনি? এ পাড়ায় সম্ভবত সে-ই একমাত্র মেয়ে যে যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েও ছবি আঁকে। প্যাস্টেল রং দিয়ে। যে রংই সে দেখে আশেপাশে, একটা নাম দিতে চেষ্টা করে। বা রঙের প্রকৃতিটা ধরতে চেষ্টা করে। ভদ্রমহিলার বেশ বড়সড় চেহারা। দিদা যেটাকে বলে ডবকা চেহারা। মানে বলত আর কী! হাতে একগাদা গয়না রয়েছে। শাঁখা, পলা, সোনার চুড়ি, কাচের চুড়ি। আঙুলে পলার আংটি, সোনার আংটি, লোহার আংটি। নখে মেরুন নেলপলিশ। একদম জমজমাট ব্যাপার। একটা হাতকাটা সাদা ব্লাউজ় আর নীল শাড়ি। জয়ী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যতটা দেখা যায় দেখল। জয়ীর বয়সি একটা মেয়ে পূর্ণবয়স্ক একজন নারীকে এরকমই খুঁটিয়ে দেখে এটাই সত্যি। দেখে কারণ বড় হলে কার মতো বড় হবে, ঠিক কীরকম বড় হওয়ার তার ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা সেটা নিয়ে বোধহয় জয়ীর বয়সি মেয়েদের একটা লুকোনো অনুসন্ধান থাকেই। এসব ব্যাপারে মোটামুটি ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই কোনও স্কুল টিচারের মতো হওয়ার বাসনা গড়ে ওঠে ছোট্ট বয়সে। তবে জয়ী ঠিক যে বয়সটায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বয়সে কলেজে পড়া কোনও স্বাধীনচেতা দিদির মতো হতে ইচ্ছে করে, যে রাত আটটায় বাড়িতে ফিরতে পারে, ইচ্ছে হলেই লিপস্টিক লাগাতে পারে, আর মাঝেমাঝেই সবার সামনে কোনও ছেলের গল্প করতে পারে, যে কি না নাম গোপন করে চিঠি লেখে। অনেকটাই রিঙ্কুদির মতো কেউ। কিন্তু তাই বলে জয়ী রিঙ্কুদির মতো মেয়েকে আদর্শ ভাবে না। রিঙ্কুদি অনেক ন্যাকা। উল্টোপাল্টা ইংলিশ বলে। বই-টই পড়ে না। তিন শালিক মানে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়েনি। কিন্তু তিন-চারটে রবীন্দ্রনাথের নাটক করেছে স্কুল-কলেজে। এই জন্য রিঙ্কুদি সবসময় সেই নাটকের গান গায় আর ডায়লগগুলো বলে। সবমিলিয়ে রিঙ্কুদি ঠিক আছে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে জয়ীর পছন্দ আবীরাদিকে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। নিজের দিদিমার সাদা শাড়ি পরে কলেজে যায়। স্লিভলেস ব্লাউজ় পরে। পনিটেল করে। ঝোলা কাঁধে নেয়। আর ছাদে উঠে বই পড়তে পড়তে সিগারেট খায়। কাউকে ভয় পায় না। কত ছেলে বন্ধু! যেমন বাংলা উচ্চারণ তেমনই ইংরিজি উচ্চারণ। জয়ী একদম মুগ্ধ হয়ে দেখে আবীরাকে। সবচেয়ে যেটা তার ভাল লাগে, সেটা হল আবীরাদির শরীর নিয়ে কোনও অস্বস্তি নেই। এই সেদিন একটা ঢাকাই পরেছিল আবীরা। সাদা খোল আর বাসন্তী পাড়। বলল, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। দু'দিন থাকবে। জয়ী আবীরাদির চলে যাওয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল কতক্ষণ। রিঙ্কুদি পাশে ছিল। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলল, "ওরা মড। বড়লোক। ওকে কেউ কিছু বলবে না। এই রিঙ্কু সমাদ্দার যদি যেত? পাড়ায় টি-টি পড়ে যেত। কৃশানুর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাতেও লোকে কত সমালোচনা করছে!"
সে রিঙ্কুদি বড়লোক বলুক আর যাই বলুক, এ পাড়ার সব উঠতি বয়সি মেয়েদের মধ্যেই শরীর নিয়ে আনইজ়ি ব্যাপারটা আছে। এটা এদের মধ্যে থাকে প্রায় অনেক বড় বয়স অব্দি।
আপনি বলবে না তুমি বলবে ভাবতে ভাবতে সে বিবাহিতাকে বলল, "ধন্যবাদ।" জয়ী ক্যালকাটা গার্লসে পড়ে, থ্যাংক ইউ বলাটাই স্বাভাবিক তার পক্ষে। কিন্তু আবীরাকে দেখেছে জয়ী খুব ভরাট কণ্ঠস্বরে ধন্যবাদ বলতে। সে এটা তৎক্ষণাৎ অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে। একদম চোখের দিকে তাকিয়ে টানটান মুখে কাউকে ধন্যবাদ বলে আবীরা যে উল্টোদিকের মানুষটাকেই ধন্য করে দেয় এটা আমাদের জয়ী খুব ভালো বুঝে গেছে। "তুমি তো জয়ী।" মেয়ে-কাম-মহিলা বেশ টেনে টেনে কথা বলে, "তোমাকে রোজ দেখি আমি। যাচ্ছ, আসছ। আমার তোমাকে খুব ভাল লাগে। তুমি খুব লম্বা তো তাই তোমাকে অনেক বড় ভেবেছিলাম। এই সেদিন শান্তি পিসিমা বললেন যে তোমার বয়স চোদ্দো-পনেরো হবে।"
শান্তি পিসিমা এ পাড়ায় একজন বিখ্যাত মহিলা। ব্রাহ্মণের নিঃসন্তান বিধবা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করে নিজের অন্নসংস্থান করে শান্তি পিসিমা। যেমন এক ঘণ্টায় সারা বাড়ি আলপনা দিয়ে দেওয়া। পুজোর জোগাড় দেওয়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডাল বেঁটে বড়ি দিয়ে দেওয়া। পুজোর আগে বাড়িঘর ঝাড়া, শাড়ি-জামা রোদে দেওয়া-তোলা, ন্যাপথলিন দিয়ে গুছিয়ে দেওয়া, বয়স্কদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বসে থাকা, রুগীর সেবা, পথ্য তৈরি, রাত জাগা, কেউ কাউকে কোনও কারণে তত্ত্ব-তাবিশ করলে সে সব দিতে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি—এরকম হরেক কাজ। সব বাড়িতেই মেয়েমহলে তার খুব কদর। একটু চা, একটু টিফিন খেয়ে শান্তি পিসিমা পাড়ার মেয়ে বৌদের স্বামী অফিস চলে যাওয়া থেকে দুপুরে ভাত খেয়ে নাক ডাকার আগের অব্দি সময়টা গল্পে ভরিয়ে দেয়। তবে আরও অনেক ব্যাপার আছে। জয়ী এখনও অতটা বোঝে না বলেই রিঙ্কু বিষয়টা জয়ীকে যথেষ্ট ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শান্তি পিসিমার থ্রু দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকারা চিঠি চালাচালি করে। ধরা যাক ঊর্মিদি হঠাৎ বেরনোর সুযোগ পেল। কিন্তু বিভাসদাকে যোগাযোগ করতে পারছে না। পাড়ায় একটা চক্কর মেরে আসবে উপায় নেই, বাবা তখনও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। এমন সময় দেখল শান্তি পিসিমা যাচ্ছে। ঊর্মিদি একটু ইশারা ইঙ্গিতে পিসিমাকে ডেকে নিয়ে এল সদরে ঢোকার মুখে, যেখানে মিটারের ঘর আছে, তার আড়ালে। বিষয়টা বুঝিয়ে বলতেও হল না, শান্তি পিসিমা দু'টাকা মুঠোয় নিয়ে সাঁ করে চলে গেল। সোজা পিলুদের বাড়ির রকের আড্ডায়। বিভাসদাকে ডেকে যা বলার বলে দিল। বিভাসদা ওমনি উঠে টুক করে যতীনের সেলুনে ঢুকে গেল। শেভ করা হয়ে গেল দশ মিনিটে। একটা কাচা জামা-প্যান্ট গায়ে চড়িয়ে বিভাসদা হাঁটা দিল শ্যামবাজারের দিকে!
শান্তি পিসিমার কথা ওঠায় জয়ী অকারণেই একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। বলল, "ঝড় থেমে গেছে?"
"কোথায়? ওহ হ্যাঁ। কিন্তু ধুম বৃষ্টি। তুমি চা খাও? আমার এখন চা খাওয়ার সময়।"
"চা খাই। কিন্তু এখন আর খাব না।" বৌ-টার পিছন পিছন লম্বা একটা ঘরে এসে ঢুকল জয়ী। এটা মনে হয় বৌ-টার শোবার ঘর। অনেক বড় ঘর। তাতে অনেক পুরনো ফার্নিচার। পালঙ্ক। তিন পাল্লার আয়না। এত বড় আয়নায় নিজেকে দেখে জয়ী মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর লম্বা সে। আর কী ভাল ফিগার। তার খুব ইচ্ছে করল ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখতে। জয়ী নিজের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা হাসি হাসল। অনেক দিনের জমানো একটা হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল

একটা ঘরে এসে ঢুকল জয়ী। এটা মনে হয় বৌ-টার শোবার ঘর। তিন পাল্লার আয়না। এত বড় আয়নায় নিজেকে দেখে জয়ী মুগ্ধ হয়ে গেল।

candid®
Dusting Powder

আপনার ত্বকের একাধিক সমস্যার জন্যে ভরসা করুন এক্সপার্ট সলিউশনের উপর

শরীরের স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর একটি উপায় হল ঘাম হওয়া। কিন্তু শরীরের ভাঁজের মধ্য ঘাম জমে থাকা, ঘসা লাগা এবং বায়ুচলাচল ঠিকভাবে না হতে পারার জন্যে লালভাব, র‍্যাশ হওয়া, ঘামাচি এবং এমনকি ফাঙ্গাল সংক্রমণ পর্যন্ত হতে পারে।

আপনার নিয়মিত প্রিকলি হিট (ঘামাচি) অথবা কুলিং পাউডার কেবলমাত্র কিছুক্ষণের জন্যে আপনাকে রেহাই দিতে পারে। ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডারে আছে ক্লোট্রিম্যাজোল যা সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরণের ত্বকের সমস্যায়** এর দীর্ঘক্ষণ* কার্যকারিতার জন্যে পরিচিত এবং তাই এটি এক্সপার্ট স্কিন সলিউশন হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার এক্সপার্ট স্কিন সলিউশন কেন?	ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার	সাধারন প্রিকলি হিট/কুলিং পাউডার
ছত্রাক-প্রতিরোধী এজেন্ট হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত	✓	✗
ঘামাচির গুটি / ফোস্কা না হওয়া নিশ্চিত করে এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়না	✓	✗
স্বল্পক্ষণের জন্যে নয়, দেয় দীর্ঘস্থায়ী আরাম*	✓	✗
ফাঙ্গাল ইনফেকশনের জন্যে হওয়া চুলকানি, জ্বালা, লালভাব এবং র‍্যাশ থেকে কার্যকরিভাবে রেহাই দেয়	✓	✗

NO.1 DOCTOR'S PRESCRIBED BRAND+

4 স্কিন প্রব্লেমের জন্যে

1 এক্সপার্ট সলিউশন

লালভাব

র‍্যাশ

ঘামাচি

ফাঙ্গাল ইনফেকশন

*এপ্রিল 2002 তে মাইকোসেস জার্নালে প্রকাশিত সমীক্ষা অনুযায়ী
+ মার্চ 2016-এ IMS প্রেসক্রিপশন ডেটা MAT অনুযায়ী | **ফাঙ্গাল ইনফেকশন সম্পর্কিত

BBDO INDIA

Glenmark

তার। বৌ-টা তাকে লক্ষ্য করছিল। বলল, ''হুঁ হুঁ, বাবা, চমৎকার। তারিয়ে তারিয়ে দেখার মতোই। যে দেখবে সেই মুগ্ধ হয়ে যাবে।'' বলেই চোখ মারল বৌ-টা। ''আমার নাম কনক। আমাকে কনকবৌদি বোলো কেমন?''

জয়ী এরকম টোনে আগে কাউকে সত্যি কথা বলতে শোনেনি। সে লজ্জা পেয়ে গিয়ে আয়নার গায়ে ঝোলানো নানারকম হার, মালাগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। কনকবৌদি বলল, ''আমার একটা মামাতো দেওর আছে। মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। মাঝেমাঝে আসে বিকেলের দিকে। তোমার ওপর তার খুব লোভ!''

শুনে অবাক হতে হতে জয়ী ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু। খুবই শেকি ফিল করছিল জয়ী। এই বৌদি স্থানীয়াকে তার প্রথম থেকেই কেমন একটা লাগছে যেন! কী একটা অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তিটা বাড়ছে। সে কানের পাশ থেকে চুল নিয়ে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল আর পাঁচ মিনিট পরেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি বৃষ্টি না থামলেও। বৌদির মেডিক্যাল কলেজে পড়া কোনও এক দেওর তার কান এঁটো করে দিয়েছে। বৌদি বলল, ''এই, এখানে বোসো না। একটু কথা বলি। তারপর চা করছি।''

পালঙ্কটা উঁচু। তার পাশেই এক ধার দিয়ে একটা কম উঁচু খাট। মোটা কাঁথা পেতে দেওয়া সেটার ওপর। আর সঙ্গে লম্বা লম্বা তাকিয়া রাখা। বৌদি তাকে খাটেই বসতে বলল। জয়ী বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, ''তোমাদের ঘরে দু'টো খাট কেন গো?''

''কারণ আমি দুই খাটে দু'জনের সঙ্গে শুই তাই!'' হো-হো করে হেসে উঠল কনকবৌদি।

জয়ী চমকে গিয়ে বলল, ''কী বলছ? হতেই পারে না। তোমার কি দু'টো বর নাকি? আমাদের মধ্যে তো এরকম প্র্যাকটিস নেই। নর্থ ইস্টের পাহাড়িদের মধ্যে আছে।''

''বাব্বা, কত জ্ঞান তোমার!'' নিজের গালে হালকা থাবড়া মারল বৌদি, ''শান্তি পিসিমা তোমার খুব প্রশংসা করে। এই জন্যই করে। তুমি অনেক ইংরিজি জানো তাই না? অনেক বই পড়েছ।''

''তুমি বই পড়ো না? ইংরিজি না জানলে বাংলা বই পড়তে পার,'' জয়ী হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে খুব রহস্য করে হাসল কনকবৌদি। ''উমমমম্, বই আবার পড়ি না? বই না পড়লে আমার গা ম্যাজম্যাজ করে।''

কনকের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে জয়ী বলল, ''বই না পড়লে আবার গা ম্যাজম্যাজ করে নাকি?''

''যার যেমন ধাঁচ। তোমার বই না পড়লে কী হয় বল তো শুনি?'' বৌদি এক পাক ঘুরে ধপ করে বসে পড়ল তার পাশে।

''কোনওদিন ভাবিনি। মনে হয় মন খারাপ হবে।''

''আমারও তাই হয়। এই বইগুলো না পড়লে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়। মাথা ধরে। দেখবে আমার বইগুলো?'' কনকবৌদির চোখে একটা অন্য টান। অনেক দূর থেকে কোনও ট্রেন ছুটে এসে ক্রস করার আগের মুহূর্তে একটা হাওয়া এসে ধাক্কা মারে বুকে। জয়ী সব বুঝতে পারছে, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে সে সব জানে। নারী-পুরুষের শরীরের টান জানে, কীভাবে কী ঘটে জানে, কিন্তু এই শরীরের কারণে যে অপরাধ তৈরি হয় সেটা প্রায় জানেই না। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে এ চোরাগোপ্তা স্রোত। ট্রেনের আগে এসে পড়া হাওয়ার ধাক্কাটা জয়ী ঠিক টের পেল। তার বুক ছমছম করে উঠল। ওইসব বইয়ের কথা বলছে এই বৌদি তাই না? ওইসব বই! কিন্তু সব ঠিক আছে, তাকে তো কনক চেনেই না? তাহলে তার সঙ্গে এত ফ্রি হয়ে কথা বলছে কেন? জয়ীর মনে না হয়েও মনে হল, হয় কনক একটু পাগলি আর নইলে ওই যে ওর দেওরটার কথা বলল, ওই দেওরটার সঙ্গে জয়ীকে ভিড়িয়ে দিতে চায়।

জয়ী একদম ভুল ভাবছে না। কনক খুব দ্রুত ফ্রেন্ডলি হতে চাইছে জয়ীর সঙ্গে। অনেকদিন থেকেই জয়ীর সঙ্গে মেলামেশা করার খুব ইচ্ছে তার। তার ওপর অমিতের আবার জয়ীকে খুব পছন্দ। 'লোভ' কথাটা কনকের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। মনে মনে তৎক্ষণাৎ জিভ কেটেছে কনক। 'তোমাকে খুব পছন্দ'—হয়তো পছন্দ বলতে ঈর্ষা হয়েছে কনকের। তাই পছন্দ শব্দটা বলতে চায়নি। পছন্দ বললে একটা প্রেমের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। এদিকে ওসব প্রেমে অমিত নেই। সবটাই শরীরের আনন্দ। এখন সপ্তাহে একদিন-দু'দিন আসে। ওসবও হয়। আবার নানারকম গল্পগাছাও করে। এটা-ওটা বানিয়ে খেতে দেয় কনক অমিতকে। তারপর বিকেলে ছাদে দাঁড়িয়ে আলসেতে ভর দিয়ে চা খেতে খেতে কনক আর অমিত দু'জনে মিলে পাড়ার মেয়েদের দেখে। এটাতে দু'জনেই খুব রস পায়। এ পাড়ার অনেক মেয়েকেই অমিতের খুব ভাল লাগে। আলোচনা করে, হা হা হি হি করে, রঙ্গরসিকতা করে, তারপর আবার নিজেদের অবৈধ সম্পর্কে ফিরে যায়। অমিত কখনও বলে না, ''আমার তো তুমিই আছ। আর কাউকে চাই না।'' বরং অমিত হ্যা-হ্যা করে হেসে ওঠে। হয়ত কোন মেয়েকে দেখায়। জয়ী গেলে অমিত কনককে বলল, ''এই মেয়েটার নাম যেন কি গো বৌদি। অন্য মেয়েদের মতো নয়। একদম আলাদা। কোনও দিকে তাকায় না। এই সব মেয়ে কব্জা করতে বেশি মজা।''

কনক বলল,''কী যে বলো। ও তো দেখতেই বড়। বয়স খুব কম। তোমার হাঁটুর বয়সি। ক্লাস এইটে পড়ে।''

''এইট? ও বাবা। তাহলে তো অনেক বড়। এইটের মেয়ে মানে কত পাকা জানো?''

''ইস। তুমি কিছু করো না?'' কনক কনুইয়ের গুঁতো মারে অমিতকে। অমিত সিগারেট ধরায়, ''ঈশ্বরের দিব্যি। ধমক দিয়ে সরিয়ে দিই। ওসব বাচ্চা মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে আমি নেই। এটা আমার প্রিন্সিপ্যাল।''

কনক কষ্ট পায় না। অমিতের কাছে সে যেটা পাচ্ছে সেটাই আসলে তার চাই। অন্যকিছু দরকার নেই। অতএব সে অমিতকে চিমটি কেটে বলে, ''কোথাকার সাধু পুরুষ এলেন রে।'' কনকের শ্বশুরবাড়ি গোবরডাঙায়। বড় পরিবার। লোকজন আসে যায়। এই বছরখানেক হল কলকাতার বাড়ি একটু ফাঁকা ফাঁকা। নইলে বিয়ের পরে পরে কতদিন হয়েছে ওই এক্সট্রা খাটে কাউকে শুতে দিতে হয়েছে তাকে। ঠিক তক্কে তক্কে না থাকলেও আজ জয়ীকে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবেই হাতের মধ্যে পেয়ে গেল কনক। বৃষ্টি চট করে ধরবে না। জয়ীকে একটু আটকে রাখতে কনককে কোনও কায়দাই করতে হল না। কনক ভাবল, দেখি কেমন সব্বার থেকে আলাদা মেয়ে? কনকের কাকার সঙ্গে জ্যাঠার মেয়ের একটা গোপন সম্পর্ক ছিল। একান্নবর্তি পরিবারের আনাচে-কানাচে সে ওদের যা খুশি করতে চোখের সামনে দেখেছে। অমিত বলেছে যে কনকের মনটা এমনই ধাঁচের হয়ে গেছে যে অসামাজিক সম্পর্কই তাকে বেশি উত্তেজনা দেয়। এখন জয়ীকে সামনে রেখে কনক ভাবল, 'আমার তো নষ্ট মন, নষ্ট মাথা, নষ্ট চরিত্র। আমি তো চোদ্দো-পনেরো থেকেই খারাপ। তা এই মেয়েগুলো সব অপাপবিদ্ধা? তাই না? এই জয়ী, ভালোর ভাল মেয়ে। এখনও কিছু বোঝে না। সরল বালিকা। এখনও পুরুষ চেখে দেখেনি। সব জানা আছে। আমাকে দেখে কি কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেত যে স্কুল শেষ হওয়ার আগেই আমার সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে?' কনকের দুষ্টু বুদ্ধি কাজ করছে জয়ীকে এ ঘরে নিয়ে আসা মাত্র। সে ভাবল, 'দেখি কেমন কিছু বোঝে না? আর না বুঝলে বুঝিয়ে ছাড়ব। তখন এরকম না হয় যে রোজই মেয়েটা আলমারির মধ্যে থাকা অসভ্য বইগুলো দেখতে এসে হাজির হয়!' কনক মনে মনে হো-হো করে হেসে উঠে ভাবল অমিত আজ এলে খুব জমত।

জয়ী দেখল কনকবৌদি আলমারির ভেতর থেকে একগাদা বই বের করে ধপাস করে ফেলে দিল খাটের ওপর। ডেবনেয়ার আছে। প্লেবয় আছে। আর রয়েছে ছোট বই। চটি বই। অদ্ভুত নাম সেগুলোর। এসব বইয়ের কথা সে শুনেছে। কিন্তু কখনও দেখেনি। সে জানে কী আছে এতে। এই প্রথম এগুলো দেখবে। নিষিদ্ধের প্রতি তীব্র আগ্রহে

হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলে নিতে নিতে জয়ী টেরও পেল না সে কতটা উত্তেজিত। চোখ জ্বালা করতে লাগল। সে একটা কী বলতে চাইল। কনকের এত ধৈর্য্য নেই। সে একটা ডেবনেয়ার তুলে ধরে মোক্ষম পাতাটা খুলে ধরল জয়ীর চোখের সামনে। জয়ী সেটা দেখল। অন্যগুলো উল্টোতে লাগল। তার শরীর কাঁপছে তখন। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেছে। কনক বলল, ''আমারও এরকম ছবি আছে। দেখবে? একজনকে দিয়ে তুলিয়েছি!'' কনক আলমারি থেকে এক তাড়া রঙিন ছবি বের করে আনল। জয়ী দেখল নানারকম ভঙ্গিতে কনক। চুল খোলা। হাতে সেই ভর্তি চুড়ি, শাঁখা, পলা, কপালে টিপ। শুধু শরীরে কোনও পোশাক নেই। কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে সে বলল, ''বাহ, খুব সুন্দর।'' মনে হল জয়ীর গলাটা বেতারে ভেসে আসছে। সুন্দর শোনা মাত্র কনক নিজের আঁচল সরিয়ে ব্লাউজটা খুলে ফেলল। এই নির্লজ্জতা কি জয়ী দেখেছে? দেখে এত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে কি কখনো? সে মুখ ঢেকে ফেলল দু'হাতের পাতায়।

শুধু একবার এই চোখের পাতাটা বুজতে পেরেছিল বলে জয়ী চোদ্দো থেকে এক ধাপে অনেক বড় হয়ে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে সে কনকের কাছে যথেষ্ট স্মার্ট থাকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখনও যদি সে উঠে না পালায় তো সে যা আছে তা আর থাকবে না। কোলের ওপর থেকে সব বই-টই মাটিতে ফেলে দিয়ে জয়ী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''এত ভাল ভাল বই থাকতে এসব বই পড়ব কেন? ছিঃ!''

কনকের বোধহয় এতক্ষণে হুঁশ এল। কনক আঁচল তুলে নিতে নিতে জয়ী দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর এক নিঃশ্বাসে পা ফেলে শনি মন্দিরের সামনের রাস্তায় পৌঁছে গেল। রিঙ্কু তখন শনি মন্দিরের পাশের বাড়ির রকের ভেতর ঢুকে ওই বাড়ির বৌ-টার সঙ্গে খোশগল্প করছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই তাকে হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখে ডাকতে গিয়েও ডাকল না রিঙ্কু। ভাল করে লক্ষ্য করল রিঙ্কু তাকে। কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। এতক্ষণ তো ওদিকের পাড়ায় থাকার কথা নয় জয়ীর। পরের দিন রিঙ্কু তাকে ধরল, ''সরলা বৌদি বলল তুই না কি অনেকক্ষণ শেফালিদের বাড়িতে ছিলিস? কী ব্যাপার রে?''

''কে শেফালি?''

''ওই বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল। নাম শেফালি। বিয়ে হয়ে কোথায় ভেসে গেছে। তাও ওই বাড়ির নাম শেফালিদের বাড়ি।''

উত্তরের পুরোনো পাড়াগুলোয় এরকমই নিয়ম। ''কনক নামে একটা বৌ আছে না? সৈকতদার বৌ। পাকা মেয়ে একখানা। তুই ওদের বাড়িতে ওর কাছে গেছিলি?''

''আমি যাই নি। আমাকে প্রায় হাইজ্যাক করে নিয়ে গেল। তখন ধুলোর ঝড় উঠেছিল। তারপর বৃষ্টি। কী বৃষ্টি। আটকে গেলাম।''

''তুই তো মুখ নীচু করে কথা বলিস না? নিশ্চয়ই কিছু লুকোচ্ছিস?''

জয়ী সব বলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভাবল রিঙ্কুকে বললে ও শান্তি পিসিমাকে তো বলবেই। তাছাড়া এসব কথা ঠিক বলা যায় না। কেন যে যায় না এটা একটা প্রশ্ন। সে তো কোন দোষ করেনি। তবু লোকে ভাববে যে সে দোষী। কারণ সে এই সবগুলো দেখে ফেলেছে। দেখে ফেলাটাই দোষ। কথা রটবে। শেষ অব্দি তাকে বকাবকি করবে মামারা, মাসিরা। এই যে ইচ্ছেমতো পাড়া বেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। লাভ কী। তাছাড়া নিজের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখার মধ্যে একটা মজাও তো আছে। সে বলল, ''ভাল লাগেনি বৌদিকে। কেন জানি না।''

''কেউ ভাল কথা বলে না ওর সম্পর্কে। ছেড়ে দে। আর যাস না ডাকলেও।''

''না না। রোজই কি আর ধুলোর ঝড় ওঠে রিঙ্কুদি?''

রিঙ্কু বলল, ''যাক গে ছাড়, দারুণ একটা খবর আছে। কৃশানুর বাড়ি থেকে এই বৈশাখেই এসে পাকা কথা বলবে। আমার তো তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে জয়ী। ব্যস, হয়ে গেল। আর পাড়া বেড়ানো হবে না। তুই বিকেলে চলে আসিস রোজ। লাইব্রেরি থেকে একবার ঢুঁ মারিস। কেমন?''

জয়ী খুশি হল। সঙ্গে সঙ্গে রিঙ্কুর বিয়ের অনেক প্ল্যান করে ফেলল দু'জনে। রিঙ্কু বলল জয়ীর বড়মামার থেকে যে করে হোক পারমিশন করিয়ে জয়ীকে বিয়ের বাসরে রাখবে। বিয়ের বেনারসি কিনতে যাবে যখন তখনও জয়ীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। যদিও জয়ীর কাল থেকে কোনও দিকেই মন নেই, একটা ঘোরের মধ্যে আছে, তবু সে রিঙ্কুকে খুশি করার জন্য আর রিঙ্কুর আনন্দটা রিঙ্কুকেই ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বেশি বেশি খুশি হয়ে ওঠার ভাব করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে এই বাসর-টাসর তার খুব একটা ভাল লাগে না। কী যে সবাই হেসে হেসে এর ওর গায়ে পড়ে। অকারণ! দিন কাটতে লাগল। জয়ী আর এর মধ্যে আটা কলের মাঠের দিকে যায় নি। এই মোড়ে দাঁড়িয়ে ওই গলিটার দিকে তাকালে যে খারাপ লাগাটা বয়ে আসত সেটাও অনেকটা কেটে গেছে। গোপাল সাধুখাঁদের বাড়িটা খুব পছন্দের জয়ীর। বাগানে অনেক রকম গাছ। গেটের ওপর ঝুপসি একটা মাধবীলতা। এখন গোপাল সাধুখাঁর বাড়ির দিকেও আর সে তাকায় না। কৈশোর ছিনতাই হয়ে গেছে তার বলা যায় না, কিন্তু সে কী আর আগের জয়ী আছে? নেই। দিদার কাজ হয়ে গেল। কৃশানুর বাড়ি থেকে পাকা কথা বলল ঠিকই কিন্তু সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। এমনকি রিঙ্কুর জীবনেও। কৃশানু না কি গৌহাটিতে একটা কারখানা করছে। ব্যবসা বাড়াচ্ছে। তাই বিয়ে করে সঙ্গে সঙ্গে রিঙ্কুদিকে নিয়ে কৃশানু গৌহাটি চলে যাবে। শুনে রিঙ্কুদির মুখের যা অবস্থা হয়েছে ভাবাই যায় না। মনে হচ্ছে বিয়েটা কল অফ না করে দেয়। রিঙ্কুদি জয়ীকে বারবার বলতে লাগল, ''এরকম কিছু একটা হলে পারে তো, বিয়েটা আপাতত বন্ধ হয়ে যায় যাতে।'' বলতে বলতেই ঘটল তাই। কৃশানুর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করল এমন বাজে ভাবে যে হাত, পা তো ভাঙলই। সেই সঙ্গে পারিবারিক জ্যোতিষী বললেন যে কৃশানুর এখন বিরাট ফাঁড়া যাচ্ছে জীবনে। এখন এক বছর কোন বিয়ে হবে না। রিঙ্কুদি এরপর আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ল। অপরাধীর মত মুখ করে ঘুরতে লাগল। জয়ীকে বারবার বলল, ''তুই কিন্তু কোনওদিন কাউকে বলিস না যে আমি চেয়েছিলাম বিয়েটা বন্ধ হয়ে যাক। ওদের কানে গেলে ওরা আর আমার মুখ দেখবে না।''

রিঙ্কুদি বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে হঠাৎই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল আবীরার। কানাঘুষো শোনা গেল বহুদিনের প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করে বাড়ি থেকে দেখে দেওয়া ছেলেকে বিয়ে করছে আবীরা। ছেলে আমেরিকায় থাকে। ভাল চাকরি করে। গ্রিন কার্ড হোল্ডার। এদেশে আর ফিরবে না। একদিন বড়মামি, ছোটমামি, মাসিদের সঙ্গে গিয়ে আবীরার বিয়ের বেনারসিও দেখে এল জয়ী। জয়ীর কেমন ধারণা হয়েছিল আবীরা নিশ্চয়ই একটা সাদা বেনারসি পড়ে বিয়ে করবে। রজনীগন্ধার মালার বদলে অন্য কিছু পরবে। আবীরাকে নিশ্চয়ই বকেঝকে গয়না পরাতে হবে। সে সব ধারনার সঙ্গে বাস্তবে কিন্তু কিছুই মিলল না। আবীরা টুকটুকে লাল বেনারসি নিজেই পছন্দ করে কিনেছিল। এক ট্রে লিপস্টিক কিনেছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করল, ''এই বরের সঙ্গে কথা হয়?'' আবীরাদি মাথা নেড়ে হেসে বলল, ''রোজই একটা আইএসডি করে। পাঁচ মিনিট কথা হয়।'' পাশ থেকে আবীরাদির পিসি বলল, ''বাবা এখনই কী ভাব দু'জনের। হবু বরের কাছে বিরাট লিস্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এখন মার্কেটিং করছে লিস্ট মিলিয়ে। মেক-আপ, কমপ্যাক্ট, রুজ়, লিপস্টিক, পারফিউম। আরও কীসব তো আর আমাদের বলছে না।''

''আহা, বরকে বলব না তো কাকে বলব?'' হেসে বলল আবীরা।

''বাবা, এখন থেকেই বর।'' ঘর ভরে উঠল রঙ্গরসিকতায়।

ফেরার পথে মামি, মাসিরা বলাবলি করল, ''দেখো। দেখে শেখা উচিত। পড়াশুনো করল, কত ভাল রেজ়াল্ট করল, প্রেম করল, সিগারেট খেল, বাইরে রাত কাটালো, আবার সৎ পাত্রটি দেখে লাল বেনারসি পরে বিয়ের পিঁড়েতে বসতেও দেরি করল না। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি এরকম নিজের আখেরটা বুঝত তাহলে তো চিন্তাই

ছিল না। আবীরার মা কেমন নিশ্চিন্তে মেয়েকে ছেড়ে রেখেছিল। কই মেয়ে তো কোন বেগড়বাঁই করেনি।''
আবীরার বিয়ে হয়ে আমেরিকা চলে গেল। জয়ীর মনে হল আবীরাই সবচেয়ে নিষ্ঠুর। সে আর আবীরার মতো হতে চাইবে না। আর্দশের ছোট্ট লিস্ট থেকে জয়ী নাম কেটে ফেলল আবীরার। বছর ঘুরে গেলে রিঙ্কুর বিয়েটা হল ঠিকই। কিন্তু রিঙ্কু গৌহাটি গেল না। রিঙ্কু বলল ও কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবে না। কৃশানু বলল, ''আচ্ছা বাবা তুমি এখানেই থাকো।'' কেউ যা ভাবতে পারেনি, সেই পাড়াবেড়ানি, আড্ডাবাজ, পড়াশুনোবিমুখ, সারাদিন মাথায় প্রেম নিয়ে ঘুরে বেড়ানো রিঙ্কু নিজের শ্বশুরবাড়ির একতলায় একটা চমৎকার ইংলিশ মিডিয়াম

আবীরার বিয়ে হয়ে আমেরিকা চলে গেল। জয়ীর মনে হল আবীরাই সবচেয়ে নিষ্ঠুর। সে আবীরার মতো হতে চাইবে না। আর্দশের ছোট্ট লিস্ট থেকে জয়ী নাম কেটে ফেলল আবীরার।

কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলে ফেলে অবাক করে দিল সবাইকে। সেই স্কুলে ইংলিশের স্ট্যান্ডার্ড খুব হাই। জয়ীও বড় হয়ে গেল দেখতে দেখতে, পনেরো পূর্ণ হয়ে ষোলয় পা দিয়ে স্কুল ফাইনাল দিয়ে ফেলল সে। এখন সে আরও বই পড়ে। এখন সে ফ্রক ছেড়ে সালোয়ার কামিজ ধরেছে। সেই প্রায় দু'বছর আগের কনকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সে প্রায় ভুলেই গেছে। কর্পোরেশন স্কুলের পাশে তার একটা বন্ধু থাকে। সে ওই বন্ধুর বাড়িতে যায় আসে কনকের বাড়ির পাশ দিয়ে। তার মনেও থাকে না ওটা কনকের বাড়ি। এরকম একদিন সে সন্ধে নাগাদ কনকের বাড়ির পাশ দিয়ে ফিরছে হঠাৎ সদর দরজা খুলে তার সামনে এসে দাঁড়াল কনক স্বয়ং। সে চমকে গেল, কিন্তু চিনতে সময় লাগল তার একটু। কনককে সে কখনও রাস্তাঘাটে কেন দেখেনি কে জানে! কিন্তু কে যেন বলেছিল, ''ওদের বৌ-টা কিন্তু বেশ পাগল হয়ে গেছে। পাগলের ডাক্তারও দেখাচ্ছে।''
চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে জয়ী এক পা পিছিয়ে গেল। কনক বলল, ''তুমি কত বড় হয়ে গেছ।''
প্রচণ্ড সংশয় নিয়ে তাকিয়ে রইল জয়ী কনকের দিকে।
''তুমি তো আর এলে না?'' একটা নীলকালো লোডশেডিং শাড়ি পরেছে কনক। আর কোনও সাজ নেই। হাতে সেই গাদাগুচ্ছের চুড়ি নেই। চুলগুলো মনে হয় আঁচড়ায় না। কাটে না। হাঁটু অবধি নেমে গেছে। ''আমি ভাবতাম তুমি ঠিক আসবে।''
''আমি তো তোমাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলাম,'' বলল জয়ী।
''তারপর আবার কেন আসব?'' বিরক্তি নিয়ে তাকালো সে কনকের চোখের দিকে।
কনক বলল,'' তোমাকে আমার একটা কথা বলার আছে। একটাই কথা। কবে থেকে বলব বলে বসে আছি। তুমি একবার ভেতরে আসবে?''
জয়ী মাথা নাড়ল, ''না কনকবৌদি। আমি যাব না। এখানেই বলো।''
কনক তখন বলল, '' বেশ, সাধুখাঁদের বাড়ির পাশটায় চলো?''
সাধুখাঁদের বাড়ির পাঁচিলের এদিকটাতেও মাধবীলতা ঝেঁপে নেমেছে। পাঁচিল একটু ভাঙা। একটা মোটা কংক্রিটের স্ল্যাব পড়ে আছে। কনক তাকে হাত ধরে ওই স্ল্যাবের ওপর বসাল। নিজেও বসল। বসেই কনক তাকাল মাথার ওপরের মাধবীলতার দিকে। দেখাদেখি জয়ীও তাই তাকাল। তাকাতেই দু'জনে দেখতে পেল আকাশ। মাধবীলতার ফাঁক দিয়ে আকাশ। আকাশে কয়েকটা তারা। কনক বলল, ''জানো তো, তখন আমি ভীষণ ছোট। সবে সাত হয়েছি। আমাদের বাড়ির দুর্গাপুজো। মিশনের একজন মস্ত সন্ন্যাসী পুজো করতে আসতেন। ক'দিন থাকতেন। থেকে নিষ্ঠাভরে পুজো করতেন। সে পুজো দেখতে দূর-দূর থেকে লোক আসত। আর কুমারী পুজো হত প্রতি বছর। কবে থেকে ঠিক হয়েছিল যে সে বছর আমাকে কুমারী করা হবে।'' কনক চুপ করে গেল। জয়ী বলল, ''তারপর?''
কনক বলল, ''বোধহয় জন্ম ইস্তক শুনেছি যে সাত বছর পূর্ণ হলে আমাকে কুমারী পুজো করা হবে। তারপর শেষ মুহূর্তে আমার মধ্যে কী একটা খুঁত পাওয়া গেল। তাই আমাকে আর পুজো করা হল না। আমার বেনারসিটা পরে শম্পার কুমারী পুজো হল। আমার মা খুব কাঁদল বুঝলে। সে কী কান্না। কাঁদল আর আমাকে কী মার মারল জানো তুমি জয়ী? আচ্ছা এতে আমার কী দোষ ছিল বলো তো?''
''কী খুঁত? এরকম আবার কোনও খুঁত হয় নাকি? কুমারী পুজো আবার কিসের। একদম ভাল না এসব। রিগ্রেসিভ ব্যাপার যত।'' রেগে গিয়ে বলল জয়ী।
''কী খুঁত জানি না। জানতেও চাই না।'' কনক উঠে পড়ল। উঠে শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে, বিশাল চুলকে খোঁপায় পেঁচাতে পেঁচাতে, শরীরে অদ্ভুত একটা তরঙ্গ তুলে বাড়িতে ঢুকে সশব্দে ওদের সদর দরজা বন্ধ করে দিল। একটু বসে থেকে জয়ীও উঠে পড়ল। সেদিন আর লাইব্রেরির দিকে গেল না সে। আজ আর নতুন বই না পড়লেও চলবে। এই ভেবে সোজা না গিয়ে সে অনাথ ঘোষাল লেনের দিকে ঘুরে গেল। বাড়িতে এসে সে দেখল মাসতুতো দিদি টুটুলের জন্য একটা খুব ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে কচি ঠাকুমা। কচি ঠাকুমা হল এ পাড়ার নাম করা ঘটক। টুটুলের সম্বন্ধটাও খুব দরের। সবাই মন দিয়ে বিবরণ শুনছে। কচি ঠাকুমা পান চিবোতে চিবোতে সব বলছে। জয়ী কিছুটা শুনে নিজের ঘরে চলে গেল। এখন পড়াশুনো নেই। রেডিও চালিয়ে গান টুকছিল জয়ী ডায়েরির পাতায়, কচিঠাকুমা পর্দা সরিয়ে ঢুকে এল ঘরে। ''কই দেখি? কী করিস? পড়ালেখা? মন দিয়ে পড়ো বুঝেছ। আহা মুখটা দেখি? শোন জয়ী, তোর বিয়ে আমি দেব বুঝলি? ছেলেদের সঙ্গে মিশবি না কেমন? মেয়েরা হল যজ্ঞের ফল। ছেলেদের সঙ্গে মিশলে মেয়েরা নষ্ট হয়ে যায়।''
এই কথা শুনে জয়ী হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, ''কী যে বলো ঠাকুমা? আর মেয়েরা বুঝি মেয়েদের নষ্ট করতে পারে না?'

অলঙ্করণ: বৈশালী সরকার

চুল পড়ার সঠিক সমাধান

ANTI-HAIR FALL SHAMPOO

Himalaya™
SINCE 1930

Himalaya™
SINCE 1930

হেল্দি চুলের প্রতিশ্রুতি

পেশ করা হচ্ছে হিমালয়া অ্যান্টি-হেয়ার ফল শ্যাম্পু যা ভৃঙ্গরাজের মতো জড়িবুটির গুণে ভরপুর। এটি আপনার চুলকে মজবুত করে চুল পড়া কম করে আর চুলকে করে তোলে ঘন আর সুন্দর। এ আপনার চুলকে গভীর থেকে পুষ্টি দেয়, তাই তো এটি হল চুল ঝরে পড়ার সমস্যার সঠিক উপায়।

চুল পড়ার কারণ চুল ভেঙে যাওয়া। ড্যামেজ্ড চুল ও নন-কণ্ডিশনিং শ্যাম্পু করা চুলের উপরে ইন্সট্রুমেন্টাল অধ্যয়নের ভিত্তিতে।

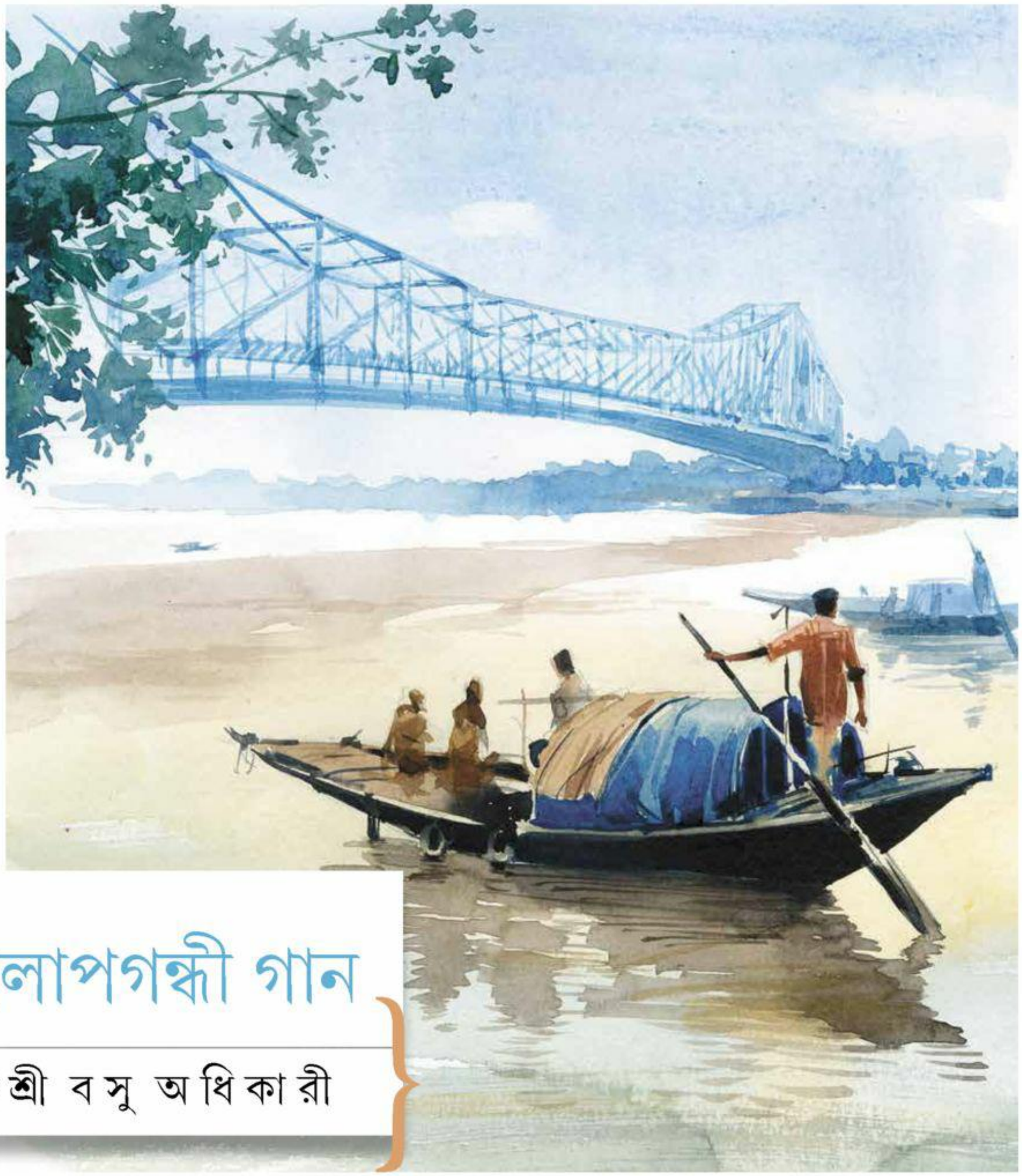

গোলাপগন্ধী গান

রাজশ্রী বসু অধিকারী

পায়ের ঠোকরে ঠোকরে সরে সরে যাচ্ছিল নুড়িপাথরের টুকরোটা। যেন এগিয়ে এগিয়ে চলছিল পথ দেখিয়ে দেখিয়ে। দু'পাশে দীর্ঘকায় গাছের ক্রমাগ্রসর সারি মাথার উপর চাঁদোয়া তৈরি করে ঢেউ গুনছে নির্বাক, নদীর এবং আশ্রয়কাঙ্ক্ষী মানুষের। গাছের নীচে চেয়ারগুলোয় একটুও জায়গা নেই। সব কলেজ-ইউনিভার্সিটি-ফেরত ছেলেমেয়েতে ভর্তি। কিছু বয়স্ক মানুষ আছেন ছড়ানোছেটানো, তবে তাঁরা প্রবহমান মা গঙ্গার ধারাস্পর্শে আগামী জন্মকে পরিশুদ্ধ করার মানসিকতায় বিনম্রচিত্ত। প্রকৃতির অপার ষড়যন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে স্থবিরতা প্রাপ্তির সময় নেই তাঁদের। একমাত্র জয়জিৎ ছাড়া আর একটাও মানুষকে এই মূহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যে ওর মতো মন দিয়ে এই অনাবিল সবুজ ঘেরাটোপের সবটুকু জাদু লুটে নিতে চাইছে। সেই চাওয়ার আনন্দ ওর চোখেমুখে উল্লাসের ছাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে মনে হাসে শ্রীরাধা। কিন্তু সাবধানী মস্তিষ্কের শাসন অমান্য করে সেই হাসি কোনওভাবেই ঠোঁটের কিনারায় ঢেউ তোলে না। বরং একটু বেশিই গম্ভীর দেখায় শ্রীরাধাকে। পায়ের তলার ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা গর্তে জমে থাকা জলের ছোঁয়াচ থেকে শাড়ির কুঁচি বাঁচিয়ে পা ফেলে এগোতে এগোতে স্বগতোক্তি করে,''কাজ নেই, কর্ম নেই ভরদুপুরে নিয়ে চলে এলে গঙ্গার পারে... কখনও কি ভেবেছি এরকম সময়ে এভাবে এখানে হাঁটব?''

জয়জিৎ উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায়। স্পিড বাড়িয়ে একটা ঝাঁকড়া অশোক গাছের নীচে সদ্য খালি হওয়া বেঞ্চ অধিকার করে ঘাড় ঘোরায়,''শিগগির এসে বসে পড়ো আগে... বহু কষ্টে জায়গা পাওয়া গেছে। এই জায়গাটা সবসময় হাউজফুল

একেবারে।" যেন লটারি পেয়েছে, এমন ভাব ওর চোখেমুখে। এই আহ্লাদ-ঠিকরোনো মুখ দেখলেই শ্রীরাধা আরও বেসামাল হয়ে পড়ে ভিতরে ভিতরে। ঠিক করে উঠতেই পারে না কীভাবে রিয়্যাক্ট করবে, নিজেও আহ্লাদ করবে নাকি রেগে যাবে। যত পারে না, তত গম্ভীর হয়। আর গম্ভীর মুখচোখেই যেন ছোট ছেলের বায়না রাখছে বাধ্য হয়ে, এমন ভঙ্গিতে এসে বসে পড়ে কাঠের বেঞ্চটায়। চারদিকে ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। হাসি-মজা-মান-অভিমান-ঝগড়া-খুনসুটি, এমনকী আদর, কোনও কিছুই বাদ নেই। যে যার মতো করে নিরিবিলি সময়টা উপভোগ করছে। ওরা পৃথিবীকে ভুলে গিয়েছে, নাকি পৃথিবীটাই ওদের ভুলে গিয়েছে, বুঝতে পারে না শ্রীরাধা। শুধু থেকে থেকে ওর নিজের মনে একটা তীব্র অনুভূতি ঢেউ তুলতে থাকে। 'ইসসস... এই সময়ে আমি এখানে? এটা কি আমাকে মানায়? আমার উপর এত বড় দায়িত্ব, এত মানুষের ভাল-মন্দ... আমার কি এই গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে আসা কোনওভাবেই যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়েছে? তাও আবার জয়জিতের সঙ্গে? এসবের কি বয়স আছে আমার? ও ডাকল আর আমি চলে এলাম? ছি ছি... এটা আমার কাজের টাইম... এভাবে নিজের উপর কন্ট্রোল হারানো আমার উচিত হয়নি। এর একটা শেষ হওয়া দরকার। আজই... হ্যাঁ আজই এটার শেষ করতে হবে...।'

নানা কথা কেবলই মাথায় ঘাই মারতে থাকে আর শ্রীরাধার কঠিন মুখটা আরো বেশি কঠিন হয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে আবারও হাসে জয়জিৎ। নিজের লম্বা লম্বা আঙুলে জড়িয়ে নেয় শ্রীরাধার অনিচ্ছুক হাতের পাতা।
"কী এত ভাবছ বলো তো তখন থেকে? এইটুকু মাত্র সময়, এভাবে নষ্ট করবে? দ্যাখো ওপরে গাছের পাতাগুলো কীভাবে আলপনা কেটেছে আকাশের গায়ে...।"
হাত ছাড়িয়ে নেয় শ্রীরাধা,"তুমি দ্যাখো। তুমি গল্প-উপন্যাস লেখো, এসব তোমার কাজে লাগবে।"
জয়জিৎ একটু চুপ। সামনে বয়ে যাওয়া গঙ্গা পার করে বোধহয় ওপারে হাওড়া ছুঁয়ে আসে ওর চোখ।"তুমি ভুল জানো ম্যাডাম... গল্প-উপন্যাস লিখতে শুধু গাছ-ফুল-পাতাই লাগে না, কঠিন এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তাও লাগে। সেই রাস্তায় পড়ে গিয়ে হোঁচট খেলে যে ব্যথা, সেটাও অতি অবশ্য উপকরণ একটা গল্পের।"
"আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে।" শ্রীরাধা একটু অধৈর্য হয়,"এবার বলো তো কী তোমার কথা, যার জন্য এত জরুরি তলব দিয়ে এই অসময়ে নিয়ে এলে?"
"বলছি বলছি... বলব বলেই তো..."
"হ্যাঁ... বলবে বলেই তো তিন দিন ধরে প্রিপারেশন নিয়ে ডাকাডাকি করছ... কী এমন কথা আমিও শুনতে চাই। আমার তো কথা বলার জন্য এত প্রিপারেশন নিতে হয় না কখনও।"
কিছু বিরক্তি ঝরেই পড়ে শ্রীরাধার চিবুক বেয়ে। মোছা যায় না। সেদিকে তাকিয়ে আবারও হাসে জয়জিৎ," তুমি তো কথাই বলো না, তাই প্রিপারেশন লাগে না..."
"আচ্ছা বেশ। এবার বলো..."
পাশে বসা জিনস-কালো টি শার্ট উস্কোখুস্কো একমাথা সল্ট অ্যান্ড পেপার চুল আর চশমায় ঢাকা একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখের ছ'ফিট লম্বা বছর বিয়াল্লিশের কিশোরটির দিকে মনোযোগী দৃষ্টি দেয় শ্রীরাধা। যে কোনও কারওর যে কোনও কথা শোনার আগেই স্বভাবগতভাবে ফুল অ্যাটেনশন না দিয়ে পারে না ও। জয়জিৎ আরও একবার ওর হাতটা ধরতে চেয়েছিল কিন্তু শ্রীরাধা সন্তর্পণে নিজেকে কিছু দূরে রেখেছে। নিজের মনের মধ্যে অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওই ছোঁয়াটা বাঁচিয়ে চলাই ওর পক্ষে সর্বরক্ষার একমাত্র পথ। কী যেন আছে ওইটুকু সামান্য একমুঠো ম্যাজিক স্পেসে, যা ক্রমশ ধসিয়ে দিতে চায় গ্র্যানাইটের দেওয়াল, এখনও এই পাতাঝরার বেলাতেও ডেকে নিয়ে আসতে চায় অকাল রংবাসন্তীর সমাহার, ফুটিফাটা রুক্ষ জমিকে ভরে তুলতে চায় অকাল শ্রাবণধারায়। আগে বার দুয়েক এমন হয়েছে। নিজেকে ভয় পায় শ্রীরাধা। তাই নিজেরই অগোচরে মেনটেন করতে চায় সেফ ডিসটেন্স।
এত শত চিন্তার কোনওটাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না।
জয়জিৎ তাই নিজের মনে বলে যেতে থাকে,"একথাটা তো আর অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, তোমাকে ছাড়া, তোমার চিন্তা ছাড়া একটা মুহূর্তও থাকতে পারছি না আমি ... "
"বেশ তো... তোমার চিন্তায় তো কেউ বাধা দেয়নি... "
"তুমি বুঝতেই পারছ না,এত সহজ নয় ব্যাপারটা," ছোট ছেলের মতো মাথা ঝাঁকায় জয়জিৎ," আমার কাজ, আমার লেখা সব... সব কিছু ডিস্টার্বড হচ্ছে ... তুমি জান আমি গত ছ'মাসে তিনটে গল্পও লিখতে পারিনি। হাফ-ডান হয়ে পড়ে আছে আমার উপন্যাস ... "
কিছু বলতে যাচ্ছিল শ্রীরাধা। জয়জিৎ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দেয়," না তুমি আগে আমার সবটা শুনবে। তারপর যা বলতে চাও বল।"
" ওকে ... "
"আমি সারাক্ষণ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে মনে মনে কথা বলছি, হাজার হাজার টেক্সট করছি,যখন যা মনে হচ্ছে, রাগ, দুঃখ, অভিমান, ভালবাসা সব... সব... কিছু লিখে জানাচ্ছি... রাদার না লিখে পারছি না ... আর তুমি? তুমি কী করছ?"
"কী করছি?" শ্রীরাধা বুঝতে পারে না কথাটা কোনদিকে যাচ্ছে। ভীষণ ক্ষুব্ধ দেখায় জয়জিতের মুখ। মনে হয় না ও একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এগ্‌জিকিউটিভ ম্যানেজার। মনে হয় ক্লাস এইটের কোনও ছেলে অনেক পরিশ্রম করে খেটেখুটে পরীক্ষা দিয়েও খুব কম নম্বর পেয়েছে শুধুমাত্র মাস্টারমশাইয়ের অমনোযোগের কারণে। ভাল করে দেখাই হয়নি ওর খাতাখানা। খুব তাড়াহুড়োয় ফুল মার্কসের জায়গায় দুই বা তিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
"দিনের পর দিন তুমি আমার একটাও মেসেজের রিপ্লাই দাও না, গত তিন মাসে একটা দিন আমায় তুমি ফোন করোনি নিজে থেকে। আমি যখনই করেছি, ব্যস্ত আছি বলে কেটে দিয়েছ। কেন কেন কেন? আমি জানতে চাই কী চাইছ তুমি? সম্পর্ক রাখতে চাও না? বলো ... আজই এক্ষুনি বলে দাও আমাকে। এই টানাপড়েন আমি আর নিতে পারছি না...। তুমি যে মুহূর্তে বলবে আমি সরে যাব। কোনওদিন তাকাব না তোমার দিকে, কিন্তু তোমায় পরিষ্কার করে বলতে হবে তুমি চাইছ না আমাকে..." শ্রীরাধার কালো সম্বলপুরী সিল্কের আঁচল জড়ানো হাতখানা জোড়ে জোড়ে ঝাঁকাতে থাকে জয়জিৎ। বেশ বোঝা যাচ্ছে এখুনি হয়তো আরও বেশি তীব্রতা নিয়ে উত্তাল ঝড়ের মতো ধেয়ে আসবে ওর প্রশ্নাবলী। শ্রীরাধা অশান্ত কিশোরকে শান্ত করার মতো করে নিজের দু'হাতের মধ্যে নরম ছোঁয়ায় ধরে থাকে জয়জিতের হাত। চকিত ইচ্ছা ওর বুকে ভেসে যায় এই পাগলটাকে আরও কাছে টেনে এনে ওর সব কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়ার। কিন্তু এই বিকেলবেলায়, খোলা আকাশের নীচে, চারদিকে অজস্র চোখের মধ্যে সে কাজটা কখনওই করতে পারবে না ও। সেই বয়সটা চলে গিয়েছে জীবনের চড়াই উতরাই পেরিয়ে। শুধু শান্ত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে," এত টানাপড়েন

কিসের জিৎ? এত কেন কষ্ট পাও মিছিমিছি?"
"আমি কেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না তুমি আমাকে ভালবাসো না? আমার কেন বারেবারে মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আমাকে ছুঁয়েই রেখেছ তুমি? তাহলে কেন এভাবে নেগলেক্ট করছ, ইগনোর করছ? বলো...? জীবনে কেউ কোনওদিন ইগনোর করেনি আমাকে... মলি প্রচণ্ড ভালবাসে আমায়... তুমি তো জানো ও কীভাবে আগলে রাখে আমাকে। আমি আজ মলিকে বলেই এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করব, সিরিয়াস একটা আলোচনাও করব..."
"তাই? মলি জানে আমরা মিট করছি? কী বলল সে?"
"আমি তো সবকিছুই বলি ওকে যেখানে যখন যাই... ও তো কোনদিনও বাধা দেয় না... তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রথম দিন থেকেই ও জানে। ও বলে সব সম্পর্ক আলাদা আলাদা। কেউ কখনও কারও জায়গা নিতে পারে না।" মুহূর্তের জন্য উদাস দেখায় জয়জিতের চোখ। বোধহয় মলির কথাই ভেবে নেয় মনে মনে। একটু আগের অশান্ত চঞ্চল বাচ্চা ছেলেটাকে কোথাও বেড়াতে পাঠিয়ে ফিরে আসে বয়সপোযোগী গাম্ভীর্যে। "বোধহয় তোমার এই কঠিন শীতল নেগলিজেন্ট আটিটিউডটাই টানে আমাকে এত বেশি করে। দিস ইজ় কমপ্লিটলি নিউ টু মি... বাট রিয়েলি আই কান্ট ডিল উইথ দিস ডেসপেয়ার... আলটিমেটলি আই অ্যাম বিয়িং শ্যাটারড..."
"হয়েছে তোমার বলা? এবার আমি বলি?"
বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে জয়জিৎ, যেন কী একটা চরম পরীক্ষা দিয়ে এখন রেজ়াল্টের অপেক্ষায় উদগ্রীব।
"তোমার কী মনে হয় জিৎ? এই এতখানি বয়সে এসে আমরা কেন এরকম একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম? নিশ্চয়ই উদ্দাম প্রেম করার জন্য নয় বা দু'দিন অন্তর গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য নয়?"
জয়জিৎ কিছুটা অস্থির হয়,"আঃ, আবার বিছানার কথা আসছে কোথা থেকে? আমি সেরকম কখনও ভাবিনি রাধা, এই তো কেমন সুন্দর খোলা আকাশের তলায় বসে আছি। আমি শুধু তোমাকে ছুঁয়ে থাকতে চাই, কাছে থেকে অথবা দূরে থেকেও... কিন্তু তুমি এত চুপ করে থাক, এত বেশি চুপ করে থাক... ইট গেটস অন মাই নার্ভ... আমার দমবন্ধ হয়ে আসে..."
আবারও ছটফট করে ওঠে জয়জিৎ।
সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে শ্রীরাধা। কী ভাবছে বোঝা যায় না। এই ক্ষণিক বিরতি বোধহয় নিজেকে গোছানোর জন্য। সামনের বেঞ্চে বসা এক জোড়া ছেলেমেয়ে একটা আইসক্রিম নিয়ে কাড়াকাড়ি হাসাহাসি করছে। না চাইলেও ওদের দিকে চোখ পড়তে বাধ্য। এত জোরে হেসে উঠে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরছে মাঝেমাঝে। পলকহীন মিনিট দুয়েক ওদের দেখে নিয়ে চোখ সরিয়ে নেয় শ্রীরাধা।"ওই বয়সটা আমরা ফেলে এসেছি জিৎ। এখন এই বয়সে শুধু একটা সুন্দর বন্ধুত্ব ছাড়া আর কী বা চাওয়ার থাকতে পারে বল? আমাদের যা কাজ, যা দায়িত্ব, তাতে কি এই অস্থিরতা মানায়?"

জয়জিৎ ঝপ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। শূন্যে পা ছোড়ে একদফা। দু'হাত দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো টেনে ধরে, আবার ছেড়ে দেয়। তারপর নিচু হয়ে আসে শ্রীরাধার কাছে।
"তুমি এত জ্ঞানী জ্ঞানী কথা কেন বলছ বলো তো? এগুলো কি আমি জানি না? তোমাকে কিন্তু এবার তাহলে আন্টি বলে ডাকব ... রাধাআন্টি ... বলো? রাজি?"
"শোনো জয়জিৎ, এত হাইপার হওয়ার কিছু নেই। তুমি যে বন্ধুত্বটা পেয়েছ মলির কাছে সেটা লাখে একজনও পায় না। সারাক্ষণ তোমায় যদি আন্ডার সারভেল্যান্স থাকতে হয়, অসম্মানের ভয়ে, সিন ক্রিয়েট হওয়ার ভয়ে আন্ডার প্রেশার থাকতে হয় তবে তুমি ক'টা মেসেজ বা ফোন করতে পারতে সেটা ভাবার বিষয়। সেই মনটাও তো থাকে না... ", ভীষণ ক্ষুব্ধ শোনায় শ্রীরাধার গলা। হাতের ঘড়িতে চোখ রাখে ও। কিন্তু ততক্ষণে সেই হাতটা চেপে ধরেছে জয়জিৎ,"ও মাই গড ... রাধা ... এ সব তো আমায় কোনওদিন বলনি ... আমি জানব কী করে?
সুমনবাবু তোমাকে ... "
"ওর কথা থাক জিৎ। এসব বলতে গেলে অনেক কথা আসবে। আমার এত কথা ভাল লাগে না," উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রীরাধা,
"শোনো ... আমি এইরকমই ... এটাই আমার নেচার অ্যান্ড নোবডি ক্যান ওভারকাম হিজ় অর হার নেচার ... তবে তোমায় আমি কখনও ইগনোর করিনি এটা তোমায় বুঝতে হবে..., "
হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে শ্রীরাধা। অলরেডি সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে। ছ'টায় বিদেশি ব্যাঙ্কের ডেলিগেটদের সঙ্গে মিটিং ফিক্স করা আছে। চিফ ম্যানেজার লেটে পৌঁছবে এটা কখনওই কাম্য নয়। জয়জিৎ পাশে পাশে আসছে। কেমন শান্ত ধীর পদক্ষেপ। মুখে কোনও কথা নেই। আসার সময়ে যে অস্থিরতার আনন্দ ছিল ওর মধ্যে, তার ছিটেফোঁটাও নেই আর। শ্রীরাধার অল্প কিছু কথা ওকে ক্লাস এইট থেকে ফিরিয়ে এনেছে প্রখর রোদে ভরা মধ্যবয়সের আকাশে।
এই জয়জিৎ ভাল নাকি অন্যজন? ওর ছটফটে ছেলেমানুষি ভরা আব্দার, আহ্লাদভরা মুখটা আমায় বেশি টানে নাকি এই ধীরস্থির গম্ভীর মুখটা? নিজেকেই প্রশ্ন করে শ্রীরাধা। আমি কি ওকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি? কিন্তু সেটা তো আমি চাইনি। শুধু পরিস্থিতিটা মনে করিয়ে দিয়েছি যাতে ও আরও বেশি কষ্ট না পায়। নিজের কাছে নিজের জবাবদিহি করতে করতে কখন গেটের সামনে চলে এসেছে ওরা খেয়াল করেনি। জয়জিৎ এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। এবার নিঃশ্বাস চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করে," আবার কখন দেখা হবে রাধা? আমার যে তোমাকে প্রতি মুহূর্তে দেখতে ইচ্ছে করে।"
শ্রীরাধা পা বাড়িয়েছিল। পেছনে তাকিয়ে বলে," জানি না। হয়ে যাবে হঠাৎ করে... বাই।"

গেট থেকে একটু দূরেই দাঁড়ানো ছিল গাড়ি। শ্রীরাধার কালো সিল্কের আঁচল চোখের ওপর একটা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিয়ে উধাও হয়ে যায় গাড়ির ভিতরে। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা জয়জিতের চোখের ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া টেললাইট মিশে যায় পথচলতি অজস্র গাড়ির ভিড়ে।

বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে জয়জিৎ, যেন কী একটা চরম পরীক্ষা দিয়ে এখন রেজ়াল্টের অপেক্ষায় উদগ্রীব।

SMART
PRE-PUJA
SALE

Be a smart buyer this festive season!

SHOP AT SMART
AND GET
GIFT VOUCHER
upto ₹ 2,500/- Free!

Smart!
Sarees & Suits at Smart Prices!

5, Loudon Street, Kolkata 700 017
Tel: 89611 04444, 89611 08888

ratan
JAIPUR
Bedlinen, Quilts & Tunics

KILOL
Unstitched & Stitched Suits & Kurtis

*Conditions apply. On selected stocks

TRADITIONAL AND FANCY SAREES | KURTIS | SUITS | KAFTANS | DRESS MATERIALS | BED LINENS | QUILTS | TABLE COVERS | MATS

জয়জিতের গাড়িটা অনেকটা দূরে পার্ক করা ছিল। আনমনে হেঁটে আসতে আসতে বেশ বড়সড় একটা হোঁচট খায়। পায়ের স্নিকার ভেদ করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করে ওঠে। একটুও না থেমে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে যায় জয়জিৎ। আর ঠিক তখনই টুংটাং শব্দে বেজে ওঠে মেসেজ টোন। শ্রীরাধা লিখেছে, আমার স্পেশ্যাল ফ্রেন্ড আমায় ম্যাচিওরডলি হ্যান্ডল করবে এটাই আমি চাই। আই নেভার নেগলেক্ট অর ইগনোর ইউ, ট্রাস্ট মি ...।
মোবাইলটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে এগিয়ে যায় জয়জিৎ। সুন্দর সন্ধ্যা নেমেছে চারদিকে। উদগ্রীব অন্ধকারের সঙ্গে নিয়ন আলোর রসায়ন এক মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছে। হাতে অনেকটা সময়। এত তাড়াতাড়ি শ্রীরাধা চলে যাবে ভাবেনি ও। তাই মলির বন্ধু অনামিকার অ্যানিভার্সারির পার্টিতে যাবে না বলে দিয়েছিল। মলি কোনও ব্যাপারেই জোর করে না। এতক্ষণে একাই চলে গিয়েছে বাগবাজার। জয়জিৎ চিন্তা করে এই সন্ধ্যাবেলাটা কাটাবে কী করে। নন্দন চত্বরে ওদের একটা আড্ডা বসে। বিকাশ, অরণি, সুব্রত সেখানকার রোজকার খদ্দের। একসময় জয়জিৎও প্রায়দিন অফিস ফেরত ঢুঁ মারত। ওর আড্ডায় অন্য বউদের মত মলি কখনওই বাধ সাধেনি। তাই অবলীলায় রাত দশটা-এগারোটায় বাড়ি ফিরেছে জয়জিৎ ভরপেট আড্ডা মেরে। বিকাশদের কাছে ও শুধুমাত্র এই কারণেই ঈর্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু গত ছ' মাস ধরে এদিকে আসা হয়নি। কেমন এক ঘোরের মধ্যে কেটে যাচ্ছে যেন দিনগুলো। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা, চোখের সামনে একটাই মুখ। কানে হাতে গোনা কয়েকটা সেনটেন্স। এই নিয়ে কি মানুষ বাঁচে? নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে ফুটপাথে হেঁটে চলা অথবা কোনও কফিশপের নিরালায় একা বসে থাকা জয়জিৎ। উত্তরটাও পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। বাঁচে না। এভাবে কোনও মানুষ বাঁচে না। শুধু মরতে মরতেও একচোখ আশা নিয়ে বেঁচে থাকার অনুষ্ঠান পালন করে যেতে হয় চব্বিশ ঘণ্টা। জয়জিৎও সেইরকমই শূন্যে ভাসমান এক শুকনো পাতার মতো ফিলিংস নিয়ে ছ'টা মাস পার করে দিল ভরভরন্ত জীবনটা। সব আছে। তাও সব শূন্য। এই এক আশ্চর্য কখনও না জানা অপ্রাপ্তির হাহাকার ওকে এক সেকেন্ড শান্ত থাকতে দিল না সেই অভিশপ্ত ১৪ জানুয়ারি থেকে।
কিন্তু এখনি বাড়ি গেলে খামোখা একগাদা ড্রিঙ্ক করা হয়ে যাবে। ফাঁকা ঘরে বারণ করারও কেউ নেই। তার চেয়ে একবার আড্ডাটা ঘুরে যাওয়াই ভাল। মনস্থির করে নিয়ে গাড়ি নন্দনের দিকে ঘোরায় জয়জিৎ।

বন্ধুদের সম্মিলিত হইহই, চারদিকে হেঁটে যাওয়া নানা বয়সের মানুষজন, গাছের তলায় বসে আপনমনে গান গাওয়া বেভুল গায়ক আর লেবু চাওয়ালার ডাক...সব মিলিয়ে পুরনো পরিবেশটা একইরকম আছে। সেই চেনা পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে থেকে থেকেই জয়জিতের মনে হতে থাকে, শুধু ও নিজেই আর আগের মতো নেই। ইঁট, পাথর, সিমেন্টের শক্তপোক্ত জীবনটা থেকে কে যেন ধ্বসিয়ে দিয়েছে অনেকটা চাঙড়, আর সেইসঙ্গে ওর ফুসফুসে ভরে দিয়েছে অনেকটা বিবর্ণ হাওয়া যাকে বৃথাই প্রতিমুহূর্তে রঙিন করে তুলতে চেয়েও পারছে না জয়জিৎ। আর যত পারছে না, ততই বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণা। এই অবিরাম রক্তক্ষরণের যেন কোনও শেষ নেই। নিজেকে হাজার বুঝিয়েও, শত চেষ্টা করেও, নানারকম ব্যস্ততার দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেও যেন ভেতরে ভেতরে কোথায় ও থেকেই যাচ্ছে একটা পথহারানো কূলহারানো উদভ্রান্ত কিশোর। যে তার গন্তব্য ছোঁয় প্রতিরাত্রের ঘুমে, কিন্তু জেগে উঠলেই হারিয়ে ফেলে রাস্তা। যে দুর্বার আকর্ষণে সমুদ্রে ঝাঁপায়, কিন্তু সাঁতার না জেনে খাবি খেতে খেতে, মরে যেতে যেতে কোনওমতে ফিরে আসে জীবনের প্রান্তে। সে জীবনটা বিস্বাদ তরকারির মত লেগে থাকে এতদিনের চেনা সংসারের খাট, বিছানা, সোফা, টেবলের ধারে ধারে, নামী কোম্পানির উঁচু চেয়ারের হাতলে। যাকে নিয়মিত নিয়ম করে প্রতিদিন যাপন করতেই হয়, করেই যেতে হয়।
বিকাশ খ্যা খ্যা করে হাসছিল। অরণি সেই থেকে বলে যাচ্ছে নিষিদ্ধ কাহিনি। বহু বছর পর গত সপ্তাহে ওর কলেজপ্রেমিকা নীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে দু'বার মিটও হয়ে গেছে। এমনকী একদিন লং ড্রাইভে গিয়ে মেমারি পর্যন্ত ঘুরেও এসেছে ওরা। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে হাইওয়েতে একটা ধাবায় ঢুকেছিল, একটা ঘরও নিয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য। তারপর কলেজের অসম্পূর্ণ ইম্পর্ট্যান্ট কাজখানা এতদিন বাদে ফার্স্ট চান্সেই সম্পন্ন করে নিতে ছাড়েনি অরণি। নীতাও নাকি ব্যাকুল হয়েই ছিল ওরই জন্য। অতএব যোগফল চার হতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। নীতা তৃপ্ত। অরণিও বেজায় খুশি। আনমনা থাকলেও এসব চমকদার কথা কানে না ঢুকে ছাড়ে না।

জয়জিতের অদ্ভুত লাগছিল শুনতে। এতই সোজা? এতই কি সোজা নাকি? একজনকে দেখলাম, দুটো কথা বললাম আর শুয়ে পড়লাম? শুয়ে পড়াটা পৃথিবীর সহজতম কাজ। আবার কারও কারও কাছে কঠিনতম। দু'পা একসঙ্গে হাঁটলাম আর শুয়ে পড়লাম? তার আগে চোখে চোখে রংমিলান্তি খেলা নেই? দেখে নিতে হবে না কতটা মেঘ জমলে সেখানে বর্ষায় ধুয়ে যাবে অগ্রপশ্চাৎ সব রাস্তা? কান পেতে শুনে নিতে হবে না কখন কোন মেঘে মেঘে জুড়ে গিয়ে ছলকাবে বিদ্যুৎ? আঙুলে আঙুল দিয়ে চিনে নিতে হবে না হৃদয় প্রত্যয়? নিজেকে লক্ষ কোটি অণু পরমাণুতে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেললেও তো ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক সুর বেজে ওঠে না। কিন্তু সেই গান ছাড়া কী করেই বা বিছানায় যেতে পারে মানুষ? গান ছাড়া সঙ্গম কি প্রাণহীন দুই শরীরের খেলা নয় শুধু? সে তো মৃত মানুষের যুদ্ধ। তাতে বড় ঘৃণা জয়জিতের। বরাবর ঘৃণা। কিন্তু অরণি বলে চলেছে এমনভাবে যেন যুদ্ধ জয় করে এসেছে কোনও। আবার আনমনা হয়ে যায় ও। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শান্ত, সুন্দর, সমাহিত একখানা টলোমলো মুখ। যে মুখের দিকে তাকালে বুকের ভিতরে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম এবং তীব্র শরীরী আকর্ষণ একসঙ্গে তার সপ্তকে অনুরণন তোলে। যে মুখের দিকে বেশিক্ষণ গভীরভাবে তাকালে শরীর পিছিয়ে পড়ে, শুধু হাত দু'খানা ধরে থেকে চোখে চোখ রেখে জীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। যে মুখ তোলপাড় করে দেয় সাজানো জীবন। জয়জিৎ নিজেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েও পারে না বন্ধুদের রসালো আড্ডায়। শ্রীরাধার চিন্তা থেকে বার হবে বলে এখানে এসেছিল। আরও বেশি করে শ্রীরাধার চিন্তা ওকে পেয়ে বসে। মনে হয় কত যুগ যেন দেখেনি ওকে। বিকেল বেলার দেখা হওয়াটা মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে আবার করে দেখতে ইচ্ছে করতে থাকে ভীষণ ভীষণভাবে। গাড়ি নিয়ে একবার শ্রীরাধার সল্ট লেকের বাড়ির পাড়া দিয়েই চক্কর কেটে আসতে ইচ্ছে করতে থাকে।
"আরে কী ব্যাপার জয়? এত কী ভেবে যাচ্ছিস? অরণি তো ছক্কা মেরে দিল, কিছু বলো?" সুব্রত জয়জিতকে কাঁধে হাত দিয়ে ডাকে।
"আরে ও আবার কী বলবে? ব্যাটা ছুপা রুস্তম...বন্ধুদের সঙ্গে কিছুই শেয়ার করে না। অরণি এক পিসই আছে বুঝলি? যা করে বুক ফুলিয়ে..." অরণির কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার খ্যা

CAPRESE

AUTUMN WINTER COLLECTION 2018

খ্যা করে হেসে ওঠে বিকাশ। বন্ধুদের সম্মিলিত আক্রমণে সমে ফিরেছে জয়জিৎ। কিছুটা বিব্রত গলায় সে আপত্তি তোলে, ''আমি... আমি আবার কী করলাম? ছুপা রুস্তম বলছিস?''
এবার টিংটিঙে চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ,'' কেন তুই কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নাকি? তোর নামে কিছু বলা যাবে না? শোন আমি নিজে দেখেছি তোকে... ''
"কোথায় ...? কোথায় দেখেছিস তুই আমাকে? মলি ছাড়া আমি তো..."
"না-আ-আ বাবা...মলি নয়... তাকে আমি যেন চিনি না,আগে দেখিনি... রানি মুখার্জির মতো দেখতে একটা মেয়েকে নিয়ে তুই সেদিন নিউ মার্কেটে বেনারসি কিনছিলি না? হুঁ হুঁ বাবা-আ আমি পেছনেই ছিলাম বস...।''
"কবে? বেনারসি? আমি?" জয়জিৎ অবাক হতে গিয়ে সামলে নেয়, '' হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে ...।'' হাতের পাতা নাড়িয়ে উড়িয়ে দেয় বিকাশের গোয়েন্দাগিরি,''আরে ও তো শেলি... আমাদের অফিসের সেক্রেটারি...সেদিন রাত হয়ে গেল ফিরতে,ওকে একটা লিফট দিয়েছিলাম। তা মাঝরাস্তায় ও বলল একবার দোকানে যাবে, কারও বিয়ের গিফট কিনতে হবে..."
"বলে যা, বলে যা... ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে ... '' সুব্রত নির্বিকারভাবে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলে।
"কী? কী মিলে যাচ্ছে?"
"ওই তো... অফিস বস অ্যান্ড সেক্সি সেক্রেটারি, লেট অ্যান্ড লিফট... সবটাই মিলছে। শুধু ওই কারও জন্য গিফটটাই নেওয়া যাচ্ছে না ... ''
"মানে? আমি ঢপ দিচ্ছি?'' রেগে ওঠে জয়জিৎ।
"আরে... ছাড় এসব..." অরণি এসে জয়জিতের কাঁধের কাছে মুখ নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ায়,''কেমন দেখতে রে? শুয়েছিস একবারও? হেভভি সেক্সি? একটু বল... ''
কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে যায় জয়জিৎ।'' ধুউউস... আমি চললাম। বড্ড বোর করছিস ইয়ার...।''
সুব্রত এদের মধ্যে কম্পারেটিভলি বেশি ম্যাচিওরড। সে হাত ধরে টেনে বসায় জয়জিৎকে। সেই কলেজ থেকে একসঙ্গে আড্ডা মারছে তারা। এইধরনের হাসি ঠাট্টা কিছু নতুন নয়। জয়জিৎই সবার পেছনে সবচেয়ে বেশি লেগ পুল করে এসেছে এতদিন। আজ একটা সামান্য কথায় ওর বিরক্তিপ্রকাশ সুব্রতর চোখ এড়ায় না।
"এই জয়... কী হয়েছে রে তোর? এমন ডিপ্রেসড দেখাচ্ছে কেন তোকে? সেই থেকে দেখছি একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েই দু'মিনিট পর ছুঁড়ে দিচ্ছিস...বিরক্ত হচ্ছিস... এনি প্রবলেম? বলতে পারিস আমাদের ... ''
"আরে না না... এভরিথিং ইজ় গোয়িং ফাইন..." আবারও হাতের সিগারেটটা ফেলে দেয় জয়জিৎ। যেন ও এখানে আছে কিন্তু নেই এমনভাবে বসে থাকে সামনে তাকিয়ে। কখন হাসাহাসি থামিয়ে বিকাশ আর অরণিও ওর দিকে তাকিয়ে আছে খেয়াল করে না। চারপাশটাকে ভ্যানিশ করে দিয়ে চোখের উপর ভেসে ওঠে সাদা পর্দা যেখানে সবুজ তুলিতে কে যেন নরম ছোঁয়ায় আঁচড় বুলিয়ে যায়। একটু একটু করে ফুটে ওঠে গভীর শান্ত চোখ আর দৃঢ় চিবুকের শ্রীরাধার মুখ। ধড়ফড় করে উঠে পড়ে জয়জিৎ,'' নাহ্... সাড়ে ন'টা বেজে গেছে... আজ উঠিরে..."
"অ্যাই শালা... নতুন বিয়ের পরেও তো দশটার আগে উঠিসনি... আর অ্যাদ্দিন পরে কি মলি খুব টানছে নাকি? এখন তো উলটোটাই হওয়ার কথা ...", আবারও হেসে ওঠে বিকাশ।
"আঃ বিকাশ... ওকে আটকাস না, আজ যেতে দে,'' সুব্রত বলে ওঠে।
"তার আগে ও এক্সপ্লেন করুক এই ছ'মাস কোথায় ছিল। শালা সেক্রেটারিকে টাইম দিতে পারে আর বন্ধুদের বেলায় বিজ়ি দেখাচ্ছে?'' অরণি বিকাশ একযোগে আক্রমণ করে জয়জিতকে। কিন্তু এসব কথা কোথাও পৌঁছয় না। সাদা পর্দায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মিশে যায় লম্বা লম্বা গাছেদের নির্বাক কালো ছায়ামাখা শরীরে।

বন্ধুর বাড়ির পার্টি থেকে অনেক রাত্রে ফিরেছে মলি। জয়জিৎ ব্যোম হয়ে বসেছিল বসার ঘরে লেখার টেবলে। সল্ট লেকের রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরে থেকেই এখানে বসে আছে। ওয়েন্ট টু ইয়োর লোকালিটি, দেখতে পেলাম না, একবার বারন্দায় দাঁড়াতে কী হয়? কবে দেখব আবার? চলো দূরে কোথাও যাই লং ড্রাইভে, হোয়াই সো সাইলেন্ট? পাথর? তুমি সত্যি পাথর? তাহলে প্রথমদিন কেন ডেকেছিলে? কেন ডেকেছিলে? একটুও ভালইবাসোনি কখনও, সেটাই বলে দাও, চলে যাব আমি, আর কখনও আসব না। কোনওদিন না। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে মুখ ফুটে।
একের পর এক মেসেজ পাঠিয়ে গেছে শ্রীরাধাকে পাগলের মতো। একটু সময় পর পরই তাতে ব্লু ডাবল টিক পড়েছে। কিন্তু একটারও উত্তর আসেনি। একটা কমা, ফুলস্টপও না। নিজের টুকরো হয়ে যাওয়া মনটাকে নিয়ে শান্ত শীতল বরফের স্তূপের মত বসেছিল জয়জিৎ। মলি এসে পিঠে হাত রাখে,'' শোবে চল। অনেক রাত হয়েছে।''
"উ? হ্যাঁ যাই।''
"শোনো..." মলি চলেই যাচ্ছিল। জয়জিৎ পেছন থেকে ডাকে। মলি ঘুরে দাঁড়ায়। শোনার জন্য চুপ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
"এখানে বসো একটু,'' পাশের সোফাটার দিকে দেখায় জয়জিৎ। এবারেও কোনও কথা না বলে বসে পড়ে মলি। অপেক্ষা করে।
"কিছু বলবে না তুমি আমাকে?'' মলির হাতদুটো ধরে জিজ্ঞাসা করে জয়জিৎ,"কিচ্ছু বলার নেই তোমার আমাকে?"
"একটাই কথা বলব ...কষ্ট পেয়ো না, সবরকম অবস্থায় ভাল থাকাটাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত... যাই ঘটুক না কেন..."
" তুমি... তুমি কী করে বুঝলে আমি কষ্ট পাচ্ছি?"
"একযুগের ওপর আমি তোমায় দেখছি... তোমার নিঃশ্বাসটাও আর অচেনা নয়... সব ঠিক হয়ে যাবে। চল শোবে চল।''
"হ্যাঁ... যাই...।'' অনেকক্ষণ থেকে বুকের ভিতর আটকে থাকা একটুকরো হাওয়া বোবা মোবাইলটার ওপরে ছেড়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়ায় জয়জিৎ। মলির পাশে পাশে হেঁটে এসে বেডরুমে ঢোকে।
১৪ জানুয়ারি শ্রীরাধার ব্যাঙ্কে গিয়েছিল জয়জিৎ ওদের কোম্পানি একটা বিশাল বড় অ্যামাউন্টের লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে। সেই ব্যাপারেই সমস্ত কাগজপত্র ভেরিফিকেশনে দেওয়ার ছিল। এসব কাজের জন্য সাধারণত আলাদা লোক আছে ফাইন্যান্সের। কিন্তু অ্যামাউন্টটা অনেক বেশি হওয়ার জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার জয়জিৎকেই ওভারঅল সুপারভাইজ়িংয়ে রেখেছেন। ফাইল জমা দিয়ে ও অপেক্ষা করছিল। ডাক এলো চিফ ম্যানেজারের ঘর থেকে। যেটা আশা করেনি জয়জিৎ। কাউন্টারের ডিলিং অফিসারকেই ও বুঝিয়ে দিয়েছিল সবটা। তার কাছ থেকেই গ্রিন সিগন্যালের আশায় ছিল। চিফ ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়তে তাই কিছুটা চিন্তা নিয়েই এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় আর বুঝি দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায় এ যাবতের সব চেনা দুঃখ, চেনা সুখ, নিত্যদিনের লড়াই-এর ময়দান, জীবনের অজস্র পরিচিত

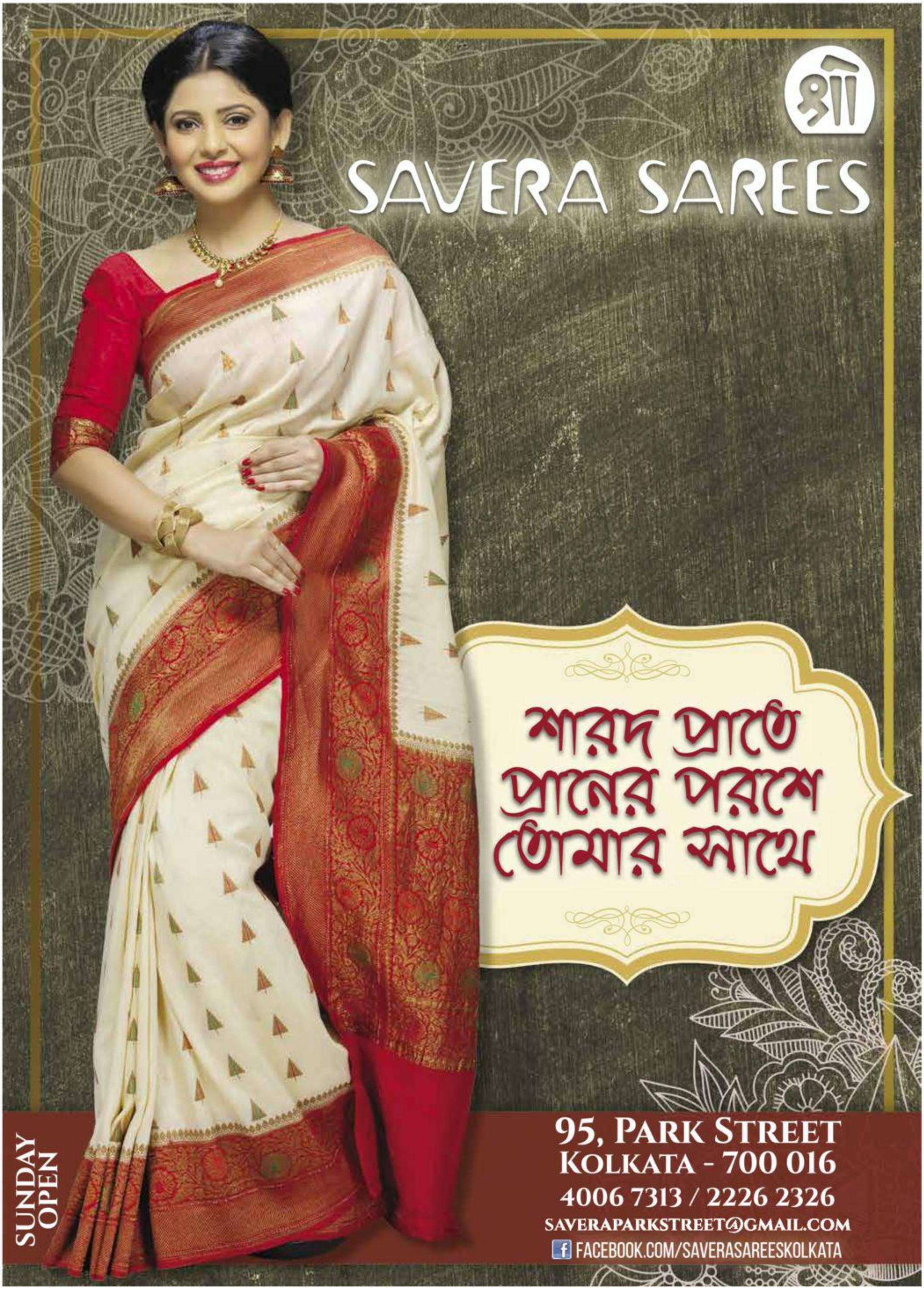

শ্রী
SAVERA SAREES
শারদ প্রাতে
প্রানের পরশে
তোমার সাথে
SUNDAY OPEN
95, PARK STREET
KOLKATA - 700 016
4006 7313 / 2226 2326
SAVERAPARKSTREET@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/SAVERASAREESKOLKATA

ক্ষেত্রজুড়ে যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা, সেই উন্মাদনার কেন্দ্রস্থল থেকে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার সহজ অভ্যাসগুলো। সব পড়ে রইল বাইরে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো জয়জিৎ সোম পায়ে পায়ে এগিয়ে এল চিফ ম্যানেজারের চেয়ারের উলটোদিকে। বিশাল কাচ ঢাকা টেবলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ও সেদিন বসতে ভুলে গিয়েছিল। কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ সময় পার করে চিফ ম্যানেজার শ্রীরাধা সেন ফাইল থেকে চোখ তুলে তাকাল। ওর সেই কাজলছোঁওয়া বড় বড় পাতায় ঢাকা গভীর দিঘি চোখ। সবুজ তাঁতের শাড়ি জড়ানো শ্রীরাধা সেনকে দেখে সেই প্রথমদিনেই জয়জিতের মনে হয়েছিল ও যেন অনেক তেতেপুড়ে বহু পথক্লান্ত পথিক, দিনের শেষে

একবার শ্রীরাধার চোখের দিকে তাকানো, একবার ওর মুখের হাসি দিয়ে নিজেকে ধুয়ে নেওয়া, একটু কথার ছলে গানের সুরে ভেসে যাওয়া। এইটুকুই।

এসে পৌঁছেছে ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা এক দিঘির পাড়ে। কে যেন অদৃশ্য কোনও অন্তরাল থেকে বলে দিচ্ছিল এইখানে আছে আশ্রয়, সেই পরম আশ্রয় যার প্রয়োজনীয়তাও হয়তো এতখানি জীবনে জয়জিতের অজানাই থেকে যেত আজ এখানে না এলে। এ কী আনন্দ! এ কী চরম যন্ত্রণা! কাউকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেই এরকম স্থবির হয়ে যেতে পারে পৃথিবী? সম্পূর্ণ অচেনা কোনও মানুষ একটা মুহূর্তে বুকের মধ্যে এরকম পারমানেন্টভাবে খোদাই করে দিতে পারে নিজের মুখ? মনে হতে পারে এ আমার চিরজীবনের? যুগ যুগ ধরে এই মানুষটাকে আমি চিনি? সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ে জয়জিৎ কখনও না জানা একরাশ নতুন অনুভূতির উথালপাথাল ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিল ও কোথায়, কেন এসেছে, কী ওর করণীয়। চরম স্মার্ট ছেলেটা চরম আনস্মার্ট হয়ে গিয়ে যেন স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিল। "দাঁড়িয়ে কেন? বসুন..." শ্রীরাধা সহজ ছিল। ফাইলটা নাড়াচাড়া করেই চলেছিল কিছুক্ষণ।

"আমি আপনার পেপারসগুলো দেখলাম। আরও দেখতে হবে। এত বেশি অ্যামাউন্ট চেয়েছে আপনার কোম্পানি .. মিষ্টার সোম... আর ইউ লিসনিং?"
চমক ভেঙে জয়জিৎ নড়েচড়ে বসে,"অ্যাঁ... হ্যাঁ হ্যাঁ... ইয়েস..."
"এটার জন্য রিজিওনাল অফিসের স্যাংশন লাগবে। আপনার নম্বরটা দিয়ে যান, কান্ট কমিট... তবে আমি দেখছি। অফিস আপনাকে আপডেট দেবে।"

সেই শুরু। একটু একটু করে পা ফেলে ফেলে অন্ধের মতো জয়জিৎ এগিয়ে গিয়েছে গাছের প্রাচীরে ঢাকা সেই গভীর দিঘির কাছে, যখনতখন নানা কাজের অছিলায়, কখনও বা কাজ তৈরি করে নিয়ে একবার না একবার গিয়েছে। একবার শ্রীরাধার চোখের দিকে তাকানো, একবার ওর মুখের হাসি দিয়ে নিজেকে ধুয়ে নেওয়া, একটু কথার ছলে গানের সুরে ভেসে যাওয়া। এইটুকুই। এর বেশি কিছু পাওয়ার কথা জয়জিৎ ভাবেনি কখনও। শ্রীরাধার সামনে বা কাছাকাছি গেলে কোনও কিছু ভাবার মতো মনের অবস্থাও থাকে না আর। তখন শুধু সারা মনপ্রাণ দিয়ে ওকে ছুঁয়ে থাকা।
অনেক ভেবেছে জয়জিৎ। কখনও কোনওদিন শ্রীরাধা এমন কোনও কথাই বলেনি ওকে যা থেকে বোঝা যায় সে এতটুকু ভালবাসে জয়জিৎকে। শুধু সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্ব দিয়ে ওকে সামান্য জায়গা দিয়েছে নিজের ফাইলঘেরা হিসেব করা জীবনের মাঝখানে। ঠান্ডা মাথায় যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করলে জয়জিৎ কখনওই ওর অবস্থার জন্য শ্রীরাধাকে দায়ী করতে পারে না। জয়জিৎ সোমের আজকের এই প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর পেছনে, নিজের আজীবনের বৃত্ত থেকে অদৃশ্য স্খলনের পেছনে শ্রীরাধার কোনওই ভূমিকা নেই।
ভাবে জয়জিৎ। এভাবেই সারাক্ষণ ভেবে যায় সমস্ত কাজের মাঝখানে, প্রতিদিনের অভ্যস্ত যাপনের মাঝখানে। এভাবেই ভাবতে ভাবতে কখন একসময় নিজেরই অজান্তে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভাবনাটা কোনও একসময় সম্পূর্ণ বিপরীতগামী হয়ে উঠে জয়জিৎকে বিদ্ধ করে, আরও আরও বেশি রক্তাক্ত করে। শ্রীরাধার কোনও ভূমিকা ছিল না? কোনওই ভূমিকা ছিল না কখনও? কে প্রথম অপরিচয়ের গণ্ডি ঘুচিয়ে সম্পর্কটাকে আপনি থেকে তুমি-তে নিয়ে এসেছে? কে প্রথম অফিস চেম্বারের বাইরে নিয়ে গিয়ে সম্পর্কটাকে অচেনা আকাশের আলো দেখিয়েছে? কে প্রথম সমস্ত মনের ওপর আবির ছড়িয়ে ভয়েস মেসেজে গান পাঠিয়েছিল জয়জিতকে? কে প্রথম ফোন করে বলেছিল আমার ভীষণ মনে পড়ছে, তোমার কিছু মনে হচ্ছে না? কেন মনে হচ্ছে না? জয়জিৎ কাকে দায়ী করবে শ্রীরাধাকে ছাড়া? ও তো সেই দিঘির পাড়ে গাছেদের প্রাচীরের কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েইছিল। নিজের ভেতরেও তাকাতে ভয় পেয়েছে। এখন যদি সারাক্ষণ ওর সেই দিঘির জলে ডুবে মরতে ইচ্ছে হয়, এখন যদি আকণ্ঠ তৃষ্ণায় প্রাণ ছটফট করে তবে শ্রীরাধাকে ছাড়া আর কাকেই বা দায়ী করবে ও?

রোজকার মতোই অফিসে এসেছে জয়জিৎ। ওদের এটা আদতে একটা কান্ট্রিওয়াইড কন্সট্রাকশন কোম্পানি। সারা দেশের সমস্ত বড় বড় শহরেই অনেকগুলো প্রজেক্ট চলতে থাকে একসঙ্গে। সদ্য যে বড় লোনটা স্যাংশন হয়েছে সেটা নয়ডার একটা প্রোজেক্টের জন্য। কলকাতাতেই হেড অফিস। তাই এখান থেকেই লোন নেওয়া হয়েছে। যেহেতু লোনের ব্যাপারটা প্রথম থেকে জয়জিৎই ডিল করেছে, তাই এই প্রজেক্টের অনেকটা দায়িত্বই এসে গেছে

CARRY ON MISSY

Dollar

Missy

CHIC CASUALS

CHURIDAR | ANKLE LENGTH | CAPRI

Chitrangada Singh

Over 85 shades

| www.dollarglobal.in | Buy Online: www.dollarshoppe.in | Also available at all leading shopping portals

Dollar products are available in over 800 cities/towns and 100,000 MBOs across India

Govt. Certified STAR EXPORT HOUSE

ওর ওপর। সাধারণত ওর কাজ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেসড। কিন্তু এই এক্সেপশনাল চার্জ চলেই এসেছে ওর কাছে আলটিমেটলি। এমনিতে জয়জিৎ কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু ১৪ জানুয়ারি থেকে কোনও কাজে ফুল কন্সেন্ট্রেট করতে পারছে না। যে কাজটাই নিয়ে বসছে, কখন যেন সেটা পড়ে থাকছে পাশে। শ্রীরাধা মন লাগিয়ে নিজের সব কাজগুলো করছে যখন, ওই বা পারবে না কেন, এই ভেবে জোর করেই করে ফেলছে কিছু কিছু কাজ। কিন্তু নর্মাল ফ্লো-টা কিছুতেই আসছে না। ঘুরেফিরে চোখ কেবলই হোয়াটসঅ্যাপের পৃষ্ঠায়। লিখব না, লিখব না করেও অজান্তেই আঙুল কেবলই টাইপ করে যায় স্বপ্ন, আশা, ভালবাসা রাগ, দুঃখ, অভিমান। যে মেসেজের কখনও রিপ্লাই আসবে না জানাই আছে, চোখ কেবলই তাকিয়ে থাকে সেই রিপ্লাই-এর আশায়। এভাবে কি বাঁচা যায়? যায় না যে, যাচ্ছে না যে, সেকথা বাইরে থেকে ওকে দেখে কেউ না বুঝুক ও নিজে তো জানে। আর একজনও কিছুটা বোঝে হয়তো, সে হল মলি। মলি শুধু দেখে যায় ওকে চুপচাপ। কোনও প্রশ্ন করে না। শুধু মাঝে মাঝে একটা কথাই বলে, ভাল থাকার চেষ্টা কর।

আজ নিজেকে অনেক শিখিয়েপড়িয়ে অফিসে এনেছে জয়জিৎ। সত্যিই ও ভাল থাকার চেষ্টা করবে। ভাল থাকার প্রথম ধাপই ওর কাছে ওর নিজস্ব কাজের জগৎ। যত পেন্ডিং ফাইল পড়ে আছে আজ সেগুলো সব সেরে ফেলতেই হবে এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিজেকে পাখিপড়া করে ও প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। একটাও মেসেজ করবে না শ্রীরাধাকে, একবারও নো রিপ্লাইয়ে চোখ রেখে হাওয়ায় গুনবে না। দরকার নেই রিপ্লাই। দরকার নেই উত্তাল সমুদ্রে নুনের নৌকাভাসান। জয়জিৎ সোম ধরে নেওয়ার চেষ্টা করবে শ্রীরাধা সেন নামের কেউ তার জীবনে আসেইনি কখনও। চোয়াল শক্ত করে নিজের কেবিনে ঢুকে ল্যাপটপ খোলে ও। আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় নক করে শেলি এসে দাঁড়ায়। মাউসে হাত রেখেই প্রশ্নচোখে তাকায় জয়জিৎ।

" ঘোষসাহেব কলিং স্যর..." একমুখ হাসি শেলির।

"হোয়াট হ্যাপেন্ড? এত হাসির কী হয়েছে?" সবেমাত্র খোলা ল্যাপটপটা বন্ধ করতে করতে বলে জয়জিৎ। অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করছে, তাছাড়া দু'একবার বিভিন্ন জায়গায় কাজের সূত্রেই যেতে হয়েছে একসঙ্গে, তাই শেলির সঙ্গে কিছুটা পার্সোনাল টাচে কথা বলা চলে। শেলি মেয়েটাও কে জানে কেন অফিসশুদ্ধ মানুষকে বিশেষ পাত্তা না দিলেও জয়জিতকে বেশ পছন্দই যে করে সেটা বোঝা যায়। সে চোখ নাক ঘুরিয়ে বলে," লুকিং টু-উ-উ হ্যান্ডসাম টুডে.."

"ওকে...দেন ওয়ান কফি টুগেদার..." শেলির দিকে ছোট্ট হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ঘোষসাহেবের চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায় জয়জিৎ। ঘোষসাহেব এই দিল্লি প্রজেক্টের দায়িত্বে আছেন। জয়জিৎকে বিশেষ পছন্দ করেন তিনি। এরকম আপরাইট ব্রাইট ছেলে থাকলে প্রোগ্রাম অটোম্যাটিক্যালি সাকসেসফুল হবে এই তার বিশ্বাস।

"স্যর... মে আই..."

"আরে... কাম ডিয়ার সোম... কাম ইন..." খুবই অন্তরঙ্গভাবে হাত বাড়িয়ে দেন মিস্টার ঘোষ। জয়জিৎ টানটান হয়ে বসে অপেক্ষা করে। যতই স্নেহ করুন ইনি ওর বস। কাজেই এই মুহূর্তে ওর জন্য কী নির্দেশ আসে সেইটাই ইম্পর্ট্যান্ট ওর কাছে।

" শোন জয়জিৎ... তোমায় একবার দিল্লি যেতে হচ্ছে দু'দিনের জন্য ..."

" আমি?" জয়জিৎ একটু অবাক হয়। সাধারণত ট্যুর পড়ে না ওর খুব আর্জেন্সি ছাড়া। হয়তো সেরকমই কিছু হবে। প্রশ্ন না বাড়িয়ে ওয়েট করে।

"হ্যাঁ... তুমি। ইউ আর দ্য বেস্ট স্যুটেবল অ্যাট প্রেজেন্ট। এই নাও, ধর। এতে ফ্লাইটের টিকিট আর জব অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে" একটা খাম এগিয়ে দেন মিষ্টার ঘোষ। "আর শোনো, অ্যাডভান্স তুলে নিয়ো, অ্যাকাউন্টসে অর্ডার দেওয়া আছে।"

"কবে যেতে হবে স্যর?" খামটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করে জয়জিৎ।

কাজপাগল ঘোষসাহেব অন্য একটা ফাইল টেনে নিয়েছেন ততক্ষণে। সেদিকে চোখ রেখেই আনমনা উত্তর দেন, "কাল ছ'টায় মর্নিং ফ্লাইট আছে, দেখে নিয়ো।"

কাল? বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে জয়জিতের। এখন বেলা প্রায় এগারোটা। কাজে ঢুকলে নিমেষে সাতটা বেজে যাবে। কাল ভোর চারটেয় বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে। একবারও দেখা হবে না শ্রীরাধার সঙ্গে? একটাও কথা হবে না? মলিকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যে কোনও কাজে-অকাজে অ্যাডজাস্ট করার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে ওর। শরীরে কৌতূহলের হরমোনটাই নেই বোধহয়। ব্যক্তিস্বাধীনতাই ওর কাছে সবচেয়ে বড়। কারওর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইন্টারফিয়ার করে, আর নিজের ব্যাপারে কারওর ইন্টারফিয়ারেন্স অ্যালাও করে। ট্যুরের খবর শুনে চুপচাপ লাগেজ প্যাক করতে শুরু করবে। আর গম্ভীর মুখে বলবে "সাবধানে থেকো।" তারপর দিল্লি পৌঁছে যদি কাজের চাপে ফোন করতে ভুলেও যায়, মলি একবারও জিজ্ঞেস করবে না কেন ফোন করেনি। ওকে নিয়ে তাই জয়জিতের কোনও চাপ থাকে না কখনওই। কিন্তু শ্রীরাধা? একবারও ওকে না দেখে, একটাও কথা না বলে অত দূরে চলে যাবে জয়জিৎ? কেবিনে ফিরে এসেও, ঝড়ের বেগে পেন্ডিং কাজের পাহাড় থেকে নুড়িপাথর কুড়োতে কুড়োতেও সারাক্ষণ মনের ভিতরে অন্য একটা মনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে যায় জয়জিৎ। সকালবেলার ভাল থাকার প্রতিজ্ঞা, শ্রীরাধাকে ভুলে থাকার প্রতিজ্ঞা, একটাও মেসেজ বা ফোন না করার প্রতিজ্ঞা ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতোই উড়ে যায়। দু'বার, পাঁচবার, সাতবার ফোন করে করে আর বেহালা বাজানো রিংটোন শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে যায় জয়জিৎ। কী আশ্চর্য! একবারও কি ফোনটা ধরা যায় না? এত কাজ? এতই কাজ? ভীষণ এক খারাপ লাগায় সবকিছু তেতো, বিস্বাদ লাগে জয়জিতের।

ঘাড় গুঁজে অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি কাজ করে এক সময় সন্ধের মুখে মুখে বাড়ি ফিরে আসে অবশেষে। মোবাইলের পর্দায় চোখ রেখে নির্বাক তাকিয়ে বসে থাকে লেখার টেবলে। মলি এখনো ফেরেনি কলেজ থেকে। মিটিং আছে বলে দেরি হবে ফোন করে জানিয়েও দিয়েছে। ভালই হয়েছে একদিক দিয়ে। আজকে নিজেকে বড্ডই বেশি ভেঙে পড়া লাগছে। একটা মেসেজও যদি পেত, সবকিছু পালটে যেত। এই ভেঙে পড়া মুখটা নিয়ে মলির সামনে দাঁড়ানোও লজ্জার ব্যাপার। কারওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা হচ্ছে অথবা দিনে একটা-দুটো মেসেজ আসা-যাওয়া করছে, এটা একটা সুস্থ, সুন্দর ব্যাপার। মলি তার বড় মন দিয়ে সুন্দরভাবে মেনে নেয় এসব ব্যাপার। বিয়ে হয়েছে বলেই জয়জিৎ ওর সম্পত্তি, এমন কনসেপ্টে কোনওদিন বিশ্বাসী নয় সে। কিন্তু অন্য কোনও মহিলার জন্য জয়জিৎ এমন ভেঙে পড়েছে, মনখারাপ করছে, এটা নিশ্চই মলি মানতে পারত না। মলির অদ্ভুত ভালবাসা জয়জিতের খারাপ থাকা, কষ্ট পাওয়া একদম পারমিট করে না। একা বাড়িতে দু'পেগ ড্রিঙ্ক বানিয়ে নিশ্চিন্ত ফাঁকা মনে একাকীত্ব উদ্‌যাপনে বসে জয়জিৎ।

'জানো রাধা, আমি কাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। দু'দিন থাকব না তোমার আকাশে। একবারও কথা বলবে না?

*Issued in Public Interest by AMRI

Health Desk

হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারিতে নতুন দিগন্ত

ডাঃ রাজীব বসু

MBBS (Cal), MRCS (Edin), FRCS (Edin), MCh Orth (UK)

প্র: আপনি কয়েকদিন আগে এক নতুন রকম হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি করেন। এই বিষয়ে কিছু বলুন।

উ: সাধারনত হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারিতে আমরা যেরকম ইমপ্লান্ট ব্যবহার করে থাকি তার থেকে এই সার্জারিতে ব্যবহৃত ইমপ্লান্ট অনেকটাই আলাদা। এই ইমপ্লান্ট কলকাতায় সম্ভবত প্রথমবার ব্যবহার করা হলো। এযাবৎ ব্যবহৃত ইমপ্লান্টের থেকে এর গুনগত চরিত্র অনেকটাই অন্যরকম। এর সোনালী রং দেখে অনেকেই ভাবেন এই ইমপ্লান্ট বোধহয় স্বর্নখচিত।

প্র: এই ইমপ্লান্ট কোন ধাতু দিয়ে বানানো? প্রচলিত ইমপ্লান্টের সঙ্গে এর তফাত কোথায়?

উ: এখন পর্যন্ত আমরা হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারিতে যে ইমপ্লান্ট ব্যবহার করতাম বা অনেকক্ষেত্রেই এখনো করি তা কোবাল্ট ক্রোম মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরী হয়। এই সার্জারিতে আমরা যে ইমপ্লান্ট ব্যবহার করি সেটি টাইটেনিয়ামের খাদের সঙ্গে টাইটেনিয়াম নাইট্রাইডের মিশ্রণে তৈরী যার উপর সেরামিকের আস্তরণ থাকে। এই নতুন ইমপ্লান্ট দীর্ঘস্থায়ী এবং হাল্কা। এছাড়াও এর আরো কিছু গুন আছে।

প্র: এই নতুন ইমপ্লান্টের গুনাবলী সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ: আগেই বলেছি এই নতুন ধরনের ইমপ্লান্টের ধাতুর রকম আলাদা। এই ইমপ্লান্ট তৈরী হয় টাইটেনিয়াম নাইট্রেট দিয়ে, যার উপরে সেরামিকের আস্তরণ থাকে। টাইটেনিয়াম অত্যন্ত হাল্কা ধাতু তাই প্রতিস্থাপনের পরে রোগী অনেক সাবলীল বোধ করেন। এছাড়াও এই ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপন করলে পরবর্তী সময়ে যদি রোগীর কখনো এমআরআই জাতীয় পরীক্ষা করাতে হয় সেসময় কোনো রকম অসুবিধার সম্মুক্ষীন হতে হয় না।

প্র: প্রচলিত ইমপ্লান্টের সঙ্গে এই নতুন ইমপ্লান্টের কোনো গুনগত তফাত আছে?

উ: প্রচলিত ইমপ্লান্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় বহুদিনের ব্যবহারের পরে ধাতুর কণা ঘসতে ঘসতে শরীরের ভিতরে লেগে যায়। যেহেতু এই নতুন ইমপ্লান্টের উপর সেরামিকের আস্তরণ আছে এতে ঘর্ষণ অনেকটাই কম হয়। এতে শারীরিক অস্বস্তিও কম হয় এবং ইমপ্লান্টের জীবনসীমা অনেকটাই বেশী হয়। প্রচলিত ইমপ্লান্টের আয়ূ যেখানে ১৫–২০ বছর সেখানে এই টাইটেনিয়াম ইমপ্লান্ট বছরতিরিশেক টিকে যায়।

প্র: এই ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপনের জন্য যে সার্জারি করতে হয় তার সঙ্গে কি প্রচলিত সার্জারি পদ্ধতির কোনো প্রযুক্তিগত তফাত আছে?

উ: এই ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপনের সার্জারি পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে সামান্য আলাদা। এর জন্য কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় যেগুলি সাধারনত ইমপ্লান্ট প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল থেকেই ব্যবস্থা করা হয়। আমার এই সার্জারির ক্ষেত্রে ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতাল আমাকে সবরকম সহযোগীতা করে।

For Appointment, Call : **9831131503**

P - 4 & 5 C.I.T Scheme, Block - A, Gariahat Road, Kolkata - 700 029 | West Bengal

AMRI HOSPITALS
DHAKURIA

কিসের এত অহঙ্কার তোমার? কেন এমন চুপ করে থাকো? তুমি কি মানুষ? নাকি পাথর? সত্যিই তুমি পাথরের দেওয়াল? আচ্ছা বেশ, বোলো না কথা, রিপ্লাই দিয়ো না একটাও... শুধু যাতে আমি ভালভাবে আমার কাজটা করে আসতে পারি, এমন কিছু একটা গিফট দাও আমাকে, এখানে এই হোয়াটসঅ্যাপের পাতায়। কেন বোঝো না তোমাকে ছুঁয়ে না থেকে কোনও কাজে মন লাগে না আমার... । তুমি কেন বিশ্বাস করো না এটা একটা গড-মেড রিলেশন? এটা তো হওয়ারই ছিল। না হলে তোমায় প্রথম দেখেই কেন আমার মনে হল তুমি আমার চিরদিনের চেনা? কাউকে তো কখনও এভাবে আপন মনে হয়নি? তুমি মানো না? তুমি বিশ্বাস করো না? তা হলে কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছ?'

অজস্র অসংখ্য মেসেজ লেখা হয়ে যায় হোয়াটসঅ্যাপে। নিজেকে চেষ্টা করেও আটকাতে পারে না জয়জিৎ। যেন কী এক উন্মাদনায়, কী এক অবরুদ্ধ আবেগে নিরেট পাথরের দরজায় করাঘাত করেই যায়, করেই যায়। যত রিপ্লাই আসে না, ততই রাগ, আক্রোশ, আবেগ আর এক প্রবল গতিময় ভালবাসার স্রোত ওকে শ্রীরাধার দিকে টানতে থাকে।

ঘুম ভাঙেনি সময়মতো। দু'পেগে থেমে ছিল না ড্রিঙ্ক। তার এফেক্ট ছিলই। প্রায় চারটে পঞ্চাশে রেডি হয়ে বেরোতে পেরেছে জয়জিৎ। তারপর এয়ারপোর্টে ঢুকে বোর্ডিং পাসের লম্বা লাইন। সব মিটিয়ে প্রায় ছুটে এসে শেষ মুহূর্তে প্লেনের পেটে ঢুকে নিজের সিট খুঁজতে ব্যস্ত ছিল ও। কিন্তু পিছনের সিট থেকে কেউ একজন হাতটা টেনে ধরেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় জয়জিৎ। আর তাকিয়েই টের পায় বুকের ভিতর লাফিয়ে ওঠা ভিসুভিয়সের আগুন ঝরনা। সেই আগুনের নীরব তাপে ভিজে যায় মরুভূমিতে মাথা উঁচিয়ে থাকা বালির প্রাসাদ। বিধ্বংসী স্রোতে ভেসে যেতে চায় খরাকবলিত দুই চোখের রক্তাভ জমি।

"এসো... বসে পড়ো, এটাই তোমার সিট" দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা আলতো কামড়ে ধরে হাসছে শ্রীরাধা। লাল সুতোর কাজ করা কালো কুর্তি, ফেডেড জিনস আর খোলা চুলে ভীষণ ব্রাইট লাগছে ওকে। কিন্তু সেই ব্রাইটনেসের ঘোর লাগা জয়জিতের চোখে চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি ছাপিয়ে ওঠে একরাশ সংশয়, প্রশ্ন আর অভিমান। সে সিটের দিকে এগোতে গিয়েও থেমে যায়। "তুমি? তুমি কী করে... বাহ্... কাল থেকে এতবার..."

"আগে বসে পড়ো। প্যাসেজ আটকে আছে।" আত্মস্থ ভঙ্গিতে জয়জিতের হাত ধরে মৃদু টান দেয় শ্রীরাধা। বসে পড়েও জয়জিতের সময় লাগে নর্মাল হতে। শ্রীরাধা ওর পাশে? সত্যিই শ্রীরাধা? কী করে সম্ভব? কাল সারাদিন, সারারাত ধরে কত কতবার ডেকেছে ওকে। কত হাজারবার মেসেজ পাঠিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে। নিষ্ঠুরের মতো চুপ করে থেকেছে শ্রীরাধা। আর এখন এই ভোর-সকালে দিল্লির ফ্লাইটে জয়জিতের পাশে বসে আছে! জয়জিৎ স্বপ্ন দেখছে না তো? কালকের সারাক্ষণের, গত ছ'মাসের প্রতিটি অসহ্য দিনরাত্রির ইলিউশনের এফেক্ট?

"কী করে এলে তুমি? আই... আই জাস্ট কান্ট বিলিভ..." অস্থির হয় ও।

শ্রীরাধা ধীর-স্থিরভাবে গালে টোল ফেলে হাসে, "কী মুশকিল... অন্য প্যাসেঞ্জাররা যেভাবে এসেছে আমিও সেভাবেই এসেছি। এত অবাক হওয়ার কী আছে?"

জয়জিৎ ছোট ছেলের মতো মাথা ঝাঁকায়, "কী করে হল এই ব্যাপারটা? আমি বললে তো তুমি কখনওই আমার সঙ্গে দিল্লি যেতে না। বলো, যেতে?"

"কখনও কখনও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেই যায় জীবনে জিৎ। আমার ব্যাঙ্কের কনফারেন্সটাও এই সময়েই পড়ল যে..." শ্রীরাধা পরম যত্নে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখা জয়জিতের হাতের পাতায় মিশিয়ে দেয় অনেকখানি লুকিয়ে রাখা সুগন্ধী ছোঁয়া।

"আর এই পাশাপাশি সিট?" জয়জিৎ ক্লাস এইটের ছেলে হয়ে গিয়েছে নিমেষে। পাশাপাশি বসে থেকেও অসম্ভব প্রাপ্তির আনন্দ আর মূহূর্তটা হারিয়ে ফেলার ভয় ওকে উতলা করে রাখে।

"ভেরি সিম্পল। আমার কলেজ ফ্রেন্ড অনন্য দু'মাস আগেই কলকাতা এয়ারপোর্টে আসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হয়ে এসেছে। তোমার নামে বুকিংটা ও কোনওভাবে জানতে পেরেই খবর দিয়েছিল আমাকে। পাশাপাশি সিটটা করা তো ওর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। সত্যি... আই'ল বি এভার গ্রেটফুল টু হিম..." শ্রীরাধা আবার হাসে, ওর সেই বিখ্যাত গালে টোল ফেলা হাসিটা, যেটা প্রায়ই অদৃশ্য থেকে যায় ফাইলের তলায়। জয়জিৎ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেইদিকে। কত যুগ পরে যেন এই শ্রীরাধাকে দেখছে ও। এই শ্রীরাধা শুধু স্বপ্নে আসে। হাজার চেঁচিয়ে ডাকলেও সে দিনমানে সাড়া দেয় না।

"কিন্তু রাধা... অনন্যবাবু... আই মিন... তোমার ফ্রেন্ড কিছু জানতে চাইলেন না?"

"অনন্য সব জানে তো। প্রথম দিন থেকে প্রতিটি মূহূর্তের সব কথা... না দেখেও তোমায় খুব ভাল করে চেনে ও..."

"তার মানে! তার মানে আমাকে নিয়ে এত ভেবেছ তুমি..." জয়জিৎ সবটুকু জোর দিয়ে শ্রীরাধার হাত চেপে ধরে। সামনে তখন মিষ্টি হেসে এয়ার হোস্টেস তরুণী বাড়িয়ে ধরেছে কফির কাপ। শ্রীরাধা দুটো কাপ নিয়ে নেয়। জয়জিৎকে একটা দিয়ে নিজেরটায় ছোট্ট চুমুক দেয়।

"জানো... প্রত্যেকের জীবনেই একজন কেউ থাকা দরকার, যে হবে তার কনফেশন বক্স। অনন্য আমার সেই বন্ধু। একমাত্র ও-ই জানে আমার সব দুঃখ, যন্ত্রণা, পাপ, পুণ্যের খতিয়ান, অথবা হঠাৎ পাওয়া সোনার খনির সন্ধান। তুমি তাই ওর অচেনা নও।" জয়জিৎ এই ব্যাখ্যার অভিনবত্বে থমকে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর থেমে থেমে অভিমানী গলায় বলে, "আমাকে সব সময় দূরে রেখেছ... আমাকে নিয়ে যা কিছু অনুভূতি সব তোমার নিজস্ব, শুধু আমাকেই তা কখনও জানতে দিতে চাও না! আমাকে কেবল কষ্ট দিয়েই তোমার আনন্দ!"

শ্রীরাধা বিয়াল্লিশের অভিমানী কিশোরের দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে হাসে, "আমি তো এইরকমই। নোবডি ক্যান ওভারকাম হিজ় অর হার নেচার... "

মূহূর্তে অভিমানের বাষ্প উড়ে যায়। আলতো হাতে শ্রীরাধার কোমর জড়িয়ে কানের কাছে হলকা তুলে ফিসফিস করে জয়জিৎ, "রাধা রাধা রাধা... আমরা দুটো দিন একসঙ্গে থাকব? সত্যি? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না... এই পাওয়াটা আমার জন্য ছিল? আমি ভাবতে পারছি না... তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার গান শুনব? সারারাত ধরে আমি দেখব কেমন করে ঘুমের ঘোরে উথালপাথাল নদী বয়ে যায় সমুদ্রের দিকে... কেমন করে বানভাসি হয় খরাপ্রবণ মরুপ্রান্তর... কেমন করে বর্ষাস্নাত হাসনুহানা চাঁদের আলোয় ভরিয়ে তোলে দিগন্ত..."

ফ্লাইট ততক্ষণে টেক-অফ করেছে। মেঘেদের রাজ্যে একটু একটু করে ঢুকে পড়েছে বাস্তব পৃথিবী থেকে চুরি করে নেওয়া কিছুটা অবাস্তব গোলাপগন্ধী গান আর সুরেলা অনুভব। যাকে রোজকার পৃথিবীতে পাওয়া অসম্ভব। অথচ যাকে ছাড়াও মানুষ আর মানুষ থাকে না, কেবলই যন্ত্র হয়ে যায়।

অলঙ্করণ: কুনাল বর্মন

এবার পুজোর আসল ভ্রমণ!

পুজো মানেই বেড়ানো। ঠাকুর দেখা হোক কী বাইরে যাওয়া, হাজারো জায়গার খোঁজ পাবেন পত্রিকা শারদীয়া-তে। সঙ্গে থাকছে দুরন্ত সব ফিচার। আর আছে নানা স্বাদের উপন্যাস। পুজোর আসল মজা এবার দুই মলাটের মধ্যে!

তিনটি উপন্যাস । মহাভারত-কথা । ভ্রমণ । মিউজ়িক । চিকিৎসা । ফ্যাশন

শারদীয়া ১৪২৫

পত্রিকা

মূল্য কম তবু অমূল্য

BATES CHI & PARTNERS/293

নিরামিষের ভোলবদল

কালিয়া থেকে রেজ়ালা, মুইঠ্যা থেকে মুসল্লম, এমনকী বিরিয়ানিও হাজির। তবে সঙ্গতে মাছ, মাংস, চিংড়ি বা ডিম নয়। মুখ্য চরিত্রে এবার নিরামিষ। সাদামাটা সবজি এবং নিরামিষ উপকরণের রোল রিভার্সালে মণিদীপা সাহা। সংকলনে সায়নী দাশশর্মা।

ভোজনপ্রিয় বাঙালির রসনার বাসনা চিরন্তন। জিভের তোয়াজ ছাড়া আমাদের সব অনুষ্ঠানই অসম্পূর্ণ। আর উৎসবের খাওয়াদাওয়া মানেই তো চর্ব-চোষ্যের এলাহি আয়োজন। কচি পাঁঠার সোনালি ঝোল থেকে রগরগে কালিয়া কিংবা রেজ়ালার মোলায়েম স্বাদ ছাড়া উৎসবের ভূরিভোজ যেন কল্পনাই করা যায় না। আদ্যোপান্ত নিরামিষাশীদের জন্য অবশ্য এই আয়োজন মোটেও সুখকর নয়। রেস্তরাঁর রসালো মেনুতে তাঁদের পছন্দের পদ খুঁজে পেতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। পুজোর সময় আবার অনেক আমিষাশী‌ও নিরামিষাশীদের দলে নাম লেখান। পুজোর পাঁচ দিন মাছ-মাংসের তুরীয় স্বাদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। বাড়ির বাইরে সেই নিষেধাজ্ঞা অবলীলাক্রমে এড়িয়ে গেলেও, বাড়িতে তো নিয়ম না মেনে উপায় নেই। পুজোর আড়ম্বরের মধ্যে পথ্যসম সবজির পদ খেতে নিরামিষাশীরাই নাক কুঁচকোন, আর যাঁরা বরাবর বিরিয়ানি-কাবাবের স্বাদে অভ্যস্ত, মানে আমিষাশীদের অবস্থা এই ক'দিন ঠিক কী, তা বলাই বাহুল্য! সবদিক ভেবেচিন্তে তাই রোল রিভার্সালের সিদ্ধান্ত নিলাম। কালিয়া, কাবাব সবই রইল, তবে মুখ্য চরিত্রে এবার আপাতনিরীহ সবজি আর নিরামিষ উপকরণ। কয়েকটি রেসিপি রইল। চেখে দেখুন, মাছ-মাংসের অনুপস্থিতি টের পাবেন না, গ্যারান্টি রইল।

তন্দুরি প্ল্যাটার

সেঁকে নিন। একটি বড় প্লেটে সব সবজি রেখে চাটনি ও স্যালাড সহযোগে পরিবেশন করুন।

আওয়াধি মাশরুম বিরিয়ানি

উপকরণ: বাসমতী চাল ২৫০ গ্রাম, মাশরুম ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টো (কুচোনো), আদারসুনবাটা ১ টেবলচামচ, পুদিনাপাতা ১ আঁটি, টকদই ১/২ কাপ, কেওড়ার জল ১ চা-চামচ, কেশর অল্প, দুধ ১/২ কাপ, ভাজা পেঁয়াজকুচি ১ বাটি, কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা গরমমশলা ১ চা-চামচ, ঘি ১/২ কাপ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ।

বিরিয়ানি

প্রণালী: বাসমতী চাল ধুয়ে একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর গোটা গরমমশলা-সহ অর্ধেক সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে পাত্রে ঢেলে রেখে দিন। মাশরুমগুলো নুনজলে ফুটিয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। একটি ডেকচি বা বড় হাড়িতে ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা, শুকনোলঙ্কা ও গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজকুচি, আদারসুনবাটা দিয়ে ভাজুন। মশলা একটু ভাজা ভাজা হলে এতে মাশরুম, টকদই, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ও পুদিনাপাতা মিশিয়ে কষে নিন। স্বাদমতো নুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। সামান্য জল দিতে পারেন। মিশ্রণ ফুটে উঠলে গরমমশলাগুঁড়ো ও কেওড়ার জল

ভেজিটেবল তন্দুরি প্ল্যাটার

উপকরণ: বেবিকর্ন ৪টে, ক্যাপসিকাম ২টো, ব্রকলি ৪টে ফুল, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পাতিলেবুর রস ২ চা-চামচ, তন্দুরি মশলা ১ চা-চামচ, টকদই ২ টেবলচামচ, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, আদারসুনবাটা ১ টেবলচামচ, পনির ১০০ গ্রাম, ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কাবাটা ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, ঘি ২ টেবলচামচ, চিজ় ১ টুকরো।

প্রণালী: পনির গুঁড়ো করে তাতে শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, পাতিলেবুর রস, চিনি ও তন্দুরি মশলা দিয়ে মেখে রেখে দিন। অন্য পাত্রে ব্রকলি ও বেবিকর্ন নিয়ে তাতে ধনেগুঁড়ো, আদারসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, টকদই, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো, পাতিলেবুর রস, স্বাদমতো নুন ও তন্দুরি মশলা দিয়ে একঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। ক্যাপসিকামের মাথা কেটে তাতে পনিরের পুর ভরে উপর থেকে চিজ় কুরিয়ে দিন। প্যানে মাখন গ্রিজ় করে ওতে বেবিকর্ন, ব্রকলি ও ক্যাপসিকামগুলো রেখে ঢেকে রাখুন। ১৫-২০ মিনিট পর ঢাকা খুলে উলটে রাখুন। দু'পিঠই লালচে রং ধরলে নামিয়ে নিন। এবার আভেনে গ্রিল র‍্যাক রেখে তার উপর ব্রকলি, বেবিকর্ন ও ক্যাপসিকামগুলো রেখে ২ মিনিট ভালভাবে

সয়াবিনের রোগান জোশ

ফুলকপি মুসল্লম

দিয়ে আঁচ কমিয়ে রাখুন। মিশ্রণ একটু ঘন হয়ে এলে এর উপরে বাসমতী চালের ভাত রাখুন। এর উপর একে একে ভাজা পেঁয়াজকুচি, দুধে ভেজানো কেশর ও সামান্য কেওড়ার জল ছড়িয়ে দিন। পরিমাণ বেশি হলে এভাবে আরও স্তর বানান। আটার লেচি দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে কম আঁচে আধঘণ্টা দমে রাখুন। এরপর আঁচ থেকে নামিয়ে ঢাকনা বন্ধ অবস্থাতেই ডেকচি ভালভাবে ঝাঁকিয়ে রেখে দিন। ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সয়াবিনের রোগান জোশ

উপকরণ: সয়াবিন ১৫০ গ্রাম, জল ঝরানো টকদই ১০০ গ্রাম, ভাজা পেঁয়াজবাটা ১/২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, মৌরিবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো ২ টেবলচামচ, গোটা গরমমশলা ১ চা-চামচ, পুদিনাপাতা ও কাঁচালঙ্কাবাটা ১ টেবলচামচ, ঘি ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: সয়াবিন সামান্য নুনজলে হালকা সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি গরম করে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে ভাজা পেঁয়াজবাটা, আদাবাটা এবং রসুনবাটা দিয়ে ভালভাবে ভাজুন। মশলায় রং ধরলে এক এক করে ধনেগুঁড়ো, কাশ্মীরিলঙ্কাগুঁড়ো, মৌরিবাটা, হলুদগুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন মিশিয়ে ভাল করে কষুন। সিদ্ধ করে রাখা সয়াবিনগুলো সামান্য চিপে জল বের করে কড়াইতে দিয়ে দিন। মশলার সঙ্গে ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। ৫ মিনিট পর ফেটানো টকদই এবং কাঁচালঙ্কা-পুদিনাবাটা মিশিয়ে ঢেলে দিন। মিশ্রণ ফুটে উঠলে সামান্য গরমমশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে হালকা হাতে নেড়ে নামিয়ে নিন। রুটি, পরোটা কিংবা কুলচার সঙ্গে ঝাল ঝাল এই রোগান জোশ দারুণ জমবে।

ফুলকপি মুসল্লম

উপকরণ: ফুলকপি ১টা (মাঝারি আকারের), গোটা জিরে ১/২ চা-চামচ, তেজপাতা ১টা, গোটা শুকনোলঙ্কা ১টা, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ২ টেবলচামচ, টোম্যাটোবাটা ১/২ কাপ, টকদই ২ টেবলচামচ, কাজুবাটা ২ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ২টো (কুচোনো), আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, গরমমশলা ১ চা-চামচ, ঘি ও মাখন ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, সাজানোর জন্য ধনেপাতাকুচি।

প্রণালী: একটি বাটিতে খানিকটা জল নিয়ে তাতে ১ চা-চামচ নুন মিশিয়ে ফুলকপি অর্ধেক সিদ্ধ করে নিন। কড়াইতে ঘি ও মাখন গরম করে তাতে গোটা শুকনোলঙ্কা, তেজপাতা ও গোটা জিরে ফোড়ন দিন। এতে আদাবাটা, রসুনবাটা ও কাঁচালঙ্কাবাটা মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল বেরোলে পেঁয়াজকুচি মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। একটি বাটিতে সব গুঁড়ো মশলা মিশিয়ে সামান্য জল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। পেঁয়াজে লালচে রং ধরলে গুঁড়ো মশলার মিশ্রণ ঢেলে মিশিয়ে নিন। টোম্যাটোবাটা, স্বাদমতো নুন ও চিনি মেশান। ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। ঢাকা খুলে ফেটানো টকদই মেশান। এতে গোটা ফুলকপি রেখে ধীরে ধীরে মশলায় কোট করে নিন। কাজুবাটা

মোচার শাম্মি কাবাব

মেশান। ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। নামিয়ে ফ্রেশ ক্রিম ও সামান্য গরমমশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে ধনেপাতাকুচি দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মোচার শাম্মি কাবাব

উপকরণ: মোচা ১টা, মটরডাল ১ কাপ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, তন্দুরি মশলা ১ চা-চামচ, পাতিলেবুর রস ১ চা-চামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, ঘি বা মাখন ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: মোচা ছাড়িয়ে ভালভাবে সিদ্ধ করে রাখুন। জল ঝরিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। মটরডাল ভিজিয়ে আলাদাভাবে বেটে রাখুন। একটা বড় বাটির মধ্যে মোচাবাটা এবং ডালবাটা নিয়ে তাতে একে একে শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, তন্দুরি মশলা, পাতিলেবুর রস এবং স্বাদমতো নুন মিশিয়ে মেখে ফ্রিজে ১৫ মিনিট রেখে দিন। ফ্রাইং প্যানে ঘি বা মাখন ব্রাশ করে ভালভাবে গরম করে নিন। হাতে সামান্য ঘি লাগিয়ে মোচার মিশ্রণ থেকে অল্প করে নিয়ে কাবাবের আকারে গড়ে প্যানে রাখুন। এপিঠ-ওপিঠ করে শ্যালো ফ্রাই করে নিন। সামান্য লালচে রং ধরলে নামিয়ে নিন। স্যালাড আর পছন্দের চাটনি সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ওলের রেজালা

উপকরণ: ওল ৩০০ গ্রাম, গোটা শুকনোলঙ্কা ২টো, তেজপাতা ১টা, গোটা গোলমরিচ ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ১/২ কাপ, আদা-রসুনবাটা ১ চা-চামচ, টকদই ১০০ গ্রাম, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাজুবাটা ২ টেবলচামচ, ঘি ৪ টেবলচামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

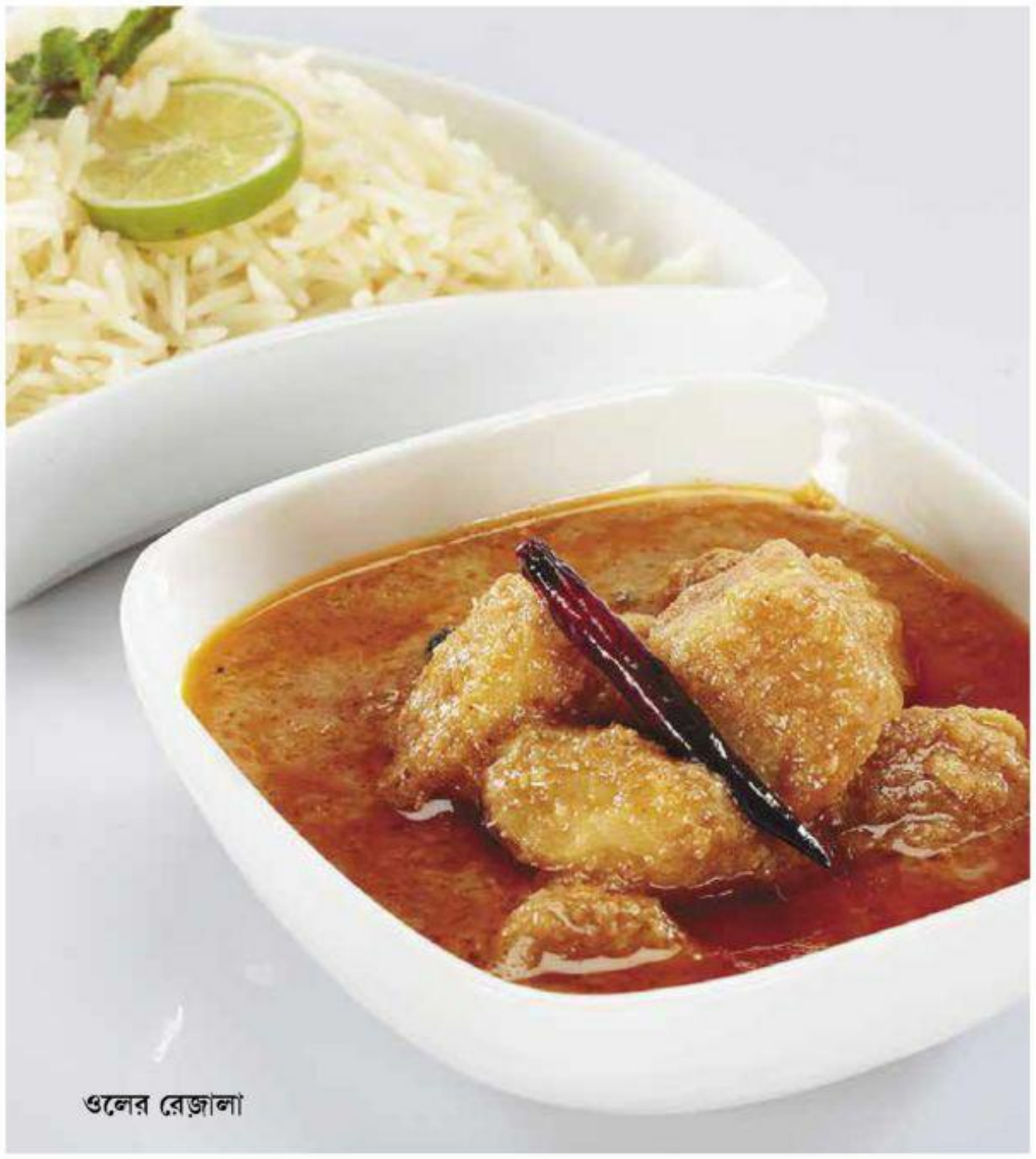

ওলের রেজালা

প্রণালী: ওল টুকরো করে কেটে সামান্য নুনজলে হালকা ভাপিয়ে নামিয়ে নিন। কড়াইতে ঘি গরম করে ওলের টুকরোগুলো লাল করে ভেজে তুলে নিন। এবার তেলে গোটা শুকনোলঙ্কা, তেজপাতা ও গোটা গোলমরিচ ফোড়ন দিন। পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুনবাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মশলা লালচে ভাজা হলে শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে কষুন। একটি বাটিতে টকদই নিয়ে ভালভাবে ফেটিয়ে কড়াইতে ঢালুন। এক এক করে কাজুবাটা, স্বাদমতো নুন, চিনি দিয়ে ঢাকা দিয়ে ২-৩ মিনিট রাখুন। ঢাকনা খুলে ওলের টুকরোগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। মিশ্রণ ফুটে উঠলে সামান্য গরমমশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

ছোলার ডালের মুইঠ্যা

উপকরণ: ছোলার ডাল ২০০ গ্রাম, আদারসুনবাটা ১ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১ চা-চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, গোটা শুকনোলঙ্কা ২টো, নারকেলকোরা ১/২ কাপ,

ছোলার ডালের মুইঠ্যা

ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটোকুচি ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, ঘি ১ চা-চামচ, সরষের তেল ২ টেবলচামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ।

প্রণালী: ছোলার ডাল সারারাত ভিজিয়ে বেটে নিন। একটি পাত্রে ডালবাটা, নারকেলকোরা, আদারসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাকুচি, নুন, চিনি দিয়ে ভাল করে মেখে মুইঠ্যার আকার দিয়ে থালায় সাজিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে মুইঠ্যাগুলো ভেজে তুলে নিন। এবার কড়াইতে তেলের মধ্যে গোটা জিরে ও শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজে লালচে রং ধরলে আদারসুনবাটা দিয়ে কষুন। সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে সামান্য জল মেশান। টোম্যাটোকুচি মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢেকে রাখুন। মশলা শুকনো হয়ে তেল ছাড়লে স্বাদমতো নুন ও চিনি মেশান। সামান্য গরম জলের ছিটে দিয়ে ফুটতে দিন। ৫ মিনিট পর সামান্য গরমমশলাগুঁড়ো মিশিয়ে নামিয়ে নিন। প্লেটে মুইঠ্যাগুলো রেখে উপর থেকে গ্রেভি ঢেলে দিন। অল্প ঘি ছড়িয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে পরিবেশন করুন।

ছানা কাজুর কালিয়া

উপকরণ: ছানা ২০০ গ্রাম, কাজুবাটা ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি $^{১}/_{২}$ কাপ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), গোটা শুকনোলঙ্কা ২টো, তেজপাতা ১টা, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো অল্প, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, সাদাতেল ৪ টেবলচামচ, বেসন ২ টেবলচামচ, সাজানোর জন্য কাজু ও কিশমিশ।

প্রণালী: একটি পাত্রে জল ঝরানো ছানা, বেসন, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, খানিকটা কাজুবাটা এবং স্বাদমতো নুন ও চিনি মিশিয়ে শুকনো করে মেখে নিন। ১০ মিনিট রেখে দিন। কড়াইতে সাদাতেল গরম করে তাতে অল্প করে ছানার মিশ্রণ বড়ার আকারে দিয়ে ভেজে তুলে রাখুন। খেয়াল রাখবেন যেন বড়া ভেঙে না যায়। প্রয়োজনে সামান্য বেসনে গড়িয়ে তেলে ছাড়ুন। ওই তেলে গোটা শুকনোলঙ্কা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। এতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে লাল করে ভাজুন। এরপর তেলে আদা-রসুনবাটা দিয়ে কষুন। একটা ছোট বাটিতে বাকি সব গুঁড়ো মশলা নিয়ে তাতে সামান্য জল মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইতে মশলা থেকে তেল বেরলে এই গুঁড়ো মশলার মিশ্রণ ঢেলে দিন। ভালভাবে নাড়াচাড়া করে টোম্যাটোকুচি দিন। স্বাদমতো নুন ও চিনি মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। কাজুবাটা মেশান। সামান্য জলের ছিটে দিয়ে ভেজে রাখা বড়াগুলো দিন। হালকা হাতে নেড়ে ২ মিনিট ফুটতে দিন। সামান্য গরমমশলাগুঁড়ো ও গোটা কাজু-কিশমিশ ছড়িয়ে একবার নেড়ে নামিয়ে নিন। ভাত, পোলাও বা রুটির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

যোগাযোগ: ৯০০৭৬১২৫৪৬
ছবি: অয়ন নন্দী

ছানা কাজুর কালিয়া

বৈদ্যনাথ

fssai

100 years of caring

ঠাকুরপুজো থেকে পেটপুজো
উৎসবের সূচনা হোক বিশুদ্ধতার সঙ্গে

thinkpot

বৈদ্যনাথ প্রিমিয়াম গাওয়া ঘি - বিশুদ্ধতার ঐতিহ্য

Customer Care: 1800 102 1855 (10am to 6pm)

পুজোর আগে রূপচর্চা

আর মাত্র পনেরো দিন। তারপরেই উৎসবের আমেজে মেতে উঠব আমরা সকলে। আর উৎসবের সাজে নিজেকে সেরা দেখাতে চাইলে রূপরুটিনটিও হওয়া চাই যথোপযোগী। পুজোর স্পেশাল রূপচর্চার পরামর্শে সায়নী দাশশর্মা।

বেসিক স্কিনকেয়ার কিন্তু প্রতিদিন মাস্ট। সকালে ঘুম থেকে উঠে ও বাড়ি ফিরে অবশ্যই মুখ পরিষ্কার করে টোনার, ময়শ্চারাইজ়ার বা নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। শিডিউল যতই ব্যস্ত থাক, এই রুটিনে কোনও গাফিলতি চলবে না।

এক বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে আর মাত্র দু' সপ্তাহ বাকি। আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে আসছে আগমনীর বার্তা। মা আসছেন! আর সেই সঙ্গে জোরকদমে চলছে পুজোর শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি। হাজার হোক, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের সাজ বলে কথা! সারাবছর ব্যস্ততার অজুহাতে যতই রূপরুটিনে গাফিলতি চলুক না কেন, পুজোর আগে সকলেরই একেবারে স্ট্রিক্ট রেজিম ফলো করা চাই। সকলেই চান এই চারদিন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে। আবার এমনও অনেকে রয়েছেন, যাঁরা সময়ের অভাবে প্রায় কোনও যত্নই নিয়ে উঠতে পারেননি। হাতে এখনও যেটুকু সময় রয়েছে, সঠিকভাবে যত্ন নিলে কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট। না না, সারাদিন হাতে বেসন আর টকদইয়ের বাটি ধরে বসে থাকতে বলছি না। বেসিক স্কিনকেয়ার এবং হেয়ারকেয়ারের পাশাপাশি এই ক'টা দিন ত্বক আর চুলের একটু বেশি যত্ন নিন। রোদে বেরোলে সানস্ক্রিন, ছাতা বা স্কার্ফ ব্যবহার তো করেনই। তবে আগামি পনেরো দিন এর পাশাপাশি আরও একটু বিশেষ যত্ন নিন। রোদ থেকে ফিরে ঠান্ডা টকদই মুখে লাগান। ৫-১০ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে নিন। এতে ট্যানিংয়ের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। যাঁরা অফিসে যান, তাঁরা ব্যাগে একটা স্প্রে বোতলে ঠান্ডা গোলাপজল এবং টকদই মিশিয়ে ভরে রাখুন। অফিসে পৌঁছে মুখে স্প্রে করে নিন। চেষ্টা করুন, এই দু' সপ্তাহ কোনও মেক-আপ না ব্যবহার করতে। ত্বককে একটু নিঃশ্বাস নিতে দিন। মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে টোনার, ময়শ্চারাইজ়ার এবং সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারেন। এতে ত্বকে নতুন কোনও সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনাও কমবে। তবে এখানেই শেষ নয়। এছাড়াও প্রতিদিন একটু সময় বার করে ত্বক আর চুলের যত্ন নিন। সকলের সুবিধার্থে পনেরো দিনের একটা বিউটি রুটিন তৈরি করে দিলাম। নিজের মতো রুটিন কাস্টোমাইজ় করে নিতেই পারেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু কোনও কম্প্রোমাইজ় চলবে না। তাহলেই দেখবেন দু' সপ্তাহেই ত্বক আর চুলের ভোল পালটে গেছে!

দিন ১

শুরু করুন দৈনন্দিন ক্লেনজ়িং-টোনিং-ময়শ্চারাইজ়িং রুটিন দিয়ে। এই রুটিন কিন্তু প্রতিদিন মাস্ট। রূপরুটিনে আর যাই থাকুক না কেন, এই রুটিন কোনওভাবে স্কিপ

আপনার ত্বককে দেখতে করে তুলুন আরও কমবয়েসী মাত্র ₹99# তে।

নিউ এজ মিরাকেল™

অ্যান্টি-এজিং অ্যাকশন*
24 ঘন্টা নন-স্টপ^
দ্রুত গতিতে রিঙ্কেল কমায় আর
যৌবনের মতো ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়।

AN ANTI-AGING BREAKTHROUGH BY THE POND'S INSTITUTE | PONDS.COM

#পন্ডস এজ মিরাকেল ক্রিম 10 গ্রা. প্যাকের জন্য এমআরপি সব রকম কর সমেত। *রেটিনল-সি কমপ্লেক্সের ক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ^ল্যাব টেস্ট 2015 ভিত্তিক রেটিনল-সি কমপ্লেক্সের ক্রিয়া।

POND'S

করা চলবে না। সকালে এবং রাতে দু'বার সিটিএম ফলো করুন। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা ময়শ্চারাইজ়ারের পরিবর্তে সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। এর সঙ্গে রুটিনে শামিল করতে পারেন স্ক্রাবকেও। ত্বকের উপরিভাগে জমে থাকা মৃত কোষের স্তর সরিয়ে ত্বক উজ্জ্বল এবং মসৃণ করে তুলুন। এরপর ব্যবহার করতে পারেন ডিট্যান প্যাক। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ট্যানিংয়ের সমস্যা হওয়া অবধারিত। আলুর রস, পাতিলেবুর রস, টকদই, টোম্যাটোর রস এবং বেসন মিশিয়ে নিন। পরিষ্কার মুখে এই ফেসপ্যাক লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। এরপর জল দিয়ে ঘষে তুলে ফেলুন। রাতে শুতে যাওয়ার আগে বা রোদ থেকে ঘুরে এসেই এই প্যাক ব্যবহার করা ভাল।

দিন ২

এদিন নজর দিন চুলের দিকে। অনেকেই

হয়তো জানেন না, ত্বকের মতোই স্ক্যাল্পেও কিন্তু মৃত কোষ জমে। ফলে মাস্ক, তেল, যাই ব্যবহার করুন না কেন, তা চুলের গোড়া অবধি পৌঁছতে পারে না। ফলে উপকারও মেলে না। মাসে অন্তত একবার তাই স্ক্যাল্প ক্লিনিং খুব দরকার। ক্ল্যারিফাইং শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। অথবা সাধারণ শ্যাম্পুর সঙ্গে সামান্য বেকিং সোডা এবং নুন মিশিয়ে তা চুলে লাগান। আঙুলের সাহায্যে আলতোভাবে স্ক্যাল্পে মাসাজ করে ২-৩ মিনিট রেখে দিন। এরপর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রাতে শুতে যাওয়ার আগে মুখে কোনও নারিশিং ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। মধু, অ্যাভোকাডো এবং দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগাতে পারেন। শুষ্ক ত্বকের জন্য এই প্যাক খুবই উপকারী। তবে তৈলাক্ত ত্বক এবং মিশ্র ত্বকেও ব্যবহার করতে পারেন।

দিন ৩

স্নানের আগে ড্রাই ব্রাশিং করতে পারেন। মিক্সড ব্রিসলসযুক্ত বডি স্ক্রাবিং ব্রাশ বা শুকনো লুফা পুরো শরীরে ঘষুন। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হবে। পাশাপাশি মাসল টোনড হবে এবং ত্বকের উপরিভাগে থাকা মৃত কোষও দূর হবে। রোদ থেকে ফিরে বা রাতে মুখে ব্যবহার করতে পারেন শিট মাস্ক। এই ধরনের মাস্ক ব্যবহার করাও সুবিধে এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও দারুণ কার্যকরী।

দিন ৪

এইদিন বাড়িতে রিল্যাক্সিং একটা বাথ নিতে পারেন। কয়েক ফোঁটা পছন্দের এসেনশিয়াল অয়েল এবং সি-সল্ট মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে স্নান সেরে ফেলুন। সঙ্গে চুলে হট অয়েল মাসাজ করতে পারেন। আঙুলের ডগা দিয়ে সার্কুলার মোশনে পুরো স্ক্যাল্প ভালভাবে মাসাজ করে গরমজলে ভেজানো তোয়ালে জড়িয়ে রাখুন।

পুজোর আগে এমন ফেশিয়াল করান, যা ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে। ইন্সট্যান্ট গ্লো ফেশিয়াল করাতে পারেন। পাশাপাশি হেয়ার স্পাও মাস্ট!

দিন ৫

এইদিনও নজর দিন চুলের যত্নের প্রতি। ত্বকের ক্ষেত্রে যেমন সিটিএম রুটিন মাস্ট, তেমনই চুলের ক্ষেত্রে একদিন বা দু'দিন অন্তর শ্যাম্পু এবং তার সঙ্গে কন্ডিশনার এবং হেয়ার সিরামের ব্যবহার মাস্ট। প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে ভালভাবে চুল আঁচড়াতেও ভুলবেন না। এর পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারেন কোনও নারিশিং বা কন্ডিশনিং হেয়ারপ্যাক। টকদই, ডিম, অ্যালোভেরা জেল, অ্যাভোকাডো মিশিয়ে চুলে লাগাতে পারেন। চুলের জন্য জিলেটিন মাস্কও খুব ভাল। চুল নরম এবং মসৃণ করতে এই মাস্ক খুবই উপকারী। ১ কাপ গরম জলে ১ টেবলচামচ জিলেটিন মিশিয়ে নিন। এতে ১ চা-চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার এবং কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটা চুলে এবং স্ক্যাল্পে ১০ মিনিট লাগিয়ে রেখে উষ্ণ গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। রাতে শুতে যাওয়ার আগে ব্ল্যাকহেডস মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। একটি পাত্রে গরম জল নিয়ে তার উপর মুখ রেখে তোয়ালে দিয়ে ৮-১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। এরপর মধু এবং বেকিং সোডা একসঙ্গে মিশিয়ে ব্ল্যাকহেডসের উপর লাগিয়ে রাখুন। ১৫ মিনিট পর ভালভাবে ঘষে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এরপর টোনার এবং ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

দিন ৬

এইদিন সকালে আবার ডিট্যান প্যাক রিপিট করুন। একদিনে তো সব ট্যান তুলে ফেলা সম্ভব নয়। তাই সপ্তাহে একবার বা দু'বার এই প্যাক ব্যবহার করা প্রয়োজন। টোম্যাটো টুকরো করে কেটে তা ত্বকে ঘষতে পারেন। অথবা পাতিলেবুর রস

আমার পুজো আমার মতো

SOHNA
BY SAWANSUKHA

An exclusive all Gold showroom

9 Camac Street
Kankurgachi
City Centre, Salt Lake
Siliguri
☎ : 2289 5281/82

সোনার গয়নার মজুরিতে
ফ্ল্যাট ২০% ছাড়
কেনার সময় অনুগ্রহ করে এই অংশটি দেখান।
শর্তাবলী প্রযোজ্য।

এবং চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। এই ধরনের প্যাক ব্যবহার করার পর রোদে বেরোবেন না। রাতে চুলে আবারও হট অয়েল মাসাজ করে নিন।

দিন ৭

শ্যাম্পু তো করবেনই, সঙ্গে হেয়ার স্পা করাতে পারেন। আজকাল রেডিমেড স্পা প্রডাক্ট বাজারে সহজলভ্য। সময়ের অভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। কিংবা বাড়িতে দুধ, পাকা কলা, মধু এবং হেনা একসঙ্গে মিশিয়ে চুলে লাগাতে পারেন। একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ঠিকই, তবে ফল সুনিশ্চিত। এইদিনও সিটিএম রুটিনে স্ক্রাব শামিল করতে পারেন। বাজারচলতি স্ক্রাবের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন চালের গুঁড়ো। ত্বকের জন্য ভীষণ উপকারী।

দিন ৮

হাতে আর মোটামুটি এক সপ্তাহ বাকি। পুজোর জন্য কোনও হেয়ার কাট, কালার বা স্টাইল করাতে চাইলে, এই সময়ই করিয়ে নেওয়া ভাল। চুল কাটতে না চাইলে ট্রিম করিয়ে নিন। ত্বকের জন্য এই সময় সেরা হল ডিটক্স মাস্ক। চারকোল কিংবা ক্লে-বেসড মাস্কের উপর নির্দ্বিধায় ভরসা করতে পারেন। ত্বকে জমে থাকা টক্সিন দূর হবে এবং ত্বকও উজ্জ্বল হবে।

দিন ৯

যাঁরা সদ্য চুলে রং করিয়েছেন, তাঁরা বাকি ক'দিন চুলের উপর খুব বেশি মাস্ক, প্যাক বা অন্যান্য কেমিক্যাল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। নজর দিন ত্বকের যত্নের প্রতি। সিটিএম রুটিনের পর এক টুকরো বরফ নিয়ে মুখে ঘষতে পারেন। কিংবা আগের দিন রাতে কিছু ফলের টুকরো বা গ্রিন টি লিকার আইস ট্রে-তে রেখে জমিয়ে তা দিয়েও মুখ মাসাজ করতে পারেন।

দিন ১০

চুলে কালার করালে অবশ্যই কালার প্রোটেক্টিং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। শ্যাম্পু করার পর বিয়ার, চায়ের লিকার বা ভিনিগার দিয়ে চুল ধুতে পারেন। চুলে শাইন আসবে।

দিন ১১

এইদিন স্টিম বাথ নিতে পারলে খুব ভাল। এতে পুরো শরীর এবং মন রিল্যাক্সড হবে। পাশাপাশি গোটা শরীর থেকে টক্সিনও দূর হবে। নয়তো ঈষদুষ্ণ জলে এসেনশিয়াল অয়েল, বাথ সল্ট মিশিয়ে স্নান করুন। স্নানের পর গোটা শরীরে ময়শ্চারাইজ়ার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

দিন ১২

এইদিন রুটিন একটু হালকা রাখুন। মুখে ডিট্যান ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। চুলেও শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

দিন ১৩

ফেশিয়াল, ম্যানিকিওর এবং পেডিকিওর করে নিন। এখন তো সালঁতে বিভিন্ন ধরনের ফেশিয়ালের অপশন রয়েছে। এমন ধরনের ফেশিয়াল বাছুন যা ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে। ইন্সট্যান্ট গ্লো ফেশিয়াল বা ব্রাইটেনিং ফেশিয়াল করাতে পারেন। ম্যানিকিওর ও পেডিকিওরের ক্ষেত্রেও এমন অপশন বাছুন যা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। নেল পলিশের রং বাছার ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখুন। পুজোর চার দিন তো একই রঙের পোশাক পরবেন না। তাই নিউট্রাল টোনের পলিশ বাছুন।

দিন ১৪

ওয়্যাক্সিং, থ্রেডিং ইত্যাদি কাজগুলো আজ সেরে ফেলুন। পুজোর চার দিন শরীরের উপর দিয়ে তো ধকল যায় না। তাই শরীরকে যত রিল্যাক্সড রাখা যায়, ততই ভাল। আর রিল্যাক্সেশনের জন্য মাসাজের থেকে ভাল আর কিছু নেই। বডি মাসাজ করাতে চাইলে আজই করে ফেলুন।

দিন ১৫

রূপ রুটিনের শেষ দিন। এইদিন আর বিশেষ কোনও যত্নের প্রয়োজন নেই। সিটিএম রুটিনের পাশাপাশি স্ক্রাব এবং ডিটক্স বাথ রুটিনে সামিল করতে পারেন। একান্তই প্রয়োজন মনে করলে কোনও স্ট্রেংদেনিং হেয়ার ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন।

তবে এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এই রূপরুটিনের পাশাপাশি কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশনেরও দরকার। সারাবছর না হোক, অন্তত এই দু' সপ্তাহ অ্যাক্টিভ থাকতে চেষ্টা করুন। তেল-মশলাদার খাবার এড়িয়ে চললেই ভাল। দিনে প্রচুর জল খান। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমোন। এই ছোট ছোট অভ্যেসগুলো ত্বক এবং চুল ভাল রাখতে সাহায্য করবে। পুজোর দিনগুলোয় সুন্দর করে সাজুন। শুভ শারদোৎসব!

মডেল: মুনমুন
মেক-আপ: সুজয়-নব
ফোন: ৯৮৩০৫৫৭৪৪৯
সালঁ লোকেশন: স্পার্কলিং ওয়েলনেস স্টুডিও, পার্ক স্ট্রিট, **ফোন:** ৪৬০৩ ৩১৮৩, ৯০০৭৭০০৮০৬৯
ছবি: দেবর্ষি সরকার

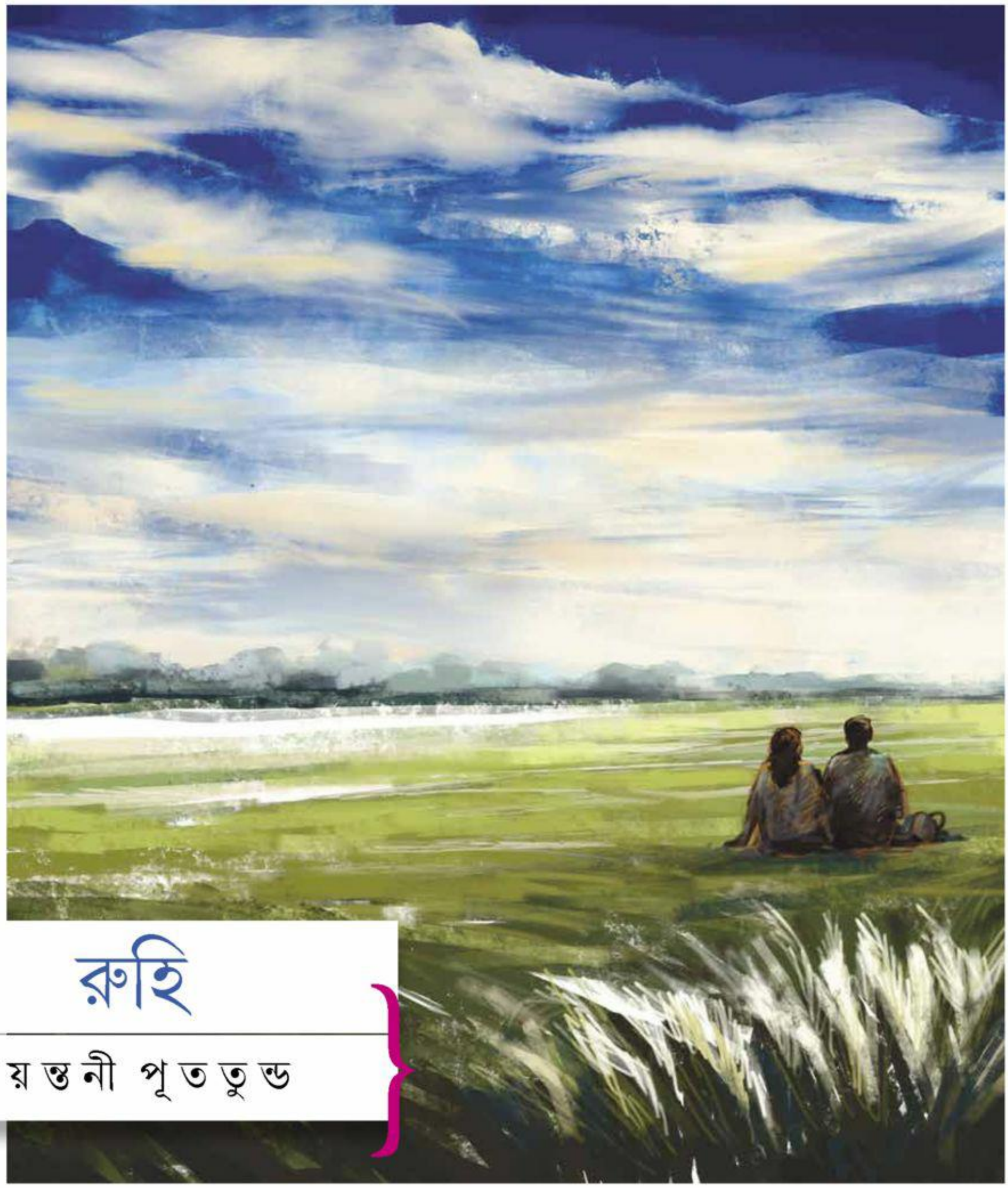

রুহি

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

আর কয়েকদিন বাদেই মহালয়া। বিকেলের আকাশে নরম নরম ছেঁড়া মেঘ ভাসছে। শরতের আকাশে এমনই নিষ্পাপ পবিত্র মেঘের দল রোজই কোন অজানার উদ্দেশে রওনা হয় কে জানে! ছেঁড়া সাদা পাতার মতো মেঘগুলোর বুকে সূর্যের সোনালি রোদ সোনার কলমে এক অজ্ঞাত লিপিতে লিখে দেয় এক একটা চিঠি। হয়তো সেই ছিন্নপত্রে কোনও আধুনিকা যক্ষপ্রিয়ার বেদনার কথা লেখা থাকে! কর্মসূত্রে প্রবাসী প্রিয়তমের প্রতি হয়তো ছুঁড়ে দেয় মানিনীর বিরহী কান্নামাখা অনুরোধ — 'ফিরে এসো'। সেই বার্তা বুকে বয়ে নিয়ে রোজ পাড়ি দেয় সাদা মেঘের পাল।

এই নীল আকাশের তলায়, বিরাট মাঠের একদিকে ঝিলের পাশে বসেছিল ওরা দু'জন। প্রেমিক-যুগল। হাত ধরাধরি করে বসে প্রকৃতির মধ্যেই ডুবে ছিল। মেয়েটি হঠাৎ আকাশের দিকে গভীর চোখদুটি তুলে বলল — "কী সুন্দর নীল আকাশ তাই না? যেন নীল সমুদ্র! আর মেঘগুলো প্রবাসী নাবিকদের পানসি।"

ছেলেটি মৃদু হাসল। মেয়েটা বড় কল্পনাপ্রবণ! নয়তো এমন জায়গায় কেউ আসতে চায়! যেদিকে তাকাও সেদিকেই শুধু ধূ ধূ করছে মাঠ! একপাশে ঘন কাশবন। অন্যদিকে বেশ কিছু ঘনসন্নিবিষ্ট লম্বা লম্বা গাছের সারি। মাঠের সমান্তরালে চলেছে স্বচ্ছ জলের বিশাল ঝিল! ত্রিসীমানায় আর কিছু নেই! অবশ্য এই বিরাট মাঠ পেরোতে পারলেই ও-প্রান্তে জনবসতি পাওয়া যাবে। একটি ছিমছাম মধ্যবিত্তদের কলোনি গড়ে উঠেছে সেখানেই। মেয়েটিও কলোনির বাসিন্দা। কলোনির কাছেই ছোট্ট অথচ পরিচ্ছন্ন বাজার, দোকান, ডাক্তারখানা, লাইব্রেরি, মন্দির সবই আছে। এমনকী ছেলেদের জন্য ক্লাব, সাইবার কাফে, রেস্তরাঁ, একটি এনজিও অফিস মায় একটি বৃদ্ধাশ্রমও রয়েছে। পায়ে হেঁটে

এখান থেকে অন্তত মিনিট সাত-আটেকের পথ তো হবেই।
ছেলেটির বারবার মনে হচ্ছিল, জায়গাটা তাদের মতো যুগলের বসার জন্য যথেষ্ট নিরাপদ নয়! বরং উলটোটাই। এইরকম জনহীন বিশাল প্রান্তরে সবরকম কুকর্ম হওয়াই সম্ভব! একটু আগে মেয়েটি নিজেই বলেছে যে বছর পাঁচেক আগেও এখানে খুন, জখম, ধর্ষণ, লুঠপাট-ছিনতাই, ইভটিজ়িং — সবই চলত! একটি মেয়ে ইভটিজ়িংয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুনও হয়! মাঠের মুখেই একটা দেশি মদের দোকান। সেখানে যত সমাজবিরোধী, গুন্ডা-বন্ডাদের আড্ডা! স্থানীয় পুলিশ ভেবে নিয়েছিল যে এসব তাদেরই কীর্তি! কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাউকেই ধরতে পারেনি।
এই মাঠের ইতিহাস শুনেই ঘাবড়ে গিয়েছিল ছেলেটি। ঢোঁক গিলে বলেছিল, "বাপ রে! এরকম জায়গায় তোমার সঙ্গে প্রেম করব? ওখানে তো সবরকমের ক্রাইমই সম্ভব! আশেপাশে কেউ নেই! চিৎকার করে গলা ফাটালেও কেউ শুনবে না, বাঁচানো তো দূর...!" মেয়েটি হেসে ফেলে। হাসলে ওর ঠোঁটের পাশের লাল তিলটা যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে বলল, "ওসব পাঁচ বছর আগে হত। আর হয় না।"
"কেন? মদের ঠেক উঠে গিয়েছে? না স্থানীয় গুন্ডারা সব ক্রাইম ছেড়েছুড়ে দিয়ে আজকাল বেগুন বেচছে?" ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলে — "নাকি গোটা মাঠে পুলিশেরা বুথ তৈরি করে প্রোটেকশন দিচ্ছে?"
"ওসব কিছু না।" মেয়েটি স্মিত হাসিতে আবার মুখটাকে উদ্ভাসিত করে বলে — "সব আগের মতোই আছে। মাতালও আছে, গুন্ডাও আছে। তবে ওই মাঠে আর কখনও কোনও অপরাধ হয়নি। আমরা সবাই তো মাঠের ওপর দিয়েই রেগুলার যাতায়াত করছি। আমার কল সেন্টারের গাড়ি তো রোজই মাঝরাতে ওই মদের দোকানের পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়। আমি মাঠের ওপর দিয়েই হেঁটে বাড়ি ফিরি। রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুরপথ হয় — মাঠটাই শর্টকাট। একা আমি নই, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় সব মানুষই তাই করে। আজ পর্যন্ত কারওর কিছুই হয়নি।"
"মানে?" ছেলেটি বিস্ময়াভিভূত — "তুমি মাঝরাতে এরকম একটা ডেঞ্জারাস জায়গা দিয়ে বাড়ি যাও! পাগল নাকি! একেই সামনে মদের দোকান, তার ওপর আবার সেখানে গুন্ডাদের যাওয়া-আসা! তুমিই বলছ যে আগে এখানে অনেক ক্রাইম হয়েছে, অথচ কেউ ধরা পড়েনি। তার মানে শয়তানগুলো বুক ফুলিয়ে এখনও এখানেই ঘোরাফেরা করছে। যে কোনওদিন সর্বনাশ ঘটতে পারে!"
"না। আর ঘটবে না।"
তরুণীটি কিন্তু ভারী নিশ্চিন্ত। শান্তস্বরে বলে — "পুলিশ না হলেও প্রোটেকশন আছে। তুমি নিশ্চিন্তে বোসো।"
ছেলেটি অবাক। কী বলছে পাগলি! প্রোটেকশন আছে! কোথায়! সে প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে যায়। কী ভেবে যেন নিমরাজী হয়ে বসে পড়ে। তবে প্রেমিকার কথা ফেলে দিতে না পারলেও তার মন অজানা আশঙ্কায় বারবার কেঁপে ওঠে! জায়গাটা সুন্দর নিঃসন্দেহে! কিন্তু অসম্ভব বিপজ্জনকও বটে! সে মনে মনে স্থির করে যে অন্ধকার নামার আগেই এখান থেকে চলে যেতে হবে।
কিন্তু প্রেম কখনই সময় মেনে চলে না। যতই সতর্কতা থাকুক, তার অশনি সঙ্কেতকে বারবার তুচ্ছ করে দেয় প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য। ফলে দু'জনের মগ্নতার মধ্যে অন্ধকার কখন যে আস্তে আস্তে অস্তরবির শেষ রশ্মির আভাসটুকুকেও মুছে দিয়েছে তা ওরা খেয়ালই করেনি! যখন খেয়াল হল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে!
তখন চতুর্দিক সম্পূর্ণ কালো হয়ে এসেছিল। শুধু শ্লেট পাথরের রঙের আকাশে নীলাভ নক্ষত্রের টিমটিমে আলোয়, আর মৃদু জ্যোৎস্নায় গোটা মাঠটাকে কেমন যেন অজানা এক ছায়াময় জগৎ বলে মনে হচ্ছিল। অনেক দূরে টিমটিম করছে ল্যাম্পপোস্টের আলো। অথচ সেই আলো মিলিয়ে যাচ্ছে এক অদ্ভুত কৃষ্ণগহ্বরে! তার পিঙ্গল আভাস অবশ্য সামান্য হলেও মরিয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে মাঠে। কিন্তু এক খাঁ খাঁ করা ক্ষুধিত শূন্যতা বুঝি গ্রাস করে নিচ্ছে আলোর অস্তিত্ব!
আচমকা ছেলেটির সম্বিত ফিরল! এ কী! এ যে পুরো অন্ধকার হয়ে এসেছে! আর এ কী অন্ধকার! গোটা চিত্রের ওপরে যেন কালো কালির দোয়াত উলটে ফেলেছে কেউ! যেটুকু আলো আছে, তা এই জমাট আঁধারকে বৈপরীত্যে করে তুলেছে আরও প্রকট, আরও অমোঘ! তার বুকের ভেতরের ভয়টা আবার গুড়গুড় করে ওঠে। এই মুহূর্তে অদ্ভুত অলৌকিক লাগছে এই মাঠটাকে! যেন এই জায়গাটা কোনও জীবন্ত মানুষের জন্য নয়! এই দুনিয়ার ও-প্রান্ত থেকে অন্য কোনও রহস্যময় জগৎ নিজের জাল বিছিয়ে দিয়েছে এখানে। চতুর্দিকে শুধু ছায়া! আর কিছু নেই! নেই জীবনের বিন্দুমাত্রও কোলাহল। নেই ঝিঁঝিঁর ডাক কিংবা কুকুরের চিৎকার! শুধু ঝিলের জোরালো হাওয়া গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ তুলে বয়ে চলেছে। আর কোনও আওয়াজ নেই। এমন বিস্তৃত ও শীতল নৈঃশব্দ আর কোথাও আছে কি!
"অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।" সে হঠাৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে — "চলো, এখন যাই।"
"এখনই উঠবে? ঝিলের হাওয়াটা খুব মিষ্টি লাগছিল। বাড়ি ফিরলে তো আবার সেই গুমোট...!"
অদ্ভুত লাগল ওর! মেয়েটির তো এত নিশ্চিন্তে থাকার কথাই নয়! বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের ওপরেই অপরাধের বহর ক্রমাগতই বাড়ছে। অথচ তার যেন সে হুঁশই নেই! এত নিশ্চিন্ত কী করে হতে পারে সে! এ কী তার অসমসাহসিকতা, না বোকামি?
"আর হাওয়া খেয়ে কাজ নেই।" ছেলেটি জোর দিয়ে বলে — "চলো বলছি।" মেয়েটি যেন একটু বিরক্ত হল। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল — "বেশ, চলো।" পরক্ষণেই মুচকি হেসে যোগ করল — "তবে তুমি যা ভাবছ বা আশঙ্কা করছ, তা আদৌ ঘটবে না!"
ছেলেটির কপালে বিরক্তির ভাঁজ — "কী ভাবছি?"
"ভাবছ তো যে এই অন্ধকারে, শুনশান জায়গায় যে কেউ আমার মতো মেয়েকে যা কিছু করতে পারে — রেপ, খুন এটসেট্রা এটসেট্রা!" সে ঠোঁট টিপে হাসল — "ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, তেমন কিছুই হবে না।" ছেলেটির মনে হয় যে ব্যাপারটা এবার পাগলামির দিকে যাচ্ছে। সে আর কথা না বাড়িয়ে বলে — "অনেক হয়েছে। মানছি তুমি বীরাঙ্গনা। কিন্তু আমার অত সাহস নেই। এখন ওঠো।"
"তার মানে তুমি ভিতু!"
মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠে দাঁড়াতেই যাচ্ছিল, আচমকা গায়ের ওপর একটা জোরালো টর্চের চোখধাঁধানো আলো! অন্ধকার থেকে তিনটে ছায়ামূর্তি যেন কালো একটা পর্দা ফুঁড়ে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে! আকাশ থেকে নেমে এল, না পাতাল থেকে উঠে এল কে জানে! ওদের মধ্যে একজন একটু অবাঙালি টোনে বলল — "আশিক ভিতু হোবে। পর হাম তো হিম্মতওয়ালা মর্দ আছে ম্যাডামজি! আমার সোঙ্গে একটু বাত-চিত চলবে নাকি?" বলতে বলতে তিনজনেই খলখলিয়ে হেসে ওঠে! ছেলেটির গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়! সে পরিষ্কার বুঝেছে যে ওরা আকাশ থেকে নয়, পাতাল থেকেই এসেছে! অন্ধকারের প্রাণী! সে যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই....!
মেয়েটি কিন্তু নির্বিকার। মৃদু হেসে বলল — "আপনারা বোধহয় লোকাল লোক নন। তাই না?"
"লোকাল নই তো কী আছে ম্যাডামজি? আপনি বোলেন তো লোকাল ভি হয়ে যাই।" লোকটা মেয়েটির পাশে বসে পড়ে রসিয়ে রসিয়ে বলে — "হোবে নাকি একটু বাত-চিত? হামি ভি বহত কহানি জানে।"
"কিন্তু এখানকার কহানি জানো না! জানলে এখানে আসতে না।"
মেয়েটির কণ্ঠস্বরে পরম নিশ্চিন্ততা।
ছেলেটি তখন ভয়ে কাঁপছে। নিরুপায় হয়ে বলে — "দেখো, আমাদের যেতে দাও। কী চাই তোমাদের বলো! ওয়ালেট, ঘড়ি, চেন — সব খুলে দেব। কিন্তু প্লিজ়, কোনওরকম ঝামেলা চাই না...।"
তার কথায় তিনজনই ফের সজোরে হেসে ওঠে! একজন হাসতে হাসতেই বলে — "স-ব খুলবেন সাব? তবে তো নাঙ্গা হয়েই ঘরে ফিরতে হবে!"

সে স্তম্ভিত হয়ে শুনল মেয়েটিও ওদের সঙ্গে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে! ভয়ার্তস্বরে এই প্রথম ও প্রেমিকাকে নাম ধরে ডেকে ওঠে — "কী করছ প্রমা!"

"আমি আবার কী করলাম পল্লব!"

"হাসছ কেন?"

"আমি! কই! না তো!"

প্রমা আরও কিছু বলার আগেই ফের সারা মাঠ কাঁপিয়ে এক নারীকণ্ঠ হেসে ওঠে। সেই হাসির প্রাবল্যে ওদের তিনজনের হাসি এবার হেঁচকিতে রূপান্তরিত হয়েছে! উপস্থিত চারজন পুরুষই এবার চমকে উঠল! এ হাসি কোনওভাবেই প্রমার নয়। হাসিটা যেন কোনও এক জায়গায় স্থির নেই — সারা মাঠ জুড়েই তার বিস্তার! গোটা মাঠের ওপর দিয়ে যেন হা হা করে এক উন্মত্ত হাসির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কোনও স্বাভাবিক নারী এভাবে হাসতে পারে না।

ওরা তিনজন লাফিয়ে উঠে পিছন দিকে তাকায়। টর্চের আলো ফেলে সম্ভবত হাসির উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু কই! কেউ নেই তো!

শুধু চতুর্দিক থেকে অদ্ভুত এক ধোঁয়াশা ঘনিয়ে এসে টর্চের আলোটাকেও ম্লান করে দিচ্ছে! এত ধোঁয়াশা হঠাৎ এল কোথা থেকে! একটু আগেও তো দিব্যি পরিষ্কার ছিল। তবে?

"আবে কৌন হ্যায়?" দলের নেতা হিন্দিতে একটি অশ্লীল গালিগালাজ ছুড়ে দিয়ে বলে — "কৌন সালি হাসছে বে?"

হাসতে হাসতেই নারীকণ্ঠ থেমে যায়। হিসহিসিয়ে বলে — "চলে যাও এখান থেকে! চলে যাও বলছি!"

পল্লবের মনে হল সে বুঝি এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে! এসব কী ঘটছে! কে এই মেয়েটা? এতক্ষণ কোথায় ছিল! কোথা থেকেই বা কথা বলছে? কোনও মানুষ কি এইভাবে কথা বলতে পারে! তার অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বরে যেন গোটা মাঠ কাঁপছে! নারীকণ্ঠ আবার বলল — "চলে যাও, নয়তো...!"

"নহি তো ক্যায়া! সামনে আ কে দেখ সা—লি!" দুর্বৃত্তদলের নেতাও এরকম আকস্মিক অলৌকিকতায় ঘাবড়ে গিয়েছে। তবু হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে। কোমর থেকে একটা তীক্ষ্ণ রামপুরি চাকু বার করে লোকটা পাগলের মতো এলোপাথাড়ি কয়েকবার শূন্যে চালাল। কিন্তু বৃথা সে আস্ফালন! প্রতিপক্ষ কোথায়! ধোঁয়াশায় ঘেরা শূন্য মাঠ যেন তার এই হতচকিত অবস্থা দেখে নিঃশব্দে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

"রা-ম! রা-ম!" দলের একজন সদস্য আর্তচিৎকার করে ওঠে — "বস, তুমহারে পিছে...পিছে দেখো...!"

উপস্থিত সকলেই যা দেখল তাতে তাদের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম! দুর্বৃত্ত নেতার ঠিক পিছনেই ধোঁয়ার মধ্যে দপদপিয়ে জ্বলছে দুটো চোখ। অন্ধকারে ঠিক যেন দুটো আগুনের গোলা! অদ্ভুত রাগে, প্রতিশোধস্পৃহায় ধকধকিয়ে উঠছে!

"বলেছিলাম না, চলে যা! বলেছিলাম না! হ্যাঁ? তোর এত বড় সাহস!"

নারী না নাগিনী! কণ্ঠস্বরে তো নাগিনীর সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্য। লোকটি টর্চের আলো ফেলল ওই চোখদুটোকে লক্ষ করে। আর পরক্ষণেই "আঁক" করে কাটা কলাগাছের মতো মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে! আর উঠল না! হাতের টর্চ নিভে গেল তার! তার দুই শাগরেদ প্রাণপণে কোথায় দৌড় লাগাল কে জানে!

কিন্তু ওই সেকেন্ডের ভগ্নাংশেই যা দেখা গেল তা অবিশ্বাস্য! সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা শাড়ি পরা এক নারী! শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে রক্ত। এলোকেশী! মাথার চুল প্রায় গোটা মুখটাকেই সাপ্টে ঢেকে রেখেছে। শুধু এক ঝলক রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের আদল আর চোখ দেখা গেল। চোখ নয়, যেন নরকের আগুন জ্বলছে তার অক্ষিকোটরে! পল্লবের নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না! এ কে! তার মনে হল, সে কোনও মানবী নয়...হতেই পারে না!

তারপরই সব অন্ধকার! টর্চ নিভে যাওয়ার ফলে সেই সুগভীর অন্ধকারে দুই নর-নারী পাশাপাশি স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভীষণ মূর্তি যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিল, তেমনই রহস্যময় ধোঁয়ার মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে!

বিড়বিড় করে বলল প্রমা — "বলেছিলাম না? প্রোটেকশন আছে।"

২

"পুরো বি-গ্রেড হরর ফিল্মের স্ক্রিপ্ট। পেত্নীরা শুধু সাদা শাড়ি পরেই ঘোরে কেন বুঝি না!" ইন্সপেক্টর মানব দাশ একটি ইয়ার বাড কর্ণকুহরে ঢুকিয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করতে করতে বললেন — "ইন ফ্যাক্ট এই গল্পটা থেকে ফিল্ম করলে বাচ্চারাও হাসবে! রাতের বেলা সাদা শাড়ি পরে এক নারী কিনা গোটা মাঠ পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে! সে নির্দোষ মানুষদের বাঁচায় আর বদমায়েশদের শাস্তি দেয়! আর তার যা রূপ বর্ণনা করলেন তা যে কোনও হ্যালোউইন পার্টিতে গেলেই গুচ্ছ গুচ্ছ চোখে পড়বে! গল্প বানাতে দোষ নেই। খুনের কেস হলে, আর পুলিশের সামনে পড়লে সকলেই দেখি প্রায় নোবেল লরিয়েট সাহিত্যিক হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে গল্পে গোমাতাকে মহাকাশে পাঠাবেন! পুলিশকে ভজুয়া পেয়েছেন! ভূত-পেত্নীর গল্প শুনিয়ে দিলেই হল! পেত্নী মাঠ পাহারা দিচ্ছে, আর রামপুরি চাকু দিয়ে দুষ্টু লোকদের খুন করছে! রা-বি-শ!"

"আত্মাকে সম্মান দিয়ে কথা বলুন।" প্রমার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। একটা প্রচণ্ড কঠিন শব্দকে অতি কষ্টে দমন করে সে বলল — "পেত্নী কাকে বলছেন? ওর নাম রুহি। যা আপনারা কেউ করতে পারেননি, গত পাঁচ বছর ধরে ও হাতেকলমে সেটাই করে দেখাচ্ছে! যে নিরাপত্তা পুলিশের দেওয়ার কথা, রুহি তা নিঃশব্দে দিয়ে চলেছে। যে রাস্তায় যেতে লোকে ভয় পেত, গুন্ডাদের জ্বালায় মেয়েরা যে পথ ভুলেও মাড়াত না, রুহির জন্য আজ সে রাস্তা দিয়েই রাতবিরেতেও মানুষ নির্ভয়ে যাতায়াত করছে! ও কোনও পেত্নী নয়, ও রুহি।"

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা... নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ নমো নমঃ...!"

আচমকা কানের কাছে সজোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বেজে উঠতেই চমকে উঠলেন ইন্সপেক্টর দাশ। ঘটনার আকস্মিকতায় হাত কেঁপে যাওয়ার ফলে আর একটু হলেই কানখোঁচানিটা কর্ণগহ্বরে পুরোপুরি ঢুকে যাচ্ছিল। পরক্ষণেই সেটাকে উদ্ধার করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন কনস্টেবল মণ্ডলের দিকে। বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন —

"কতবার বলেছি যে এই পিলে চমকানো রিংটোনটা পালটাও মণ্ডল! বয়স তো হচ্ছে! আর কয়েক মাস পরেই রিটায়ার করব। কিন্তু তার আগেই তোমার এই চণ্ডীপাঠের ঠেলায় না লাইফ থেকেই রিটায়ার করতে হয়!"

"সরি স্যার!" কনস্টেবল মণ্ডল মুখ কাঁচুমাচু করে — "আসলে এটা আমার মেন রিংটোন নয়। অ্যাসাইন্ড টোন। মানে, একমাত্র আমার বউ ফোন করলেই এই টোনটা বাজে! এখন ও-ই ফোন করছে।"

"বউয়ের অ্যাসাইন্ড টোনে চণ্ডীপাঠ!" কটমটিয়ে কনস্টেবল মণ্ডলকে প্রায় আধপোড়া করে দিলেন মানব দাশ — "এর মানেটা কী!"

কনস্টেবল মুখটাকে কিছুক্ষণ সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো করে রেখে অবশেষে বলল — "জিজ্ঞাসা করে কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন স্যার! মানেটা তো আপনিও জানেন। শুধু আপনি কেন, সমস্ত বিবাহিত পুরুষই জানে। ঘরে রণচণ্ডী থাকলে চণ্ডীপাঠ ছাড়া আর নিস্তারের উপায় কী!"

ইন্সপেক্টর দাশ দেখলেন উপস্থিত সকলেরই মুখ যেন আরও বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে! সম্ভবত হাসি চাপার প্রচেষ্টাই এই উৎকট গাম্ভীর্যের কারণ। তখনও অবশ্য চণ্ডীপাঠ চলছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র চড়া সুরে বলে চলেছেন — "নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ নমো নমঃ...!"

"বাইরে গিয়ে ফোনটা ধরো! এসিপি বা আইজি-কেও ওয়েটিংয়ে রাখা যায়। কিন্তু বউকে ওয়েটিংয়ে রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। বুঝেছ?"

"আজ্ঞে।" কনস্টেবল মাথা নেড়ে আদেশ পালন করতে চলে গেল। মানব দাশ তার গমনপথের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এবার প্রমা ও পল্লবের প্রতি মনোযোগ দিলেন। আস্তে আস্তে বললেন — "কী যেন বলছিলাম?

হ্যাঁ, ওই পেত্নীর... সরি সরি, রুহির গল্প ছাড়ুন। আই মিন, খিলখিল হাসি, ধমকানি-চমকানি আর ওই ভয়ঙ্কর মুখের গল্প বাদ দিয়ে ওখানে এগ্‌জ্যাক্টটলি কী হয়েছিল বলুন তো!"

"আর কী বলব?" পল্লব এবার অধৈর্য হয়ে বলে — "সবই তো বললাম। একেই জায়গাটা অন্ধকার। তার ওপর একটা ভয়ঙ্কর ধোঁয়া এসে ঘিরে ধরেছিল আমাদের। ওই ধোঁয়াশার মধ্যে কি কিছু দেখা যায়!"

"মূর্তিটাকে তো দেখেছিলেন।" মানব দাশ কৌতুহলী — "তার হাতে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল? তাকে লোকটাকে ছুরি মারতে দেখেছিলেন?"

"না স্যার।" এবার দৃঢ়স্বরে জবাব দিল প্রমা — "রুহির হাতে কখনও কোনও অস্ত্র থাকে না। প্রয়োজন হয় না। রামপুরি চাকুটা ওই গুন্ডাটার নিজের হাতেই ছিল।" ইন্সপেক্টর দাশ ভ্রুভঙ্গি করলেন। প্রমা চুপ করে কিছুক্ষণ ইনস্পেকটরকে পর্যবেক্ষণ করল। তাঁর মুখে একটা হতাশার ছাপ পড়েছে। নাহ্। এই লোকটাকে খামোখাই বোঝাচ্ছে সে! এ হল টিপিক্যাল ভুঁড়িওয়ালা পুলিশের প্রতিভূ। এমনিতে কোনওদিন তাকে পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়নি। রুহি কখনও এতটা ধ্বংসাত্মক হয়েও ওঠেনি যে তার জন্য পুলিশকে আসতে হবে! পাঁচ বছর পরে আবার ওই মাঠে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। ঘটত না, যদি না গুন্ডাটার হাতে রামপুরি চাকুটা থাকত। প্রমা জানে যে ওর বুকে রুহি ছুরি বসায়নি। বসাতেই পারে না। কারণ তার ভয়াল মূর্তি দেখে সেই যে লোকটা উলটে পড়ল, আর ওঠেনি!

প্রমা আর পল্লব যখন সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করল, ততক্ষণে সে মরে গিয়েছে। তার বুকে বসে গিয়েছে রামপুরি চাকু।

ফলস্বরূপ পুলিশের ছত্রিশ ঘা সহ্য করতে হচ্ছে ওদের। পুলিশ ইতিমধ্যেই রীতিমতো তৎপরতায় লোকাল হিস্ট্রি-শিটারদের তুলে এনেছে। তাদের ধারণা এই খুনটা গ্যাংগুলোর ব্যক্তিগত সংঘর্ষের ফলেও হতে পারে। যেহেতু ভিকটিম বহিরাগত, তাই এলাকার দখল নিয়ে মারপিটের মধ্যেই হয়তো কোনও স্থানীয় ক্রিমিন্যাল ছুরি মেরে দিয়েছে। আপাতত তাই সমস্ত স্থানীয় পাপীদের তুলে এনে ডান্ডাপেটা করছে পুলিশ। আর প্রমা আর পল্লবকে জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করছে।

"এই রুহিটা ঠিক কে বলুন তো?" একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বললেন মানব দাশ, "কেসটা কী হয়েছিল?" প্রমা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। রুহি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সসম্ভ্রমে বলতে হয়। তাদের কলোনির আবালবৃদ্ধবনিতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ রুহির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ে। কারণ অন্তরে তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে রুহি সত্যিই আছে, এবং তাদের রক্ষা করে যাচ্ছে। কিন্তু সে কথা এই ইন্সপেক্টরের হজম হবে না!

"রুহি আসলে রোহিণী সরকার নামক একটি অসমসাহসী মেয়ের ডাকনাম। সে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরেরই এক হাসিখুশি মেয়ে ছিল। মা-বাবার একমাত্র সন্তান রোহিণীর স্বভাবের সঙ্গে 'রুহি' নামটি একদম মানানসই। 'রুহি' নামের অর্থ — যার আত্মা আছে এবং যে সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। রোহিণীও অবিকল তাই। সদ্য কলেজে ঢোকা মেয়েটি কলোনিতে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল। কেউ কোনও বিপদে পড়লেই রুহি গিয়ে হাজির! অসম্ভব উচ্ছল, পরোপকারী মেয়েটা যেমন একাধারে মমতাময়ী, অন্যদিকে তেমনই ডাকাবুকো ও প্রতিবাদী। স্থানীয় এনজিও-র গ্রুপে সে নামও লিখিয়েছিল।

কিন্তু কে জানত সেই মেয়েরই কপালে এমন মর্মান্তিক মৃত্যু নাচছে! ওদের কলোনির সামনের ওই শুনশান ফাঁকা মাঠই কাল হল তার! অথবা নিজের দুঃসাহস!

পাঁচ বছর আগে ওই মাঠেই যত সমাজবিরোধীদের উৎপাত ছিল। অনেক পথচারী তাদের হাতে নাকাল হয়েছে। মাতাল বদমায়েশগুলো ওই মাঠে অন্ধকার হলেই ওত পেতে থাকত শিকারের জন্য। লুঠপাট, ছিনতাই — কী হয়নি! মেয়েদের কপালে আরও দুর্ভোগ ছিল! ধর্ষণের মতো চরম কিছু না হলেও ইভটিজ়িং, শ্লীলতাহানি কম হত না। ভয়ের চোটে কেউ কখনও দুর্বৃত্তদের আচরণের কোনও প্রতিবাদ করেনি। মেয়েরা অশ্লীল মন্তব্য শুনেও দৌড়ে বা দ্রুত পায়ে হেঁটে সেখান থেকে চলে যেত। শেষ পর্যন্ত গুন্ডাদের ভয়ে সবাই দিনের আলো থাকতে থাকতেই মাঠ পেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রত্যেকেই ছিল নীরব। নির্বিবাদে হজম করত এই অত্যাচার। উপায় কী? গুন্ডাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার সাহস কার আছে! তা ছাড়া ঘরে ফেরার ওই একটাই সরাসরি রাস্তা যে! অন্য রাস্তায় যেতে হলে প্রচুর ঘুরপথে যেতে হয়। সেই পথকেও খুব নিরাপদ বলা যায় না। পিচের নয়, ইট-বালি-সুরকির কাঁচা রাস্তা। রাস্তায় আলো নেই, খানাখন্দে ভরা। বর্ষায় ঝিল ভেসে গিয়ে পথে এক হাঁটু জল জমে যায়। সাপখোপও আছে। তবে অবশেষে এমন দিনও এল, যখন শত কষ্ট হলেও কলোনির লোকেরা ওই ঘুরপথেই চলাচল শুরু করল।

কিন্তু কেউ কোনও প্রতিবাদ না করায় স্বাভাবিকভাবেই গুন্ডাদের বেপরোয়া সাহস ক্রমাগতই বাড়ছিল। অসভ্যতার সীমাও ছাড়িয়ে গেল তারা! এক রাতে এক কিশোরীর ওড়না ধরে টানাটানি শুরু করল। তখন বর্ষার দিন। একমাত্র বিকল্প পথটা ছিল জলমগ্ন। দুর্ভাগ্যবশত মেয়েটি মাঠ ধরেই নিজের বাড়ির দিকে ফিরছিল। আর তাকেই টার্গেট করল জানোয়ারগুলো।

ঠিক তখনই কোথা থেকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল রুহি! অন্য কেউ হলে হয়তো মেয়েটির করুণ অবস্থা দেখেও মুখ নিচু করে সভয়ে দ্রুতবেগে সরে পড়ত সেখান থেকে। সকলেই তাই করে। আপনি বাঁচলে তবে তো অন্যের নাম! কিন্তু রুহি অসম সাহসে সেই মেয়েটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে যায়। সে শয়তানগুলোকে যথাসম্ভব চড়, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে চিৎকার করছিল — "ছেড়ে দে! ওকে ছেড়ে দে বলছি! বাস্টার্ড, স্কাউন্ড্রেল...!"

এক দুর্বল মেয়ের এই তীব্র প্রতিবাদ গুন্ডাদের ঠিক সহ্য হল না! মেয়েদের আবার প্রতিবাদ কী! তার ওপর রুহির লাথি, ঘুষি খেয়ে তাদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কিশোরীটিকে তারা ছেড়ে দিল ঠিকই, কিন্তু নিয়ে গেল রুহির প্রাণ! ওই হিংস্র শ্বাপদের দল ছুরি দিয়ে তাকে...!" ঘটনাটা বলতে বলতেই চোখ বুজে ফেলেছে প্রমা! ইন্সপেক্টর দাশ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কনস্টেবল মণ্ডলও ততক্ষণে ফোনে বাক্যালাপ শেষ করে ফিরে এসেছে। সেও নিষ্পলকে দেখছে মেয়েটিকে। প্রমার কথা শেষ হতেই সে বলল — "আপনি এই কেসটার কথা জানেন না স্যার। কারণ তখন আপনি এই থানায় আসেননি। তবে আমি জানি। এখন মনে পড়ছে, কেসটা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। এনজিও-র লোকেরাও খুব ঝামেলা পাকিয়েছিল। মদের দোকানে ভাঙচুরও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেসটা চাপা পড়ে গেল। যে বাচ্চা মেয়েটি এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল, সেও অন্ধকারে ক্রিমিন্যালদের ঠিকমতো দেখতে পায়নি। তাই...।"

"তারপর থেকে ওই মাঠে আর কোনও ক্রাইম হয়নি। সবাই বলে, রুহির আত্মা ওই মাঠ পাহারা দেয়। তাকে প্রথম দেখেছিলেন বৃদ্ধাশ্রমের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য সুহাস চক্রবর্তী! তারপর একে একে প্রায় সকলেই কখনও না কখনও ওকে দেখেছে।"

"বুঝলাম!" ইন্সপেক্টর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জলের গ্লাসটা প্রমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন — "তবে আই মাস্ট সে ম্যাডাম, দারুণ বর্ণনা করার ক্ষমতা আছে আপনার!"

প্রমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। একটু চুপ করে থেকে সে জবাব দেয় — "স্বাভাবিক। কারণ সেদিনের আক্রান্ত মেয়েটি আমি নিজেই ছিলাম!

রুহি কখনও এতটা ধ্বংসাত্মক হয়েও ওঠেনি যে পুলিশকে আসতে হবে! পাঁচ বছর পরে আবার ওই মাঠে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল।

সেদিন রাতে অন্ধকারের জন্য শয়তানগুলোকে আমি চিনতে পারিনি...!"

"ও!" তিনি একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন — "তা এতদিন বাদে চিনতে পারলেন?"

"কাকে?"

"রুহিকে?"

"যা-আ-আ দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা...!"

কনস্টেবল মণ্ডলের ফোন ফের তারস্বরে চিৎকার করে উঠেছে। দাঁত প্রায় কিড়মিড়িয়ে, টেবলে এক ঘুষি বসিয়ে গর্জন করে উঠলেন ইন্সপেক্টর দাশ — "ও-ও-ওহ্, মণ্ডল! তোমার বউ এতবার ফোন

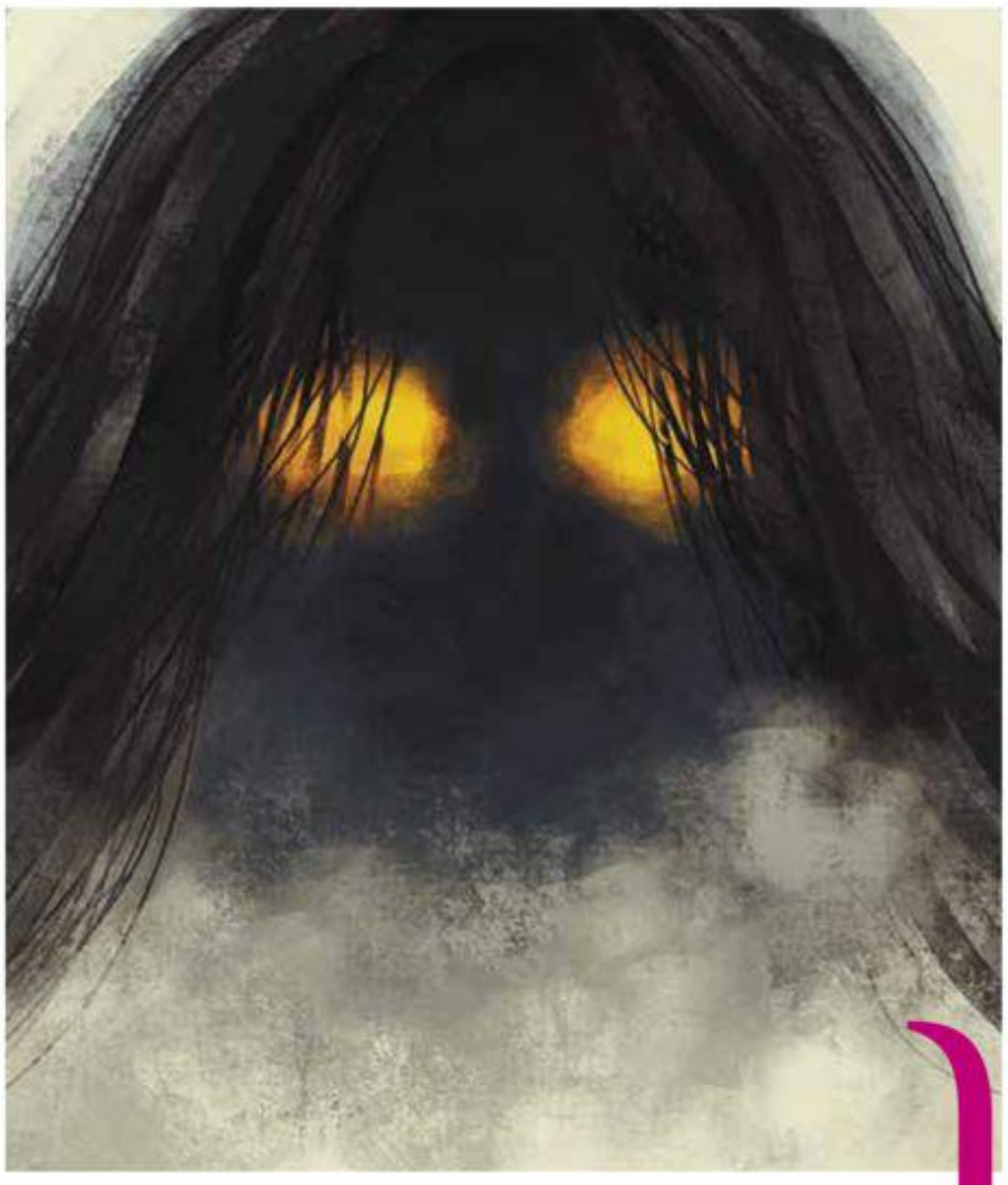

এখনও পর্যন্ত তদন্ত এক চুলও এগোয়নি। সব রাস্তাই মিলে যাচ্ছে 'রুহি' নামক ডেড-এন্ডে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে "রুহি... রুহি" শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে!

করছে কেন! কতবার বলেছি রিংটোন পালটাও...!"

৩

সকালের উজ্জ্বল সোনালি রোদ এসে পড়েছে বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে। এক পাশের বৃক্ষশ্রেণির কোমল সবুজের সঙ্গে মিলেছে সোনালির রূপটান। ঘন কাশের বন মাতাল হাওয়ায় উদ্দাম! সাদা কাশফুলের মাথায় রোদ পরিয়ে দিয়েছে সোনার মুকুট। সম্রাজ্ঞীর মতো দারুণ দম্ভে মাথা নাড়াচ্ছে তারা। ঘাসফুলগুলো সদ্য শিশিরে স্নান করে, রুপোলি অভ্রের গুঁড়ো মেখে যেন সূর্যপ্রণামে রত। পরিষ্কার টলটলে ঝিলে সূর্যরশ্মির তীব্র বিচ্ছুরণ কখনও চিকমিক, কখনও ঝিকমিক করে উঠছে। অদ্ভুত এক আলোর হিল্লোল বয়ে চলেছে স্থির জলের বুকে।

সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন ইন্সপেক্টর দাশ, "বিউটিফুল! এখানে এত বড় একটা মাঠ প্রোমোটারদের হাত থেকে কী করে বেঁচে গেল, সেটাই ভাবছি।"

কনস্টেবল মণ্ডল বলল, "কারণটা কি আপনি এখনও বোঝেননি?"

ইন্সপেক্টর মাথা ঝাঁকান। কারণ তো বুঝেছেন। এবং যত সময় যাচ্ছে তত আরও ভালভাবে বুঝতে পারছেন। তবে মানতে পারছেন না। ইন্ডিয়ান পিনাল কোড ভূত, প্রেতাত্মা কিংবা অন্য কোনও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করে না। তাই বলাই বাহুল্য বিরক্তিতে মানব দাশের ভুরু কুঁচকে গেল। তাঁরা এখন মাঠ সংলগ্ন কলোনির দিকেই এগোচ্ছেন। কলোনির লোকজনকে আগের দিনই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এখন গন্তব্য রুহির বাড়ি। রুহির বাবা-মাকে একটু জেরা করা দরকার। এদিকে এখনও পর্যন্ত তদন্ত এক চুলও এগোয়নি। সব রাস্তাই শেষ পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে 'রুহি' নামক ডেড-এন্ডে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে "রুহি... রুহি" শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে! কলোনির লোকেরা তার গুণকীর্তন তো করছেই, এমনকী লোকাল মস্তান, তথা হিস্ট্রি-শিটারগুলোও সেই সুরে সুর মেলাচ্ছে! তিন রাউন্ড মার খাওয়ার পরে লোকাল গুন্ডাদের বৃহত্তম চাঁই, দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'কাটা' রতনও শেষ পর্যন্ত ভেউভেউ করে কেঁদে বলল — "আর মারবেন না হুজুর! ও মাঠে কাউকে খুন করা তো দূর, আমরা মশা মারতেও যাই না! ভয়ের চোটে ওদিককার ছায়াও মাড়াইনি অনেক বছর হল!"

"কেন?" ইন্সপেক্টর ভ্রুকুটি করেছেন — "তোমার আবার কিসের ভয় বাছা? হাতে তো দিনরাত নানচাকু, ভোজালি বা কাট্টা নিয়ে ঘুরছ! লোকে তোমাকেই যমের মতো ভয় পায়! ন্যাকামি হচ্ছে!"

রতন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে — "ওখানে ওসব কিচ্ছু কাজে আসে না স্যার! কাট্টা কেন, তোপ নিয়ে ঘুরলেও বাঁচা যায় না! বিশ্বাস করুন। আমি গত পাঁচ বছরের মধ্যে শুধু একবারই গিয়েছিলাম! কোনওমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছিলাম বলে এখনও জিন্দা আছি। নয়তো, আমিও তো প্রায় মায়ের ভোগেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন? ওখানে গডজ়িলা আছে নাকি? তেড়ে খেতে এসেছিল?"

ইন্সপেক্টর দাশের ঠোঁটের কোণে শ্লেষ। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়েই রতন হাঁউমাউ করে যা বলল তা শুনে সকলের চক্ষু চড়কগাছ। সে নাকি কবে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ওই মাঠে লুঠপাট করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু করার আগেই তার সামনে রুহি এসে দাঁড়ায়! কী ভয়ঙ্কর তার চেহারা! কী রক্ত জল করা হাসি! তার চতুর্দিকে শুধু ধোঁয়া! রতন কিছু বোঝার আগেই কোথা থেকে যেন একটা লাঠি এসে দমাদ্দম তাকে পেটাতে শুরু করে। অথচ লাঠির মালিককে দেখা যায় না। তার ধারণা কোনও অলৌকিক অদৃশ্য হাত তাকে ওরকম মোক্ষম মার মেরেছিল! রতনের দৃষ্টির মধ্যে চূড়ান্ত ভয়ের আভাস। সে বেশ কয়েকবার "রাম... রাম" করে নিয়ে বলল — "সে কী মার হুজুর! চারিদিকে ধোঁয়া! কাউকে দেখতে পাই না — অথচ লাঠির বাড়ি পড়ছে! বন্দুক ধরব কার দিকে? আর কাট্টা ধরতে হলেও তো হাত ইস্তেমাল করতে হবে! এমন মেরেছিল যে হাত-পায়ের হাড় ভেঙেচুরে একশা। তিন মাস হাসপাতালে ছিলাম। তারপর থেকে জীবনে আর ও রাস্তায় যাইনি।"

বাকিরাও তাকেই সমর্থন করল। প্রত্যেকেই কখনও না কখনও রুহিকে দেখেছে। কেউ সন্ধ্যায়, কেউ মধ্যরাতে। আবার কারওর বা অভিজ্ঞতা শেষ রাতের। গল্প মোটামুটি একই। যারা তাকে দেখামাত্রই ভয়ে পালিয়েছিল তারা বেঁচেছে। যারা তারপরেও হিরোগিরি করতে গিয়েছে, তাদের কপালে জুটেছে বেদম মার! একজন তো বলেই বসল — "স্যার আমায় ছেড়ে দিন। আমি এই এলাকা ছেড়েই চলে যাব। মাঠে গেলে ওই ভয়ঙ্কর পেত্নী রুহি লাঠি মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়! না গেলে আপনারা মারেন! পুলিশের মার তবু সহ্য হয় — কিন্তু ভূতের কোনও গ্যারান্টি নেই! আপনি জানেন না, রুহি কী জিনিস! ও মেয়ে একেবারে গুনে গুনে রিভেঞ্জ নিচ্ছে। তার চেয়ে বরং আমি হরিদ্বারই চলে যাই! অন্তত প্রাণটা বাঁচবে।"

ইন্সপেক্টর দাশ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিলেন ওদের দিকে। রীতিমতো দশাসই চেহারার হাড়বজ্জাত ক্রিমিন্যালগুলোর পর্যন্ত এই দশা! 'কাটা' রতন তো রীতিমতো ত্রাসের নাম! অথচ সে নিজেই একটা মেয়েকে

এমন ভয় পাচ্ছে যে স্বয়ং ইন্সপেক্টরেরই লজ্জা করছে! পারলে বোধহয় রুহির নামের নামাবলী পড়ে হিমালয়ে চলে যায়। ওদের সবার মুখে "রুহি... রুহি" শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত রীতিমতো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আদেশ দিলেন তিনি — "লাগাও আর এক রাউন্ড! রুহির ডান্ডার বাড়ি খেয়েছে, এখন পুলিশের ডান্ডা খাক।"

কলোনির লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও লাভ হয়নি। সবাই একবাক্যে স্বীকার করছে যে রুহি সত্যিই আছে। এবং ওই মাঠটার অতন্দ্র প্রহরী সে। অনেকেই দাবি করল যে তাকে নাকি তারা স্বচক্ষে দেখেছে। বর্ণনাও অনুরূপ। ইন্সপেক্টর দাশ বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন যে রুহির প্রেত প্রসঙ্গে কিন্তু কারওর কোনও ভয় নেই। বরং সে আছে বলে মানুষগুলো ভারী নিশ্চিন্ত! রুহি তাদের কাছে প্রেতাত্মা নয়, দুর্গতিনাশিনী দেবীর সমান। তার ওপরে অদ্ভুত বিশ্বাস তাদের!

এনজিও-র কর্মকর্তা সুদেব বসু জানালেন — "আমরা এত বছর ধরে আন্দোলন করেও যা পারিনি, রুহি একাই সেটা করে দেখাল! আমরা মদের দোকানটা তোলার জন্য আইনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। মাঠে গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য পুলিশ প্রোটেকশন চেয়েছিলাম। কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুহিই আমাদের বাঁচাল! শুনছি, মদের দোকানটাও খুব তাড়াতাড়িই বন্ধ হয়ে যাবে। অল ক্রেডিট গোজ টু রুহি। মেয়েটা জীবদ্দশাতেই খুব পরোপকারী ছিল। মৃত্যুর পরও...!"

স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা তো বলেই দিল — "রুহি আছে বলেই আমরা এখন নিশ্চিন্তে যাতায়াত করি। আগে ছেলে হোক কি মেয়ে, ঘর থেকে বেরোতেই ভয় পেত। মেয়েদের দেখলে তো মনে হত, বোধহয় ওদের দ্বীপান্তরের সাজা হয়েছে! এখন তারাও আর ভয় পায় না। এরকম সুরক্ষা আপনারা দিতে পারতেন?"

কথাটা রীতিমতো অপমানজনক। কিন্তু ইন্সপেক্টর দাশ গায়ে মাখলেন না। তিনি এরপর সেই মানুষটির কাছে গেলেন, যিনি রুহির আত্মাকে প্রথম দেখেন।

বৃদ্ধাশ্রমের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য সুহাস চক্রবর্তীর বয়স আন্দাজ সত্তরের কাছাকাছি। এই বয়সেও যথেষ্ট সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারা। স্মিত হেসে স্বাগত জানিয়ে বললেন — "বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।" মানব দাশ আস্তে আস্তে বলেন — "রুহির সম্পর্কে কিছু জানার ছিল।"

"রুহি!" বৃদ্ধের চোখে জল এসে যায় — "তাকে কি ভোলা যায়! তার সেই মিষ্টি হাসি আজও কানের কাছে বাজে। প্রায়ই সে আমাদের এই বৃদ্ধাশ্রমে গল্প করতে আসত। হাসি, ঠাট্টায় এই বৃদ্ধ আধমরা লোকগুলোকে মাতিয়ে রাখত। আমাদের আর কে আছে বলুন! আমরা হলাম সমাজের বর্জ্য পদার্থ! আর এটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড...!"

ভদ্রলোক রীতিমতো ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন দেখে ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি আসল কথায় এলেন — "আপনিই প্রথম ওকে দেখেছিলেন, তাই না?"

সুহাস আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন — "হ্যাঁ। আমিই দেখেছি।"

"আপনি নিশ্চিত যে ও রুহিই? অন্য কেউ নয়?" তিনি জানতে চান — "যারা তাকে স্বচক্ষে দেখেছে, কেউই কিন্তু তার মুখ দেখতে পায়নি। আপনি কি দেখেছিলেন?"

"না। মুখ দেখিনি। তা ছাড়া চতুর্দিকে এত ধোঁয়া ছিল যে ঠিকমতো দেখাও সম্ভব নয়।"

"তবে বুঝলেন কী করে যে সে-ই রুহি?"

"ও নিজেই বলেছিল।" বৃদ্ধ চোখ মুছতে মুছতে বললেন — "আমি যখন ওকে দেখে ভয় পাই, তখনই বলেছিল 'জেঠুমণি, ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের রুহি!"

ইন্সপেক্টর আর কী বলবেন। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন বৃদ্ধাশ্রমের অন্যান্য সদস্যরাও দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারছেন। সুহাসবাবু সেটা লক্ষ করেই তাদের সবাইকেও ভিতরে ডেকে নিলেন। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলাপও করিয়ে

"UK trained Interior Designer & Times Award Winner"

Urvashi Basu
Interior Designer/CEO
9830994781

Specialised in Bespoke Design

পুজোর ঘর সজ্জা

পুজো এসে গেল। স্বল্প সময় ও খরচে ঘরের একটু অদল বদল আপনার মনকে ভাল করে তুলবে। কিভাবে? খুব অসুবিধা না থাকলে অন্তত বসার ঘরে দেওয়ালে ফ্রেস রঙ বা ওয়ালপেপার করিয়ে নিন। ফার্নিচার এরেঞ্জমেন্ট একটু অদল বদল করলে নতুনত্ব আসবে। ঘরের পর্দা গুলো বদলে নিন, সোফার উপর কালার ফুল থ্রো, কুশন কভার নতুন কিনে ফেলুন। মেঝের উপর রাগস বা দাড়ি, ঘরের কোনে ইন্ডোর প্লান্ট, নতুন টেবিল ক্লফ, রানার ইত্যাদি ব্যবহার করুন। পুজোর দিন গুলিতে অবশ্যই ফুল সুগন্ধি পটপৌরি, সুগন্ধি ফ্লোটিং মোমবাতি দিয়ে ঘর সাজাবেন। পুজোর দিন গুলিতে ঘরে বাইরে আনন্দ উপভোগ করুন।

REALITY DESIGN
Interiors since 2009

REALITY DESIGN PRIVATE LIMITED
E-mail: urvashi.basu@gmail.com
Web: www.realitygroup.co.in / www.urvashibasu.com
https//www.facebook.com/Urvashi-Basu-Designer-Studio/

YouTube
facebook

দিলেন। উপস্থিত সমস্ত নারী-পুরুষের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন, "এখানে আসার আগে আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। আমাদের সবার জীবন এবং জীবিকাও আলাদা। কেউ কোনও সময়ে শিল্পী ছিলেন, কেউ বা সাহিত্যিক। কারওর ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটের শোরুম ছিল তো কারওর মুদির দোকান! কেউ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, কেউ আবার রসকষহীন কর্পোরেট, কেউ সরকারি কর্মচারী! অথচ কপাল দেখুন! সবার ভাগ্যই এক! সমাজের কাছে আজ আমাদের একটাই পরিচয়! অকর্মণ্য! বেকার!"

উপস্থিত মানুষগুলোর চোখের দিকে তাকাতেও ভয় করছিল ইন্সপেক্টরের। তাই কোনওমতে মাথা নিচু করে দু'-একটা কথা বলে কেটে পড়লেন।

"কী বুঝলেন স্যার?" ইন্টারোগেশনের পর ভয়ে ভয়ে কনস্টেবল মণ্ডল জানতে চায় — "এরাও তো সব রুহির কথাই বলছে!"

ইন্সপেক্টরের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ — "সেটাই তো সমস্যা মণ্ডল! পুলিশের চাকরি করছি কম দিন তো হল না। সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারি। যে ছেলে ও মেয়েটি এসেছিল, ওদের কনফিডেন্স দেখেছ? ওরা মিথ্যে বলছে বলে মনে হয় না। কলোনির লোকরা সবাই একসঙ্গে একগঙ্গা মিথ্যে বলতেই পারে না! ওরা ভীষণ গভীর বিশ্বাসে রুহির কথা বলছে। আর এই হিস্ট্রি-শিটারদের আতঙ্কও মিথ্যে নয়। 'কাটা' রতনকে তো আজ প্রথম দেখছি না। ওর মতো ডেয়ারডেভিল গুন্ডা খুব কম আছে। কিন্তু আজ ওর চোখে যে ভয় দেখেছি সেটা অ্যাকটিং নয়, জেনুইন!"

"তবে?" সে মিনমিন করে বলে — "সত্যিই কি রুহি...?"

"রুহি নয়...!" তিনি আত্মমগ্নভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন — "রুহি না, এ কোনও 'দুহি'র কাজ!"

"দুহি!" কনস্টেবল অবাক — "দুহি মানে তো দুধ দোওয়ানো!"

"নাহ্! আমি এই মাত্র শব্দটা বানালাম।" মানব দাশ মৃদু হাসলেন — "দুহি বলতে 'দুসরা'! অর্থাৎ দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি। এমন কোনও ব্যক্তি যে রুহির খুব কাছের। তার অকালমৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে বদলা নিচ্ছে। রুহির খুনি কারা ছিল তা জানা যায়নি। তাই হাতের কাছে যত হিস্ট্রি-শিটারদের পেয়েছে, মেরে তক্তা বানিয়ে ছেড়েছে।"

"কিন্তু কীভাবে?" মণ্ডল হতচকিত — "এরা প্রত্যেকেই সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির কথা বলেছে! সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যে নয়।"

"না! সত্যি। কিন্তু একটা বানানো সত্যি।" মানব দাশ ফের একটি ইয়ার বাড কানে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন — "কীভাবে বানিয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। সেটা খানিকটা বুঝেছি। ওসব যে কোনও লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-তেই দেখা যায়। কিন্তু কে বানিয়েছে সেটাই এখন দেখার। তবে মোটিভ তো একটাই। রুহির মৃত্যুর বদলা।"

"সেক্ষেত্রে তো একটাই অপশন স্যার।" মণ্ডল বলল — "রুহির মা-বাবা! একমাত্র সন্তানের মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি হয়তো।"

"হ্যাঁ। ওঁরাই আপাতত মেন সাসপেক্ট।"

অগত্যা এখন ওঁরা আবার কলোনির দিকেই যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু রুহির বাবা-মা'র সামনে দাঁড়াতে একটু বিব্রত বোধ করছিলেন মানব দাশ। অদ্ভুত একটা দ্বিধায় পড়েছেন। গিয়ে ঠিক কী বলবেন বুঝে পাচ্ছেন না! কী বলা উচিত! কেউ কি কোনও শোকগ্রস্ত মা-বাবাকে বলতে পারে — 'আপনার মেয়ের ভূতের ব্যাপারে কিছু বলুন!' অথচ জিজ্ঞাসাবাদ করাও তো দরকার! ভাবতে ভাবতেই আকস্মিকভাবে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। পকেটের ভিতরে মোবাইল বেজে উঠেছে। তিনি যন্ত্রটা বার করে দেখলেন ফরেনসিক এক্সপার্ট ফোন করছেন। "ইয়েস ডা. ঘোষ?" মানব দাশ ফোনটা রিসিভ করে বললেন — "এনি নিউজ?"

ও-প্রান্ত থেকে ডা. ঘোষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে — "নিউজ় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়! আপনারা যে বডিটা পাঠিয়েছিলেন তার পোস্টমর্টেম করেছি। কিন্তু কেসটা বোধহয় খুনের নয়।"

"খুন নয়?" আবার একটা বিস্ময়ের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ল তাঁর — "তবে?"

"লোকটি সিম্পলি হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা কার্ডিয়াক ফেলিয়োরের কেস! ও এমন কিছু দেখেছিল যার ফলে তৎক্ষণাৎ হার্ট ফেল করে মারা যায়। আপনারা বলেছিলেন না, যে ও পড়ে গিয়েছিল? পড়ার আগেই ওর মৃত্যু হয়। সম্ভবত উপুড় হয়ে পড়ার দরুন ওর নিজের হাতের চাকুটাই ওর বুকে ঢুকে গিয়েছিল। বাঁটে মৃত ব্যক্তি ছাড়া আর কারওর হাতের ছাপ নেই। এটা আদৌ স্ট্যাবিং কেসই নয় — কারণ ছুরির ক্ষত খুব মারাত্মক নয়। স্ট্যাবিং হলে ছুরিটা আরও গভীরে ঢুকত। এক্ষেত্রে তা হয়নি। রক্তপাতও খুব বেশি হয়নি কারণ ছুরির আঘাত লাগার আগেই ভিকটিমের হৃদস্পন্দন থেমে গিয়েছিল। হার্ট ব্লাড পাম্প করা থামিয়ে দিয়েছিল।"

"ও!" সবিস্ময়ে বললেন তিনি — "তাহলে এটা খুন নয়!"

"মনে তো হয় না।" ডা. ঘোষ জানালেন — "কমপ্লিট কেস অফ কার্ডিয়াক ফেলিয়োর। তবে একটা জিনিস! ও নিঃসন্দেহে এমন কিছু দেখেছিল যা ওর মনে প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বাস না হলে ডেড বডিটার চোখদুটো দেখে যান! এত বিস্ফারিত যে মনে হচ্ছে ফেটে বাইরে বেরিয়ে যাবে!"

"ওকে। থ্যাঙ্কস ডা. ঘোষ!"

চিন্তান্বিত মুখে ফোনটা কেটে দিলেন মানব দাশ। এ কী অদ্ভুত কেস! যেদিকেই যাচ্ছেন এক অলৌকিক কুয়াশা ঘিরে ধরছে। গুন্ডাটা শেষে কিনা হার্ট ফেল করে মরল! তবে কি সত্যিই...!

অস্ফুটে বিড়বিড় করে বললেন ইনস্পেক্টর — "রুহি!"

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা... নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ... '

আবার বেজে উঠল কনস্টেবল মণ্ডলের ফোন! আচমকা একটা অদ্ভুত খটকা লাগল মানব দাশের। যতবারই রুহির নাম নেওয়া হয়, ততবারই এই রিংটোনটা বেজে ওঠে! কেন?

৪

বছর উনিশ কি কুড়ির এক ঝলমলে কিশোরী! পরনে লাল রঙের সালোয়ার কামিজ়, চোখে হালকা কাজল, ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক। একরাশ এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে আড়চোখে তাকিয়ে হাসছে। ভীষণ প্রাণবন্ত দু'চোখে যেন সামান্য দুষ্টুমি। দেখলে মনেই হয় না ও শুধু একটা ছবি! বরং উপস্থিত সমস্ত জীবিত ব্যক্তির মধ্যে ছবিটাই বুঝি সবচেয়ে জীবন্ত।

এই হল রোহিণী সরকার। গোটা কলোনি যাকে 'রুহি' নামে চেনে! এই মুহূর্তে তার ঘরেই বসে আছেন ইন্সপেক্টর দাশ। আর দেওয়ালে ঝুলছে এই গল্পের নায়িকা — রুহি! খুব মন দিয়ে তার ছবিটা দেখছেন তিনি। এই তরুণীর চোখদুটো কী অদ্ভুত সজীব! মনে হয়, এখনই বুঝি থিরথির করে কেঁপে উঠবে চোখের পাতা। অথবা ঈষৎ বাদামি চোখের তারা কৌতুকে নেচে উঠবে!

"আমি জানি যে বাস্তবে কোনও রুহি নেই! এটা স্রেফ তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার একটা চেষ্টা। আর সেই অলৌকিক চেষ্টার বাস্তব দিকটা আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই। তবে একটা যৌক্তিক থিয়োরি আছে। সেই থিয়োরি অনুযায়ী রুহি ইজ় নাথিং বাট আ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো!"

মানব দাশের কথায় সামনে বসে থাকা দুটি মানুষের মধ্যে কোনওরকম বিকারই হল না! সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত মুখে তাঁরা তাকিয়ে আছেন ইন্সপেক্টরের দিকে। যেন কথাগুলো অন্য কারওর উদ্দেশে বলা হচ্ছে!

ইন্সপেক্টর গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, "যে রুহিকে দেখা যাচ্ছে সে এক সাদা শাড়ি-ব্লাউজ় পড়া ছদ্মবেশী মাত্র। তার মুখে ফসফরাস দেওয়া মাস্ক থাকে বলে অন্ধকারেও জ্বলে! তাই মনে হয়, চোখদুটো জ্বলন্ত! আর মাথায় থাকে বিদেশি উইগ! প্রত্যেকের বয়ানে যেমন ভয়ঙ্কর মূর্তি একটা কমন জিনিস, তেমন ধোঁয়াশা বা কুয়াশাও কমন। যাতে ভিকটিম কিছুই না দেখতে পায়। সিম্পল টেকনোলজি। পোর্টেবল ফগ জেনারেটর বা ফগ মেশিনের নাম শুনেছেন? অবিকল কুয়াশার মতোই ধোঁয়া তৈরি করে!

সে ধোঁয়ার ঘনত্ব সাধারণ কুয়াশার থেকে অনেক বেশি।" তিনি একটু থেমে ফের বলেন — "ওরকম গোটা দুয়েক থাকলেই কাজ হাসিল হয়ে যায়। নাটকে, শুটিংয়ে বা পার্টিতে ধোঁয়া তৈরি করতে কাজে লাগে। তেমনই কিছু ব্যবহার করে রহস্যময় ধোঁয়া তৈরি করা হয়। সেই ধোঁয়ার মধ্যেই রুহি দেবী আসেন, আর ধোঁয়ার মধ্যেই মিলিয়ে যান! কেউ যদি চারপাশটা দেখতেই না পায়, অদৃশ্য হওয়া তো জলভাত। আর সেই অদৃশ্য মেয়ের হাসি! সেটাও টেকনোলজি। সম্ভবত মাঠের যেদিকে গাছপালার লম্বা লাইন আছে, সেদিকে একাধিক স্পিকার লুকোনো থাকে। যেমন ওই জিনিসটা।"

ইন্সপেক্টর রুহির ঘরের দেওয়ালে সাজানো একজোড়া ছোট্ট স্পিকারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখালেন। কনস্টেবল মণ্ডল অবাক হয়ে দেখল ওগুলো একজাতীয় ব্লুটুথ স্পিকার! ওয়্যারলেস! ওগুলোকে 'ভার্চুয়ালি ইনভিসিবল' মডেলও বলে! ইন-বিল্ট ব্যাটারি ব্যাক-আপ থাকায় পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়াই চলতে পারে। ফোনের ব্লুটুথ ডিভাইসের সঙ্গে পেয়ার করিয়ে দিলেই ওগুলো ফোনের মধ্যে থাকা যে কোনও অডিও ফাইল বাজাতে শুরু করবে! তা গানও হতে পারে, নাটকও হতে পারে!

"যদি আমার সন্দেহ সঠিক হয়, তবে আপনাদের ফোনের মধ্যেই রয়েছে গোটা রেকর্ডিংটা। আত্মার হাসি থেকে শুরু করে যাবতীয় সাউন্ড এফেক্ট! এই স্পিকারগুলোর আবার সারাউন্ড সাউন্ড! আকারে ছোট হওয়ার দরুন গাছপালার ফাঁকে, ঝোপেঝাড়ে আরামসে লুকিয়ে রাখা যায় এই স্পিকারগুলোকে। আর ব্লুটুথ দিয়ে একটু দূরে থেকেও সহজেই অপারেট করা হয়, রাইট?" তিনি আরও একটি ছোট্ট যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন — "ওটা কি ব্লুটুথ ট্রান্সমিটার অ্যান্ড রিসিভার? একটু দূর থেকে অপারেট করার জন্য তো ওই যন্ত্রটা ইউজ়ড হয়, তাই না? প্রায় পঞ্চাশ মিটার রেঞ্জ! গাছপালা থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরের ঘন কাশবনে লুকিয়ে থেকে যে কেউ এই গ্যাজেটগুলোর সাহায্যে ওই হাসি, নারীকণ্ঠ স্পিকারের মাধ্যমে বাজাতে পারে। তাই না?"

রুহির মা-বাবা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। মণ্ডলের মনে হচ্ছিল ওঁদের দৃষ্টিটা অবিকল মরা মাছের মতো। ওঁরা বেঁচে আছেন ঠিকই, তবে দেহে বুঝি প্রাণ নেই। ইন্সপেক্টরের কথায় খুব একটা বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। বরং হাবভাব দেখে মনে হয়, যেন এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। শুধু ঘড়ির অবিশ্রান্ত টিকটিক ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই। তারপর রুহির মা খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন — "আপনি কি আমাদের অ্যারেস্ট করতে এসেছেন? তবে একটু সময় দিতে হবে। কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নেওয়া দরকার।" তিনি রুহির বাবার দিকে তাকিয়েছেন — "ওঁর ওষুধ, ইনহেলার তো আর হাজতে পাওয়া যাবে না!"

এবার ঘাবড়ে যাওয়ার পালা স্বয়ং ইন্সপেক্টর দাশের। তাঁর কথা এত সহজভাবে নিলেন ভদ্রমহিলা! তিনি অবশ্য মুখে বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন — "তা হলে স্বীকার করছেন যে এ কাজ আপনাদের?"

রুহির মা ও বাবা পরস্পরের দিকে একবার তাকালেন। ভীষণ ঠান্ডা সে দৃষ্টি! যেন মুখ নয়, একজোড়া মুখোশ দৃষ্টি বিনিময় করছে! এবার আর মা নয়, রুহির বাবাই স্পষ্টস্বরে জানালেন — "স্বীকার করছি।"

ইন্সপেক্টর নড়েচড়ে বসেন — "কাজটা কেন করেছেন, তা বুঝতে পারি। মোটিভ তো রিভেঞ্জ। কীভাবে করেছেন তাও এইমাত্র বললাম। সাউন্ডের ব্যাপারটা আগে বুঝিনি। এখানে ব্লুটুথ স্পিকারটা দেখে বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনারা ছাড়া আর কে কে আছে এই কাজে? রুহির আরও কোনও আত্মীয়? কিংবা প্রেমিক?"

"কেউ না!" ভদ্রমহিলা একটু কাঁপা গলায় জানালেন — "আমিই রুহি সাজতাম, আর ওর বাবা বাকি দিকটা দেখতেন। ফগ, সাউন্ড ইত্যাদি। যেগুলো আপনি এইমাত্র বললেন... ।"

"রিয়েলি?" ইন্সপেক্টরের ভুরু কুঁচকে যায় — "সেই সাদা শাড়ি, মাস্ক আর উইগটা কোথায়?"

"পুড়িয়ে ফেলেছি।" তিনি অতি কষ্টে জানালেন — "যেদিন খুন হয়েছে, সেদিনই প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছি।"

"তাই? কস্টিউম পুড়িয়ে ফেললেন, আর ব্লুটুথ স্পিকার আর ট্রান্সমিটারটা যত্ন করে তুলে রেখে দিলেন, যাতে পুলিশ এলেই প্রথমে এটা দেখতে পায়?"

রুহির মা একটা ঢোঁক গিলে চুপ করে রইলেন। ইনস্পেক্টর তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। হয়তো তাঁর জবাবের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু জবাব এল না! তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন — "কাকে বাঁচাচ্ছেন?"

এইবার যেন দু'জনেরই চোখে সামান্য ভয়ের ছাপ পড়ল। রুহির মা কাঁপা স্বরে বললেন — "কাউকে না! বললাম তো, আমরাই এ কাজ করেছি... !"

ইন্সপেক্টর তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন দু'জনের দিকে। একবার রুহির ফোটোটা খুব ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর আত্মমগ্ন সুরে বললেন — "মুশকিল কী জানেন? রুহির সম্পর্কে অযৌক্তিক, অলৌকিক কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, এতক্ষণ ধরে যাঁরা ওর সম্পর্কে অযৌক্তিক কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন, তাঁরা সকলেই সত্যি কথা বলেছেন। আপনারাই প্রথম, যাঁরা রুহির সম্পর্কে যৌক্তিক কথা বললেন। দুঃখের বিষয়, একমাত্র আপনারাই মিথ্যে কথা বলছেন!" রুহির মা আঁচলে মুখ ঢাকলেন। তাঁর সারা দেহ কান্নার দমকে কেঁপে উঠল।

রুহির মা ও বাবা পরস্পরের দিকে একবার তাকালেন। ভীষণ ঠান্ডা সে দৃষ্টি! যেন মুখ নয়, একজোড়া মুখোশ দৃষ্টি বিনিময় করছে!

৫

"তা হলে কেস সলভড হল না?"

কনস্টেবল মণ্ডল উৎসুকভাবে জানতে চায়। সে ভেবেছিল ইন্সপেক্টর হয়তো বা রুহির বাবা-মাকে গ্রেফতার করবেন। ওঁরা নিজেরাই তো অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এমনকী প্রমাণও ওঁদের বাড়িতে ছিল। ব্লুটুথ স্পিকারটা তো সামনেই ছিল। সার্চ ওয়ারেন্ট এনে গোটা বাড়ি তল্লাশি করলে হয়তো ফগ মেশিনটাও পাওয়া যেত। কিন্তু মানব দাশ সেসব কিছুই করলেন না। বরং একটি নমস্কার জানিয়ে নীরবে বেরিয়ে এলেন রুহিদের বাড়ি থেকে!

"কিসের কেস?" ইন্সপেক্টর মৃদু হাসলেন — "ওই লোকটা তো স্রেফ হার্ট ফেল করেই মরেছে! খুন তো হয়নি! হার্ট ফেল করে মরলে কোনও কেসই হয় না। জানো না?"

"তবু...! রুহির রহস্য তো ভেদ হল না!"

"কে বলল হয়নি?"

মানব দাশ মৃদু হাসলেন — "রহস্য ভেদ হয়ে গিয়েছে। তবে কোনও প্রমাণ নেই। প্রমাণ নিশ্চয়ই জোগাড় করে ফেলতাম যদি লোকটা ছুরির আঘাতে মরত। কিন্তু হার্ট ফেল করে মরেছে যখন, তখন পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই।"

"স্যার!" বিস্ময়ে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে যায় মণ্ডল। কোনওমতে বলে — "আপনি সব বুঝেছেন?"

"খুব সহজ ব্যাপার মণ্ডল। স্রেফ যুক্তিগুলো সাজিয়ে বললেই

বুঝবে।" ইন্সপেক্টর দাশ মিটিমিটি হাসছেন — "রুহির অ্যাক্টিভিটি লক্ষ করলেই বোঝা যায়। আমরা প্রত্যেকেই বুঝেছি যে এ কোনও প্রেতাত্মা নয়, মানুষের কাজ। তাই প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে আসে, সেই মানুষটি একেবারে সঠিক সময়ে, সঠিক মুহূর্তে বিপন্ন মানুষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় কী করে? কী করে সে বুঝতে পারে যে এত বড় অন্ধকার মাঠের কোন প্রান্তে কী হচ্ছে? এর একটাই উত্তর হতে পারে। রুহি কোনও একজন নয়। সম্ভবত একাধিক মানুষের দল, যারা গোটা মাঠে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে। আর সতর্কভাবে পাহারা দেয়। তাদের সঙ্গে থাকে রুহির একাধিক কস্টিউম। যাতে যে কোনও প্রান্তেই যদি কেউ বিপন্ন হয়, রুহি যেন সঠিক সময়ে আবির্ভূত হতে পারে। একটি বা দুটি মানুষের পক্ষে এই গোটা অপারেশনটা করা অসম্ভব! সুতরাং বুঝতে হবে — রুহি কোনও নির্দিষ্ট একজন নয় — গোটা একটা টিমের সবাই রুহি। আর তারাই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে এই মাঠ।"

"তবে কি ক্লাবের ছেলেরা বা এনজিও-র লোকেরা...?"

মণ্ডলের কথায় মাথা নাড়লেন তিনি — "নাহ্, তারা প্রত্যেকেই ব্যস্ত লোক। ক্লাবের ছেলেরা কেউ স্কুল, কলেজে যায়। কেউ বা চাকরি করে। এনজিও কর্মীরাও সারাদিন পরিশ্রম করে। হিস্ট্রি-শিটারদের বয়ান লক্ষ করেছ? কখনও সন্ধ্যায় রুহিকে দেখা গিয়েছে, কখনও মাঝরাতে, কখনও কখনও শেষরাতেও। অর্থাৎ এই গোটা টিমটা বিনিদ্র রাত্রি জাগে। ঝড়-জল-ভূমিকম্প — যা-ই হোক না কেন — তাদের কর্তব্যে কোনও ত্রুটি নেই! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এরকম নিষ্ঠার সঙ্গে গোটা মাঠ পাহারা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু পিরিয়ডটা কয়েক মাস হলেও সম্ভব ছিল। কিন্তু একটানা পাঁচ বছর ধরে এরকম টাইট পাহারা দেওয়া কোনও কর্মব্যস্ত লোকের কাজ হতেই পারে না।"

"তবে!" মণ্ডল যেন তখনও গোলকধাঁধাঁর প্রবেশদ্বার খুঁজে পায়নি — "তবে কে? বা কারা?"

"ভাবো মণ্ডল! এভাবে একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। একটা মাথা এই পুরো জিনিসটা তৈরি করতে পারবে না। একজন রুহি সাজে। একজন সাউন্ড সামলায়। একজন ধোঁয়া অপারেট করে। তার ওপর হিস্ট্রি-শিটারগুলোকে লাঠির বাড়ি মারার জন্যও একজন মোতায়েন আছে! এমন মার মেরেছে যে পুলিশের মার হজম করাও ওদের সহজ বলে মনে হচ্ছে! আর পুলিশের ডান্ডার থেকেও মোক্ষম মার মারলেও ভিকটিমরা কেউ মরে যায়নি। এরকমভাবে সুকৌশলে মারতে পারে হয় পুলিশ, নয় আর্মির লোক! যদি সবটা একসঙ্গে ভাবতে যাও তবে দেখবে, এ অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা! একজন আর্মির লোক তো অবশ্যই আছেন, একজন শিল্পী আছেন — যিনি রুহির মাস্কটা তৈরি করেছেন, গ্যাজেটগুলো একমাত্র সে-ই আমদানি করতে পারে যে কোনওদিন এইসব ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, আর গোটা ভৌতিক স্ক্রিপ্টটা যিনি লিখেছেন, তাঁর লেখক হওয়ারই সম্ভাবনা! এতগুলো মস্তিষ্ককে তুমি একসঙ্গে কোথায় পাবে? যারা অ্যাকটিভ, অথচ এখন তাদের কোনও কর্মব্যস্ততা নেই। সারারাত পাহারা দেওয়ার পরেও তারা সে ক্লান্তি পুষিয়ে নিতে পারে কারণ তাদের আর অন্য কোনও কাজ নেই।"

"স্যার!"

উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠেছে মণ্ডল। তার মনে পড়ে গেল বৃদ্ধাশ্রমের সদস্য সুহাস চক্রবর্তীর কথা। তিনিই প্রথম লোক যিনি রুহির আত্মাকে দেখেন এবং কলোনির সবাইকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানান। তিনিই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কেউ কোনও সময়ে শিল্পী ছিলেন, কেউ বা সাহিত্যিক। কারওর ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটের শোরুম ছিল তো কারওর মুদির দোকান! কেউ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, কেউ আবার রসকষহীন কর্পোরেট, কেউ সরকারি কর্মচারী! অথচ কপাল দেখুন! সবার ভাগ্যই এক... !'

ইন্সপেক্টর দাশ মুচকি হেসে কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই পিছন থেকে আওয়াজ এল — "অফিসার! একটু দাঁড়ান।"

তিনি পিছন ফিরে তাকালেন। সুহাস চক্রবর্তী দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছেন। ইন্সপেক্টরের কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বিচলিত স্বরে বললেন — "শুনলাম আপনি নাকি রুহির মা-বাবাকে অ্যারেস্ট করবেন! শুনুন, ওঁদের কোনও দোষ নেই...।"

মানব দাশ ঠান্ডা স্বরে উত্তর দেন — "জানি তো। কে বা কারা এর পিছনে আছে, তাও বুঝেছি। কিন্তু একটা জিনিসই বুঝিনি! মোটিভটা কী? কেন? রুহির সঙ্গে তো কোনও সম্পর্ক ছিল না আপনাদের! তবে?"

সুহাসবাবুর চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে — "প্রমার সঙ্গেও তো রুহির কোনও সম্পর্ক ছিল না! কিন্তু সে একমাত্র মানুষ ছিল যে প্রতিবাদ করেছিল! ওই মদ্যপ জানোয়ারগুলোর বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছিল...!"

"আর তার সেই প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গকেই আজও অনির্বাণ শিখা করে রেখেছেন আপনারা! তাই না?"

"হ্যাঁ! তাই।" সুহাসবাবুর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা — "আমি প্রায়ই বলতাম যে আমরা সবাই হচ্ছি সমাজের আবর্জনা! নিজের পরিবার তো দূর, গোটা সমাজের কাছেই অকর্মণ্য! সে কথা শুনে রুহি সস্নেহে হেসে বলত — "দুনিয়ার কোনও বস্তুই আবর্জনা নয়। ভাঙাচোরা জং ধরা অচল গাড়িও রিসাইকলড হয়ে ঝকঝকে ইস্পাত হয়, জানো না?"

"তার কথা মেনে আপনারাও রিসাইকলড হলেন।"

"হ্যাঁ, তাই। বেকার জংধরা মস্তিষ্কগুলো আবার নতুন করে কাজ করতে শুরু করল। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসারের শক্তি, শিল্পী ও সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী শক্তি আবার কাজে লাগল। আমাদের ছেলেমেয়েরা বুড়ো বাবা-মাকে অকর্মণ্য, অপ্রয়োজনীয় ভাবতে পারে। সমাজ আমাদের বেকার ভাবতে পারে। কিন্তু আমরাও তো কারওর না কারওর বাবা-মা! কলোনির যে ছেলেমেয়েগুলো অত্যাচারিত হয়েছিল, যে মেয়েটা অন্য কারওর জন্য প্রাণ দিয়ে দিল — সেও তো কারওর না কারওর সন্তান! রুহির মতো আর যেন কাউকে নিজের প্রাণ না দিতে হয় সে জন্যই... !"

বলতে বলতেই থেমে গেলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। একটু শ্বাস টেনে বললেন — "আপনি বরং আমাকেই গ্রেফতার করুন! রুহির বাবা-মা নির্দোষ!" ইন্সপেক্টর দাশ সজোরে হেসে উঠলেন — "মানুষকে গ্রেফতার করা যায়! আত্মাকে কী করে গ্রেফতার করি? রুহি যে সব নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে!"

কথাটা শেষ করেই স্তম্ভিত বৃদ্ধ মানুষটিকে ওখানেই রেখে মাঠের পথ ধরলেন তিনি। কনস্টেবল মণ্ডল সবিস্ময়ে দেখল তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত রহস্যময় হাসি! হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছেন! আত্মাই তো! যেদিন রুহি মারা গিয়েছে, সেদিনই তার আত্মা ছড়িয়ে গিয়েছে আরও কিছু মানুষের মধ্যে। তার প্রতিবাদ এক নয়, অনেকজন রুহির জন্ম দিয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে আরও অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে সে। কাকে গ্রেফতার করবেন তিনি! মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই মানব দাশ লক্ষ করলেন, দুটি কিশোরী কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলের দিকে চলেছে। তাদের উচ্ছল হাসি যেন ঝরনার কলতান! কী নিশ্চিন্ত ওরা!

তখন নীল আকাশে সাদা মেঘ এক অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করেছে! একঢাল মেঘ যেন কোনও নারীর এলোচুলের মতো ছড়িয়ে রয়েছে! তার মাঝখানে শুভ্র, স্নেহকোমল এক মুখের আদল স্পষ্ট! তাঁর মনে হল, কোনও এক সুকল্যাণী যেন মায়ের মতো সবার অজ্ঞাতে দীর্ঘ দুই বাহু বাড়িয়ে তৈরি করে দিয়েছে এক সুনিবিড় নিরাপত্তা বলয়! তার মধ্যে কোনও পাপ, কোনও অন্যায়ের প্রবেশাধিকার নেই। সাদা কাশফুলগুলো নতজানু হয়ে তাঁকেই যেন জানাল দিবসের প্রথম প্রণাম।

ইন্সপেক্টর অস্ফুটে বললেন — "রুহি!"

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা... নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ... নমো নমঃ...!" কনস্টেবল মণ্ডলের ফোন আবার বেজে উঠল!

অলঙ্করণ: প্রীতম দাশ

শিডিউলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডায়েট ও এক্সারসাইজ় রুটিন বানিয়েছি। নিজেকে ফিট রাখার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। তাই প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন তাঁর উপযোগী ফিটনেস রুটিন বানিয়ে ফেলা," জানালেন রুজুতা। ফিট থাকতে তাঁর ভরসা যোগাসন আর জিমে গিয়ে স্ট্রেংথ ট্রেনিং। সাধারণত সপ্তাহে তিন-চার দিন ট্রেনিং করেন। "তবে আমি সবসময় অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করি। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকি না। হাঁটাহাঁটি করি সময় পেলেই। এমনিতেও ব্যস্ত শিডিউলের সঙ্গে মানানসই ফিটনেস রুটিন যদি আগেভাগেই প্ল্যান করে নেওয়া যায়, তাহলে খুব একটা অসুবিধে হয় না। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে ওয়র্কআউট শেষ করে ফেলি! তাই, বাকি দিন যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, ওয়র্কআউটের জন্য সময় বার করতে হয় না," জানালেন তিনি। একইসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও কোনও কড়া অনুশাসন মেনে চলেন না তিনি। বরং, তাঁর ডায়েট রুটিন খুবই সিম্পল! "আই ইট এভরিথিং দ্যাট ইজ় লোকাল, সিজ়নাল অ্যান্ড পার্ট অফ মাই ফুড হেরিটেজ। এই নিয়মগুলোর ব্যাপারে আমি কিন্তু খুবই স্ট্রিক্ট। আমার খাওয়াদাওয়ার অভ্যেসটা এতটাই সাধারণ যে আমার কাজের শিডিউলে তা কোনও ব্যাঘাত ঘটায় না,"

ফিটনেস-কারিগরদের ফিটনেস রহস্য

সাধারণ মানুষ থেকে সেলেব্রিটি—এঁদের ফিট রাখার নেপথ্যের কুশীলব তাঁরা। কিন্তু নিজেদের ফিট রাখতে তাঁরা কী কী করেন? চারজন ফিটনেস প্রফেশনালের সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

কেউ পেশায় ডায়েটিশিয়ান। কেউ বা আবার ফিটনেস ট্রেনার। কেউ নিছকই ভাল থাকার উপায় বাতলান। সাধারণ মানুষ বা বলিউড সেলেব্রিটি—সুস্থতার চাবিকাঠি এঁদেরই হাতে। তবে তাঁদের পেশাগুলো যেমন সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তেমনই তাঁদের জীবনযাত্রাও যেন সেই তালেই চলছে। চার ফিটনেস প্রফেশনাল জানালেন ফিটনেস রুটিনের কথা!

রুজুতা দিওয়েকর, ডায়েটিশিয়ান

ফিট থাকতে তাঁর বানানো ডায়েট চার্টের দ্বারস্থ হন বলিউডের তাবড় তাবড় সেলেব্রিটিরা! করিনা কপূর খানের ঈর্ষণীয় ফিগারের নেপথ্যেও কারিগর তিনি। কিন্তু, ডায়েটিশিয়ান রুজুতা দিওয়েকর নিজেকে ফিট রাখেন কীভাবে? "বাকিদের আমি যে যে পরামর্শ দিই, নিজেও ঠিক সেগুলোই মেনে চলার চেষ্টা করি। আমার ট্র্যাভেল বললেন তিনি। কিন্তু সেলেব্রিটি ডায়েটিশিয়ান বলে কথা! লেট নাইট, পার্টি এসব হলে অনিয়ম তো হবেই! "বেশি রাতে ফ্লাইট ধরার তাড়া না থাকলে আমি সাড়ে ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়ি। পার্টি করি না," সোজাসাপটা জবাব তাঁর। তবে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে ফিট আর হেলদি থাকার সুঅভ্যেসটি রপ্ত করেছেন তিনি। তাঁকে দেখে পরিবারের বাকিরা ফিটনেস ফ্রিক হয়ে উঠেছে—এমনটা নাকি মোটেও ঠিক কথা নয়!

ডিয়্যান পাণ্ডে

ফিটনেস ট্রেনার ও লেখক

বলিউডের একাধিক তারকাকে ফিট থাকতে সাহায্য করেন তিনি। বয়স চল্লিশের কোঠা পেরলেও রীতিমতো ঈর্ষণীয় ফিগার তাঁর। নিজের ফিটনেসের রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে ডিয়্যানি পাণ্ডে জানালেন, "যোগাসন আর জিম করি নিয়মিত। অষ্টাঙ্গ যোগাসন করি। সপ্তাহে অন্তত চার থেকে ছ'দিন ফাংশনাল ট্রেনিং করি। স্লাইডিং ডিস্ক বা টিআরএক্স বা নিছক ওয়েট ট্রেনিংও থাকতে পারে এই রুটিনে। আমি কিন্তু নিয়ম মেনে 'ডায়েট' করায় বিশ্বাসী নই। চিনি বা চিনিজাতীয় খাবার খাই না। অ্যান্ড নো হোয়াইট। হোয়াইট ব্রেড, হোয়াইট পাস্তা খাই না। হোয়াইট রাইস খুবই কম খাই। প্রচুর সবজি আর বাদাম খাই। অলিভ অয়েল, অ্যাভোকাডো, ওয়ালনাটে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। মোটের উপর আমার খাওয়াদাওয়া পুরোটাই পুষ্টিগুণে ভরপুর। প্রসেসড ফুড, প্রোটিন শেক বাদ তালিকা থেকে।" তিনি যে সবজি খান তা প্রায় সবই অর্গ্যানিক উপায়ে তৈরি। দিন শুরু করেন প্রচুর জল খেয়ে। "সন্তানরা যখন ছোট ছিল তখন ভোর পাঁচটায় উঠতে হত ওদের স্কুলের জন্য। এখন সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠি। ব্রেকফাস্ট, জিম সেরে সারাদিনের কাজ শুরু করি। আমি প্রায় নিরামিশাষী। তবে ডিম খাই। এছাড়া বাদাম, ডাল, বীজজাতীয় খাবার থেকে প্রচুর ভেগান প্রোটিন পাই। লাঞ্চে প্রায় ছ'-সাতরকম আইটেম থাকে। ইটস আ বিগ লাঞ্চ। কিনোয়া, ব্রাউন বা রেড রাইস, ডাল, স্যালাড, প্রচুর সবজি, মিষ্টি আলু— সব থাকে। প্রায় এক বছর ধরে দুধ খাচ্ছি না। তাই চা-ও খাই দুধ ছাড়া। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ বড় গ্লাস ভর্তি অর্গ্যানিক অ্যাভোকাডো জুস খাই। আর পনেরো-কুড়ি রকমের হার্বস মেশানো থাকে জুসে। ডিনার হয় মোটের উপর হালকা। মোটামুটি আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ডিনার শেষ করে ফেলার চেষ্টা করি," বললেন তিনি। ইভেন্ট বা পার্টি থাকলেও ড্রিঙ্ক করেন না তিনি। আর পার্টিতে খাওয়াদাওয়া করতে দেরি হবে বলে, অ্যাভোকাডো জুস খেয়েই বেরোন তিনি। এতে পেট পুরো ভর্তি থাকে। এটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ডিনারে দেরি হলে হালকা স্যুপ বা স্যালাডেই কাজ চালিয়ে নেন। এই নির্দিষ্ট রুটিনের ব্যাপারে বেশ ডিসিপ্লিনড। এখন মূলত লেখালিখিই করেন তিনি। অবশ্য পার্সোনাল কনসালটেশন, হেলথ কোচিংও করান। ডিস্ট্রেস করার মূল উপায়ও হল যোগাসন। "মাসাজ, ভাল গান, চ্যারিটি ওয়র্ক, পশুপাকিদের সান্নিধ্য বা বেড়াতে যাওয়াও স্ট্রেস কমায়," বলে শেষ করলেন ডিয়্যান।

মিকি মেহতা, ওয়েলনেস কোচ

সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে তাঁর মূল্যবান টিপস পেয়ে উপকৃত হয়েছেন দেশ-বিদেশের হাজারও মানুষ। কিন্তু মিকি মেহতার কাছে ফিট থাকাটা দৈনন্দিন জীবনেরই একটা অংশ। আর পাঁচটা কাজের তুলনায় তাকে মোটেও আলাদাভাবে দেখেন না তিনি। ‘‘এক্সারসাইজ়িং ডেলি ইজ় আ ম্যাটার অফ কোর্স ফর মি। যেমন রোজ খাবার খাই, তেমনই রোজ এক্সারসাইজ় করার দরকার। স্ট্রেচিং, জাম্পিং, টাম্বলিং...এসবের মধ্যে দিয়েই নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করি আমি। পজ়িটিভ এনার্জি পাই। ডায়নামিক অ্যান্ড সাটল ব্রিদিং, ইনভারশন ইত্যাদি করি নিয়মিত। সারাদিন যা যা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তার মোকাবিলা করার জন্য আমায় প্রস্তুত করে এই ওয়র্কআউটগুলো। ফ্যাড ডায়েট নয়, পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়ার উপরেই ভরসা রাখি আমি। আমি নিরামিশাষী। যখন খিদে পায় তখন খাই। কিন্তু একবারে খুব বেশি খেয়ে ফেলি না। অল্প অল্প করে খেলে এনার্জি পাই। আমাদের শরীর কিন্তু দিব্যি বোঝে কোনটা তার জন্য উপযোগী। কিন্তু মনকে সবসময় সেটা বোঝানো মুশকিল হয়ে যায়। শরীরের কথা শোনাটা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ,’’ জানালেন মিকি। তবে এত ব্যস্ত শিডিউলে মাঝেমধ্যে যদি এক্সারসাইজ় মিস হয়ে যায়? ‘‘এক্সারসাইজ় তো আমার জীবনেরই অংশ! রোজকার খাওয়াদাওয়ার মতোই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই, রোজ যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন রোজকার ওয়র্কআউট রুটিনে যেন কোনও বাধা না আসে—সেদিকে খেয়াল রাখি। কিন্তু যদিও বা সময়ের খুব অভাব থাকে, তাহলেও দিন শুরুর আগে অন্তত পনেরো মিনিট স্ট্রেচিং করি,’’ বললেন তিনি। আর পার্টি বা লেট নাইট ইভেন্ট থাকলে? তখনও তো নিশ্চয়ই খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম হয়! ‘‘যতটা পারা যায় পার্টি এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করি আমি। তবে যদি যেতেই হয় তাহলে খেয়েদেয়ে পার্টিতে যাই। তবে কদাচিৎ আগেভাগে খেয়ে না যেতে পারলে পার্টিতে হালকা খাবার খাই,’’ মিকির বক্তব্য। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিট থাকার চ্যালেঞ্জটাও একটু কঠিন হয়ে যায়। তবে বয়স বাড়ছে এমনটা মনেই করেন না মিকি। বললেন, ‘‘উই নেভার গ্রো ওল্ড। ওনলি হোয়েন উই স্টপ গ্রোয়িং, উই বিকাম ওল্ড। তবে জীবনের নিয়মে একদিন বয়স বাড়বেই। কিন্তু যতক্ষণ আপনি রোজ ওয়র্কআউট করছেন, আরামে ঘুমোচ্ছেন, প্রাণখুলে হাসছেন আর ভাল খাওয়াদাওয়া করছেন ততক্ষণ বয়সের ক্ষমতা কী আপনার উপর প্রভাব ফেলে!’’ শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবে তরতাজা থাকাও জরুরি। আর এই ব্যাপারে মিকির সিক্রেট হল পিছনে না তাকিয়ে জীবনে সবসময় সামনের দিকে তাকানো। প্রোগ্রেসিভ এজিং প্রয়োজন। তাহলেই রোজ রোজ নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারবেন। আর যখনই মনে হয় তিনি ফিটনেস থেকে একটু দূরে চলে যাচ্ছেন, তখনই কয়েকটি সাধারণ ওয়র্কআউট রুল মেনে চলেন তিনি।

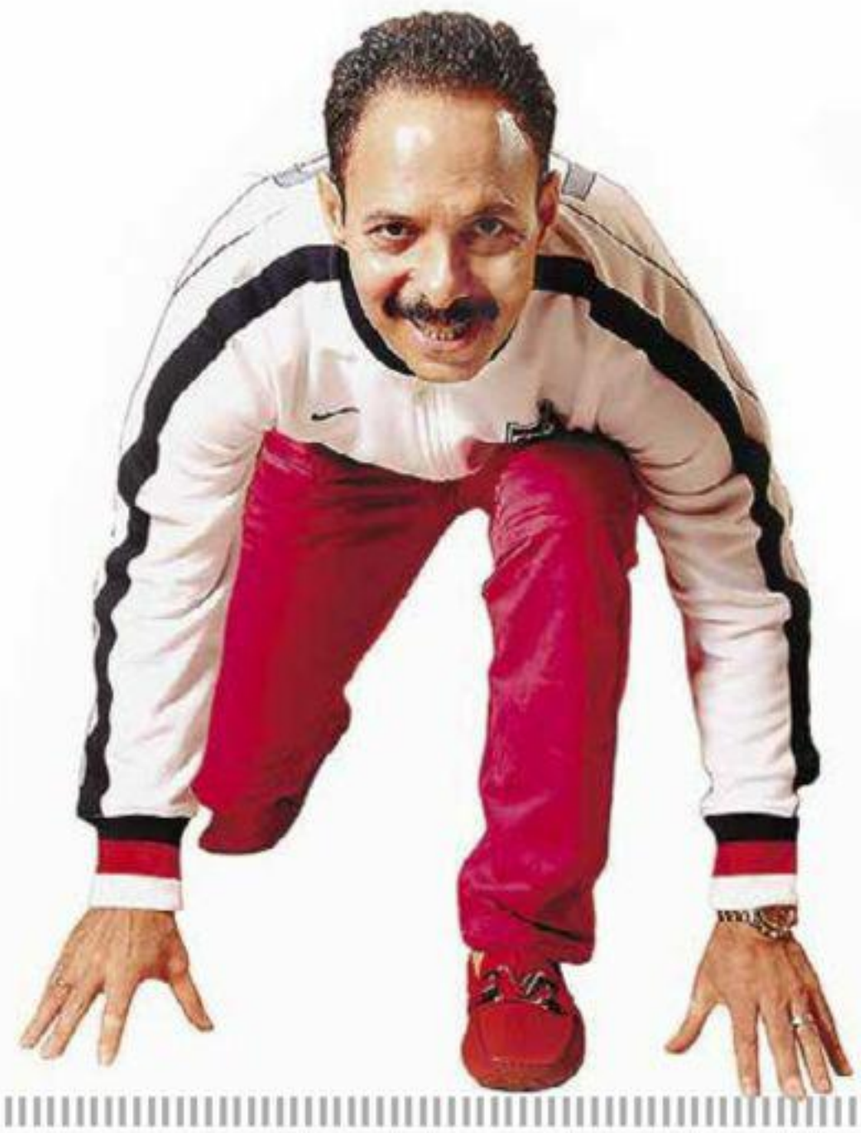

- স্ট্রেচ হ্যান্ডস আপ
- আর্মস টু দ্য সাইড অ্যান্ড ব্যাক
- সার্কল আর্মস
- সার্কল আর্মস বেন্ড ডাউন টাচ টোজ়
- মেক আ টাইট ফিস্ট
- ডিপ ব্রিদিং
- হাই কিক
- হিপ রোটেশন

মোটের উপর এগুলোই মেনে চলেন তিনি। আর এটাই শরীর-মন তরতাজা রাখার রহস্য তাঁর কাছে।

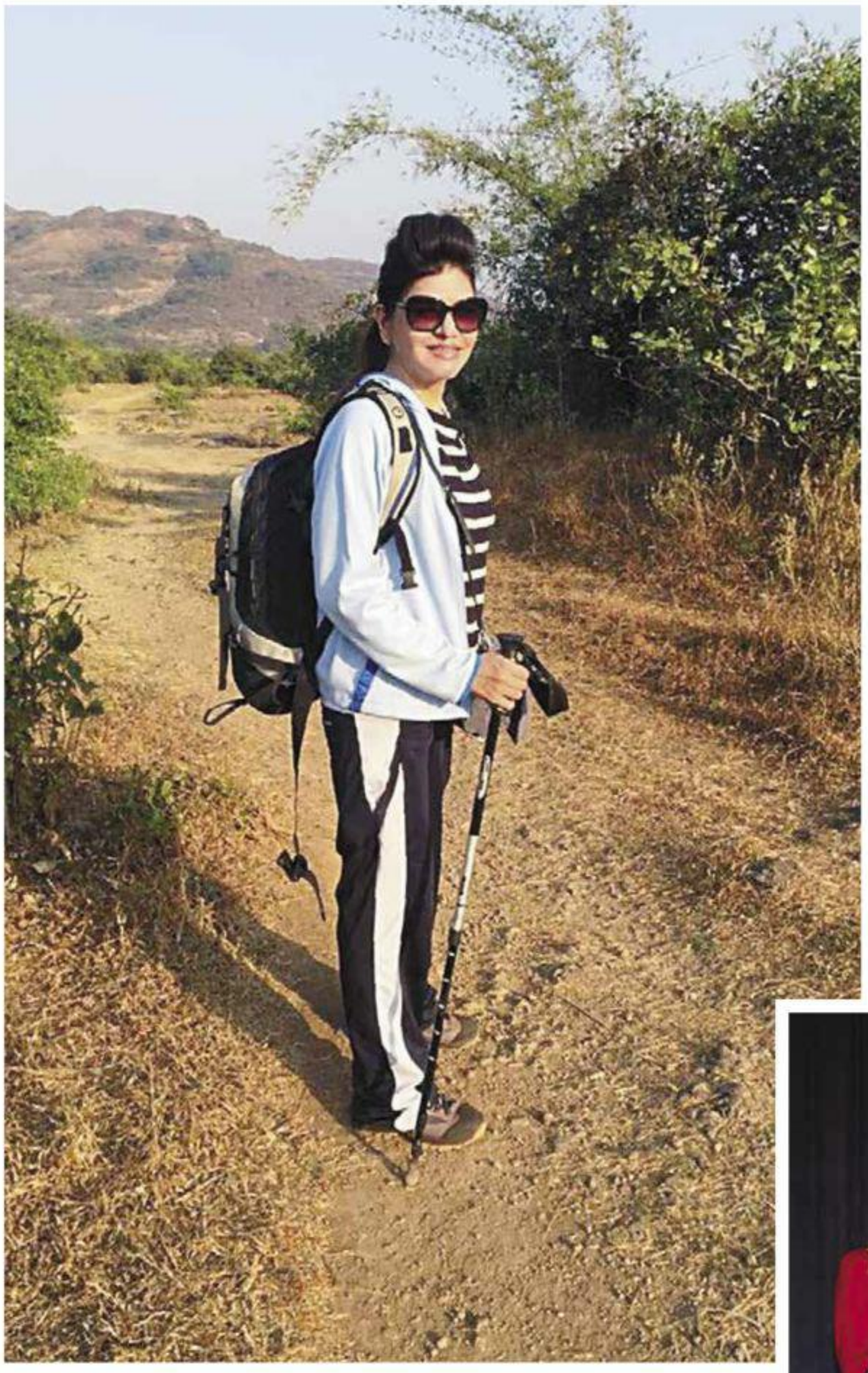

ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
নিউট্রিশনিস্ট

"সুস্থ থাকার জন্য আমি নির্ঝঞ্ঝাট ঘুমের উপর ভরসা করি!" বক্তা সেলেব্রিটি নিউট্রিশনিস্ট ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। অসংখ্য মানুষকে ফিট রাখতে তাঁর পরামর্শ অব্যর্থ! আর নিজের বেলায়? "সঠিক খাওয়াদাওয়া আর এক্সারসাইজ়ের ব্যাপারে বাকিদের আমি যা পরামর্শ দিই, সেগুলো নিজেও মেনে চলার চেষ্টা করি। ১৯৮৪ সালে যখন প্র্যাকটিস শুরু করি, তখন নিজের মধ্যেই বেশ কিছু সদর্থক পরিবর্তন চোখে পড়ে। ত্বক আর চুলে জেল্লা বাড়ে। বেশি এনার্জি পেতাম। ইমিউনিটিও জোরদার হয়ে গেছিল। তখনই বুঝেছিলাম ডায়েটের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আমাদের জীবনে। বয়স ধরে রাখতে, রোগ প্রতিরোধ করতে ডায়েটের ভূমিকা বিশাল। হাই ফাইবার, লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (ওটমিল, কর্ন, মিষ্টি আলু), অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার খাই। ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে খাবার খাই। ব্যালেন্সড ডায়েট করি। মাঝেমাঝে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকি। এতেও কিন্তু এনার্জি পাওয়া যায় প্রচুর," জানালেন অঞ্জলি। সপ্তাহে পাঁচ দিন ওয়র্কআউট করার চেষ্টা করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চার দিনের বেশি হয়ে ওঠে না! ট্রেডমিলে ব্রিস্ক ওয়াক করেন। আর আধঘণ্টা করে যোগাসন আর প্রাণায়াম। ফ্লেক্সিবল থাকার এটাই সেরা উপায়। আর যদি কোনও দিন কাজের চাপে এক্সারসাইজ় বাদ পড়ে যায় রুটিন থেকে? "হ্যাঁ হয় তো মাঝেমাঝে। যখন ট্র্যাভেল করি বা অন্য এনগেজমেন্ট থাকে তখন তো মাঝেমধ্যেই মিস হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাডজাস্ট করার উপায় তো আছেই! পরের সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা বেশি ওয়র্কআউট করে নিই। বা ডায়েট প্ল্যান একটু-আধটু বদলে নিই। যদি আনন্দে থাকতে পারেন, তাহলে যা করবেন তাই আপনাকে পজ়িটিভ রাখবে, সামগ্রিক ভাল থাকায় মাত্রা যোগ করবে। আমার পেশেন্টদেরকেও আমি এটাই বলি," জানালেন তিনি। "আমাদের দেশে এত উৎসব-অনুষ্ঠান যে পার্টির অসংখ্য অজুহাত আমাদের কাছে! মডারেশন ইজ় দ্য কি! উৎসব মানেই কি শুধু খাওয়াদাওয়া? একে অপরের সঙ্গে সামাজিক মিলনও তো উৎসব। তবে খাওয়াদাওয়া যেহেতু ভালবাসা প্রদর্শনেরই মাধ্যম, তাই পার্টিতে সবই চেখে দেখতে পারেন। কিন্তু বেশি খেয়ে ফেলবেন না। মাঝেমধ্যে মিষ্টি, তেলেভাজা খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে না। তাই, জীবনের ছোট ছোট আনন্দগুলোকে উপভোগ করুন," বললেন অঞ্জলি। বয়স বাড়লেও নিজেকে ভালবাসা সৌন্দর্য আর ফিটনেস ধরে রাখার রহস্য তাঁর কাছে।

সবাই মিলে
পুজোর ভোজ!
৪টি উপন্যাস
শ্রীজাত
মহুয়া চৌধুরী
সুমিত নাগ
নবনীতা দত্ত
গল্প
ইন্দ্রনীল সান্যাল
রম্যাণী গোস্বামী
তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বিনতা রায়চৌধুরী
ফোটোফিচার
ফ্যাশন
রান্না
মিষ্টি
আমিষ
সৌন্দর্য
বেড়ানো
বিশেষ রচনা
অন্দরসাজ
ফিটনেস
বিনোদন
পুজো ১৪২৫
সানন্দা
BATES CHI & PARTNERS/373

বাপ রে বাপ!

চোখে জল, নাকে জল, নাস্তানাবুদ অবস্থা। তবুও তাকে ছাড়া আমাদের চলে না। মাত্রার তারতম্য হতে পারে, পছন্দের ফারাক হতে পারে, কিন্তু একেবারে সপাটে বাদ দেওয়া অসম্ভব। লঙ্কাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণে শর্মিলা বসুঠাকুর।

বেশি হলে বিপদ। কম হলে পানসে, পথ্যসম। এমনই তার জাদু। সামান্য ছোঁয়াতেই কী দারুণ স্পার্ক! যেমন বিচিত্র তার ধরন, স্বাদ, তেমনই বিস্তৃত তার বিচরণক্ষেত্র। গোবিন্দভোগ চালের ভাত, আলু সিদ্ধ, সঙ্গে ঘি কিংবা মাখন। হল না। সঙ্গে আসল জিনিসটাই মিসিং। একটি কাঁচালঙ্কা। আলু আর ভাতের পেলব, স্টার্চি স্বাদে চকমকি পাথরের কাজ করে লঙ্কা। তার গন্ধ, জিভে তার ঝাল স্বাদই বলে দেয় তাকে ছাড়া সিদ্ধভাত অচল। আবার ধরুন শীতের রাতে বেশ ঝালঝাল কষা মাংস আর রুটি। সে ঝাল কিন্তু আলু সিদ্ধর সঙ্গে কাঁচালঙ্কার ঝালের মতো নয়। এখানে চাই শুকনোলঙ্কার ঝাল। মুখীকচু সিদ্ধ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে শুকনোলঙ্কা পোড়ার দিকে। আবার কলমিশাক ভাজার সঙ্গে শুকনোলঙ্কা ভাজার আলাপ বেশি। ইলিশমাছ ভাজার তেল সহযোগে ভাত খেতে হলে কাঁচালঙ্কা মাস্ট। কুমড়োভাতের মিষ্টি আস্বাদে ব্যালেন্স আনতেই তো ঝালের সংযোজন প্রয়োজন হয়। আর ফুচকার কথা কীই বা বলব! ফুচকার পুরের ঝালের কমবেশি যদি বা আমাদের হাতে, কিন্তু আলুর দম! ছোট ছোট, গোল গোল লালচে আভাযুক্ত আলুর নিরীহ চেহারায় ভুলেছেন তো মরেছেন। ঝাল ভালবাসলে নো প্রবলেম। কিন্তু মাঝারি গোছের ঝাল খেলে এই আলুর দমের ওপর তেঁতুলের মিঠা চাটনির পুরু প্রলেপ প্রয়োজন হবে আপনার জন্য। যে জিনিসের যা। সেটা তো মানতেই হবে। রান্না এবং খাওয়ার মূল ভিত্তিই হল কম্বিনেশন

অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। কার সঙ্গে কাকে মেলাবেন আর কতখানি মেলাবেন। এখানেই তুরুপের তাসটি লুকিয়ে আছে। লঙ্কার জাত, গোত্র নিয়ে একবারে সব কথা বলা অসম্ভব। তাই কয়েকটিকে বেছে নিলাম। বারোমেসে কাঁচালঙ্কা তো আমাদের আছেই। গুজরাতের জ্বলা চিলি এই গোত্রেরই। তবে গুজরাত ছাড়াও ভারতের সর্বত্রই হয় এই লঙ্কা। বাঙালি রান্নাঘরে বহুদিনই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কাশ্মীরি চিলি। আমাদের শুকনোলঙ্কার মতোই দেখতে, আকারে অনেকটা বড়, চ্যাপ্টা, বয়স্ক ত্বকের মতো বলিরেখায় ভরা। তাই বোধহয় তেমন তেজ নেই। কিন্তু জীবনের রঙের প্রতি সে এখনও আস্থা হারায়নি। তাই রান্নায় রঙিন প্রলেপের জন্য কাশ্মীরি চিলি জিন্দাবাদ। নাকের জলে চোখের জলে এক হতে চাইলে আপনাকে যেতে হবে সুদূর গুন্টুর জেলায়। অন্ধ্রপ্রদেশের এই অঞ্চলই গুন্টুর চিলির জন্মস্থান। অন্ধ্রর রান্না যে ঝালমশলার উৎসবে মজে যায়, তা তো সকলেরই জানা। এই লঙ্কার এতই কদর যে দেশের সীমানা

বাঙালি রান্নাঘরে বহুদিনই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কাশ্মীরি চিলি। আমাদের শুকনোলঙ্কার মতোই দেখতে, আকারে বড়, চ্যাপ্টা, বয়স্ক ত্বকের মতো বলিরেখায় ভরা। রান্নায় রঙিন প্রলেপের জন্য কাশ্মীরি চিলি জিন্দাবাদ।

ভূত জলোকিয়া চিকেন

উপকরণ: মুরগি ৫০০ গ্রাম, ভূত জলোকিয়া লঙ্কা ১টা (আধ কাপ জলে ভেজানো), পেঁয়াজ ২টো (স্লাইস করা), আদা ১ ইঞ্চি,, রসুন ৪ কোয়া, ঘি ২ টেবলচামচ। **কারির জন্য:** হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, জিরেগুঁড়ো ২ টেবলচামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, টোম্যাটো পিউরি ৩ টেবলচামচ, ঘি ২ টেবলচামচ, ধনেপাতা ১ আঁটি (ইচ্ছে হলে)।

প্রণালী: চিকেন টুকরো করে নিন। ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। ভূত জলোকিয়া লঙ্কা জলে ভিজিয়ে রাখুন। ভূত জলোকিয়া পিউরি বানানোর জন্য প্যানে প্রথমে ঘি দিন। সামান্য গরম হলে আদা, রসুন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সুগন্ধ বেরোলে জলসমেত লঙ্কা দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না আদা ও রসুন নরম হয়। নামিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ ভেজে তুলে রাখুন। এবার সবটা ব্লেন্ডারে চালিয়ে পিউরি তৈরি করে নিন। সরিয়ে রাখুন। প্যানে ঘি দিন। নুন ছাড়া কারির সব উপকরণ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মাঝারি আঁচে মিনিট খানেক রেখে চিকেনের টুকরো দিন। লঙ্কার পিউরি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ভাল করে কষে জল দিন। নুন দিন। ঢাকা দিয়ে দিন। মাংস নরম হলে, গ্রেভি ঘন হয়ে এলে ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত, রুটি কিংবা নানের সঙ্গে দারুণ।

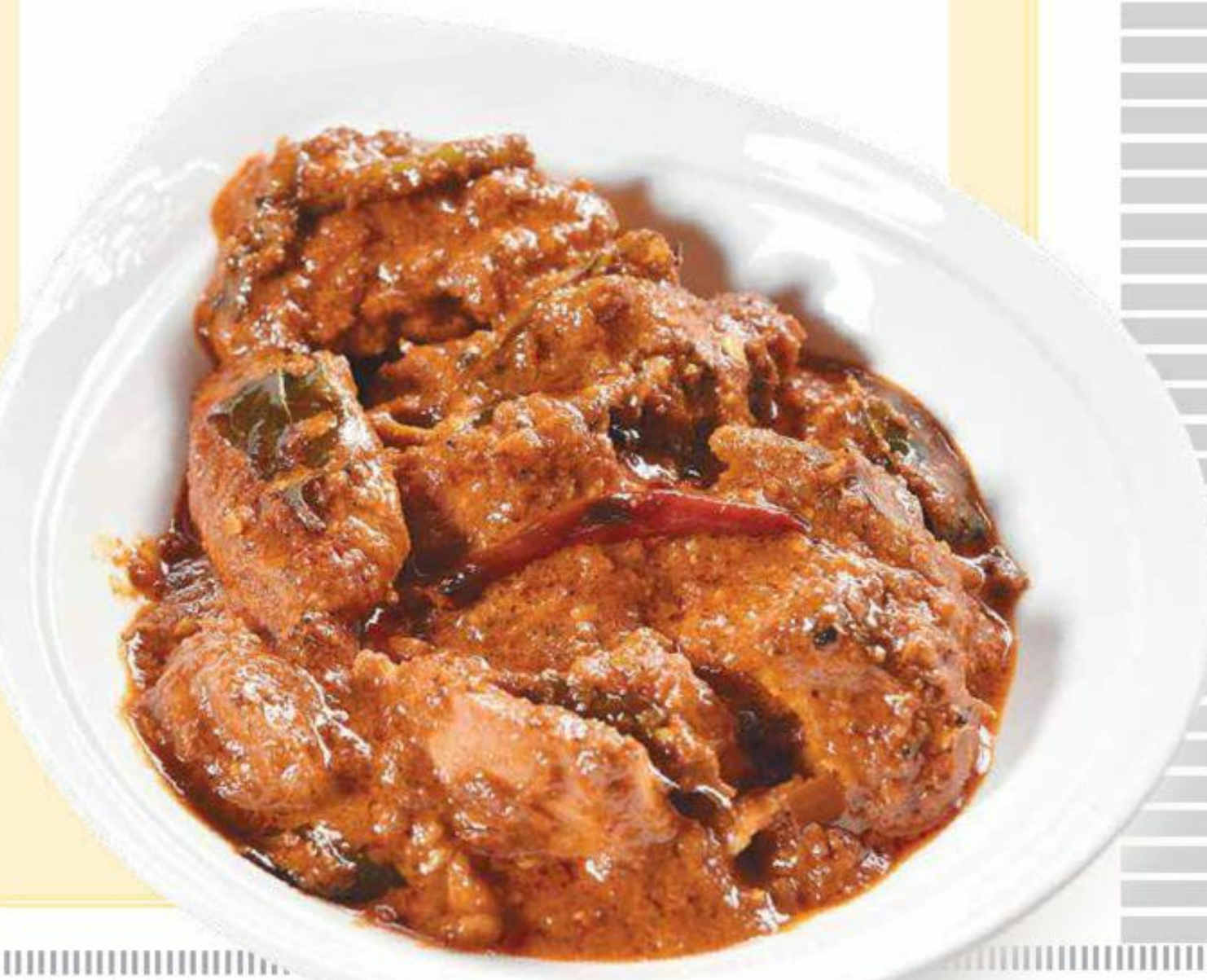

ছাড়িয়ে বিদেশেও সে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছে। ধানিলঙ্কা জানেন তো? দেখতে ছোট হলে হবে কী, তেজ ভরপুর। ঝালের চোটে চারপাশ ধোঁয়াটে। এরই আর এক নাম বার্ডস আই চিলি। নর্থ-ইস্টে এর একচেটিয়া আধিপত্য। শুধু রান্নাতেই নয়, এর আচার, পেস্টও বহুল ব্যবহৃত। ভাত, রুটি, মাছ, মাংস যাই খান না কেন, টাকনা দেওয়ার জন্য ধানিলঙ্কার জুড়ি নেই। এরই আর এক ভ্যারাইটি কানঠারি চিলি। পরিণত বয়সে মাখনরঙা হয়ে ওঠে। তেজে, সৌরভে ফ্যানটাস্টিক যাকে বলে। তামিলনাড়ুতে এক ধরনের লঙ্কা হয়, দেখতে গোলগোল, খানিকটা আমাদের টোপাকুলের মতো। খুব ঝাল নয়, কিন্তু সুগন্ধে ভরপুর। অন্ধ্রপ্রদেশেও এর চাষ হয়। এর নাম মুণ্ডু চিলি। একে একটু সাবধানে হ্যান্ডল করতে হয়, গায়ের চামড়া মোটা নয়। আর আছে দাল্লে। ছোট, গোলগোল, পুরুষ্ট চেহারা। দেখতে বেশ মিষ্টি লাগে। কিন্তু চেহারার সঙ্গে তার স্বাদের কোনও মিলই নেই। জিভে ছোঁয়ানো মাত্র চুল খাড়া। বোতলবন্দি হয়ে পাওয়া যায়, পেস্ট হিসেবেও পাওয়া যায়। আর কালিম্পং অঞ্চলে গেলে টাটকাও কিনে আনতে পারেন। শুধুই ঝাল হলে, তার কোনও আলাদা কৃতিত্ব থাকে না। দাল্লের মহিমা হল ঝালের সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর ফ্লেভার আর রান্নায় স্বাদযুক্ত করার বিশেষ ক্ষমতা। অনেকটা বেকনের মতো। বেকন এমনি তো খেতে ভাল লাগেই। কিন্তু স্যুপে দিয়ে দেখবেন, কী অপূর্ব ফ্লেভার অ্যাড করে বেকন। এই ভ্যালু অ্যাডিশনের গুণটি আছে দাল্লের। স্বাদ যোগ করার ক্ষমতা। সামান্য পাস্তাই অসামান্য হয়ে

কানঠারি তাওয়া ফিশ

উপকরণ: ভেটকি ফিলে ৬টা, লেবুর রস ২ টেবলচামচ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, কানঠারি চিলি পাউডার ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, কারিপাতা কয়েকটি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবলচামচ, ডিম ১টা, চালগুঁড়ো আধকাপ, তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: মাছ ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। সব মশলা ভাল করে মাছে মাখান। কারিপাতা কুচো করে দিন। ডিম ও চালগুঁড়োও দিন। প্যানে সামান্য তেল দিন। ম্যারিনেটেড মাছ শ্যালো ফ্রাই করে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পোট্যাটো পেপার ফ্রাই

উপকরণ: ছোট আলু ১৫টা, রসুন ৮ কোয়া, তেল ৩ টেবলচামচ, সরষে ফোড়নের জন্য, মুণ্ডু চিলি ২টো (বাটা), কারিপাতা কয়েকটি, পেঁয়াজ ১টা (মিহি করে কুচোনো), হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো আধ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। প্যানে তেল বসান। কারিপাতা ও রসুন ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে পেঁয়াজকুচি দিন। পেঁয়াজে রং ধরলে লঙ্কাবাটা, হলুদগুঁড়ো সামান্য জলে গুলে দিন। ভাল করে কষে সিদ্ধ আলু দিন। নুন, গোলমরিচগুঁড়ো ও জল দিয়ে ঢাকা দিন। ঝোল ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

দাল্লে। দেখতে ছোটখাটো, গোলগাল হলে কী হবে, তেজে ভরপুর। তবে শুধুই তেজ নয়, সেইসঙ্গে আছে সুরভিত স্বভাব। ঝালের সঙ্গে সুন্দর সুবাস মিলেমিশে নতুন এক আস্বাদ তৈরি করে কালিম্পং, দার্জিলিং অঞ্চলের এই লঙ্কা। দাল্লে পেস্টও পাওয়া যায়। ডিপ হিসেবে দারুণ।

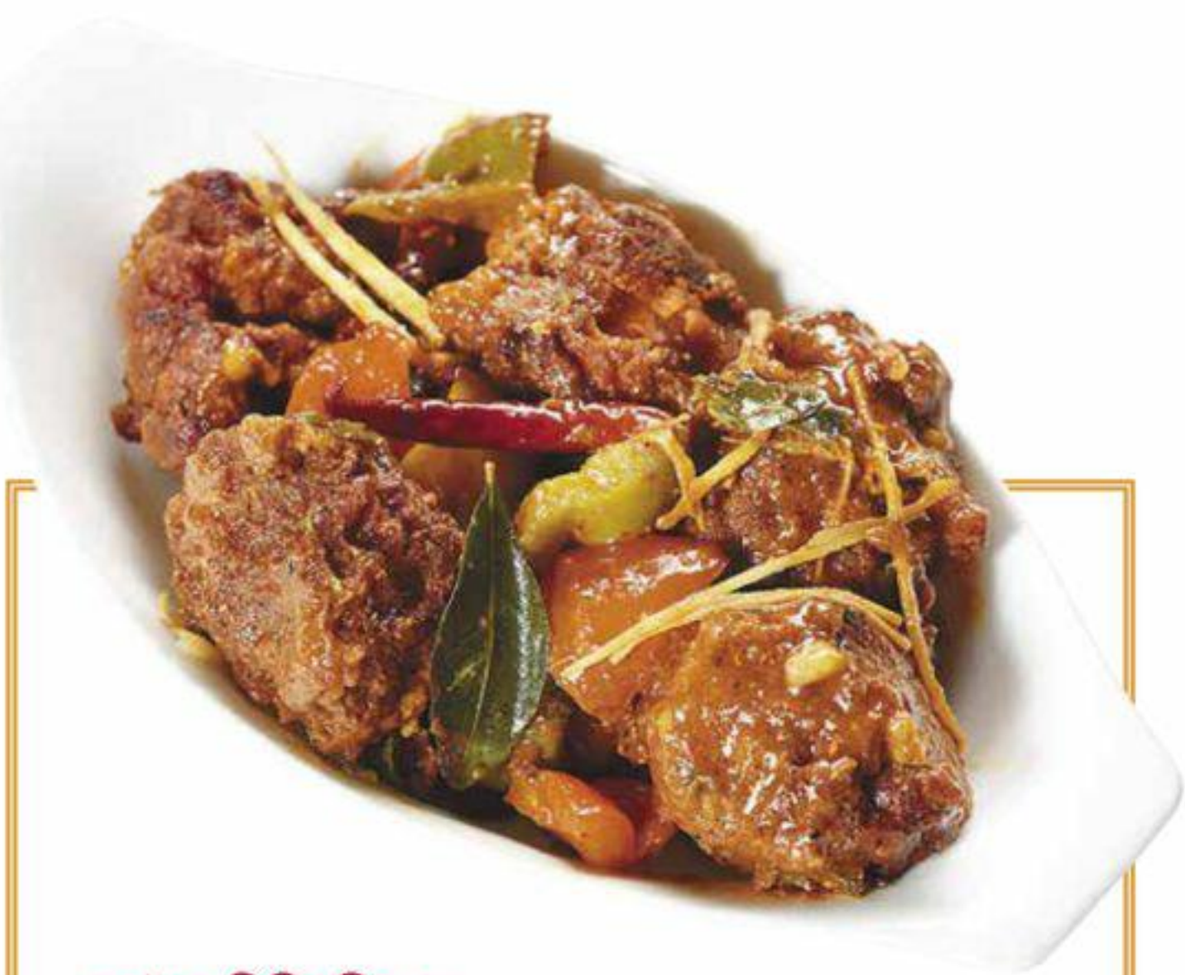

গুন্টুর চিলি চিকেন

উপকরণ: চিকেন ৮০০ গ্রাম, আদা ১ ইঞ্চি, রসুন ১০ কোয়া, কারিপাতা বেশ কয়েকটি, গুন্টুর রেড চিলি ৮টা, লেবুর রস ২ টেবলচামচ, দই আধ কাপ, চালগুঁড়ো ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, তেল পরিমাণ মতো।

প্রণালী: চিকেন টুকরো করে নিন। ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। আদা, রসুন, কারিপাতা, লঙ্কা, চালগুঁড়ো ও লেবুর রস একসঙ্গে মিহি করে বেটে নিন। মুরগিতে এই মশলা মাখিয়ে ফ্রিজে রাখুন। এক ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। প্যানে তেল দিন। অল্প কয়েকটি কারিপাতা ফোড়ন দিন। ম্যারিনেটেড মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

ওঠে দাল্লের সংস্পর্শে এসে। এটা কম ক্ষমতা নয়। কিন্তু পাউরুটি আর ঝোলা গুড়ের মতো সবার চাইতে ভাল হল ভূত জলোকিয়া। অরুণাচল, অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুরের এই একচেটিয়া সদস্য লাল ঝাল নাগা চিলি নামেও পরিচিত। ঝালের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব যাঁদের, তাঁদেরও এই লঙ্কার সঙ্গে ভাব জমানোর আগে দু'বার ভেবে দেখতে বলব। পৃথিবীর সবচেয়ে ঝাল লঙ্কার খেতাব জুটেছে এরই কপালে। জিভ জ্বালা, পেটে ক্র্যাম্পকে তোয়াক্কা না করেও যাঁরা ঝালের সঙ্গে মৌতাত জমাতে চান তাদের দোসর ভূত জলোকিয়া। এ তো গেল আমাদের দেশের কন্যাদের কথা। কিন্তু ক্যারোলিনা রিপার, সেভেন পট ব্রাউনের মতো

বিদেশিনীদের কথা তো বলাই হল না। তাদের জন্য তোলা থাক আর একটা বিশেষ সংখ্যা। আজ আমরা মন দিই ঘরের মেয়েদের দিকেই। নানা ধরনের ঝালের ব্যবহারে প্ল্যাটার সাজালাম আপনাদের জন্য। মিষ্টিমুখের প্রস্তুতিও বলতে পারেন।

খাবারের ছবি: সোমনাথ রায়

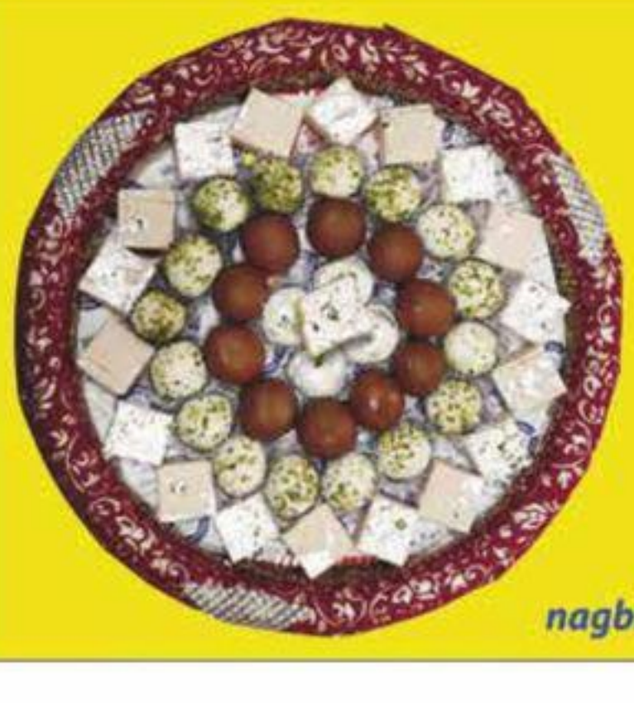

চিরদিনের মিষ্টি সম্পর্ক

Bhim Nag's Brother Sreenath Nag

ভীম নাগ'স ব্রাদার শ্রীনাথ নাগ

যোগাযোগ ঃ 8910559953
nagbhimbrothersreenath@gmail.com

পার্ক সার্কাস | কসবা | লেক গার্ডেনস্ | নিউ আলিপুর

GET
READY
FOR
মা

shoppersstop.com

Download Shoppers Stop app

৫০০০* ও তার বেশি টাকার কেনাকাটা করুন আর পেয়ে যান ১৫০০* টাকার ডিসকাউন্ট ভাউচার্স

কাশিশ, লাইফ, স্টপ, হট কারি, ফ্র্যাটিনি উওম্যান
ও ভেতোরিও ফ্র্যাটিনি থেকে ₹৩,৫০০# বা তার বেশি মূল্যের
কেনাকাটায় পাবেন ₹৬,৫০০# মূল্যের ভি আই পি কেবিন
সাইজ লাগেজ মাত্র ₹২,৪৩৯#

KASHISH LIFE STOP

HAUTECURRY FREE YOUR MIND FRATINI WOMAN VETTORIO FRATINI

SHOPPERS STOP আনন্দ PUJOR BAZAR 18

31ST AUG – 21ST OCT

SHOPPERS STOP

START SOMETHING NEW

Terms & Conditions: Offer valid on a single transaction of net ₹5000. Discount vouchers worth ₹1500 will be divided into 3 vouchers – 2 vouchers of ₹500 each redeemable on shopping worth net ₹3000 each time. 3rd discount voucher of ₹500 will be exclusive to First Citizen members and redeemable only at shoppersstop.com or Shoppers Stop mobile app on purchase of net ₹3000. The discount vouchers will be redeemable only till 28th October, 2018 and the coupon is redeemable till 30th November, 2018. First citizen refers to the First Citizen loyalty program on Shoppers Stop. #VIP luggage offer valid till stocks last.

খামারবাড়ির মোটা শাড়ি

রং, পাড় আর খোপকাটা জমিতে সুনির্দিষ্ট চেহারা। পরার ধরনেও বিশেষ স্টাইল। গোয়ার প্রাচীনতম আদিবাসীদের বারোমেসে পরার শাড়ি কুনবি। তার পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের গল্প শোনালেন শর্মিলা বসুঠাকুর।

গোয়ার আদিবাসী মেয়ের দল। মাঠে চাষবাসের কাজ দিয়ে দিন শুরু। ঘর সংসার সামলে, ভোর হতে না হতেই দল বেঁধে মাঠের উদ্দেশে যাত্রা। ধান রুইতে হবে যে। চাল, সবজি, লঙ্কাই মূলত তাদের ফলনের আওতায় পড়ে। পরনে তাদের খোপকাটা খেটো শাড়ি। পরার ধরনেও বেশ একটা মেঠো ব্যাপার। পায়ের গোছ বরাবর শাড়ির ঝুল, সুঠাম শরীর ঘিরে কাঁধের ওপর গিঁট বাঁধা। মাঠের কাজের সুবিধের জন্যই এই পরার ধরন। শাড়ির টেক্সচারও খাপি, বেশ মোটা ধরনের, শক্তপোক্ত। রোজকার কঠিন জীবনের ঝড়ঝাপটা সইতে হবে তো তাকে। গৌড়া কিংবা কুলমি সম্প্রদায়ভুক্ত এঁরা। গোয়ার প্রাচীনতম আদিবাসী এঁরা। উৎসাহী ও পরিশ্রমী। কুলমিদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁদের দৈনন্দিন যাপনচিত্রেও প্রতিফলিত হয়। তাঁদের ছন্দোময় নাচগানে ধরা পড়ে জীবনের প্রতি ভালবাসা। পর্তুগিজ় শাসনকালে এই কুলমিই কুনবিতে রূপান্তরিত হয় বলে অনুমান করা হয়। আর কুনবি মেয়েদের পরনের খোপকাটা শাড়িই আজ ফ্যাশন সাম্রাজ্যে আদরে লালিত হচ্ছে, শহরের বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনে মডেল কন্যা সেজে উঠছে কুনবি শাড়িতে। আজকের পাওয়ারলুমের দৌরাত্ম্যে, সুতোর মিশেলে, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের অরাজকতায় খাঁটি শাড়ির স্বাদ আমরা ভুলতে বসেছি। ভুলতে বসেছি হাতে বোনা শাড়ির আরাম, ঐতিহ্য

হাতে বোনা মোটা কাপড়ের কুনবি শাড়ি। গোলাপি জমিতে নানা রঙের খোপ কাটা। চওড়া পাড়ও একই কালার প্যালেটের রঙে রাঙানো। সঙ্গে গোল গলার সুতোর কাজ করা ব্লাউজ়। কাঁধের উপর গিঁট বাঁধার স্টাইল কুনবি মহিলাদের শাড়ি পরার রীতিরই অনুকরণ। (বাঁদিক)

কটকটে বেগুনি রঙের উজ্জ্বল ক্যানভাস। জমি জুড়ে সাদা রঙের স্ট্রাইপস। পাড়ে লাল রঙের ছোঁয়া। গামছার আদলে তৈরি ব্লাউজ়ের সঙ্গে দারুণ মাননসই। ধুতি পরার কায়দায় শাড়ি ড্রেপিং। পায়ে কোলাপুরি চপ্পল ও মাথায় জবা ফুল। ঠিক যেন গোয়ার আদিবাসী মেয়েদের প্রতিচ্ছবি।

আর কদর। 'হ্যান্ডলুম' শব্দটি শুনলে আজ ভয় করে। হ্যান্ডলুম বলে যা আজ বাজারে বিক্রি হয় তার বেশিরভাগই ভেজাল। সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবের সুযোগ নিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে বটে, কিন্তু এ কি আমাদের সংবেদনশীলতার অভাবের পরিচয় দেয় না? বিষয়ের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার অভাব, বিষয়কে জানার অনীহা ও শুধুই ব্যবসায়ী মনোভাব সম্পন্ন মানুষের হাতে পড়ে তাঁতে বোনা বিশুদ্ধ শাড়ির নাভিশ্বাস উঠেছে। আমাদের কি কোনও দায়িত্বই নেই। এহেন প্রেক্ষাপটে হারিয়ে যাওয়া বুননের পুনরুদ্ধারের চেষ্টাকে কুর্নিশ জানাতে যে কোনও আয়োজনকেই বিশেষভাবে স্বাগত জানাতে হয়। তাঁতে বোনা কুনবি শাড়ির বুনট ও রং ছিল নির্দিষ্ট। মোটা বুনট, সুঠাম পাড় আর লাল-সাদা খোপেই কুনবি শাড়ির সুচারু স্বাক্ষর। বহু জাতির মধ্যে খোপকাটা ডিজ়াইনকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। সাদা সাত্ত্বিক ধর্মের পরিচায়ক, বিশুদ্ধতার কথা বলে, আর লাল রজোগুণের সূচক। শক্তির প্রতীক। কুনবি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত তাঁদের পোশাক ও বুননের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোটেই সহায়ক ছিল না। জোটেনি কোনও পৃষ্ঠপোষক। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতে বোনা তাঁত হারিয়ে যেতে থাকে, বন্ধ হয় কুনবি শাড়ি বোনা। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ় শাসনের অবসান, মুষ্টিমেয় উৎসাহী গবেষক ও হাতে বোনা কাপড়ের প্রতি সংবেদী মানুষজনের প্রচেষ্টায় কুনবি শাড়ির হারিয়ে যাওয়া

মায়াময় নীল আর বেগুনি রঙের অমোঘ জুটি। তাঁতের নিরন্তর টানাপড়েনে তৈরি হয় এই রঙিন ক্যানভাস। জমি জুড়ে খোপ কাটা। ডোরাকাটা সরু পাড়। সঙ্গে বেগুনি রঙের পুণে কটন ব্লাউজ়। শাড়ি পরার ধরনও অভিনব। (বাঁদিক)

কুনবিদের খেটো শাড়ির আদলেই পরানো হয়েছে এই শাড়ি। সবুজ-সাদায় খোপ কাটা টুকটুকে লাল জমি। পাড়ে মেরুন ও হলুদ রঙের কম্বিনেশন। কনট্রাস্টিং নীল-বেগুনি ব্লাউজ়ে অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্ট। (ডানদিক)

ঐতিহ্য আবার ফিরে আসে। গোয়ার বিশিষ্ট ডিজ়াইনার ওয়েন্ডেল রড্রিকস কুনবি শাড়ির কিছুটা ভোলবদল করে, আধুনিকতার মোড়কে প্রাচীন এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন ফ্যাশন র‍্যাম্পে। রঙের প্যালেটে অনেকটাই পরিবর্তন ঘটান ওয়েন্ডেল। প্রাকৃতিক রঙে স্নাত হয়ে নবজন্ম ঘটে মেঠো কুনবির। ইন্ডিগোর থেকে ধার করা নীল, মঞ্জিষ্ঠার আনুকূল্যে লাল আর গুড়ে নিমজ্জিত লোহা থেকে কালো রঙের আদরে, বিলাসে সেজে ওঠে কুনবি। আরও একজনের নাম অবশ্যই বলতে হয়, যিনি এই ভুলে যাওয়া বুননের পুনরুদ্ধারের জন্য নীরবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর নাম রোহিত ফলগাওকর। গোয়ান টেক্সটাইলের আদিবাসী পরম্পরার সূত্র খুঁজে পেতে প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরেঘুরে রোহিত ফলগাওকর দেখা পান রঙ্গনাথ কামাত নামে এক গুণী মানুষের, সুতো রং করে শাড়ি বোনাই যাঁর কাজ। কিন্তু মানুষ এই মোটা কাপড় মাথায় তুলে না নেওয়ায়, হার মানতে হয় কামাত সাহেবকে। রোহিত হার মানেননি। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন ও বুননের প্রতি ভালবাসাই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সম্ভব হয়েছে হারিয়ে যাওয়া শিল্পের উজ্জ্বল উদ্ধার।

সাজগোজ, শাড়ি পরানোর রীতি সবেতেই যেন মেঠো গন্ধ। দেখতে কুনবির মতো হলেও, এর নাম গোমেতানি। নীল, বেগুনি, মভ রঙের ছটা শাড়ি জুড়ে। লাল রঙের উষ্ণতা পাড়ে। কচি কলাপাতা রঙের ব্লাউজ়ের অফবিট কম্বিনেশন।

মডেল: জুহি
মেক-আপ: বাবুসোনা
ফোন: ৯৯৩৩০১৪৬০৬
শাড়ি ড্রেপিং: মাধব
ফোন: ৯৭৪৮১২৩৭০৭
শাড়ি: আর্টিজ়ানা, এলগিন রোড
ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৯৪২২
ছবি: সোমনাথ রায়

ফিরে দেখার পুজো

মনে রাখার পুজোর পোশাক

শ্রীনিকেতন®

কেনাকাটার আনন্দনিকেতন

SINCE 1964

Flagship Store : Sodepur

Other Showrooms : Gariahat Junction • Hiland Park • Shyambazar • Barasat • Kanchrapara

Phone : 2583 4436/37/38

Email : info@sriniketan.com Website : www.sriniketan.com

গল্প ৫

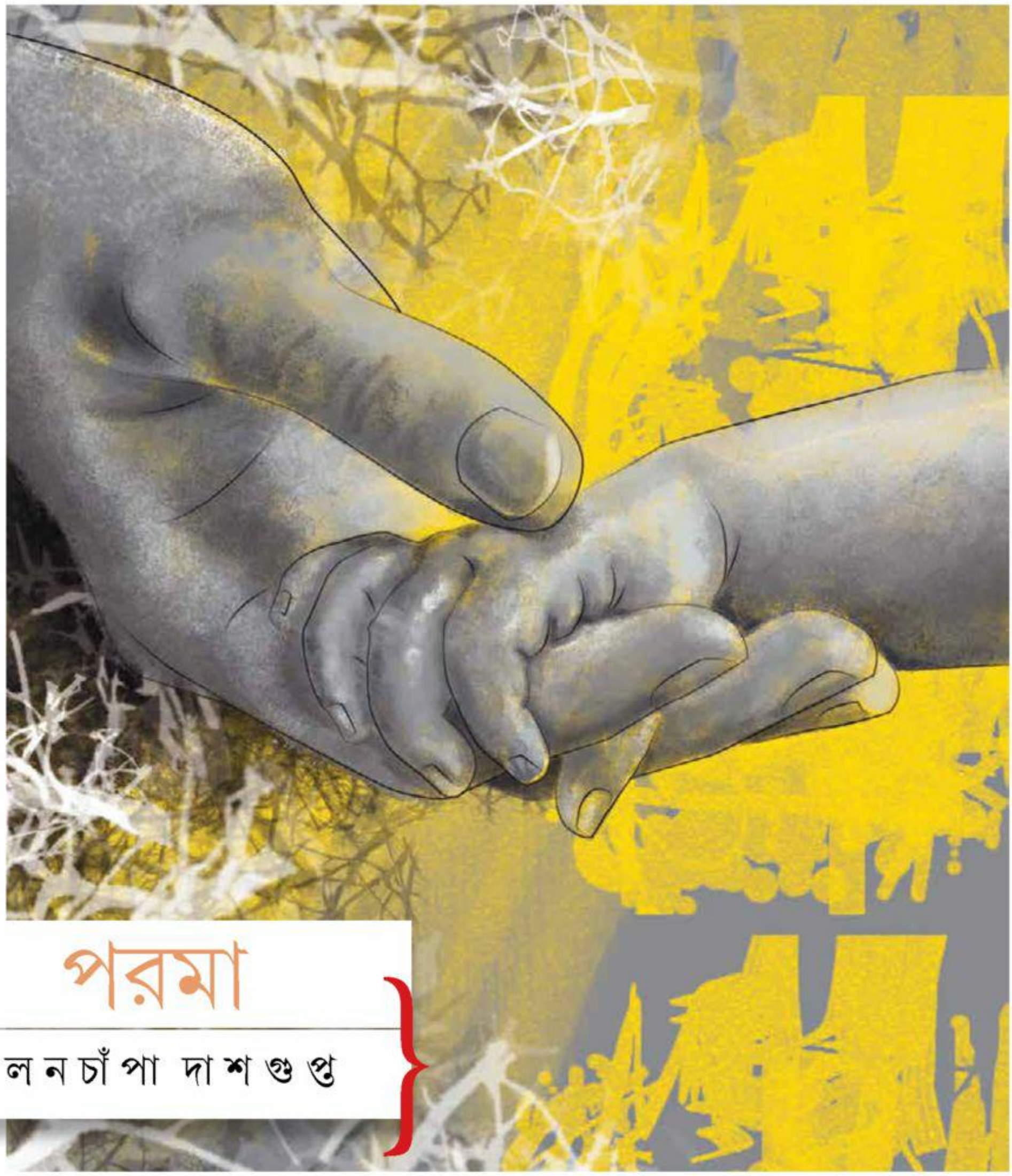

পরমা

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত

টলন্ত মেট্রোতে ফোন এল, আবার কেটেও গেল। সুড়ঙ্গে নেটওয়র্ক খুব দুর্বল। ফোন কেটে যায় হামেশাই। পরমার নম্বর উঠেছে দেখে ফিরতি কল করল ঋজু। প্রতিবার এক কথা, "পরিষেবা কে বাহার হ্যায়।"

পার্ক স্ট্রিটে ঋজুর অফিস। এসক্যালেটরে নামতে নামতেই ফোন ঢুকল। তবে এবার ল্যান্ডফোন থেকে। মায়ের উদ্বিগ্ন গলা।

"তুই কি পৌঁছে গেছিস?"

"রাস্তায়। কেন?"

"বউমার তলপেটে একটা ব্যথা উঠেছে। অ্যাদ্দিন পর এমন ভাল খবর, তাও কত গেরো।"

ঋজু থমকাল কয়েক সেকেন্ড। ষোলো বছর পর গর্ভবতী হয়েছে পরমা। কোনও কমপ্লিকেশন হল না তো?

পরমা যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন, তাঁর ইনফার্টিলিটি চেম্বারও পার্ক স্ট্রিটে। আজ একবার এখনই নিয়ে গেলে হয় না?

"পরমাকে ফোনটা দাও মা। বাবাকে বল ট্যাক্সি করে নিয়ে আসতে। ডাক্তারবাবুকে মোবাইলে ধরছি।"

"মেয়েটা ব্যথায় কাতরাচ্ছে বাবু। তোর বাবা ব্যাঙ্কে গেছে, ফিরবে কখন কে জানে।"

"রেবাদিকে বল।"

"রেবা কাজে আসেনি আজ। কাকে দিয়ে পাঠাব বল দিকি? তার চেয়ে তুই আয়।"

"ফের যাব আসব, কত টাইম লস। পরমার যদি কিছু হয়ে যায়? এখনও ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়নি মা।"

কথা বলতে বলতে লাইনটা ঝপ করে কেটে গেল।

ঋজুর কপালে ভাঁজ। ষোলো বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম কেউ আসছে। অকালে সে যদি ঝরে যায়!

দ্রুত পা চালিয়ে ক্লিনিকে পৌঁছে গেল ঋজু। চেম্বারের পাশাপাশি ডাক্তার সেনগুপ্তর নার্সিংহোমও এখানে। প্রয়োজনে কিছুদিন ভর্তি থাকুক পরমা।

কাছেই শ্বশুরবাড়ি, বালিগঞ্জে। একটা খবর দেওয়া দরকার। সুস্থ হয়ে পরমা বরং বাপের বাড়ি যাক। ব্যাপারটা একদম প্রথম স্টেজে বলে সে পাঠাতে চায়নি। কিন্তু মেয়েদের এসময়টা নিজের মায়ের কাছে থাকলেই মঙ্গল। তারও সুবিধে। বাবার হার্টের ব্যারাম আর মা হাঁটুর ব্যথা নিয়ে জর্জরিত। পরমার এমার্জেন্সির চাপ নেওয়াটা ওঁদের পক্ষে সত্যি ধকল।

ডাক্তার সেনগুপ্ত চেম্বারেই ছিলেন। কথা বলে বেরিয়ে এল ঋজু। মা ফোন করেছে পরমার মোবাইল থেকে।

আনস্মার্ট ঘরোয়া মা আজ স্মার্টফোন থেকে অ্যাপে ট্যাক্সি বুক করে পুত্রবধূকে নিয়ে আসছে। বাবাও ব্যাঙ্কফেরতা ওই গাড়িতেই। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল ঋজু।

কাছেই অফিস। খবর পেয়ে কলিগরা আসছে। অতীশ, পার্থ। বাইরে দাঁড়িয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে ঋজু, পরমাকে নিয়ে বাবা-মা এসে পৌঁছল।

ব্যথায় নীল পরমার মুখ। উসকোখুশকো চুল, পরনে ঘরের পোশাক। ঘামে লেপটে আছে কপালের গুঁড়ো চুল। মায়া হল ঋজুর। ভাগ্যিস আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল! স্ট্রেচার রেডি। পরমাকে নিয়ে গেল ক্লিনিকের কর্মীরা।

বাইরে উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগল মুহূর্তগুলো। ডাক্তার সেনগুপ্ত বললেন একেবারে আলট্রাসাউন্ড করে দেখে নেবেন ভ্রূণের কোনও ত্রুটি আছে কি না।

মা বারবার মাথায় হাত ঠেকাচ্ছে নমস্কারের ভঙ্গিতে। আশেপাশের লোক মাকে দেখছে হাঁ করে। কোনওরকমে গায়ে একটা তাঁতের শাড়ি জড়িয়ে চলে এসেছে মা। প্রথম বংশধরকে বাঁচানোর জন্য মানুষের কী আকুলতা! ঋজু আড়চোখে মাকে দেখল।

এই ষোলো বছরে ধৈর্য ধরে তাঁরা অপেক্ষা করেছেন একটা নতুন প্রাণের। স্বাভাবিক গর্ভাধান হল না বলে চিকিৎসকের পরামর্শে আইভিএফ করেছে লোন নিয়ে। অবশ্য একমাত্র মেয়ের জন্য প্রতিবার মোটা টাকা স্বেচ্ছায় খরচ করেছেন শ্বশুরমশাই। নয়তো এক একটা আইভিএফ কী কম খরচার? ফতুর হয়ে যেত ঋজু।

ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। কৃত্রিম উপায়ে তাঁর শুক্রাণু আর পরমার ডিম্বাণুর মিলন ঘটানো। তারপর দিনক্ষণ বুঝে জরায়ুতে স্থাপন। পুরো ব্যাপারটা এতো যন্ত্রণাদায়ক যে প্রতিবার চেঁচিয়ে কেঁদেছে পরমা। প্রথম দু'-তিনবার মেনে নিলেও ঋজু এখন আর সহ্য করতে পারে না। কি প্রয়োজন এমন গর্ভধারণের? তার থেকে নিঃসন্তান থাকা ভাল। প্রত্যেকবার বিফল হওয়ার পর ভেঙে পড়ে পরমা। শরীরের ধকলও তো কম নয়। তার সঙ্গে আছে সংস্কারজনিত বাড়াবাড়ি। মঙ্গল, শনি নিরামিষ, তাবিজ-কবচ, হ্যানাত্যানা। সত্যি বলতে গেলে এখন তাঁর মনে হয় ঝাড়া হাত-পা থাকাই ভাল। বন্ধুবান্ধবদের ছেলেপুলেরা সব বড় হয়ে গিয়েছে। তেতাল্লিশ বছর বয়সে আর নতুন হ্যাপা পোষায় না। পরমা জানলেই দুঃখ পাবে, তাই কথাটা সে মনের গহনে লুকিয়ে রাখে। মা হতে গেলে কি জৈবিক মা হতেই হবে নাকি? পালিকা মায়ের ভূমিকা নগণ্য হলে যশোদাকে নিয়ে এত নাচানাচি হত না। কিন্তু পরমা শুনলেই কানে হাতচাপা দেয়। দত্তক সে কিছুতেই নেবে না। ছ'বার আইভিএফ ফেল করার পরও হাল ছাড়তে রাজি নয়। পরমার বক্তব্য, নিজের রক্তের উত্তরাধিকার এক অনন্য স্বাদ। তাছাড়া তার দু'-একজন বান্ধবীও অনেক বয়সে মা হয়েছে আর পরমা তো মোটে ছত্রিশ।

"মিসেস পরমা ঘোষের বাড়ির লোক কে আছেন?" রিশেপসনিস্টের চিৎকারে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ডাক্তার সেনগুপ্ত নিজেই বেরিয়ে এসেছেন। খারাপ কিছু নাকি? বুকটা ধক করে উঠল ঋজুর।

"লাস্ট চেক-আপ কবে হয়েছিল? প্রেসক্রিপশন দিন।"

ঋজু মাথা নাড়িয়ে বলল, "নিয়ে আসার সময় পেলাম না ডাক্তারবাবু। এনিথিং সিরিয়াস?"

ডাক্তার সেনগুপ্ত চিন্তিত মুখে বললেন, "কীভাবে বলব বুঝছি না।"

ঋজু অনুভব করল, কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ। অতীশ চলে এসেছে। মা-ও উঠে এসেছে সিট ছেড়ে। "বউমা তো কোনও কথাই শোনে না ডাক্তারবাবু। সেদিন পই পই করে বললাম, ভারী বালতিটা তুলো না। কাজের লোককে ছাড়। কথা শুনলে তো?"

মা-কে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার সেনগুপ্ত বলে উঠলেন "বাট, শি হ্যাজ় নট কনসিভড।"

"কী?"

কয়েকজোড়া চোখ বিস্ময়ে ফেটে পড়তে চাইল। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলে তাঁদের সম্মিলিত দৃষ্টি পেন্ডুলামের মতো দুলছে।

বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল ঋজু, শ্বশুরমশাই এসেছেন এবং পরিস্থিতি দেখেশুনে তাজ্জব।

"কিন্তু স্যার, ও তো কাল রাতেও বলছিল পেটের মধ্যে নড়াচড়া টের পাচ্ছে। তাহলে?"

ডাক্তার সেনগুপ্ত ঋজুর দিকে তাকালেন। "দেখুন মিস্টার ঘোষ, এইসব অবান্তর প্রশ্ন এখানে খাটে না। আর একটা কথা, প্রেগনেন্সি এলেও এত আর্লি স্টেজে নড়াচড়া বোঝা যায় না। ইনফ্যাক্ট ভ্রূণের কিছু গড়েই ওঠে না। যাই হোক, ইগনোর ইট। আমার মনে হয় শি নিডস কাউন্সেলিং। প্রচণ্ড স্ট্রেসে আছে। এভাবে চললে কিন্তু ডিপ্রেশনে চলে যাবে।"

"কিন্তু আমরা কোনওভাবে ওকে চাপ দিইনি বিশ্বাস করুন।"

"আচ্ছা, প্রেগনেন্সি কনফার্ম করল কে? কোনও টেস্ট করিয়েছিলেন?"

"না ডাক্তারবাবু। আপনার পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধগুলো খাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন বলল, ইয়ে বন্ধ। দোকান থেকে প্রেগনেন্সি কিট কিনে নিজেই পরীক্ষা করে জানাল। আপনার ডেট সামনের সপ্তাহে আছে, কিন্তু তার আগেই তো..."

"স্ট্রেঞ্জ! আগে যতবার দেখেছি, শি সিমড পজ়িটিভ মাইন্ডেড। এমন হলে তো ফার্দার প্রেগনেন্সি আসবে না। সায়কায়াট্রিস্ট কেউ পরিচিত আছে?"

ঋজু ঘামছে। এ আবার কী উটকো রোগ ভর করল পরমার মনে! পেটে বাচ্চা আসেনি, অথচ ব্যথা-ব্যথা করে পাগলামি। এতগুলো লোককে ছুটিয়ে এনেছে। পরমার উপরে বেদম রাগ হল ঋজুর। ছত্রিশ বছরের ধেড়ে মহিলার ন্যাকামি যত! একপাল লোকের সামনে অপদস্থ হওয়া।

পরমাকে নিয়ে স্ট্রেচার এসে গেল। চোখমুখ দীপ্ত লাগছে এখন। কে বলবে এক ঘণ্টা আগে কালিবর্ণ হয়ে গেছিল।

হাত নেড়ে ডাকল পরমা। "জান, পেনকিলার ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যথা কমাল। যা নড়ছে না দুষ্টুটা!"

ঋজু বোবা চাহনিতে ডাক্তার সেনগুপ্তর দিকে তাকাল।

"ও কিছু না, একটা স্যালাইন ইঞ্জেকশন। প্ল্যাসিবো। চোখ টিপলেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্স। পেশেন্টদের মাঝে মাঝে এসব ল্যাবেঞ্চুস দিতে হয় বুঝলেন?"

"আপনাদের আপত্তি না থাকলে মেয়েটাকে বরং বাড়ি নিয়ে যাই। ওর মা-ও চিন্তা করছে। কী বলেন বেয়ান?"

ঋজু দেখল শ্বশুরমশাই তার মায়ের দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পরমা স্ট্রেচার থেকে সটান নেমে পড়েছে।

"ইস, কে যাবে এখন? বাড়িতে অনেক কাজ। নতুন মানুষের জন্য রেডি করতে হবে না সব? পরে যাব বাপি, প্লিজ়।" আদুরে গলায় বলল পরমা।

ঋজুকে হতচকিত করে মা সবার সামনেই চেঁচিয়ে ওঠে, "আপদ!"

২

'করব না' প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে পারল না ঋজু। মায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হল তুমুল। তারস্বরে চেঁচিয়ে। আসলে ঝগড়াটা অনিবার্য ছিল, বোঝে ঋজু।

গত দশদিন যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে চলেছে। পরমাকে সায়কায়াট্রিস্ট দেখানো, কাউন্সেলিং। মায়ের মুখ বন্ধ করা সহজ নয়, তাই সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়িতে উঠেছে, যাতে কোনওভাবে স্ত্রীর মনে আঘাত না লাগে। অফিস ছুটি নিয়ে পরমার ইচ্ছেমতো কাটিয়েছে শপিং মলে। অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার দেখা, রেস্তরাঁয় খাওয়াদাওয়া। মনোবিদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছে ঋজু। তবু এখানেও তাল কাটল বিশ্রীভাবে।

পিওর ফিজ়িক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল পরমা। বিয়ের পর মাস্টার্স করে একটি প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেছিল। বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও কীভাবে যে এইসব ঝাড়ফুঁক, বশীকরণে আগ্রহী হল বুঝে উঠতে পারেনি ঋজু।

আজকের গোলমালটা তাই নিয়েই। কোনও এক জ্যোতিষীর কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে পরমা। জেদ ধরেছে ঋজুকেও যেতে হবে। ঋজুর মেজাজ খিঁচড়েছে। জ্যোতিষী আগেই শর্ত দিয়েছেন দশ হাজার টাকা অগ্রিম দিলে তাঁদের সন্তানলাভে একটি যজ্ঞ করবেন তিনি। তার সঙ্গে গোটা মাস নিরামিষ খেয়ে থাকতে হবে।

ঋজু ওদিকে সমান্তরালভাবে চেষ্টা করছিল যদি পরমাকে দত্তক নিতে রাজি করানো যায়। সে ভেবে রেখেছে পরমার কাছে ফের কথাটা পাড়বে। কিন্তু মোলায়েম স্বরে কাঁহাতক চালানো যায়? দশ হাজার টাকা বড় কথা নয়। বজ্জাত জ্যোতিষীটা যে পরমার মাথা মুড়োচ্ছে সেটা ওকে বোঝাবে কে? এইসব খারাপ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে পরমার। মসলন্দপুরে কোনও এক দরগায় গিয়ে মাথা ঠুকলে নাকি সন্তানলাভ একশো শতাংশ নিশ্চিত। ঋজুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও একা চলে গেছিল পরমা। সেখানে গিয়ে লোকাল ক্লাবকে চাঁদা দিতে খসেছে কয়েক হাজার। তাও পরমার ঘুম ভাঙেনি। পয়লা জানুয়ারি ঋজুর বন্ধুরা যখন সপরিবারে ভাইজ়্যাগ বেড়াতে গেছে, সে কল্পতরু উৎসবের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘেমেছে। পুজো-আচ্চার শেষ নেই পরমার। তার উপর পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল চলবে না। শুক্রবার টকজাতীয় খাবার নিষিদ্ধ। ঋজুর অতিষ্ঠ লাগে। গোদের উপর বিষফোঁড়া হল শাশুড়িমায়ের রাঁধুনি ছুটি নিয়েছে। তাকে নিয়ে ফের ঝামেলা বাঁধল। তিনদিন পরও রাঁধুনি আসছে না কেন জিজ্ঞেস করেছিল পরমা। শাশুড়ির সংক্ষিপ্ত উত্তর, "সন্ধ্যা পারবে না রে। শরীরটা খারাপ।" মোটের ওপর খুলে বলতে চাইলেন না শাশুড়ি।

ঋজুর মেজাজ খিঁচড়েছে। জ্যোতিষী শর্ত দিয়েছেন দশ হাজার টাকা অগ্রিম দিলে তাঁদের সন্তানলাভের জন্য একটি যজ্ঞ করবেন।

কানাঘুষো আর আন্দাজ থেকে বোঝা গেল সন্ধ্যার একটি বছর আটেকের মেয়ে আছে। সে এখানেই একটি স্কুলে ক্লাস টু-তে পড়ে। সন্ধ্যা ফের গর্ভবতী। কিন্তু বর তাকে এক পয়সাও দেয় না বলে বাড়ি-বাড়ি রান্নার কাজ করে। এভাবেই মেয়েটাকে পড়াচ্ছে। এখন আর বাচ্চা নিতে চায় না, কারণ এই আয়ে সে দুটো বাচ্চা ভালভাবে মানুষ করতে পারবে না। শাশুড়ি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন গর্ভপাতের। সন্ধ্যা বলেছে, কী লাভ। মাঝখান থেকে বড় মেয়েটা ক'দিন বাদে পড়া ছেড়ে তার সঙ্গে রান্নার কাজে লাগবে। এর থেকে খালাস করা শ্রেয়। একটা বাচ্চাকেই ভালভাবে মানুষ করা যাক।

সন্ধ্যাকে মোটামুটি পছন্দই করে পরমা। কিন্তু এই ব্যাপারটা জানার পর প্রচণ্ড রেগে গেল। মায়ের সঙ্গে একচোট ঝগড়া করেও আশ মিটল না।

"এখনই গাড়ি বুক কর, বাড়ি যাব।" পরমা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। "এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও নয়।"

"হল কী?"

"মানুষ বাচ্চা চেয়ে পাচ্ছে না আর এরা পোকার মতো পিষে মারছে। আমার মায়ের পুরো মদত আছে বুঝলে?"

"বাস্তব খুব নিষ্ঠুর পরমা। বাচ্চার জন্ম দিলেই হয় না, খাওয়ানোর ব্যাপারটা ভাব।"

"তো লোককে দিয়ে দিলেই পারে। ভ্রূণহত্যা পাপ।"

"তুমি নিতে?"

"ঝিয়ের বাচ্চা মানুষ করতে যাব কেন? আমার রুচিবোধ নষ্ট হয়নি এখনও।"

"তুমি যখন দায়িত্ব নেবে না, তখন ওদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও। অ্যাটলিস্ট রুগ্ন মুমূর্ষু বাচ্চার জন্ম দিয়ে পপুলেশন বৃদ্ধির হিড়িকে নামেনি।"

"থাম তো, বেশি বুকনি মেরো না।"

" পরমা, তুমি তো এমন ছিলে না! সায়েন্স পড়া মেয়ে, এইসব জ্যোতিষ-ফতিস, বুজরুকিতে গলে যাচ্ছ।"

"তোমার আর কী? মেয়েজন্ম তো নাওনি।"

"সেই এক কথা শুনে শুনে কান পচে গেল। তুমি কি মনে কর সন্তান শুধু মেয়েরাই চায়? জান, এখন কত ছেলে বিয়ে না করে সিঙ্গল ফাদার হচ্ছে? তোমার কি মনে হয়, ছেলেগুলো বোকা?"

পরমা দ্রুতপায়ে ঋজুর কাছে আসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঋজুর মুখ দেখতে থাকে।

"ওহ! তুমিও কি তাই ভাবছ?"

"ভাবলে অনেক আগেই চেষ্টা করতাম। ইনফ্যাক্ট, আমি এখন আর বায়োলজিক্যাল মাতৃত্ব, পিতৃত্ব কোনওটাই বিশ্বাস করি না। পুরো ব্যাপারটাই ক্রিয়েটেড।"

"মানে? তুমি তোমার বাবা-মা-র সন্তান বলে তৃপ্ত নও?" ধপ করে বালিশের উপরেই বসে পড়ল পরমা।

"বললাম তো। পুরোটাই প্রকৃতির চাল। নিজের রক্ত, জিন এসব এক প্রকার ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছুই নয়।"

"হুঁ। আঁতেল চূড়ামণি হচ্ছ দিন দিন।"

সিগারেট ধরিয়ে হাসল ঋজু। "পরিবার, পরিবারতান্ত্রিকতা— সবই কিন্তু আর্থিকভাবে অনুন্নত দেশের মধ্যে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোকে দেখ। পুরুষ-নারী কেউই সেখানে বাবা-মা হতে চাইছে না। কেউ মা হলে সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। ওখানে জনসংখ্যা এত কম যে দেশজ সম্পদ লুটেপুটে নেওয়ার ভিড় নেই, প্রতিযোগিতা নেই। বাঁচতে আরাম।"

"তুমি দেখছি দেবাঞ্জলির মতো বাক্যবাণ দিচ্ছ! আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবীকেই আজ চিনতে পারি না। সেদিন ফোনে কী খারাপভাবে ঝাড়ল আমায়, জান?"

"কী বলেছে?"

বলল, "আমি একটা বাতেলাবাজ মেয়ে। আমার ন্যূনতম সামাজিক দায় নেই।"

পরমার চোখ লাল। ঋজু ওঁর গালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল, "পাগলি বউ আমার! নিজে কিচ্ছু বোঝার চেষ্টা করবে না। শুধু

ভালবাসার লোকগুলোর উপরে রাগ করবে।"
"দেবাঞ্জলিদের কোনও আর্থিক সমস্যা নেই। সেটলড কাপল। শারীরিক প্রবলেম নেই, আদার্স কিচ্ছু না। তবু ওঁরা বাচ্চা নেবে না। সেটা নিয়ে ফেসবুকে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল।"
"আচ্ছা!"
"গত সপ্তাহের কথা। তুমি তখন অফিসে। হিউস্টন থেকে ফোনে আমাকে বলল, 'বেশ করেছি। যেসব মেয়েরা স্বেচ্ছায় বায়োলজিক্যালি মা হতে চাইছে না, তাঁদের মাথা না খেয়ে আর তাঁদের প্রতি না চিল্লিয়ে কৃতজ্ঞ থাক। পপুলেশন পোলটা মাঝে মাঝে খুলে দ্যাখ। আমাকে তো দেশে ফিরতেই হবে, সুতরাং যাঁরা বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে না, অনেক পুণ্যের কাজ করছে। প্রতি বছর একটা করে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ভারতবর্ষে ঢুকছে সেটা খেয়াল কর।'"
ঋজু চুপ করে বসে রইল। বউয়ের বান্ধবী যতই যুক্তিপূর্ণ কথা বলুক না কেন, এখন সেটা সমর্থন করা অযৌক্তিক। পরমা যেটুকু ভাল হয়েছে, সম্পূর্ণ বিগড়ে যাবে।
সায়কায়াট্রিস্ট ঋজুকে বলেছেন খুব নরম ব্যবহার করতে। বাড়িতে পরমাকে নিয়ে যাচ্ছে না সেই কারণেই। মা নিজে একাই একশো। কম দিন তো হল না। সব চোখে পড়ে ঋজুর। ছোট বোন শ্রীলার বিয়ের সময় যা করল! গায়ে হলুদে, স্ত্রী আচারে, এয়োদের মধ্যে নিজের বউমাকেই রাখেননি মহিলা, অথচ দূর সম্পর্কের মেয়েবউরা ছিল। ঋজু কি বোঝেনি! পাছে আঁটকুড়ে বউমার ছোঁয়ায় নিজের মেয়ে বাঁজা হয়ে থাকে সেই ভয়ে। অথচ মা গ্র্যাজুয়েট। তাকে আর বোনকে ক্লাস সিক্স অবধি পড়িয়েছে মা। পরমা কেঁদেছে লুকিয়ে। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা ছিল না ঋজুর। মাসি হুবহু মা। নিজের ছেলের বউয়ের সাধভক্ষণে ডাকেনি পরমাকে। উপরন্তু মাকে দিয়ে মানা করেছিল যেতে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে ঋজু। বাবা স্পষ্ট বলেছিল, সমাজ-সংসার সবাইকে নিয়ে তাঁদের থাকতে হয়। ঋজুদের যদি অসুবিধে হয়, তাঁরা অন্যত্র যাক। নয়তো তাঁরা দু'জন বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবেন। বোঝো! কী কথার কী উত্তর। ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ এল কোত্থেকে ভেবে পায়নি সে।
ঋজু এই জন্যই আজকাল পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এই জেনেটিক মিল-টিল সব ধাপ্পা। মানুষে মানুষে বন্ধুতার সম্পর্কই যদি না থাকে, তবে বংশ, রক্তের দোহাই দিয়ে আহাম্মকের মতো চেঁচিয়ে লাভ কী? বন্ধুতায় মতের অমিল হয়। কিন্তু ভালোবাসার টান থাকে। স্বার্থপর জিন শুধু সাংসারিক প্যাঁচপয়জার হিসেবনিকেশ বোঝে। ঋজু আবার একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তেই খেয়াল করে পরমা ঘুমিয়ে পড়েছে সোফায়। গালে শুকিয়ে আছে কান্নার দাগ।

৩

টানা ছ'মাস শ্বশুরবাড়িতে থাকার জন্য মা আজকাল ঋজুকে ব্যঙ্গ করে ঘরজামাই ডাকে। এইসব হুলফোটানো শ্লেষকে যদিও সে পাত্তা দেয় না, তবু মাঝেমধ্যে মাথা গরম হয় বইকি। মা-বাবার প্রতি কর্তব্য তো কিছু কম করছে না। নিয়ম করে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কিনে দেওয়া, বাড়ির ট্যাক্স, হেলথ ইনসিওরেন্স, সব। সবজি-বাজার, মাসকাবারি স্মার্টফোনের অ্যাপ মারফৎ মায়ের কাছে পৌঁছে যায়। তাছাড়া পাড়ার একটা ছেলেকে কিছু টাকা দিয়ে রেখেছে ঋজু। বাবা-মায়ের হঠাৎ প্রয়োজনে যাতে হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।
এই ছ'মাসে একটু একটু করে সুস্থ করেছে সে পরমাকে। পাড়ার মধ্যেই 'টাইনি টড' নামে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াচ্ছে পরমা। প্রথমে সে রাজি ছিল না। হাইস্কুলের ফিজিক্স টিচার কি না পড়াবে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের! ঋজুই রাজি করিয়েছে। ব্যাপারটা সমাজসেবা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। সায়কায়াট্রিস্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন পরমাকে ব্যস্ত রাখার জন্য। আগের স্কুলের চাকরিটা এখন আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই এখানেই সকালটা দিচ্ছে পরমা।
একটা নতুন জিনিস ক'দিন ধরে খেয়াল করছে ঋজু। পরমা আবার পুরনো দিনগুলোর মতো সাজগোজ করছে। মোমবাটিকের শাড়ি, মধুবনী প্রিন্টের ব্লাউজ, খোঁপায় ফুল, চোখে কাজল। নিজেই সুগন্ধী কিনে আনছে নিউ মার্কেট থেকে। পরিবর্তনটা স্পষ্ট বোঝা গেল আরও দু'মাস বাদে। দুর্গাপুজোর ছুটি পড়বে। পরমার মন খারাপ। বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে একমাস সে কীভাবে থাকবে? বিশেষত একটি বাচ্চা, রাজিন্দর কৌরকে নিয়ে সে বড় দুশ্চিন্তায় রয়েছে। পুঁচকে ছেলেটির বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বাচ্চাটা মায়ের কাছে থাকে। পুজোর ছুটির একমাস তাকে বাবার কাছে থাকতে হবে। অঝোরে কাঁদছিল ছেলেটা। সে বাবার কাছে যেতে রাজি নয়। বাবা রেগে গেলেই নাকি মারেন।
কেন আসিস তোরা? আর এলিই বা যদি, এত কম স্নেহ কেন তোদের বরাদ্দে?
পরমা বার বার নিজেকে প্রশ্ন করে। সেও তো এমন একটা দুঃখী বাচ্চার মা হতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখবে? পরমুহূর্তেই তার সাবেকি মন বিদ্রোহ করে। পরের জিনিস একদম না। যাকে কোনওদিন সম্পূর্ণ নিজের করে ভালবাসতে পারবে না, তাকে দত্তক নিয়ে লাভ নেই। সেটা একপ্রকার হিপোক্রিসি। এই দ্বিচারিতা সে করবে না। নিজের প্রতি সৎ থাকাটা জীবনের আবশ্যিক শর্ত। পরমা বোঝে যতদিন সে নিজের কাছে দামি, ততদিন সার্থক তার বেঁচে থাকা।
কিন্তু এই একবিংশ শতকেও, বিজ্ঞানের রথে চড়েও, মানুষ কিচ্ছু বোঝেনি নিজের মনকে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে। হয়তো সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী বলে অহংকারে ভোগে, তাই অনুভূতির স্তরে স্তরে জাগা সূক্ষ্ম দাবিদাওয়াগুলো লুকিয়ে থাকে সেই গর্বে। যখন সে একা উলঙ্গ হয়ে থাকে স্নানঘরে, স্বপ্নে, ভূমিকম্পের মতো চেতনার কেন্দ্র ফুঁড়ে তখন বেরিয়ে আসে নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। নইলে দশদিন বাদে এই পরমাই আর্তির মতো ঋজুর কাছে দত্তকশিশুর জন্য হাহাকার করে?
ঋজু অবাক হয়েছিল। খুশিও হয়েছিল তেমনই। সায়কায়াট্রিস্ট প্ল্যান দিয়েছিলেন পরমাকে বাচ্চাদের মধ্যে রাখতে। ধন্যবাদজ্ঞাপনের জন্য প্রথমেই তাঁকে ফোন করল ঋজু। তারপর দত্তক নেওয়ার নিয়মকানুন জানতে শিশুকল্যাণ দপ্তরে গেল তাঁরা। আলোচনায় বুঝল, দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটা বেশ জটিল। বিশেষত শারীরিকভাবে পরমা এখনও মা হতে সক্ষম, কাজেই অনেক আইনি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তাঁদের যেতে হবে। বিষয়টা সময়সাপেক্ষ।
পরদিন অতীশ ফোন করল।
"বউদি, কনগ্র্যাটস।"
"কেন গো?"
"দত্তক নিতে রাজি হয়েছ শুনলাম।"
"কিন্তু হবে না।"
"মানে?"
"প্রচণ্ড লেংদি প্রসেস। আমার দ্বারা হবে না।"
"ওরকম মনে হয়। ষোলো বছর তো কাটিয়ে দিলে তোমরা। আর দু'-এক বছর পারবে না?"
"কাল বাঁচব কি না ঠিক নেই।"
"যাহ, তোমার অফুরান জীবনীশক্তি। আর আজকাল দেখতেও হেভি গ্লেজ়ি হয়েছ।"
"ইয়ার্কি হচ্ছে? কী চাই বলতো? খালি ঠাট্টা।"
"কিচ্ছু না, বহুদিন বাদে ঋজুকে আজ খোলা গলায় হাসতে দেখলাম। তাই ইমোশনাল হয়ে ফোন করে ফেলেছি।"
"ওহ! তাই বল। আমি ভাবলাম বউদির প্রতি হঠাৎ এত সোহাগ জাগল কেন।"

"শোনো, আমি সিরিয়াস। নেক্সট যাওয়ার আগে জানিও। ছোড়দি চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে সিনিয়র অফিসার। বলে রাখব। এতকাল তুমি রাজি হওনি তাই, নয়তো ছোড়দিকে ক্যাচ মেরে রাখতাম। আর নেমন্তন্ন করছ না বহুদিন। সব টুকে রাখছি।"
"কবে খাবে ?"
"ভদকার সঙ্গে গরম গরম ইলিশ ভাজা। খাব, কিন্তু আগে তোমাদের কাজটা হোক।"
ফোন রেখেই হঠাৎ শিউলির গন্ধ পেল পরমা। শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশ। মনে হল ছোটবেলার দিনগুলোতে ফিরে গেছে। লুকোচুরি খেলছে বন্ধুদের সঙ্গে। মানুষসমান উঁচু কাশফুলের বন।
না হয় পরের শিশুই হল। শিশু ছাড়া জীবন অধরা। এই সত্যিটা

ফোন রেখেই হঠাৎ শিউলির গন্ধ পেল পরমা। শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশ। মনে হল ছোটবেলার দিনগুলোতে ফিরে গেছে। লুকোচুরি খেলছে বন্ধুদের সঙ্গে।

বুঝতে তার এত বছর লাগল?
অবশেষে পুজো এসে গেল। অন্যান্য বছর এই সময়ে ছলছল চোখে সে তাকিয়ে থাকত জানলা দিয়ে। কোথাও বেরতে চাইত না। তার বাপের বাড়ির পাড়া, সার্বজনীন পুজোতে কত মজা, হাসি-আড্ডা হয়। কিছুই তাকে আকৃষ্ট করত না। শুধু দশমীর দিন চুপি চুপি দেবীবরণ করে আসত সে। এবছর ঠিক করেছে আর লুকিয়ে থাকবে না।
সবথেকে বড় কথা, ছোটবেলার প্রিয় বান্ধবী দেবাঞ্জলি উড়ে আসছে সুদূর হিউস্টন থেকে। প্রায় বছর দশেক বাদে দেখা হবে। স্কুলের বন্ধুদের ফেসবুকে খুঁজে খুঁজে বার করল পরমা। এই অবসরে একটা গেট টুগেদার হয়ে যাক।
শ্বশুর-শাশুড়িকে পুজোর কাপড় দিতে গেল পরমা। শাশুড়ির জন্য বালুচরি কিনেছে এবার। শ্বশুরমশাইয়ের জন্য খাদির কুর্তা, পাজামা।
ম্যাডক্স স্কোয়ারে এসেই চেঁচিয়ে উঠল দেবাঞ্জলি।
"একি রে, এটা তো পুরোদস্তুর বিদেশের ক্যাম্পাস!"
"কেন, কী হল?"
"আগে দেখতাম জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। এখন তো দেখছি কে কার জোড়া বোঝা দায়। মেয়েগুলো চেন স্মোকার। ছেলেগুলো মেয়েদের থেকে চেয়ে নিয়ে ফুঁকছে। হিউস্টনে অবশ্য মেয়েদের মধ্যে স্মোকিং একদম কমে গেছে।"
"পরিবর্তন!"
"চেঞ্জ ভাল, কিন্তু এমন নয় যাতে নিজেদেরই ক্ষতি হয়। আখেরে মেয়েগুলো নিজেদের সমস্যা বাড়াচ্ছে। ব্রেস্ট ক্যান্সার তো হু-হু করে বাড়ছে।"
"ছাড় তো। দু'দিনের জীবনে একটুখানি বেঁচে নেওয়া। জানিস দেবাঞ্জলি, চেঞ্জটা পুরোপুরি নিজের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের লড়াই। সেখানে সৎ থাকলে আর কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।"
"তুই এটা দারুণ ডিসিশন নিয়েছিস পরমা। এখনও অবধি যাঁরা একটার বেশি বাচ্চা নেন, শুধুমাত্র নিজেদের খাওয়ানো পরানোর ক্ষমতা আছে বলে, আমার কাছে তাঁরা এক আশ্চর্য স্বার্থপর জীব। এর থেকে একটা অনাথ বাচ্চাকে দত্তক নেওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"
"যাহ, আমারই তো দু'টো বাচ্চা।" পাশ থেকে বলে ওঠে সঙ্গীতা।
"তো কী? আই অ্যাম নট সরি টু সে দ্যাট। যাঁরা অতি সামাজিক, তাঁরাই সমাজের প্রতি সবচেয়ে কম দায়িত্ব পালন করেন।"
পরমা ভাবছিল সঙ্গীতা রাগ করে উঠে যাবে। কিন্তু একেই বলে বন্ধু। মতান্তর হলেও মনান্তর হয় না। সঙ্গীতার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। সে রাগত গলায় বলল, "দু'টো বাচ্চা থাকা মোটেও খারাপ না। কেউ যদি নিতে চান, নিতেই পারেন। না হলে আমাদের সমাজে যেসব সুন্দর সুন্দর রীতি রেওয়াজগুলো আছে তা সব উঠে যাবে।"
"রীতিনীতি মানে? কোনগুলোর কথা বলছিস?"
"ভাইফোঁটা, রাখি।"
"দ্যাখ, রাগাস না। মুখ খুললে সামাল দিতে পারবি না।"
"যাব্বাবা, খারাপ কী বললাম?" সঙ্গীতার মুখ থমথমে।
"তুই যেগুলোর কথা বললি, প্রত্যেকটার জন্য ছেলে অপরিহার্য। ভ্রাতা বিনা ভাইফোঁটা হয় কি বাড়িতে? দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? এক্ষেত্রে দুঃখটা হল প্রতিবার কন্যাভ্রূণ মেরে ফেলা, যতক্ষণ না একটি পুত্রলাভ হচ্ছে। বাহ বাহ!"
পরমা বাধা দেয়। "সঙ্গীতা কিন্তু এটা বলেনি দেবাঞ্জলি।"
"তাহলে কী বক্তব্য? অতই যদি সামাজিক রেওয়াজ রাখার দরকার, তবে একটা সন্তানের পর বিপরীত লিঙ্গের আরও একটা দত্তক নেওয়া হোক। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সামাজিক কর্তব্যও হল।"
দেবাঞ্জলির গলা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। মুগ্ধ হয় পরমা।
দৃপ্ত গলায় বলে দেবাঞ্জলি, "সত্যি বলতে কী রক্তের সম্পর্ক ছাড়া রীতিনীতি হয় না, তা আমি মানি না। সেটা বড্ড ধর্মভিত্তিক। ধর্ম কখনওই মানুষের পরিচয় হতে পারে না।"
ঢাকে কাঠি পড়ার আওয়াজে ওঁরা চমকে ওঠে। মহাষ্টমীর সন্ধ্যারতি শুরু হল। কাতারে কাতারে মানুষ জমা হয়েছে মিলনমেলায়। পরমা উপলব্ধি করে তার মনের ভিতরে হালকা সুখ তিরতির করে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে সঙ্গে।

৪

আজ দেড়বছর ধরে ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতলা ছিঁড়ে তবেই সন্তান পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছে পরমা। অবশ্য ঋজুর বন্ধুর দিদি উপরতলায় খোঁচা না দিলে কিছুই হত না। প্রথম যখন আসত, প্রচুর নিঃসন্তান দম্পতির সঙ্গে কথা হত। কেউ চার, এমনকি পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করেও সন্তান পাচ্ছেন না। পরমা ভয় পেয়েছিল। এভাবে কতদিন প্রতীক্ষায় থাকা যায়? ঋজু আগাগোড়াই তার পাশে ছিল ভাগ্যিস! ঋজু আজকাল বউকে দেখে স্বস্তি পায়। পুরনো স্কুলে আবার জয়েন করেছে পরমা। যদিও টেম্পোরারি, তবু তাতেই খুশি। নিজের জগতে

ফিরলে আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। ছাত্রছাত্রীরা পরমাকে ঘিরে থাকে। মাঝেমধ্যে ছুটির পর পরমাকে আনতে যায় ঋজু। এখন ফ্ল্যাট কেনার ক্ষমতা নেই, তাই অফিসের কাছে দু'কামরার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিল ঋজু। পরমা প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল। কিন্তু ঋজু বুঝিয়েছে নতুন জীবন সুস্থভাবে শুরু করতে গেলে নতুন জায়গায় করা উচিত। দত্তক নেওয়ার পর অহেতুক জটিলতা সৃষ্টির লোক থাকবে না। মা-বাবার থেকেও সমস্যা অন্যান্য আত্মীয়দের নিয়ে। এখানে সেসব হবার জো নেই। তাছাড়া নতুন সন্তানের সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার বিরাট ধাপ পেরোতে হবে তাঁদের। বয়স বাড়ছে। ঋজু বোঝে, এটাই তাঁদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

পায়ে হাঁটা দূরত্ব বলেই ছুটিছাটার দিনেও অফিস যায় ঋজু। ছুটি জমিয়ে রাখছে। বাচ্চা আসার পর সেও কিছুদিন ছুটি নেবে।

নির্দিষ্ট দিনে পরমা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে। ওয়েলফেয়ার অফিসার তাঁদের দাবি মঞ্জুর করে পাঠিয়েছেন। আনন্দের খবরটা পেয়ে তারা পৌঁছে গেছিল অফিসে। তবে একজন স্টাফ জানালেন, তাঁদের বয়সের কথা বিবেচনা করে নবজাতক দেওয়া হবে না। হয়তো আট-ন'মাসের কোনও বাচ্চাকে তাঁরা পাবে। ঋজু আরও খবর পায় যে তাঁদের নতুন ফ্ল্যাট দেখতে আসবেন সরকারি আধিকারিকরা। বাচ্চা নিলেই তো হল না, তাকে কোন পরিবেশে রাখা হচ্ছে সেটাও বিবেচ্য।

"উফ, এত নিয়মকানুনের ঠেলায় তো হাঁফিয়ে উঠলাম।"

"দেশটার নাম ভারতবর্ষ। উপমহাদেশে ঘটা সবরকম দুর্নীতির আড়ত।"

"কেন? দত্তকসন্তান নিয়ে লোকে কী করবে?"

"কী করবে না তাই বল। বিক্রি করতে পারে, পাচার, অঙ্গহানি। এমনকি ঘরের কাজ করাতে পারে। আই মিন বিনে পয়সার চাকর।"

পরমা ভীত চাহনি দেয়।

ঋজু বিমর্ষ ভঙ্গিতে বলে, "হ্যাঁ গো। সবক'টা ব্যাপার বাস্তবে ঘটেছে বলেই এত কড়াকড়ি। ছেলেরা সিঙ্গল পেরেন্ট হতে চাইলে মেয়েসন্তান পায় না একই কারণে।"

পরমার গা গুলিয়ে ওঠে। মানুষের থেকে ঘৃণ্য জীব বোধহয় দু'টো হয় না।

"যাক গে! অতীশ আর পার্থকে কাজের লোক দেখতে বলেছিলাম। দু'জনেই দু'টো আয়া ঠিক করেছে। দিনের, রাতের। কথা বলে কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে রাখ। ছ'মাস বাদে হলেও তো লাগবে।"

পরমা হুঁ-হাঁ করে পাশ ফিরে শোয়। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাড়াতাড়ি চোখে ঘুম নেমে আসে।

দু'মাসের মাথায় ঋজু খবর পেল একটি দশমাসের কন্যাসন্তান পেতে চলেছে তাঁরা।

ভাড়া করা ফ্ল্যাট হলে কী হবে, মনের মতো করে সাজিয়েছে পরমা। শ্বশুরবাড়িতে সেই স্বাধীনতা ছিল না। শুধু বেডরুমেই যেটুকু আধিপত্য। বাকি ঘরগুলো শ্বশুরের ইচ্ছেমত সনাতনী কায়দায় রাখতে হত।

একপাশে একটি আলাদা বেবিকট। খুদে খুদে ফ্রক, ন্যাপি। রং-বেরঙের পুতুল, চামচ-বাটি। উত্তেজনায় পরমার ঘুম এল না রাতে। ঋজুও সিগারেটে টান দিতে দিতে মনস্থ করল বাচ্চার জন্য এবারে ধূম্রপানকে চিরবিদায় দেবে।

পরমার মা-বাবা ঘুরে গেলেন একদিন। মা আবদার করেছিলেন, হবু নাতনিসুদ্ধ মেয়ে তার কাছেই থাকুক। কিন্তু পরমা রাজি নয়। ওদিকে ঋজু জব্বর ধাক্কা খেল বাড়িতে বলতে গিয়ে। বাবা-মা এমনিই গোঁসা করে রয়েছেন। একমাত্র ছেলে আলাদা থাকে। তার উপর আবার দত্তক নেওয়া হবে শুনে মা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল।

"এইসব ভূত তোর মাথায় কে চাপাল?"

ঋজু মৃদু হাসল। "ভূত তো তোমার ছেলে নিজেই। এবার ঘাড়ে আরও একটা ছোট্ট শাঁকচুন্নি আসছে।"

"ইয়ার্কি রাখ বাবু। আমাদেরকে কিন্তু পাবি না।"

"কেন?"

"কোন না কোন জাতের, ধম্মের। ছিঃ ছিঃ!"

"এখন কেউ এসব মানে মা?"

"ও মা, মানবে না কেন? সব্বাই মানে। বাজারে দাঁড়িয়ে লোকে যা খুশি বলুক, তলে তলে লোকের বিচার মারাত্মক। তুই জানিস না তাই। গ্রামে যা, চোখ আরও খুলবে।"

ঋজুর রোম খাড়া হয়ে যায়। মধ্যযুগের থেকে ঠিক কতটা এগিয়েছে তাঁরা?

"তাছাড়া নষ্ট মেয়েদের বাচ্চাকাচ্চাগুলোকেও রাখে দত্তক নেওয়ার জন্য। জানিস তো সেসব?"

ঋজু আর কিছু বলতে পারে না। বেরিয়ে আসে চুপ করে। পার্ক স্ট্রিটের আলো ঝলমলে ইন্ডিয়ার পিছনে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত দেখতে পায় সে। নষ্ট মেয়েরা সেখানে পেট বাঁধিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাঁদের জারজ সন্তানরা খুঁজে বেড়াচ্ছে পিতা-মাতা-ভবিষ্যৎ। খুব রাগ হয় ঋজুর নিজের উপর। নিস্ফল আক্রোশে সে ঠিক করে বসে আর মা-বাবার মুখ দেখবে না কোনওদিন।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই রাগ জল হয়ে যায় ঋজুর। গোটা ফ্ল্যাটটাকে দারুন সাজিয়েছে পরমা। হালকা হলুদ পর্দা, সবুজ কুশন, নরম আলোর ল্যাম্পশেড। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা।

সমুদ্রনীল শয্যা। পাশেই বেবিকটে ছোট্ট ছোট্ট বালিশ, তোষক। দেওয়ালে ঝুলছে ডোনাল্ড ডাক, মিকি মাউজ়, টম অ্যান্ড জেরি। আরাধ্য দেবতার ছোট্ট সিংহাসন জুঁইয়ের মালা আর ধূপের গন্ধে আমোদিত।

পরমাকে দেখতেও লাগছে অপূর্ব। স্নান করে একটা সাদা কাফতান পরেছে। চুলগুলো খোলা। মাতৃত্বের ইচ্ছেই কি মানুষকে মোহময়ী করে?

ঋজু গলার থেকে টাই খুলতে খুলতে অনুভব করে আসন্ন পিতৃত্ব তাঁকেও নেশাতুর করে তুলেছে। একফোঁটা মদ না খেয়েও মাতাল লাগছে আজ। পরমাকে পাঁজাকোলা করে নীল বিছানায় চলে যায় সে। বিঠোফেনের সিম্ফনি হালকা শব্দতরঙ্গ তুলেছে ঘরে। সমুদ্রগর্ভে দুই নরনারী হারিয়ে যায় পরস্পরের মধ্যে।

৫

হেমন্তের বিষণ্ণ সন্ধে। অফিস থেকে ফিরে নিজেই চা বসিয়েছে ঋজু। মুড অফ। বাচ্চাটা পেয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে কবেই। মেয়েকে দেখেও এসেছে তাঁরা। গাবদু-গোবদু চেহারার এক পুঁচকি। সবে দাঁড়াতে শিখেছে। হামাগুড়ি দিতে পটু। লালা ঝরে বলে বিব পরানো। পরমা বারকয়েক 'লালাবুড়ি' বলে ডেকেছে। খিল খিল করে হাসছিল বিচ্ছুটা।

গড়িমসি করে এখনও তাঁদের হাতে তুলে দেয়নি শিশুকল্যাণ দপ্তর। ক্ষুব্ধ ঋজু ভাবছিল চেনাজানা রাজনৈতিক নেতাকে দিয়ে চাপ দেবে কি না।

মুহুর্মুহু বেল বাজছে। দরজা খুলে ঋজু অবাক। পাহাড়প্রমাণ বাক্স নিয়ে ফ্ল্যাটের দারোয়ান। পিছনে হাসিমুখে পরমা। খুশি উপচে পড়ছে মুখেচোখে।

"জান, এই ঘণ্টাখানেক আগে কনফার্ম করল। খুশিকে নিয়ে আসতে পারি যে কোনও দিন। বৃহস্পতিবারই চল।"

মেয়ের নাম খুশি রেখেছে পরমা। তাঁদের ক্লিষ্ট জীবনে একমুঠো নতুন আনন্দ।

"ওহ, তাই এত মার্কেটিং।"

"তোমার জন্যও আছে।" বাক্স থেকে টি-শার্ট বার করে ঋজুর হাতে ধরিয়ে দেয় পরমা।

"চটপট পরে এস। বাইরে ডিনার করব। আজকের সন্ধেটা সেলিব্রেট করি।"
"পরশু কখন যেতে বলেছে? কই আমাকে জানাল না তো?"
"তোমাকে ফোনে পায়নি, তাই মেসেজ করেছে। সরকারি চিঠিও আসবে, কিন্তু সে অনেক দেরিতে।"
ঋজু মোবাইলে ইনবাক্স চেক করে লাফিয়ে ওঠে।
"শিগ্‌গির আয়া মাসিদের খবর দাও। কাল থেকেই আসতে বল। সব গুছিয়ে রাখুক।"
বাথরুম থেকে পরমার গলা শোনা যায়। "চেঞ্জ করে বাইরে বেরিয়েই করছি।"
ঋজু ফিটফাট হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজেকে বাবা বাবা লাগছে নাকি একটু বেশি বুড়োটে? ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি কেটে ক্লিন শেভড হতে হবে। কচি গায়ে নয়তো দাড়ির খোঁচা লাগবে।
এখনই অফিসে ফোন করে ছুটি চেয়ে রাখতে হবে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অতীশকেও বলা দরকার। ও গেলে ভাল হয়। তাছাড়া বাবা-মাকে আর শ্বশুর-শাশুড়িকে জানানো উচিত। আসুক বা নাই আসুক, ঋজু তার কর্তব্য করবে। পরে মা অভিযোগ জানাতে পারে, একটা খবর দিলি না!
ফোন-টোন সেরে ঋজু খেয়াল করল, আধঘণ্টা হয়ে গেছে তবু বাথরুম থেকে বেরয়নি পরমা।
"কী হল তোমার? রেস্তরাঁয় যাবে বললে যে?"
নক করল ঋজু।
ওদিক থেকে শব্দ নেই।
"পরমা?" ঋজুর গলা গমগম করে উঠল।
কয়েকবার ধাক্কিয়েও যখন সাড়াশব্দ পেল না, দারোয়ানকে ডাকল ঋজু। দরজা ভাঙতে হবে। প্রতিবেশী মহিলারাও উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ঋজু দরদর করে ঘামছিল। দরজা ভাঙার পর দেখা গেল মেঝেময় জল থই থই। এককোণে উপুড় হয়ে আছে পরমা। বমি করে নেতিয়ে আছে। জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু উঠবার শক্তি নেই। পাঁচতলাতে একজন ডাক্তার থাকেন। ঋজু তাকেই নিয়ে এল হাতে পায়ে ধরে।
বেসিনে ফেলা টিফিনবাক্স সকালের মতোই ভরা।
ঋজু অবাক হল। আজ কি খাওয়ার সময় পায়নি পরমা?
ডাক্তার ভদ্রলোক পরমার হাত ধরেই বললেন, "কুইক অ্যাডমিশন করুন। পালস পাচ্ছি না। ভেরি ফিবল।"
ঋজু দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিল। কুয়াশা বাড়ছে। সন্ধের পার্ক স্ট্রিটকে কখনও এত মোহময়ী লাগেনি ঋজুর, যতটা আজ লাগছে পরমাকে। নারী কি সত্যিই রহস্যের উৎস? নাকি নারীর ছদ্মবেশে খোদ প্রকৃতিই রহস্যময়ী? নইলে ডাক্তার সেনগুপ্তর অ্যাসিস্ট্যান্ট যখন তাকে এসে খবরটা দিল, বিশ্বাসই হল না।
"আপনি বাবা হতে চলেছেন। কনগ্র্যাচুলেশনস!"
ঋজু ভাবল, তাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করছে।
"আপনাকেই বলছি মিস্টার ঘোষ। শি ইজ় স্টেবল নাও। বেশি বয়সে প্রেগনেন্সি হলে এসব হয়। মানে প্রথমবার তো। প্রিমিগ্র্যাভিডা।"
ঋজু হকচকিয়ে যায়। পরমা মা হতে চলেছে? কিন্তু...
জুনিয়র ডাক্তারটি ঋজুর চোখের ভাষা পড়ে ফেলে।
"ইয়েস, ন্যাচারালি, নট বাই আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনাইজ়েশন। সেজন্যই আপনাদের দু'জনকে আবার অভিনন্দন! স্যার জানলে খুব খুশি হবেন।"
"কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব হল?"

কুয়াশা বাড়ছে। সন্ধের পার্ক স্ট্রিটকে কখনও এত মোহময়ী লাগেনি ঋজুর, যতটা আজ লাগছে পরমাকে। নারী কি সত্যিই রহস্যের উৎস?

"আসলে কী জানেন, টেনশন, স্ট্রেস একটা বড় ফ্যাক্টর ইনফার্টিলিটির জন্য। আমরা পেশেন্টদের বলে বলে ক্লান্ত হয়ে যাই। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও একটা আননোন ফ্যাক্টর থাকে। আর সেটার বেশিরভাগটাই হল অ্যাংজ়াইটি। বাচ্চা অ্যাডপশনের ডিসিশন নিয়ে দারুন কাজ করেছেন। দুশ্চিন্তা, অহেতুক ভয় ছেড়ে গেছে আপনাদের।"
ঋজু অনুভব করে এই মুহূর্তে সে এবং পরমা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে। দৌড়ে জীবনসঙ্গিনীর কাছে যায়।
বমি হয়ে শরীরের অধিকাংশ জল বেরিয়ে গেছে পরমার। স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। রক্তপরীক্ষাও হয়েছে। ঋজু টুল নিয়ে পরমার বেডের সামনে বসে পড়ে। আধঘণ্টা বাদে ডাক্তার সেনগুপ্ত এলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, ঘণ্টাদুয়েক বাদে বাড়ি নিয়ে যেতে। এও বললেন, পরমার শরীর খুব দুর্বল। কাজের চাপ না থাকলেই ভাল। রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট আশাপ্রদ নয়। হিমোগ্লোবিন যথেষ্ট কম। কাজেই ভাল করে খাওদাওয়া করতে হবে। তাছাড়া বেশি বয়সে মা হলে ঝুঁকিও বিস্তর। দু'সপ্তাহ বাদে ডেট দিলেন চেক-আপের। কাল বাদে পরশু এদিকে খুশিকে আনতে যাওয়ার কথা। চূড়ান্ত বিভ্রান্ত হয়ে অতীশকে ফোন করে ঋজু। সমস্ত কিছু খুলে বলে। অতীশ স্তম্ভিত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করে। যাক! এতদিন পর একটা দারুণ খবর পাওয়া গেল।
ঋজু কিন্তু কিছুতেই উল্লসিত হতে পারে না। তার সব ভুল হয়ে যায়। পরমার জন্য ভুল ওষুধ কিনে বসে ফার্মেসি থেকে। মোবাইল ফেলে আসে নার্সিংহোমের রিসেপশনে। অন্যমনস্ক হয়ে টাল খেয়ে চশমার কাচে চিড় ধরায়। তার শুধু চোখে ভেসে ওঠে একটা অবহেলিত কচি নিষ্পাপ মুখ। অবিরাম লালা ঝরছে আর গালে টোল পড়া হাসি। ওদিকে পরমার জরায়ুতে বিশ্বসংসারের প্রার্থিত ভ্রূণ। নার্সিংহোমের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে পরমা। সে মা হতে চলেছে, বিশ্বাস হচ্ছে না। এই দিনটার আশায় প্রতীক্ষা করে ছিল কত বছর! এক একবার মনে হচ্ছে, এত সুখ তার কপালে ছিল? ওদিকে খুশি আসবে! এদিকে সেও বাড়ছে তিল তিল করে। পরমার গায়ে কাঁটা দেয়।
জুনিয়র ডাক্তার ছেলেটি আজ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে।
"ম্যাম, ইউ আর আ গুড সোল। আমাদের এখানে দেখি, কত অচেনা লোকের স্পার্ম নিয়ে মহিলারা মা হতে চান, তবু দত্তক নিতে চান না।"
দুর্বল শরীরেও চিঁ চিঁ করতে করতে পরমা জিজ্ঞাসা করে, "আপনি বলছেন একথা? কিছু মনে করবেন না, দত্তক নিতে শুরু করলে আপনাদের ব্যবসা তো লাটে উঠবে। ইনফার্টিলিটি ক্লিনিকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে লোকজন। একটা বাচ্চা হতে যা খরচ হয়, দশ বিশটা বাচ্চা মানুষ হয়ে যায়।"
ছেলেটি উজ্জ্বল চোখে পরমার দিকে তাকায়।
"আমার বলায় কী আসে যায়? ব্যবসা ব্যবসার জায়গায় আর সত্য তার নিজের জায়গায়। সত্য আপেক্ষিক নয়, ইউনিভার্সাল কন্সট্যান্ট।"
পরমা চুপ করে যায়। উত্তর খুঁজে পায় না। নিজে ফিজ়িক্সের ছাত্রী বলেই উপলব্ধি করে 'মহাজাগতিক ধ্রুবক' কী।
রাত্রিটা একপ্রকার না ঘুমিয়েই কাটাল ঋজু। অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত ভুল হয়ে গেছে। পরমা এত ক্লান্ত যে গভীর ঘুমে মগ্ন। মুখ, পায়ের পাতা ঈষৎ ফোলা। রক্তশূন্যতায় ফর্সা মুখ ফ্যাকাশে। গায়ে চাদর টেনে দিল ঋজু।
ঘুম ভাঙল যখন বেলা হয়ে গেছে। ডোরবেল বাজিয়েছেন শাশুড়ি। সঙ্গে শ্বশুরমশাই। ঋজু বুঝতে পারে মেয়ের অসুস্থতার খবরটা এঁরা

জানেন না। ঋজু সময় পায়নি। পরমাকে ঘরে আনতেই তো মাঝরাত। শাশুড়ি ঢুকেই বললেন, "কাল তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম। মামণি এখনও ঘুমচ্ছে?"

ঋজু বুঝতে পারে না কীভাবে খবরটা বলবে।

সে সংক্ষেপে গতকালের ঘটনা, পরমার মা হওয়ার সংবাদ সবকিছু বলতে থাকে। শ্বশুরমশাই বাক্যহারা হয়ে গেলেন আর শাশুড়ির আনন্দের বহির্প্রকাশ ঘটল অন্যভাবে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন।

"মা রে, অ্যাদ্দিন পরে ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন।"

ঋজু দেখল আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে শাশুড়িমায়ের। অথচ তার দোটানা কেন হচ্ছে কে জানে! অনেকেরই তো দত্তক নেওয়ার পর নিজের সন্তান হয়। পরমা সহজভাবে নিতে পারলে সেও পারবে। ঋজু কয়েক মিনিটের জন্য ফ্রেশ হতে গেছিল। ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজাও হয়নি। ইতিমধ্যে শাশুড়ি তাঁর মোবাইল থেকে একটি অদ্ভুত কাজ করলেন। সটান ফোন করে বসলেন বেয়ানকে।

ঋজু হাঁ হাঁ করে ছুটে এল বারণ করতে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। কেলেঙ্কারি! ঋজু আন্দাজ করে। মা জেনেছে মানে কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে খুশিকে আনতে দেবে না। ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদবে, ব্ল্যাকমেল করবে। ঋজু আশঙ্কিত হল পরমার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে। সবাই মিলে পরমার কানের কাছে এখন গর্ভধারণের মহিমা কীর্তন করবে। আচ্ছা, কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় মা হতে চায় যদি মাতৃত্বের গরিমা সম্বন্ধে তাদের মগজধোলাই না হয়? মানুষ ছাড়া প্রাণীজগতে কোনও স্ত্রী-প্রাণী মাতৃত্বর জন্য এমন হাঁকপাঁক করে না। ওটা যৌন আনন্দের সাইড এফেক্ট। মানুষের কাছে যখন আনন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে সাইড এফেক্ট এড়ানোর বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, তখন সেই পদ্ধতি অবলম্বন করাই তো বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। বিশেষত গর্ভধারণের পুরো কষ্টটা যেহেতু মেয়েদেরকেই নিতে হয়।

ঋজুর আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে মা-বাবা ছুটে এল তার ভাড়ার ফ্ল্যাটে। মা এসেই ঘরময় গঙ্গাজলের ছিটে দিতে দিতে বলে, "অনেক হয়েছে। এবার বাড়ি চল। শুভাশুভের একটা ব্যাপার আছে তো! বংশের প্রথম সন্তান আসছে। ভগবানের দানকে ভাড়ার ভাগাড়ে আমি ফেলে রাখতে পারব না।"

"কিন্তু মা, আগামীকাল বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার কথা আছে।"

"পরের বাচ্চাকে নিয়ে আর আদিখ্যেতা নাই বা করলি বাবু। আনবি, চুকে গেল।"

মায়ের মুখ দেখে মনে হল কালমেঘের বড়ি গিলেছে।

"বাড়ি ফেরা সম্ভব নয় এখন। তুমি কেন বুঝতে চাইছ না মা?'

"বেয়ান যখন এত করে চাইছেন, ফিরে যাও বাবা। না হয়, খুশিকে ক'দিন আমার কাছে রাখলে। আমি লোক রেখে দেব।"

ঋজুর মাথা গরম হয়ে যায়। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "মেয়েকে আমাদের থেকে আলাদা রাখব বলে তো অ্যাডপ্ট করছি না। আপনি খামোখা নাক গলাচ্ছেন কেন?"

শাশুড়ির মুখ ছোট হয়ে গেল। ঘটনার ঘনঘটা এবং আকস্মিকতায় ঋজু বিহ্বল হয়ে যায়। মাথা কাজ করছে না। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু আজ এক প্যাকেট না হলে চলবে না।

বোন শ্রীলা ফোন করেছে। ঋজু মোবাইল কানে নিল।

"আমাদের ঠাকুরমশাইকেই পাঠালাম রে দাদা। কী দারুণ খবর!"

ঋজু বুঝে উঠতে পারল না পুরুত কেন। সে কোনওরকমে প্রশ্ন করল, "কী জন্য?"

"শান্তি স্বস্ত্যয়ন। তুই বাবা হচ্ছিস, বউদি মা হচ্ছে। তোদের কল্যাণের জন্য। সুখবরটা এইমাত্র মা জানাল। বউদিকে একবার দিবি?"

"ঘুমাচ্ছে", বলেই ঋজু টের পায় পরমা ঠিক তার পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে। কখন ঘুম থেকে উঠেছে খেয়াল করেনি কেউ।

"সবার কত চিন্তা!" পরমার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

ঋজু নিচুস্বরে বলে, "তুমি রেস্ট নাও এখন। পরে ভাববে।"

"পরে? আর কখন ভাবব নিজের জীবন নিয়ে? বয়স তো চল্লিশ হতে গেল, আর কবে নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচব?"

"সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে পরমা। ভেবে দেখ, এই বাচ্চাটাকে দত্তক নিয়ে তুমি ভুল করছ কি না।"

"স্পষ্ট করে বল তো তুমি কী চাও?"

"অ্যাবসোলিউটলি মায়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত সে কাকে রাখবে।"

ঋজুর গলা কেঁপে ওঠে, "বাট দ্য ডিসিশন শুড বি অনেস্ট।"

দড়াম শব্দে কেঁপে ওঠে চারদিক। সশব্দে দরজা বন্ধ করেছে পরমা। ভিতর থেকে তাঁর গলা ভেসে আসে, "একদম ডিস্টার্ব করবে না কেউ। একা থাকতে দাও।"

শাশুড়ি দরজায় ধাক্কা দেন। "খোল মামণি, জেদ করিস না।" একে একে এসে দাঁড়ান শ্বশুরমশাই, বাবা, মা।

দরজার আইহোল দিয়ে ঋজু দেখে ঠাকুরের সিংহাসন জড়িয়ে বসে আছে পরমা। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সন্ধে। পরমা দরজা খোলে না। একভাবে কেঁদে চলে সিংহাসন জড়িয়ে।

"ওরে বাইরে আয়। মুখে কিছু তোল, কাল থেকে দাঁতে কুটোটিও কাটিসনি।" শাশুড়ি কাঁদতে থাকেন।

"বউমা, খাও কিছু। আমার কথা ধরো না, ও বউমা!" মায়ের ধরা গলা শুনতে পায় ঋজু।

শ্রীলা ওদিকে পুরুতকে নিয়ে চলে এসেছে। রান্নাবান্না কিছুই হয়নি আজ। ঋজু সকাল থেকে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে গেছে। একই মুদ্রায় পাথরের মূর্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে পরমা। যেন যোগনিদ্রায় গিয়েছে।

বাবা যখন বলে "কী রে, আর কতক্ষণ, এবার তো বউমা না খেয়ে মরবে", ঋজু দরজা ভাঙতে উদ্যত হয়।

ঠিক তখনই খুট শব্দে দরজা খুলে যায়। পরমা ওর আরাধ্য দেবতার মূর্তি বুকে করে বেরিয়ে আসে। চোখেমুখে নির্লিপ্তি, অদ্ভুত প্রশান্তি। তারপর ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি পেটেরটাকে রাখব না ঠিক করলাম।"

মিনিট কয়েক নিস্তব্ধতা গ্রাস করে সবাইকে। ঋজু দেখে মা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, "এ কী সব্বোনেশে কথা গো! অমঙ্গল হবে এবার।"

শাশুড়ি শীৎকার দিয়ে ওঠেন, "কী বলছিস তুই?"

শ্রীলা কাছে আসতে গেলে পরমা একহাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

"ঠিকই বলেছি। নিজের সঙ্গে এতক্ষণ এই যুদ্ধই করে গেছি আমি। যা বললাম, এটাই আমার পরম ইচ্ছা।"

"পাগলের প্রলাপ বকছিস। ওকে বোঝাও ঋজু।" শ্বশুরমশাই ঋজুর হাত ধরেন কাঁপাকাঁপা হাতে।

পরমা হাসতে শুরু করে। খোলা চুলে, অবিন্যস্ত কাপড়ে তাকে দেখায় উন্মাদের মতো।

"কোথায় ছিলে তোমরা, যখন দিনের পর দিন হাহাকার করে বেরিয়েছি সন্তানের জন্য? মা হওয়াটা মানবীর চয়েস, বাধ্যবাধকতা নয়। কখনও নয়।"

"খুশি আমায় ফিরিয়ে এনেছে স্বাভাবিক জীবনে। ওই আমার অনাগত সন্তান, যাকে চেয়েও আমি পাইনি এতকাল। আর ভেবে দেখলাম পেটেরটা জন্মালে কোনওদিনও খুশিকে নিয়ে আমরা কেউই ভাল থাকতে পারব না। অন্তত আমি তো বাছবিচার, পক্ষপাতিত্ব করবই। সচেতনে না হলেও অবচেতনে। কারণ উত্তরাধিকারে পাওয়া বদরক্ত বইছে আমাদের সবার শরীরে। তার দোষ যাবে কোথায়? তার থেকে ওর না জন্মানোই বেটার।"

ম্লান হাসে পরমা। তারপর ঠক করে দেবীমূর্তি রাখে টেবিলে। অস্ফুটে কঁকিয়ে ওঠে, "ঠাকুর, এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ।"

অলঙ্করণ: পিয়ালী বালা

আমোদিত আমদপুর

যাতায়াতে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। আবার গড়পড়তা জায়গায় লোকের ভিড়ে মিশতেও মন চায় না। তাহলে আমদপুর আপনার আদর্শ ডেস্টিনেশন। মেমারির কাছে হেরিটেজ হোম-স্টে চৌধুরীবাড়ি ঘুরে এলেন শর্মিলা বসুঠাকুর।

হস্তদন্ত জীবন। ব্যস্ত সময়। হা ক্লান্ত শরীর। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে মন চায়। কাছে-পিঠেই সই, কিন্তু যেতে চাই। শহুরে জীবন ছেড়ে, রুটিনের বাইরে অনেকখানি অক্সিজেন নিয়ে ফিরে আসা। এই তো চাহিদা। চলুন যাই আমদপুর। আমোদে কাটবে সপ্তাহান্ত, এটুকু বলতে পারি। কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার। বর্ধমান যেতে মেমারির কাছে এই গ্রাম। ন্যাশনাল হাইওয়ে ২ দিয়ে ডানকুনি হয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে চলুন। ঘণ্টা দু'য়েকের জার্নি। বামুনপাড়া মোড় পেরিয়ে আমদপুর হাইস্কুলের পাশ দিয়ে গেলেই পৌঁছে যাবেন চৌধুরীবাড়ি। ট্রেনে যেতে চাইলে বর্ধমানগামী যে কোনও ট্রেনে উঠে মেমারি স্টেশনে নামুন। সেখান থেকে মাত্র দশ মিনিট। প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো এই হেরিটেজ প্রপার্টি আজ হোম-স্টে হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। রূপকার শিলাদিত্য চৌধুরী। এককালে মহিলাদের অন্দরমহল ছিল চৌধুরী জমিদার বাড়ির এই অংশ। সেই পুরনো মেজাজ বজায় রেখে, এই অন্দরমহলেই আধুনিক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করেছেন শিলাদিত্য। সবচেয়ে ভাল লাগে বাড়িতে ঢোকার আগেই দু'পাশে চারটি টেরাকোটা শিবমন্দির। বাংলার প্রাচীন আটচালা

গঠনের মন্দির। বাড়ির পেছনে সুবিশাল দিঘি। বাড়িতে ঢোকামাত্র ঠান্ডা স্নিগ্ধ নুন-চিনি-লেবুর জলের শরবত। অনুপান বড় সঠিক। দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য প্রাণ কাঁদে। কড়িবরগার সিলিং, খড়খড়ি দেওয়া জানলা, বিশাল আয়না, পুরনো ছবি সবই চোখে পড়বে বাড়ি ঘুরে দেখার সময়। একতলায় খাবার ঘর, দালান। দোতলা ও তিনতলায় থাকার ব্যবস্থা। তিনতলার ঘরের সঙ্গে বিশাল চওড়া বারান্দা উপরি পাওনা। বারান্দা না বলে ওপেন টেরেস বলাই ভাল। উঁচু পালঙ্ক, আরামকেদারায় ঘরের সাজ যথাযথ। এসি আছে, তবে খুব গরম না হলে তেমন দরকার লাগে না। শহুরে হুজুগেপনা আর উচাটন তাকে তুলে রেখে ধীর পায়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে দারুণ লাগে। সব ক্লান্তির সেখানেই নিরসন। রাধামাধব মন্দির ও তার সামনের বিরাট শ্বেতপাথরে বাঁধানো নাটমন্দিরটিতে চুপচাপ বসে থাকতেই যে কী ভাল লাগবে! রাধামাধব ও আনন্দময়ী মন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখতে ভুলবেন না। জম্পেশ খাওয়াদাওয়া ছাড়া বেড়ানোর তো কোনও মানেই হয় না। দুপুরে শুক্তো থেকে শুরু করে ডাল, ভাজা, পুকুরের টাটকা কাতলামাছের ঝাল আরও নানা পদ। বর্ধমান অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন, পোস্তর বড়া খাবেন না? এখানকার মাটনটি নরমে-গরমে বড় আদুরে। চেখে দেখতে ভুলবেন না। অভিনব হল মাছের মাথার ঝাল। তবে আপনি যদি প্রকৃতই মেছো না হন, তাহলে এই পেল্লায় মাথা সামলাতে পারবেন না। আর ভাল এখানকার মিষ্টি দই। ঘন, ক্ষীর-ক্ষীর, কিটকিটে মিষ্টি নয়। পৌঁছেই অর্ডার দিয়ে দেবেন। ফেরার সময় নিয়ে আসতে হবে তো। চৌধুরীবাড়ির দুর্গোৎসব দেখার মতো। দুর্গাবাড়িতে উনিশ দিন ধরে পুজো চলে। পুজোর পাঁচ দিন নহবত বসে। আশপাশের গ্রাম থেকেও প্রচুর মানুষ জড়ো হন পুজো দেখতে। চৌধুরী পরিবারের একত্র হওয়ার সময়ও এটাই। কাজেই জমিদারবাড়ির পুজো দেখার শখ থাকলে পুজোর সময় যেতেই পারেন এই হোম-স্টেতে। তবে অনেক আগে থেকে রিজ়ার্ভেশন করতে হবে। ঢাক, সানাই, মশাল নিয়ে বিসর্জন যাত্রা দেখার মতো। ঢাকের তালে নাচতে নাচতে সাঁওতালরা মাকে নিয়ে যায় বিসর্জন দিতে। কালীপুজো, রাস উৎসব, রথযাত্রা, দোলযাত্রা

চৌধুরীবাড়ির বিশেষ উৎসব। লোকের ঢল নামে এইসময়। এইসব উৎসবের দিন মাথায় রেখে এখানে যাওয়ার প্ল্যান করতে পারেন। শীতকালই মনোরম। তবে আপনি যদি আম ভালবাসেন, তাহলে গরমের তোয়াক্কা না করে অবশ্যই একবার ঘুরে আসবেন চৌধুরীবাড়ি। এঁদের আমবাগানে আমের বৈচিত্র্য বলে শেষ করা যাবে না। হারি, বাগদি, সাঁওতাল আর কোলে, এই চার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লাঠিখেলা ও তিরধনুক খেলার বিশেষ আয়োজন এঁরা করে থাকেন। তবে আগে থেকে বলে রাখতে হবে এবং আলাদা খরচ। আসলে এই হোম-স্টেটি এমন যে এখানে লিস্ট মিলিয়ে

কী কী করবেন, কোথায় যাবেন এমন ভাবনা না ভাবলেই ভাল। এখানে থাকাটাই একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা। ফেলে আসা সময়ের সঙ্গে নিভৃত সংলাপ গড়ে তোলাই একটা বড় পাওনা। ডে-ট্রিপের জন্যও দুর্দান্ত।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ: ৯৮৩৬৭৩১১৮৩, ৯৮৩১০৩১১৮৩

ছবি: অমিত ঘোষদস্তিদার

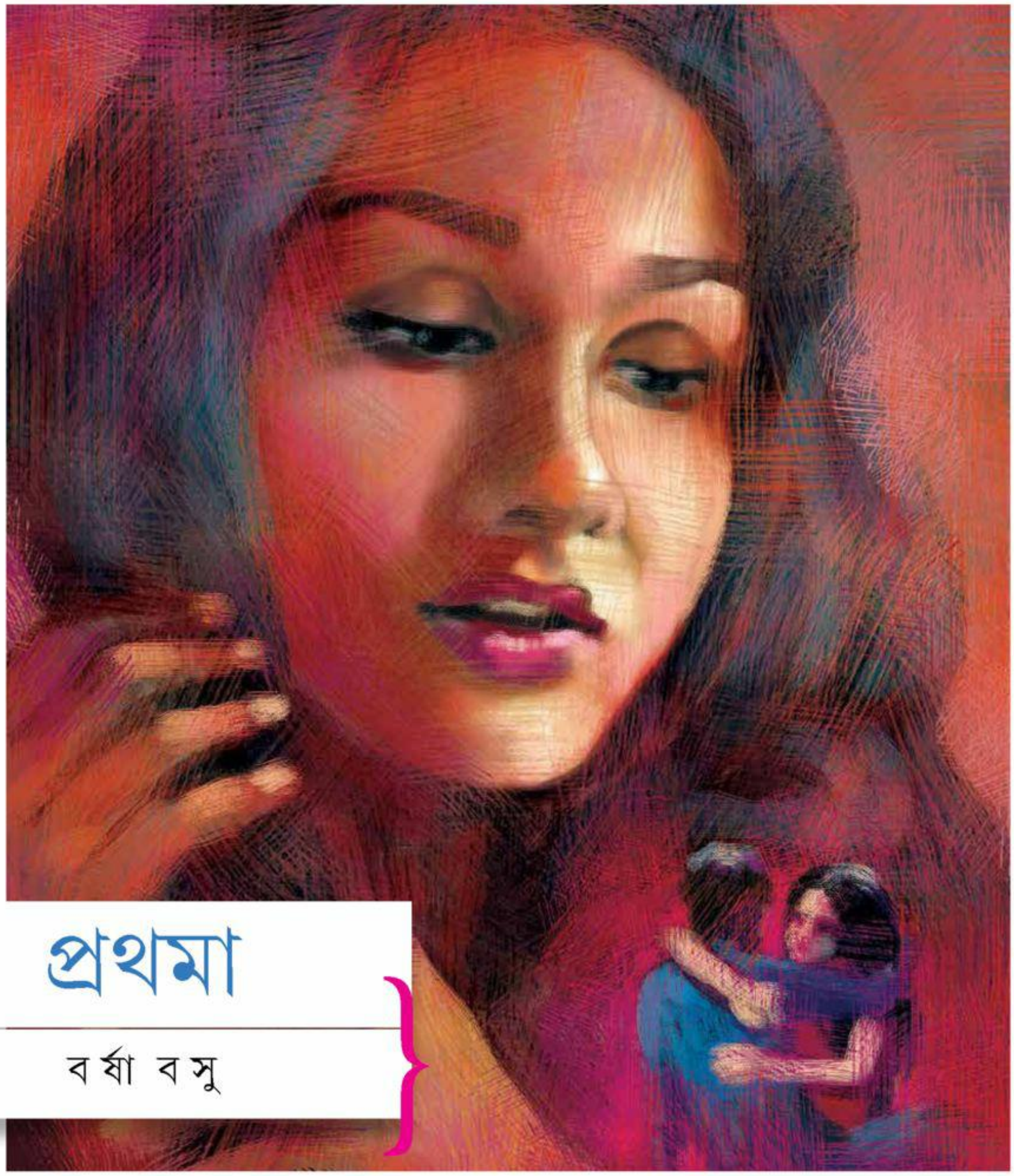

প্রথমা

বর্ষা বসু

রাত অনেক হয়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। শুভ্রজিৎ গাড়িটা কম স্পিডেই চালাচ্ছিল। যত দেরি করে বাড়ি পৌঁছবে ততই ভাল।

কাবেরী আর রাহুলের বাড়িতে পার্টির পর বেশ খুশিমনেই শুভ্রজিৎ আর রাত্রি ফিরছিল। বেশ জমকালো ডিনার পার্টি, বড় বড় লোকেরা নিমন্ত্রিত ছিলেন। বড় বড় অর্থে, অফিসের বড় বড় পদে যাঁরা আছেন তাঁরা। উপলক্ষ্য রাহুলের প্রমোশন। নিমন্ত্রিতরা সবাই বস শ্রেণীভুক্ত, শুধু রাত্রি আর শুভ্রজিত ছাড়া। সেই অচেনা লোকজনদের পার্টিতে শুভ্রজিতের যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কয়েকবার বলেওছিল।

"এটাতে আমাদের বাদ দে। এসব সেমি-অফিশিয়াল পার্টি আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

"কে বলেছে যে তোর ভাল লাগার জন্য তোকে আসতে বলছি? তুই আর রাত্রি যথাক্রমে আমাকে আর কাবেরীকে সাপোর্ট দিতে আসবি। তাছাড়া তোদের বাদ দিয়ে আমার বাড়িতে পার্টি! তা কী করে হয়?"

শুভ্রজিত আর রাহুলের ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্ব যে কত গভীর সে কথা ওদের ধারের পাশের সবাইকে থেকে-থেকেই শুনতে হয়। যখন নতুন বিয়ে হয়ে কাবেরী আর রাত্রি এসেছিল তখন ওদেরও শুনতে হয়েছিল। কাবেরী বলত,

"দেখ রাত্রি, বাল্যবন্ধু হওয়াটা এমন কী ক্রেডিটের ব্যাপার রে? অত শো অফ করার কী আছে?"

"যা বলেছিস। আমরা দু'জনও তো কলেজমেট, ক্লাস পালিয়ে সিনেমা-টিনেমাও কম দেখিনি, সে সব গল্প তো আমরা বলে বেড়াই না, তবে আমাদের কেন ওদের রায় বাগানের আমচুরির গল্প, আরও হাজারটা ছোটবেলার কাহিনি শুনেই যেতে হবে?"

তবে ওরা তখন নতুন বিয়ে হওয়া বউ, তাই কথার মধ্যে ঝাঁঝ ছিল না, প্রশ্রয়ের ভাবই ছিল। ওদের এই প্রশ্রয়টা শুভ্রজিতের খুব ভাল লাগত।

পার্টি থেকে ফিরে এসে চেঞ্জ করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে

এইসব পুরনো কথাই ভাবছিল শুভ্র, সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছিল যে এখন সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে। বিয়ের পর এগারোটা বছর কেটে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছরের রাত্রি, যে এখন পার্টি থেকে ফিরে স্নান করে চেঞ্জ করে ড্রেসিংটেবলের সামনে বসে চুলে ব্রাশ করবে। করেই যাবে, করেই যাবে। সে যেন এক অন্য রাত্রি। এখুনি চেঞ্জ করে ওর চুলে ব্রাশ করা শুরু হয়ে যাবে তা ভাবতেই কেমন একটা চাপা ইরিটেশন অনুভব করছে শুভ্র। রাত্রি বলেছে, কতবার যেন ব্রাশ করতে হয় তবে চুলে শাইন আসে। তবে রাত্রি নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বেশি বার করে। অত কথা বলতে বলতে মানুষ কি আর গুনতে পারে কতবার ব্রাশ করলো! হ্যাঁ, ব্রাশ করার সময় ওর হাত আর মুখ এক রিদমে চলে। শুভ্রজিতের ইরিটেশন হয়। ইরিটেশন হওয়াটা কিন্তু অহেতুক, কারণ ওর বলা কথা শুভ্রজিত তেমন মন দিয়ে শোনেওনা, আর ব্রাশ করাটা না দেখলেই হয়। দেখবার তো কোনও প্রয়োজনও নেই আর বাধ্যবাধকতাও নেই। তবু শুভ্রজিত দেখে, ইরিটেশন হলেও দেখে। কারণ সত্যিই রাত্রির চুলগুলো দারুণ! দেখবারই মতো, একেবারে একসঙ্গে রেশম আর পশমের মতো। কোনও পার্টিতে যখন ও চুলগুলো খোলা রেখে, হাতে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে অকারণে এদিক থেকে ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে, কী দারুণই না লাগে! শুভ্ররও খুব ভাল লাগে। অথচ ভাল লাগা সেই এক রাশ চুলগুলোকে একটু যত্ন করতে দেখলে এত ইরিটেটেড হওয়ার কী আছে? না কিছুই নেই। কিন্তু হয়। আসলে ইরিটেশন ব্যাপারটার কোনও বাঁধাধরা নিয়মই নেই। কখন হবে, কেন হবে, কার হবে, কার হবে না তার কোনও নিয়ম তো নেই-ই, কোনও লজিক, রিজ়নও নেই, তার পিছনে...।

"এ্যাই, ঘুমিয়ে পড়লে?" রাত্রির পরনে ওর বন্ধুর বাইরে থেকে আনা এক অদ্ভুত সুন্দর নাইটি, চুল যথারীতি খোলা। এখন চলবে ব্রাশ করার রিচুয়াল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রেসিংটেবলের সামনে রাখা নচু টুলটায় বসে চুলের ব্রাশটার দিকে হাত বাড়িয়ে রাত্রি বলে, "আজ আমি এক মহা বোকামি করেছি!"

"কোন দিন করো না?" হাসি আর বিদ্রুপের মাঝামাঝি একটা জায়গায় গলার স্বরটাকে এনে শুভ্র বলে।

"সে তো রোজই করি। কিন্তু আজকেরটা একেবারে টপ গ্রেডের।"

"কী রকম?"

"পার্টিতে এক ভদ্রলোক, হবে রাহুলের বস-টস কেউ, বয়স্ক কিন্তু খুব ভাল চেহারা। কাবেরী তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। কী যেন কী নাম বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে পোস্টটাও বলল, আমি দু'টোই ভুলে গেছি।"

"এই নাম ভুলে যাওয়া, পোস্ট ভুলে যাওয়াটাকে তুমি বোকামি বলছ?"

"আরে না না, শোনই না। আমাকে দেখিয়ে কাবেরী যখন বলল এ আমার ক্লোজ় ফ্রেন্ড রাত্রি, আমিও বেশ অমায়িক একটি হাসি হাসলাম। ভদ্রলোক কিন্তু প্রতি-নমস্কার এমনকি 'প্রতিহাসি'টুকুও না দিয়ে ভীষণ অবাক হওয়ার এক্সপ্রেশন মুখে এনে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আরে! আমি তো জল ছাড়বার অর্ডার দিয়ে আসিনি!' আমার বোকা-বোকা মুখ দেখে কাবেরী বুঝে গেছে যে আমি ওঁর কথাটার কোনও মানেই বুঝতে পারিনি, ও তাড়াতাড়ি বলল, সত্যি রাত্রির চুলগুলো দেখলে মনে হয় এখুনি যেন আপনি খবর পেয়েছেন যে ড্যামের জল বিপজ্জনক লেভেলে পৌঁছে গেছে, শুনে আপনি জল ছাড়ার অর্ডার দিয়েছেন আর জল একেবারে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের রূপ নিয়েছে। ভাগ্যিস কাবেরী এমনি করে বুঝিয়ে দিল তবে বুঝলাম এসব আমার চুলের প্রশংসা হচ্ছিল।"

"বোঝবার পরে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগল?"

"কমপ্লিমেন্ট পেলে কার না ভাল লাগে?"

এ কথার জবাব শুভ্র দেয় না। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি নিজেই বলে, "এ ক্ষেত্রে আমি তেমন খুশি হইনি।"

"কেন?"

"কারণ, এই কমপ্লিমেন্টটা ঠিক আমাকে দেওয়া হয়নি। একটু বয়স হয়ে যাওয়া ভদ্রলোকেরা নিজেকে কিছু কনভিন্স করানোর জন্য এসব কমপ্লিমেন্ট দেন।"

"মানে? অন্যকে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে নিজেকে কী কনভিন্স করবেন?"

"এই কনভিন্স করাবেন যে মরা হলে কী হবে! এখনও আমি লাখ টাকা। এখনও আমি ফ্লার্ট করতে পারি, সুন্দরী মহিলাদের চমকদার কমপ্লিমেন্ট দিতে পারি এই সব আর কী!"

পুরুষমানুষ সম্বন্ধে রাত্রির এই অবজ়ারভেশনে শুভ্র একটু অবাকও হয় আর কিছুটা বিরক্তিও অনুভব করে। তবে কথাটা বোধহয় খুব একটা মিথ্যেও নয়। রাত্রিকে কেউ বড় একটা বুদ্ধিমতি বলবে না কিন্তু রাত্রির বোধহয় সহজাত একটা কিছু, হয়তো বোধশক্তি, আছে যাতে ওকে তুমি...।

"কী ভাবনায় পড়ে গেলে আবার?"

"না না কিছু নয়। তোমার বলা কথাটাই ভাবছিলাম। বেশ ভাল বলেছ। তবে আমি যখন এরকম মরা হাতির মতো কাজ করব আমাকে কিন্তু একদম সচেতন করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে সাবধানও করে দেবে।"

"একেবারেই না। রাত্রির সোজা প্রত্যাখান। বলতে লাগল, আমি এসব কিছুই করব না। বরং তুমি লাখ টাকার অধিকারীর মতো ব্যবহার করবে আর আমি বাড়িতে এসে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব, অশান্তি করব..."

"কেন? কেন? ঝগড়া অশান্তি করা কি খুব ভাল কাজ?"

হঠাৎ রাত্রি কেমন যেন এক অন্য একরকম আওয়াজে বলে, "অশান্তি করা ভাল নয় তবে কিছু না করার চেয়ে অশান্তি করা ভাল।"

"মানে?"

'মানে' র জবাব না দিয়ে রাত্রি কাবেরীর কথা ভাবে।

আজকে কাবেরী কাঁদছিলো, মেক-আপ বাঁচিয়ে কী করে ম্যানেজ করল কে জানে? চোখের জল আসার ব্যাপারে রাত্রি অবশ্য কিছু কম যায় না, খুব বাজে সিরিয়ালের দুঃখের সিন দেখেও মুহূর্তের মধ্যে ওর চোখে জল এসে যায়। শুভ্র দেখলে হয় হাসে, না হয় বিরক্ত হয়, নয়তো কিচ্ছু না বলে টিভিটা বন্ধ করে দেয়! কিন্তু এখানে সিচুয়েশন আলাদা। তোর বাড়িতে পার্টি, চারিদিকে লোকজন, তুই-ই হোস্টেস আর তুই-ই এসব কেলেঙ্কারি করবি!

"এসব কী হচ্ছে কাবেরী!" বলে এক ধমক দিয়েছিল রাত্রি।

"কী হয়েছে? রাহুলের সঙ্গে ঝগড়া?"

"ঝগড়া হলে তো কোনও কথাই ছিল না। ঝগড়া তো করেই না। যা বলি তাতেই 'হ্যাঁ'।"

"এটা কোনও কাঁদার কারণ হল? এ তো খুশি হওয়ার কথা।"

"না এটা কাঁদারই কথা। সব কথায় 'হ্যাঁ' মানে কমপ্লিট ইনডিফারেন্স...ভাবটা আমার অফিসে যেমন আমি আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে ইচ্ছেমতো চলি, ইচ্ছেমতো কাজ করি, ইচ্ছেমতো ডিসিশন নিই, তেমনই তোমার সংসারে তুমিও তোমার বুদ্ধিমতো চলবে, তুমি ডিসিশন নেবে কেউ কারও কাজে, কারও ব্যাপারে ইনটারফেয়ার করবে না। ব্যস হয়ে গেল!"

"না রে না। এত সহজে 'ব্যস' হয়ে যায় না। ভগবান না করুন, অফিসে কোনও প্রবলেম হতে দে, দেখবি তুই বুঝিস না বুঝিস, তোর অ্যাডভাইস নিক না নিক, প্রবলেমটা, সেই মহা বোরিং অফিসের সমস্যার কথাটা তোর সঙ্গেই শেয়ার করবে। তুইও

দেখবি, কয়েক বছর পরে তোর ছেলেটা যখন বড় বড় কথা বলবে আর বাজে বাজে বন্ধুদের চক্করে পড়বে, তখন না ডাকতেই ও তোর দুনিয়ায় চলে আসবে আর দু'টো দুনিয়া মিলেমিশে একটা দুনিয়া হয়ে যাবে!" রাত্রির কথায় কান না দিয়ে কাবেরী বলে চলে, "মোটে তিনটে শাড়ি দেখিয়ে কতবার বললাম, বলো না পার্টিতে কোনটা পরবো, সেই এক জবাব—তোমার যেটা ইচ্ছে..."
"কী এমন ভুল বলেছে? আলটিমেটলি তাই তো তুই করতিস, তাছাড়া...।" রাত্রি আরও কিছু বলতো কিন্তু মিসেস বিশ্বাস এসে কাবেরীকে কিছু বলতেই কাবেরী সেই জলভরা চোখেই একগাল হেসে কী যেন বলতে বলতে এগিয়ে গেল, আর সেই হালকা আলোতে মিসেস বিশ্বাস ওর চোখের জল দেখতেও পেলেন কি না সন্দেহ!
পরে একবার ফাঁক পেয়ে রাত্রি বলেছিল, "আচ্ছা কাবেরী আমার দু'টো প্রশ্নের জবাব দে। প্রথম, তুই মেক-আপ খারাপ না করে কাঁদিস কী করে?"
"ওটা আবার কান্না না কি? ওটা তো ওকে ভয় পাওয়ানো! শুনে তো আমি অবাক!"
দ্বিতীয় প্রশ্নটা আর করা হয় নি। হঠাৎ কী যেন কেন রাত্রির মুখ থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে এসেছিল, "আচ্ছা কাবেরী তুই যখন চুলে ব্রাশ করিস রাহুল বিরক্ত হয়?" বলে ফেলেই রাত্রি ভেবেছিল কাবেরী বিরক্ত হয়ে বলবে, "এ আবার কেমন প্রশ্ন?" কিন্তু তা হল না। কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "মোটেই না। ও তখন হয় ঘুমিয়ে পড়ে, নয় বই পড়ে।" রাত্রি জানে শুভ্র বিরক্ত হয়, কিন্তু তাই বলে ঘুমিয়েও পড়ে না বা বইও পড়ে না।
রাত্রির হাতের ব্রাশটা থেমে যায়, ও শুভ্রকে প্রশ্ন করে, "এ্যাই কফি খাবে?"
"তুমি বানাবে কফি?" শুভ্র একবারে উঠে বসে। কতদিন পর...।
"আমি ছাড়া আর কে বানাবে? তোমার মা ওপারে আর তোমার মেয়ে হস্টেলে, তবে আমিই তো বাকি রইলাম তাই না? আর বরকে কিচেনে পাঠানোর মানসিকতা এখনও হয়নি। অতএব...।"
"এখুনি আসছি।" অকারণে হেসে লঘু পায়ে রাত্রি কিচেনের দিকে চলে যায় আর শুভ্র ভাবে রাত্রিকে এখন, এই মুহূর্তে, যেন সেই পুরনো রাত্রির মতো লাগছে। কথাটা বলে ফেলতেও ইচ্ছে করে। শুভ্র বেশ একটু উঁচু আওয়াজে বলে, "আজ তোমাকে কি আগেকার মতো লাগছে। যাকে..."
এতটুকু বলে শুভ্র বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, তারপর বলে, "যাকে আমি খুব ভালবাসতাম।" এই কথাটা খুব আস্তে আস্তে নিজের কাছেই বলে আর ভাবে ভাগ্যিস, ইমপালসে কিচেনের দরজার কাছে পৌঁছে রাত্রিকে জড়িয়ে ধরে কথাটা বলেনি! সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসত, "তার মানে এখন আর বাসো না?" আরে! এই যে মাঝেমাঝে হঠাৎ করে সব কিছু ছাপিয়ে একটা ভালবাসার জোয়ার দেহ-মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই মুহূর্তটাকে শ্রদ্ধা যদি না করতে পারো, অন্তত উপভোগ করো। তা নয় 'এখন আর বাসোনা?' এইরকম বিদঘুটে একটা প্রশ্ন করে মুহূর্তটার আদ্যশ্রাদ্ধ করে বসবে। ভেবেই শুভ্রর বিরক্ত লাগে।

"আরে এখুনি কফি বানানোর কথায় দিব্যি তো খুশি হয়ে উঠেছিলে। এখন আবার কী হল? মুখটা বিরক্তিতে ভরা...।"
দু'হাতে দুই ধুমাইত কফি কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাত্রি বলে।
শুভ্র একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না মানে...।"
"ঠিক আছে, আর 'না মানে, হ্যাঁ মানে' না করে কফিটা খাও আর বল কেমন হয়েছে।"
কফির কাপে একবার চুমুক দিয়ে শুভ্র বলে ওঠে, "আচ্ছা রাত্রি আমাদের ভালবাসার প্রথম দিনগুলোর কথা মনে পড়ে?"
"পড়ে না আবার?"
"সেই দিনগুলোর যে ভালবাসা, তাই-ই বোধহয় আসল ভালবাসা। ভালবাসার বেস্ট রূপ।"
"ছাই! বলতে গেলে ওটা কোনও ভালবাসাই না। ওটা তো হল গ্রাম্য দিদিমা ঠাকুমারা যাকে বলে থাকেন বয়সের ধর্ম। ভালবাসা তো হল এইটা।"
"কোনটা?"
"এই কফি বানিয়ে আনাটা। এখন খেয়ে বলো তো কেমন হয়েছে?"
হেসে উঠে কফির কাপে চুমুক দিয়ে শুভ্র বলে, "খুব ভাল হয়েছে", যোগ করে, "ভদ্রতার কথা নয় সত্যিই খুব ভাল হয়েছে।"
"থ্যাঙ্ক ইউ।" হাসিহাসি মুখে রাত্রি বলে, আর মনেমনে বলে, "হ্যাঁ ভদ্রতা করে বলার লোক তুমি! খারাপ হয়তো কিছুতেই বলতে না, কিন্তু হাল্কা, প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে, তুমি আগে এর চেয়ে বেশি ভাল কফি বানাতে, তারপর আরও গভীরতর মনে গিয়ে বলতে, তুমি অনেক বদলে গেছ। যেমন পার্টি থেকে ফিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চয়ই নিজেকে বলছিলে।"
ভাবেই, মুখে কিন্তু বলে না। না বদলে উপায় আছে? তোমার মনে নেই আমার আছে, প্রথম প্রথম যখন তুমি কোনও পার্টিতে নিয়ে যেতে তোমার সে কী অ্যাপ্রিহেনশন! সবসময় ভয় কিছু না বেফাঁশ বলে ফেলি! সাজগোজের তদারকও নিজে করতে, তারপর যখন ধীরে ধীরে সবকিছু শিখে নিতে আরম্ভ করলাম, আমাকে মনিটর করবার প্রয়োজন রইল না, তখনি ফোঁস করে নিঃশ্বাস—তুমি বদলে গেছ। আরে বাবা কিছুই বদলাইনি, প্রথমের মতোই আছি। আর যেটুকু বদলেছি সে কি নিজের জন্য না কি? তোমারই তো জন্য, তুমিই তো চেয়েছিলে। আমি তো খোঁপাই বাঁধতাম। তুমিই চুল খোলালে আর এখন ব্রাশ করতে দেখলে বিরক্তি!
তবে তাই-ই হয়তো ভাল। এইসব লজিক-বিহীন বিরক্তি, ভিত্তিহীন অভিমান, মানে-ছাড়া চাপা নিঃশ্বাস—এইসব দিয়েই তো সম্পর্কটা বেঁচে থাকে, মাঝে মাঝে ওয়েদার রিপোর্ট বদলে দিতে তো এক কাপ কফিই যথেষ্ট! নইলে থাকো রাহুল আর কাবেরীর মতো, কোনও ঝগড়া নেই, না বাইরে না মনেমনে। ফলে পার্টি শেষ হওয়া মাত্র বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম...এখন করো তুমি যত ইচ্ছে তোমার চুলে ব্রাশ কেউ বাধা দেবার নেই...রাত্রির চিন্তার ঠিক এইখানে শুভ্র বলে, "অনেক হয়ছে ব্রাশ করা, চুলে যথেষ্ট শাইন এসেছে। এবার শোবে এসো। ভাবনায় পূর্ণচ্ছেদ।"
"ব্যস। আর এক মিনিট।"
ইলেকট্রিসিটির শাইন আনা চুলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে বেশ শক্ত একটা নট বেঁধে রাত্রি বিছানায় যায়।
সেই শক্ত করে বাঁধা নটটাকে মুহূর্তের মধ্যে খুলে ফেলে রাত্রিকে কাছে টেনে এনে শুভ্র বলে, "ওই যাঃ! আবার ড্যামের গেট খুলে গেল...।"
রাত্রিকে কাছে টেনে আনতে আনতে শুভ্র নিজেকে মনেমনে প্রশ্ন করে, আচ্ছা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি সব চেয়ে মিথ্যের? সবচেয়ে ছলের? এইতো দু' মুহূর্ত আগেও...।
তা কেন হবে? রাত্রিও মনেমনেই জবাব দেয়। এটা সবচেয়ে সত্যির। সেই চরম আর পরম সত্যিতে পৌঁছবার পথে সবকিছুর অনুমতি আছে। একটুখানি মিথ্যে, একটুখানি ছল...এমনি আরও অনেক কিছুর, বলতে গেলে স-অ-ব কিছুর।

অলঙ্করণ: দীপঙ্কর ভৌমিক

The Human desire to have children is at the heart of your being. If couples find it hard to get pregnant, it can be one of the most distressing times of their lives.

WE CAN HELP YOU

IHR

INSTITUTE OF HUMAN REPRODUCTION

Oldest & Most Successful

IVF (Test-Tube Baby) Center of India

Facilities

IUI	IVF	ICSI	TESA
Egg Donation	Sperm Egg Embryo Banking	Advanced Laproscopy	

35 Years of service to infertile couples	More than 25000 IVF Patient treated	More than 6000 IVF babies born	Best IVF success rates in the country

INSTITUTE OF HUMAN REPRODUCTION

IHR complex, Bharalumukh, Guwahati 781009,
Assam, India, Ph.: 0361-2482619/621, 09864103333
www.ihrindia.com, Email: office@ihrindia.com
Chief Consultant: Dr. Deepak Goenka

INSTITUTE OF HUMAN REPRODUCTION

IHR House, 47 Syed Amir Ali Avenue, Kolkata 700019,
West Bengal, India, Ph.: 033-22904455/56, 09903836224, 9831485078
www.ihrivf.net, Email: helpline@ihrivf.net
Chief Consultant: Dr. M. L. Goenka

INSTITUTE OF HUMAN REPRODUCTION

Spacetown, 2nd Floor, 2nd Mile, Checkpost,
Sevoke Road, Siliguri 734001, West Bengal
Coming Soon

খুদে সেলেবদের গল্প

বয়স বড্ড কম। কিন্তু প্রতিভা আর জনপ্রিয়তার নিরিখে এরা টেক্কা দেবে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সেলেব্রিটিকেও! গান ও অভিনয় জগতের এরকমই পাঁচজন খুদে তারকার সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

কেউ ক্লাস টু, কেউ বা ক্লাস সেভেন। তবে শুধুমাত্র বয়সের নিক্তিতে এদের প্রতিভাকে মাপলে মুশকিল! কারণ এদের কেউ ছোটপর্দায়, কেউ সিনেমায়, কেউ বা আবার গানের জগতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বয়স সেখানে নিতান্তই এক সংখ্যামাত্র। আলাপ করা যাক এরকমই কয়েকজন খুদে সেলেব্রিটির সঙ্গে...

আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়

"টেস্টি খাবার হলে সবই খেতে ভাল লাগে। সবচেয়ে পছন্দের চিংড়ি মালাইকারি," বক্তা টেলিভিশনের খুদে সেলেব আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়। "চিংড়ি মালাইকারি হলে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তিন-চারটে চিংড়ি খেয়ে ফেলি। মা বুঝতে পারে না," সরল স্বীকারোক্তি তার। প্রথমে বাংলা, তারপর সর্বভারতীয় দর্শকদের কাছে সে ছোট্ট 'ভুতু'। 'ভুতু'র পরে কতটা বদলেছে জীবন? জানালেন আর্শিয়ার মা ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, "মেয়ের জন্য আমাদের জীবন অনেকটা বদলে গেছে। ওর জন্যই আমরা এখন মুম্বইতে! এখানে এত প্রতিযোগিতার মধ্যেও ও দাঁড়িয়ে আছে।" তবে আর্শিয়ার কোনও হেলদোল নেই! প্রায়ই কলকাতা ফিরতে চায় সে। আর্শিয়ার দিদি অদ্রিজাও অভিনয় করে। 'গোয়েন্দা গিন্নি'র সেটে দিদিকে দেখতে প্রায়ই যেত ছোট্ট আর্শিয়া। তখন থেকেই কথাবার্তা বা অভিব্যক্তি প্রকাশে সাবলীল ছিল আর্শিয়া। এভাবেই হঠাৎ একদিন 'পটলকুমার গানওয়ালা' ধারাবাহিকে পটলের বোনের চরিত্রে সুযোগ পেয়ে গেল। আর তারপরেই 'ভুতু'র অফার। তবে স্কুল আর শুটিং সামলাতে কখনও অসুবিধে হয়নি। জি.ডি বিড়লায় পড়ত আর্শিয়া। সপ্তাহে একদিন করে স্কুলে যেত। সেটেই আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই

> “অনেকেরই ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করলেও মাথা ঘুরে যায়। সাফল্য মাথায় চড়ে বসে। আবার অনেকে সাফল্য পেলেও ডাউন টু আর্থ। আমি বিশ্বাস করি, সাফল্য আজ আছে, কাল নেই। তাই মাটিতে পা দিয়ে চলতে চাই,” জানালেন আর্শিয়ার মা ভাস্বতী।

বইপত্র নিয়ে যেতেন তার মা। বাংলা ‘ভুতু’র থেকেই ন্যাশনাল চ্যানেলে হিন্দিতে শুরু হয় ‘ভুতু’। প্রথমে একটু দ্বিধায় ছিলেন আর্শিয়ার বাবা-মা। কিন্তু চ্যানেলের জোরাজুরিতে অবশেষে রাজি হন তাঁরা। মুম্বইতে কাজ করতে এসে কোনও ভাষাগত সমস্যা হয় নি আর্শিয়ার। বাবার বদলির চাকরি হওয়ার সুবাদে প্রথম থেকে বাইরে কেটেছে দু’বোনের। দু’জনেই হিন্দিতে পড়াশোনা করেছে। আর্শিয়ার জন্ম যোধপুরে। সেখান থেকে ওড়িশায় চলে যায় তার পরিবার। কলকাতায় মোটে তিন বছর থেকেছেন তাঁরা। ফলে, দু’বোনই হিন্দিতে বেশ সড়গড়। আপাতত মুম্বইতেই পড়াশোনা করে আর্শিয়া। আপাতত মা আর দিদির সঙ্গে থাকে সে। তার বাবা (দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়) কাজের সূত্রে কলকাতাতেই আছেন। “শুটিংয়ে আমি সবসময় থাকি। আমার মা-বাবা থাকেন আমার বড় মেয়ের দেখাশোনা করার জন্য,” জানালেন ভাস্বতী। ‘ভুতু’র শুটিংয়ের সময় সকাল ন’টায় কল টাইম থাকত। মোটামুটি সন্ধে সাড়ে সাতটা-আটটায় প্যাক-আপ। মাঝে অবশ্য অনেকটা বিশ্রামের সময়। খুব কম বয়সে সাফল্য, জনপ্রিয়তা পেয়ে গেলে সাধারণ শৈশব নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনটা আশঙ্কা করেন অনেকে। কিন্তু এমনটা মনে করেন না আর্শিয়ার মা। “আমার মনে হয় পুরোটাই ব্যক্তিনির্ভর। আপনার সন্তানকে কীভাবে গাইড করবেন, সেটা পুরোটাই আপনার ব্যাপার। অনেকেরই ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করলেও মাথা ঘুরে যায়। সাফল্য মাথায় চড়ে বসে। আবার অনেকে সাফল্য পেলেও ডাউন টু আর্থ। এটা এক একজনের নিজস্ব চিন্তাধারা। আমি বিশ্বাস করি, সাফল্য আজ আছে, কাল নেই। তাই মাটিতে পা দিয়ে চলতে চাই,” জানালেন ভাস্বতী। বড় হয়ে মেয়ে অভিনয় করবে কি না, সেটাও মেয়ের উপরেই ছাড়তে চান মা-বাবা। বড় হয়ে আগ্রহের জায়গা পালটে গেলেও কোনও আপত্তি নেই তাঁদের। মুম্বই-কলকাতা মিলিয়ে অনেক অফার আর্শিয়ার কাছে। মুম্বইতে বিজ্ঞাপনেও কাজ করে ফেলেছে। শুটিংয়ের বাইরে আর্শিয়ার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস হল মেক-আপ। ধারাবাহিকের মেক-আপ আর্টিস্ট তাকে মেক-আপ কিট উপহার দিয়েছিলেন। যখনই সময় পায়, সাজতে বসে যায় আর্শিয়া। জাঙ্ক ফুড বিশেষ খায় না। চিংড়ি ছাড়া মাংস আর পনির খুব পছন্দের। কথার মাঝেই আর্শিয়া জানাল, “পড়াশোনা আর খেলা—দু’টোই অল্প অল্প ভাল লাগে। তবে সবচেয়ে ভাল লাগে মেক-আপ করতে।” আর দুষ্টুমি? “দিদির সঙ্গে দুষ্টুমি করি। কিন্তু ফাইনালি আমিই জিতি। কারণ আমি কেঁদে ফেলি। তখন মা আমাকে বাঁচাতে আসে! তবে শুটিংয়ের সময় দুষ্টুমি করি না,” বলল খুদে সেলেব্রিটি।

শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘সোনার পাহাড়’ ছবির ছোট্ট বিটলুর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন আপামর দর্শক। এই বিটলু ওরফে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবেও কিন্তু বেশ প্রাণচঞ্চল। দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি রীতিমতো দস্যিপনায় মাতিয়ে রাখে সে। সিনেমার অফারের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শ্রীজাতর মা সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, “পাঁচ বছর বয়সে নেহরু চিলড্রেনস মিউজ়িয়মে নাটকের ক্লাসে ভর্তি হয় শ্রীজাত। সেখানেই একদিন পরমব্রত আসেন। এসে ওর কিছু ছবি তুলে নিয়ে যান। শ্রীজাত উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরে আমায় জানায় যে ও পরমদা-র ছোটবেলার একটা চরিত্রে অভিনয় করবে! আমরা একদমই সিরিয়াসলি ভাবিনি এ ব্যাপারে। গত বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ পরমব্রত ফোন করেন। প্রথমবার ও নিতান্তই ছোট ছিল। তবে একইরকম পাকা আর ছটফটে ছিল। কিন্তু ও নাকি খুব কায়দা করে পরমব্রতকে উত্তর

দিয়েছিল! আমি কখনওই সেভাবে ওর অভিনয় দেখিনি। পরমব্রতকে বলেছিলাম ‘আমার ওর উপর একবিন্দু ভরসা নেই’। কিন্তু পরমব্রত আশ্বস্ত করেছিলেন। ও যেটুকু অভিনয় করতে পেরেছে তা পুরোপুরি পরমব্রতর জন্য!” শ্রীজাতর স্কুল থেকে অনুমতি পেতে বেশ

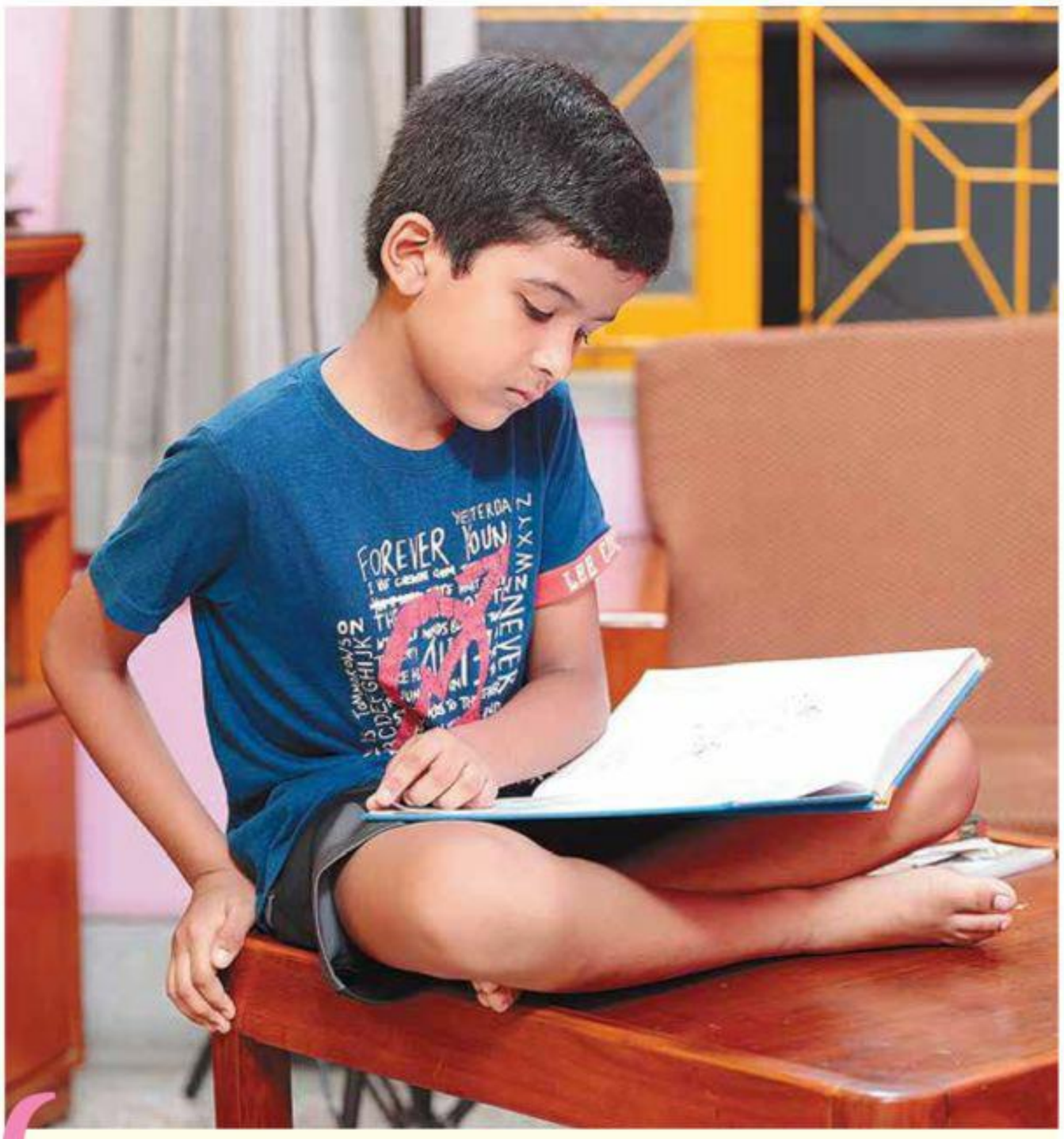

> ‘‘পরমব্রতকে বলেছিলাম ‘আমার ওর উপর একবিন্দু ভরসা নেই’। কিন্তু পরমব্রত আশ্বস্ত করেছিলেন। ও যেটুকু অভিনয় করতে পেরেছে তা পুরোপুরি পরমব্রতর জন্য,’’ জানালেন শ্রীজাতর মা সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্যা হয়েছিল। সে ব্যবস্থাও করেছিলেন পরমব্রতই। আউটডোর শুটের সময় স্কুল কামাই করতে হলেও, কলকাতার শুটিংয়ের সময় একদিনও স্কুল কামাই করেনি শ্রীজাত। ‘‘এত কম বয়সে অভিনয় করুক—এরকম ইচ্ছে আমাদের ছিল না। আমার স্বামীর ঠাকুরদা মঞ্চে অভিনয় করতেন। পরিবারে অন্য এক-আধজন সদস্যও গান-অভিনয় করতেন। শ্রীজাত ছোট থেকেই খুব মুখস্থ করতে পারত। চিলড্রেনস মিউজ়িয়মে আবৃত্তি শেখাতেই নিয়ে গেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে নাটকের ক্লাসে ঢুকে যায়,’’ জানালেন সংযুক্তা। তবে খুদে বয়সে পরিচিতি পেলেও ছেলের স্টারডমকে মোটেও মাথায় চড়তে দিতে চান না শ্রীজাতর বাবা-মা। ‘‘ওর বন্ধুরা বিশেষ পাত্তা দেয় নি! ওকে একদিন এক বন্ধু মারার পরে ও বলেছিল ‘আমি হিরো তুই আমাকে মারলি’। এটা শুনে আর একজন আবার মেরেছিল,’’ হাসতে হাসতে জানালেন তিনি। পড়াশোনা ছাড়া শ্রীজাতর পছন্দ ফুটবল। বিশ্বকাপের সময় থেকে বাবার থেকে এই নেশা পেয়ে বসেছে। সম্প্রতি তবলা শিখতে শুরু করেছে ও। সাঁতারও কাটে। তবে নানা দিকে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও দুষ্টুমিতে মোটেও ভাটা পড়ে না একদিনের জন্যও। ‘‘ওকে যে কাজটা করতে বলা হয়, ও অবলীলায় তার বিপরীতটা করে! খেতে অসম্ভব বেশি সময় নেয়,’’ কথার ফাঁকেই শ্রীজাত মনে করিয়ে দিল সাম্প্রতিক দুষ্টুমির কথা! সংযুক্তা জানালেন পড়াশোনা করতে মোটে ভালবাসে না ছেলে। অমনি ঘাড় নেড়ে সায় দিল শ্রীজাত, ‘‘ঠিকই বলেছে।’’ খাওয়াদাওয়াতেও মোটে উৎসাহ নেই। ‘‘চানাচুর, আইসক্রিম ভাল লাগে,’’ জানাল শ্রীজাত। এছাড়া মাছ আর ডিম খেতেও ভালবাসে। আর মা-বাবার মধ্যে কে বেশি বকে জিজ্ঞেস করলে মায়ের দিকে দেখিয়ে স্মার্ট উত্তর, ‘‘যমদূত!’’ বাবার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বাড়িতে একেবারেই টি.ভি চলে না। ‘ইয়েতি অভিযান’, ‘আমাজ়ন অভিযান’-এর মতো সিনেমা হলে দেখেছে। আর বাড়িতে ফেলুদা দেখেছে সিডিতে। বাবা-মা ইচ্ছা করেই শুটিংয়ের সময় থাকতেন না, যাতে কোনও রকম ডিস্ট্র্যাকশন না তৈরি হয়। ইউনিটের সদস্যদের কাছেই শুটিংয়ের গল্প শুনতেন তাঁরা। যিশুর সঙ্গে প্রচুর মজার সময় কাটিয়েছে শ্রীজাত। আর মা-বাবার নামে মাঝে মাঝেই তনুজা আন্টির কাছে নালিশও করত ছোট্ট

বিটলু। সাক্ষাৎকারের মাঝেই শ্রীজাত দাবি জানাল এবার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে! অগত্যা তিনি জানালেন, ‘‘একদিন পরমব্রত ট্যাংরা মাছ নিয়ে এসেছিলেন। খুব ঝাল ছিল। ও সটান বলল ‘ঝোলে কিসের ফোড়ন দিয়েছে যে এত ঝাল হয়েছে!’’’ এরকম নানা মজার ঘটনা রয়েছে শুটিংয়ের। ‘‘তবে গল্পের বই পড়তে পছন্দ করে। খবরের কাগজও পড়ে ফেলে। ওর যদি পড়ার ইচ্ছে না হয় তাহলে পেন্সিল আর খাতা নিয়ে এক জায়গায় চুপ করে বসেও কাটিয়ে দিতে পারবে। বাংলা টিচারকে খুব পছন্দ করে বলে বাংলায় ভাল নম্বর তুলবেই। বকুনি না দিলে ঘুম আসে না ওর। যিশু (সেনগুপ্ত) সেটে ওকে দেখলেই ওর কান মাপত! মা মেরে কতটা লম্বা করেছে দেখতে,’’ বলে থামলেন শ্রীজাতর মা সংযুক্তা।

ছবি: অয়ন নন্দী

শ্রেয়ান ভট্টাচার্য

রিয়েলিটি শো থেকে সফর শুরু মেদিনীপুরের শ্রেয়ান ভট্টাচার্যের। আর তারপর সে তার নিজের অনন্য গায়কীর গুণে মুগ্ধ করেছে তাবড় তাবড় শিল্পীদের। মুম্বই থেকে কলকাতা—বড় ব্যানারের বেশ কয়েকটি প্রজেক্টে ইতিমধ্যেই প্লেব্যাক করেছে শ্রেয়ান। শুরুটা হয়েছিল একেবারেই কম বয়সে। শুরুর দিকের কথা শোনা গেল শ্রেয়ানের নিজের মুখেই। ‘‘সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে গান শিখছি। গুরু জয়ন্ত সরকারের ছেলের কাছে শিখতাম প্রথমে। এখন গুরুজির কাছেই তালিম নিই। আর গুরুজি যা যা হোমওয়র্ক দেন, বাবা সেগুলো দেখিয়ে দেন,’’ জানাল শ্রেয়ান। ‘সারেগামাপা’ বাংলায় সেকেন্ড রানার-আপ হয়েছিল সে। তারপর সর্বভারতীয় চ্যানেলে রিয়েলিটি শোতে বিজয়ী হয় শ্রেয়ান। আর তারপরে বিভিন্ন সিনেমায় প্লেব্যাকও করেছে। ‘‘প্রায় আট মাস মুম্বইতে ছিলাম। সপ্তাহে একবার দু’টো করে এপিসোড শুট হত। বাকি দিনগুলো রিহার্সাল চলত, গ্রুমিং হত। ক্ল্যাসিকাল শেখাতেন একজন, আবার পারফরমেন্স ঝকঝকে করে তুলতে আরও একজন ছিলেন,’’ অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলল ডিএভি পাবলিক স্কুলের ক্লাস সেভেনের এই ছাত্র। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘হামি’-তে প্লেব্যাক করা হয়ে গেছে। এছাড়া মুম্বইতেও কয়েকটা গানের

পূজার সাজে অদ্বিতীয়া সেই নারী
সঙ্গে থাকলে গারভী-গুর্জ্জারী

গারভী-গুর্জ্জারী
(গুজরাট সরকার দ্বারা অনুমদিত)

অনলাইনে কেনাকাটার জন্য লগঅন করুন
www.garvigurjari.gujrat.gov.in

পাটোলা শাড়ী | বন্ধনী শাড়ী | কটন শাড়ী
ড্রেস মেটিরিয়াল | ব্যাগ বেডসিট
কুশান কভার | স্টোল
ও দুপাট্টা | ফাইল ফোল্ডার | টোরান্স ফুটওয়ার
ডেকোরেটিভ কুরতিস | ওয়াল হ্যাগিং ও অন্যান্য

গারভী-গুর্জ্জারী, দক্ষিনাপন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৬৮, ফোন ২৪২৩৭১১৭
হ্যান্ডলুম হাভেলী, উত্তরাপন,কলকাতা ৭০০০৫৪ ফোন ২৩৫৫১২১৬৩

দিল। কোনও অসুবিধে হয় নি।” গান আর পড়াশোনার বাইরে শ্রেয়ান খেলতে ভালবাসে। “বিকেল হলেই সাইকেল আর ফুটবল নিয়ে খেলতে বেরিয়ে যাবে। আসলে যে সময়ে যে কাজ করা প্রয়োজন ও তখন সেটাই করে। আমাদের আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে হয় না। তবে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে বেশ চুজ়ি। নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখতে ভালবাসে। সকলের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে না। আর শখের মধ্যে বলতে গেলে, ওর ভীষণ গাড়ির নেশা। দেশি-বিদেশি গাড়ির ব্যাপারে ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। তবে খাওয়াদাওয়া করতে মোটে ভালবাসে

না। সারাদিন না খেতে দিলেও চলবে। খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাকি সবকিছুতে ও খুব ডিসিপ্লিনড। খাওয়া নিয়েই বাড়িতে যাবতীয় অশান্তি। আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরলে তবেই শ্রেয়ান রেওয়াজে বসে। আমার স্বামী নিজে খুব ভাল গান গাইত। কিন্তু ছেলেকে তৈরি করার জন্য নিজে সেভাবে গানবাজনা করে না আলাদা করে,” জানালেন মৌসুমী। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় যাতায়াতের বেশ অসুবিধে। রোজই তিন-চার ঘণ্টা সময় শুধু যাতায়াতেই খরচ হয়ে যায়। রেকর্ডিং বা শো থাকলে অনেকটা সময় লেগে যায় পৌঁছতে। তাই, আপাতত ওখানে থাকলেও ভবিষ্যতে ছেলের কাজের প্রয়োজনে কলকাতা বা মুম্বইতে শিফ্ট করতে আপত্তি নেই বাবা-মায়ের। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা।

> “আমি বলেছি, যেদিন রেজ়াল্ট খারাপ হবে গান বন্ধ করে দেব। মুম্বইতে বই-খাতা নিয়ে গেছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিল। কোনও অসুবিধে হয়নি,” জানালেন শ্রেয়ানের মা মৌসুমী ভট্টাচার্য।

রেকর্ডিং হয়ে গেছে। আপাতত দেব-অভিনীত ‘ধূমকেতু’র মুক্তির অপেক্ষা! সেখানেও রয়েছে তার গান। তবে শ্রেয়ানের পছন্দের গায়ক অরিজিৎ সিংহের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাটা বড্ড মধুর তার কাছে। অরিজিৎ সিংহের প্রথম পরিচালনায় অভিনয় ও গান দু’টোই করেছে শ্রেয়ান। মোট তিনটে গান গেয়েছে সে। সিনেমায় অরিজিতের ছেলে নায়কের ভূমিকায়, আর শ্রেয়ান খল চরিত্রে! ছবিটির প্রযোজকও অরিজিৎ নিজেই। আর সিনেমায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ অবশ্যই গান। “সিনেমায় আমি জুনিয়র ক্ল্যাসিকাল গায়ক। গানও করেছি, অভিনয়ও করেছি। শুটিং, রেকর্ডিং দু’টোই হয়ে গেছে। এখন মুক্তির অপেক্ষা। ওঁর সঙ্গে কাজ করাটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা,” জানাল ফ্যানবয় শ্রেয়ান। অরিজিৎ ছাড়া তার পছন্দ উস্তাদ রাশিদ খানকে। ওঁর গায়কী বেশ টানে শ্রেয়ানকে। এছাড়া মান্না দে, কিশোর কুমারের গানেরও ভক্ত সে। প্রায় সারাদিনই এঁদের গান শোনে। তবে এত দীর্ঘ সময় ধরে রিয়েলিটি শোয়ের কাজে বাইরে থাকাটা মোটেও সহজ ছিল না শ্রেয়ানের পরিবারের কাছে! মা মৌসুমী ভট্টাচার্য জানালেন, “প্রথমে চিন্তায় ছিলাম এত বড় প্ল্যাটফর্মে ছেলে কতদূর কী করতে পারবে! ভেবেছিলাম ফেরত চলে আসব। কিন্তু সবাই বলল ওর মধ্যে দারুণ ট্যালেন্ট আছে। তাই কিছুদিন মুম্বইতে থেকে যেতে বলল সকলে। আমি পাঁচ মাস ছিলাম ওখানে। আমার স্বামী (নির্মাল্য ভট্টাচার্য) প্রায় দেড় মাস ছুটি নিয়ে ওখানে ছিল। শ্রেয়ানের দাদাও (সৃজন) খুব সাপোর্টিভ। ও-ও খুব ভাল গান করে। কিন্তু দু’জনকে নিয়ে সামলাতে পারব না বলে ও সেভাবে গানবাজনা করে নি! শ্রেয়ান প্রচণ্ড কেরিয়ারিস্টিক। গানের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও ম্যানেজ করতে পারে। আমি বলেছি, যেদিন রেজ়াল্ট খারাপ হবে গান বন্ধ করে দেব। মুম্বইতে বই-খাতা নিয়ে গেছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে অ্যানুয়াল পরীক্ষা

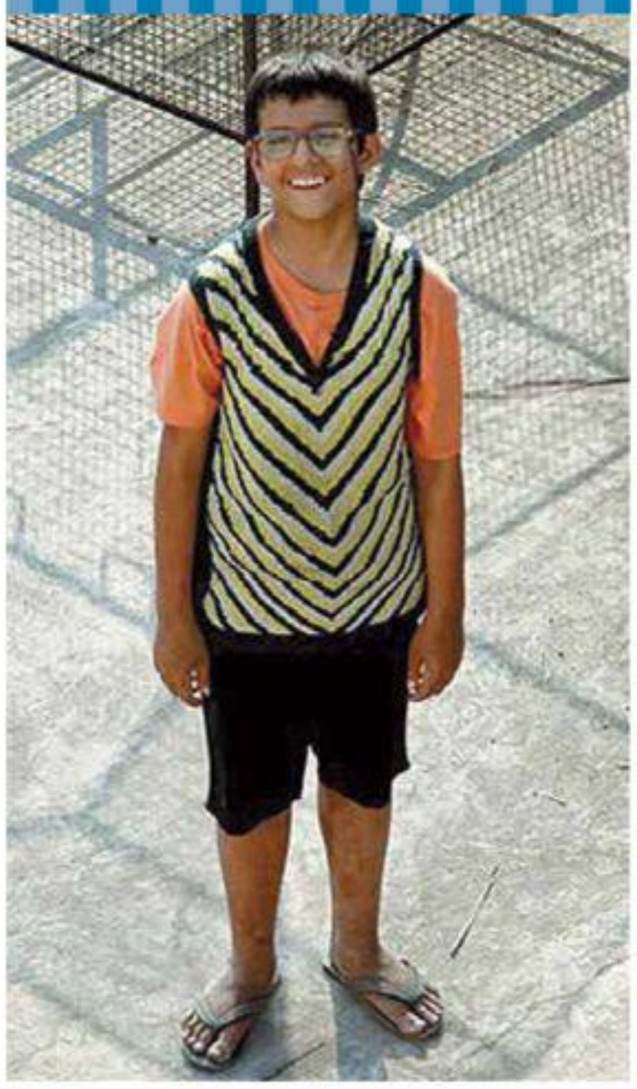

মহাব্রত বসু

ছোটবেলায় সেপ্টিসেমিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিল সে। তারপর থেকেই শারীরিক সক্ষমতা আর পাঁচজনের তুলনায় আলাদা। কিন্তু এসব তথাকথিত প্রতিবন্ধকতা মোটেও দমাতে পারেনি পরিচালক সৌকর্য ঘোষালের ‘রেনবো জেলি’র নায়ককে। কথা হচ্ছে পাঠ ভবন স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র মহাব্রত বসুকে নিয়ে। একটি মাত্র সিনেমা মুক্তি পেলেও সে এখন যথেষ্ট পরিচিত মুখ। সৌকর্যর তত্ত্বাবধানেই সাক্ষাৎকার, ফোটোশুটের আয়োজন। আর তাতেও বেশ সপ্রতিভ মহাব্রত, ওরফে ঘোঁতন! ‘‘ঘোঁতন যেহেতু স্পেশ্যাল ক্যারেক্টার, তাই প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম একজন স্পেশ্যাল চাইল্ডকেই কাস্ট করব। গায়িকা মৌসুমী ভৌমিক যোগাযোগ করিয়ে দেন মহাব্রতর সঙ্গে। ওর চেহারায় বিশেষ এক্সপ্রেশন না থাকলেও, ওর হাসির দৌলতেই আমি ওকে সিলেক্ট করে নিই,’’ জানালেন সৌকর্য। তবে শুটিং শুরুর আগে দীর্ঘ ওয়র্কশপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল মহাব্রতকে। ‘‘দাদা আমাকে বেশি বকত না, অল্প অল্প বকত। আর এক্সপ্রেশন ঠিক করার জন্য খাতায় নানারকম স্মাইলি এঁকে দিত,’’ জানাল মহাব্রত। তবে এতেই শেষ নয়। টানা তিন মাস চলেছিল ওয়র্কশপ, সপ্তাহে পাঁচ দিন করে। সাড়ে বারোটায় স্কুল শেষ হওয়ার পর মহাব্রত চলে আসত সৌকর্যর বাড়িতে। রাত পর্যন্ত চলত ওয়র্কশপ। মাইন্ড আর বডির সিনক্রোনাইজ়েশন ছিল না প্রথমদিকে। সেটা ঠিক করার জন্য দিনের পর দিন স্পুন-মার্বল প্র্যাকটিস করতে হত মহাব্রতকে। ‘‘প্রথমদিন ও চামচের উপর মার্বল রাখতেই পারেনি। দিন সাতেক পরে পারল। এরপর সমস্যা হল ডায়ালগ মুখস্থ করা নিয়ে! কারণ ও যে স্কুলে পড়ত, সেখানে পরীক্ষা, মুখস্থবিদ্যার কোনও জায়গাই ছিল না। মুখস্থ কীভাবে করতে হয়, তাই জানত না ও! কিন্তু ওর মা ওকে স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনাত। সাত দিন পরে বেশ কয়েকটা সিন মুখস্থ বলতে লাগল। এভাবে শ্রুতিনির্ভর মুখস্থ করতে হত ওকে। ওর উলটোদিকের অভিনেতার ডায়ালগের প্রতিক্রিয়ায় ও কোনও এক্সপ্রেশন দিতে পারছিল না বলেই আমি স্মাইলি-মেথড শুরু করি। শুটিংয়ে আমি প্রমপ্ট করতাম কখন কোন স্মাইলি দিতে হবে। মহাব্রত সেভাবে রিঅ্যাক্ট করত। এরপর এল ক্যামেরা-ভীতি কাটানোর উপায়। প্রথম শটে সতেরোটা টেক হয়েছিল। তারপর থেকে আর সেভাবে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু শুটিং শেষের পর শুরু হল আসল সমস্যা। সিনেমা শেষের চার মাস পরে হল ডাবিং। এত দীর্ঘ সময়ের বিরতি নেওয়ায় মহাব্রত ওর চরিত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। কিন্তু একটা কাচের ঘরে নিজের ডায়ালগ শুনে সঠিক এক্সপ্রেশন দেওয়ার কাজটা ও পারল না। আমি মহাব্রতর সামনে বসতাম। আমার কানেও হেডফোন থাকত। হাসির সিনে কাতুকুতু দিতাম ওকে। মহাব্রতর ডায়ালগ

“রেনবো জেলি এক ধরনের সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্টও, যার মাধ্যমে মহাব্রতকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কিছুটা চেষ্টা করা গেল। মহাব্রত একবার বলেছিল ‘আমার প্রতিবন্ধকতা আমার প্রতিপক্ষ। তাকে জিততে দিলে চলবে না,” জানালেন সৌকর্য।

শুনে আমি বলতাম। সেটা শুনে আবার ও একইরকমভাবে বলত। সাউন্ড ডিজ়াইনার আমার অংশটুকু বাদ দিয়ে ওরটুকু রেখে সাউন্ড ম্যাচিং করাত,” কাজের চ্যালেঞ্জের কথা বললেন সৌকর্য। মহাব্রতর অন্যতম বড় দুর্বলতা হল খাওয়া। হট চকোলেট, চিজ় অমলেট সবই চলত ওয়র্কশপে। মহাব্রতর সামনে খাবারের প্লেট রেখে শর্ত দেওয়া হত সিন শেষ না হলে খাবারে হাত দেওয়া যাবে না। শুটিংয়ের সময় রোজ সকালে ১৪-১৫টা করে জিলিপি খেয়ে ফেলত! শেষমেশ জিলিপিই বাদ হয়ে গেল ব্রেকফাস্টের মেনু থেকে। শুটিংয়ে দুষ্টুমি করলেও বাড়িতে নাকি নিতান্তই ভদ্র গোছের সে। মহাব্রত জানাল, “বাবা-মা দু’জনে দু’রকম। মা বকে-মারে, কিন্তু আবার আদর করে। বাবা মাঝে মাঝে শাসায়। মারে না।” মহাব্রতর নিজস্ব কাল্পনিক জগৎ আছে। সেখানে ভয়ঙ্কর সব ভিলেনরা থাকে। ব্রেনের হেডকোয়ার্টার থেকে সঙ্কেত পেলে সেই ভিলেনদের খতম করে আসে সে।

ছবি মুক্তির আগেই নতুন স্কুলে সুযোগ পেয়েছিল ‘ঘোঁতন’। আর ‘রেনবো জেলি’র পর নিজের স্কুলে মহাব্রত এখন ‘স্টার’। ছবি রিলিজ়ের কয়েকদিনের মাথায় ফ্যান লেটারও পেয়েছে সে! তবে শুধু হাসি নয়, মহাব্রতর সেন্স অফ কমিটমেন্টেরও প্রশংসা করলেন তার পরিচালক স্বয়ং। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে ‘রেনবো জেলি’ এক ধরনের সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্টও, যার মাধ্যমে মহাব্রতকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কিছুটা চেষ্টা করা গেল। মহাব্রত একবার বলেছিল ‘আমার প্রতিবন্ধকতা আমার প্রতিপক্ষ। তাকে জিততে দিলে চলবে না,” জানালেন পরিচালক। মহাব্রতর বাবা-মা শুটিংয়ে আসেন নি। সিনেমা নিয়ে খুব উৎসাহীও নন। কিন্তু ছেলেকে বরাবর সমর্থন করেছেন, পাশে থেকেছেন। মগনলাল মেঘরাজ প্রিয় চরিত্র। ভাল লাগে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি আর করিনা কপূরকে। বড় হয়ে সে কী হতে চায় জানতে চাইলে মহাব্রতর চটজলদি ছোট্ট উত্তর, “আগে বড় হই।”

ছবি: দেবর্ষি সরকার

শায়েরী সরকার

জনপ্রিয়তার সূচনা হয় বাংলা ধারাবাহিক ‘ভুতু’র টাইটল ট্র্যাক গেয়ে। পর্দার ছোট্ট ভুতুর গলায় দিব্যি মানিয়ে গেছিল তার গানগুলো। আর সেই গানের সুবাদেই শিশুশিল্পী হিসেবে একাধিক পুরস্কারও জুটেছিল তার ঝুলিতে। শায়েরী সরকারকে এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধু গানই নয়, অভিনয় আর সঞ্চালনাও করছে সমান তালে। সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় ডান্স রিয়েলিটি শোয়ের একটি গোটা সিজ়ন সঞ্চালনা করল সে। একদম শুরুর দিকের কথা বলতে গিয়ে শায়েরীর মা শর্মিষ্ঠা জানালেন, “ও আমাদের একমাত্র সন্তান। ইচ্ছে ছিল ওকে গান শেখানোর। পাঁচ বছর বয়স থেকেই গানের ক্লাসে ভর্তি করে দিই। রথীজিৎ ভট্টাচার্যের কাছে ও প্রথম গান শিখতে শুরু করে। ক্লাস টু-তে পড়ার সময়

রথীজিতের ক্লাসে ‘ভুতু’-র পরিচালক আসেন কয়েকজন শিশুশিল্পীর খোঁজে। খালি গলাতেই শায়েরীর একটা গান রেকর্ডিং করে ওঁকে পাঠানো হয়। সেখান থেকেই ওকে বেছে নেওয়া হয় টাইটেল ট্র্যাকের জন্য। ভুতু-র সব গানই ও গেয়েছিল।” এরপর ‘ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ’ ধারাবাহিকে গানের পাশাপাশি অভিনয়ও করে শায়েরী। পরিচালক অভিজিৎ সেন-এর হাত ধরেই রিয়েলিটি শো-তে পথ চলা শুরু। এবার ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর সঞ্চালনাও করে

“আশেপাশের অনেকেই ওকে সেলেব্রিটি ভাবেন। কিন্তু সেসব ওর কান পর্যন্ত পৌঁছতে দিই না। ওকে সাধারণভাবেই বড় করতে চাই। আমরা কোনওকিছুই জোর কি না। ওর যা করতে ভাল লাগে তাই করবে,” জানালেন শায়েরীর মা শর্মিষ্ঠা।

সে। ‘হামি’-তেও গান গেয়েছে। এছাড়া জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুরে দু’-একটা গানেও কোরাস শিল্পী হিসেবে কাজ করেছে শায়েরী। ভুতু-র অ্যানিমেটেড সিরিজ়ের পুরো ডাবিংও ওরই করা। গান, সঞ্চালনা, অভিনয়—সবকিছু একসঙ্গে চললেও শায়েরী মোটামুটি সব ভূমিকাই সমানভাবে উপভোগ করে। জি.ডি বিড়লায় পড়ে শায়েরী। স্কুল থেকেও প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছে। “স্কুল যেহেতু খুব সাহায্য করে, তাই খুব একটা অসুবিধে হয় না। স্কুলে না যেতে পারলেও পরেরদিন গিয়ে আগের দিনের পড়া বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। শিক্ষকরাও খুব সাহায্য করেন। আর শায়েরী নিজের আগ্রহেই ও হোমওয়র্ক শেষ করে। শুটিংয়ের ফাঁকে সময় পেলে পড়াশোনা করে,” জানালেন শর্মিষ্ঠা। ছোট থেকেই মা-বাবার সঙ্গ সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে শায়েরী। বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর কাজের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। আর ফ্রি টাইমে গানের ভিডিও দেখতেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। “গানের পাশাপাশি অভিনয় করতে চাইলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে আমরা কখনওই জোর করি না। ওর যা করতে ভাল লাগে তাই করবে। আরও অনেক কাজ এসেছিল। ওর ইচ্ছে ছিল না বলেই সেগুলো করে নি। তবে প্রথম প্রায়োরিটি অবশ্যই গান,” মত শর্মিষ্ঠার। কথার মাঝেই শায়েরী জানাল, “এতকিছু করলেও গানটাই ভাল লাগে আমার। লতা মঙ্গেশকর আর শ্রেয়া ঘোষালকে খুব পছন্দ। আর গায়কদের মধ্যে কুমার শানুকে ভাল লাগে।” কুমার শানুর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাটাও দারুণ তাও জানাল ক্লাস ফাইভের এই ছাত্রী। তবে ‘ভুতু’-র গান হিট করার পরে পরিচিতি বাড়লেও সাধারণ জীবনযাপনই করছেন তাঁরা। “আশেপাশের অনেকেই ওকে সেলেব্রিটি ভাবেন। কিন্তু সেসব ওর কান পর্যন্ত পৌঁছতে দিই না। ওকে সাধারণভাবেই বড় করতে চাই,” জানালেন শায়েরীর মা। ভোর পাঁচটায় উঠে রেওয়াজ শুরু হয়। তারপর স্কুলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে সাময়িক বিশ্রাম। তারপর টিউশন পড়তে যাওয়া। রোজই কোনও না কোনও রেকর্ডিং থাকে। অনেকসময় রাতের দিকেও রেকর্ডিং করতে হয়। শায়েরীর বক্তব্য, ওর পড়তেও বেশ ভাল লাগে। “সায়েন্স, ইংরেজি আর ভূগোল পড়তে ভাল লাগে। পড়াশোনা আর গান ছাড়া গানের ভিডিও দেখি। আলাদা করে কোনও হবি নেই। গানই সবকিছু,” জানাল শায়েরী। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অনুসারে তৈরি ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’তে অভিনয় করেছে শায়েরী। তার চরিত্রের নাম পুতুল। কাজের বাইরে মোটের উপর শায়েরী নাকি বেজায় শান্ত! এমনটাই দাবি মায়ের। মাছ আর মাটনের ভক্ত। চিংড়ি, ইলিশ, কাঁকড়া-অন্তপ্রাণ। শায়েরীর বাবাও গিটার বাজান। মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে শো-ও করেছেন একাধিক। আবার মেয়ের রেওয়াজেও সাহায্য করেন। তবে সময়ের অভাবে সব শো-তে বাবা যেতে না পারলেও মেয়ের পাশে থাকেন মা।

শ্রীHari®

COSTUME & GOLD PLATED JEWELLERY

পুজোর সাজ এবার হিট

D.No. SBG 134
MRP. 690/-

D.No.FB 101
MRP. 890/-

D.No. FB 294
MRP. 1,590/-

D.No. FB 290
MRP. 790/-

D.No. FB 332
MRP. 1,080/-

D.No. FB 271
MRP. 790/-

D.No. SFX 509
MRP. 450/-

D.No. SBG 129
MRP. 890/-

D.No. SBG 55
MRP. 890/-

D.No. 9032
MRP. 580/-

D.No. 9041
MRP. 650/-

D.No. SP 1736
MRP. 1,150/-

D.No. SBG 18
MRP. 650/-

D.No. 9055
MRP. 620/-

D.No. SP1939
MRP. 850/-

D.No. SBG 17
MRP. 425/-

D.No. SFX 497
MRP. 380/-

D.No. FX 197
MRP. 350/-

D.No. FX 430
MRP. 380/-

D.No. FX 270
MRP. 450/-

D.No. FX 323
MRP. 300/-

D.No. SBG 171
MRP. 750/-

D.No. SPL 429
MRP. 690/-

D.No. LB 899
MRP. 750/-

D.No. LB 886
MRP. 360/-

আপনার পছন্দের শ্রীহরির গয়না পেতে
নিকটবর্তী রিটেল কাউন্টারে খোঁজ করুন

গোল্ড প্লেটেড ¦ কসটিউম জুয়েলারী ¦ কুন্দন ¦ এডি / সিজেড ¦ ডিজাইনার জুয়েলারী

D.No. 4834
MRP. 390/-

D.No. SBG 213
MRP. 490/-

D.No. SBG 1
MRP. 850/-

D.No. 5047
MRP. 490/-

D.No. SBG 209
MRP. 490/-

D.No. 5035
MRP. 490/-

D.No. GC3F
MRP. 3,000/-

D.No. J53
MRP. 690/-

D.No. J66
MRP. 1,990/-

D.No. FLB 140
MRP. 580/-

D.No. CA 188
MRP. 690/-

D.No. 8765
MRP. 650/-

D.No. 4292
16" MRP. 400/-
18" MRP. 420/-
24" MRP. 500/-

D.No. 4238
24" MRP. 600/-
30" MRP. 700/-
42" MRP. 900/-

D.No. 4270
18" MRP. 440/-
24" MRP. 460/-

D.No. 4237
24" MRP. 840/-
30" MRP. 990/-
36" MRP. 1,080/-
42" MRP. 1,190/-

D.No. 1058
16" MRP. 550/-

D.No. 4563
20" MRP. 1,260/-
24" MRP. 1,540/-

D.No. 4296
24" MRP. 1,520 /-
30" MRP. 1,860/-
36" MRP 2,200/-
42" MRP 2,520/-

D.No. 4273
24" MRP. 1,760/-
30" MRP. 2,080/-
36" MRP. 2,400/-
42" MRP. 2,740/-

D.No. 4210
18" MRP. 540/-
24" MRP. 640/-
30" MRP. 760/-
42" MRP. 990/-

D.No. 4298
24" MRP. 2,200/-
30" MRP. 2,400/-
36" MRP. 2,600/-
42" MRP. 2,960/-

D.No. FLB 147
MRP. 550/-

D.No. FLB 157
MRP. 790/-

গ্যারান্টি
মানেই
শ্রীহরি

বৃহত্তম হোলসেল মল
ডিজাইনার জুয়েলারীর বিশাল সম্ভার

বিশদে জানতে ফোন করুনঃ 033 2272 2272 / 90388 97900 / 70446 01592
সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টা

DESAI
JEWELLERS
PVT. LTD.

3, Tarachand Dutta Street, 4th Floor, Kolkata - 700 073
Near Chitpore Crossing (Burrabazar)
www.shreehari.co

কফির কেরামতি

পরীক্ষার আগে রাত জাগা থেকে কনকনে ঠান্ডায় জমাটি আড্ডার মাঝে, অফিসে কাজের ফাঁকে একটু চাঙ্গা হওয়া থেকে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ আলোচনায়, সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। এক চুমুকেই শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। সেই কফির কেরামতির গল্প শোনালেন ঋতুপর্ণা রায়।

ইয়েমেনে কফির নাম ছিল কায়া, তা-ই তুরস্কে হয়ে ওঠে কাহভা। পরে নানা হাত ঘুরে এই কফি ব্রিটেনে পৌঁছয় এবং শুরু হয় কফি বিপ্লব। শোনা যায় তখন কফির জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে গেছিল যে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে শুধু ইংল্যান্ডেই খুলে যায় ৩০০০টি কাফে।

বাঙালি চা-প্রেমিক। এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার জায়গা নেই। অনেকেই আছেন বেড-টি না খেয়ে কোনও কাজই করতে পারেন না। কলেজ ক্যান্টিন থেকে অফিস, বাড়ির আড্ডা সর্বত্রই চা-এর দারুণ কদর। এই চা-প্রেম একেবার নিখাদ। কিন্তু ধীরে ধীরে চা-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সমীকরণে আর একজন দিব্যি গুটি গুটি পায়ে ঢুকে পড়েছে। তাকে নিয়ে বেশ জমেও উঠেছে আমাদের ত্রিকোণ প্রেম। আর কথায় আছে না পরকীয়া প্রেমের মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনা, আলাদা রোমাঞ্চ আছে। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। চা যদি হয় নিপাট, সাধাসিধে কখনও কড়া মেজাজের গৃহিনী, ইনি তা হলে সফিস্টিকেটেড, আদুরে, আবদেরে প্রেমিকা। আর তার দাপটে একটু হলেও যেন কোণঠাসা চা। বলছি কফির কথা। কফি যে কতটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শহরের রাস্তা ধরে হাঁটলেই। অলি-গলি সবই যেন কফি কলোনি। নামী-দামি ফুড চেন থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ের গোপালদা পর্যন্ত কফির আয়োজন করতে ব্যস্ত। রেল স্টেশন থেকে বাসের ডিপোতে এখন চা-এর পাশাপাশি কফির হাঁকডাকেও মালুম পড়ে তিনি কতটা আম বাঙালির কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। আর সত্যি বলতে কফি নিয়ে যত এক্সপেরিমেন্ট, চা নিয়ে তা কোথায়! কাফেগুলোতে গেলেই দেখবেন চা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টি-ব্যাগ নির্ভর। আর যদি বা এক্সপেরিমেন্টাল চা-এ চুমুক দেন, তা হলে তার মধ্যে চা-ত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সবর্ত্রই এখন কফির আগ্রাসন। আগেকার দিনে কফি ছিল শহরের তথাকথিত এলিটদের পানীয়। কফি হাউজে বসে মগজে শান দিতেন তাবড় তাবড় ব্যক্তিরা। এখন কিন্তু কফি শুধুমাত্র চিন্তা বা আড্ডার অনুষঙ্গ মাত্র নয়। বরং শুধু নানা স্বাদের কফি চাখতেই শহরের কাফেগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন আট থেকে আশি সকলেই।

নাইট্রোজেন ইনফিউজ্ড কফি

এসপ্রেসো মার্টিনি

কফি ক্রিম

কফি পুরোদস্তর সাহেবি পানীয় মনে হলেও এর আগমন কিন্তু আরবদের হাত ধরে। শোনা যায় নবম শতাব্দীতে ইয়েমেনের দার্শনিকরা এমন কিছু খুঁজছিলেন যা খেলে সারারাত জেগে 'ইবাদত' করা যায়। সেই তখন থেকেই কফির প্রচলন। তারপর এই কফি অটোমান সাম্রাজ্যে বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইয়েমেনে কফির নাম ছিল কায়া, তা-ই তুরস্কে হয়ে ওঠে কাহভা। পরে নানা হাত ঘুরে এই কফি ব্রিটেনে পৌঁছয় এবং শুরু হয় কফি বিপ্লব। শোনা যায় কফির জনপ্রিয়তা তখন এতটাই বেড়ে গেছিল যে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে শুধু ইংল্যান্ডেই খুলে যায় ৩০০০টি কাফে। গরম জল, কফি পাউডার আর চিনি মিশিয়ে তৈরি হত এই অমোঘ পানীয়টি। ১৬৮০ সালের কাছাকাছি ভিয়েনাবাসীদের হাত ধরে কফি পেল এক নতুন স্বাদ। মধু আর ক্রিম মিশিয়ে তৈরি হতে শুরু করল কফি। রং পালটে হল বাদামি, এখন যার পোশাকি নাম ক্যাপুচিনো। এই পরিবর্তেনর ধারা কিন্তু আজও বজায় আছে। গরম-ঠান্ডা মিলিয়ে কফির ধরন বোধহয় হাতে গুনে শেষ করা যাবে না।

বাঙালি অবশ্য কফির প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে অনেক পরে। ভেতো মধ্যবিত্ত বাঙালি আগে বুঝত গরম দুধের পেয়ালায় বাদামি গুঁড়ো ঢেলে চিনি গিয়ে গুলে দেওয়ার নামই কফি। তার দেখা মিলত ক্বচিৎ-কদাচিৎ শীতকালে। ক্রমে ক্রমে কালো কফি ঢুকে পড়ল আমাদের হেঁশেলে। তবে কফি নিয়ে এত আদিখ্যেতা তখন মোটেও ছিল না। এখন অবশ্য সে ছবিটা পুরোই

পালটে গেছে। কফি ফেস্টিভাল থেকে কফি ব্রিউয়ারি সবই চলছে জোরকদমে। কফির চাষ তো এখন এদেশেও হয়, কর্নাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, ওড়িশা আর উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে। আগে কফি গাছ শুধুই ইয়েমেন আর আরবেই পাওয়া যেত। ১৬১৬ সালে ওলন্দাজরা প্রথম কফি নিয়ে যান তৎকালীন নেদারল্যান্ডসে। তারপর ভারতের মালাবার অঞ্চল ও ইন্দোনেশিয়ায় শুরু হয় কফির চাষ।

এ তো গেল কফির ইতিহাস। কিন্তু কফির মহিমা তো আর শুধু এতেই সীমাবদ্ধ

নেই। সে তো এখন আমাদের রোজকার যাপনচিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। সকালে ব্রেকফাস্টের টেবল, অফিসে কাজের ফাঁকে কিংবা বান্ধবীর সঙ্গে একলা সময় কাটানোর মুহূর্তে, কফি কিন্তু সবসময় হাজির। তবে আপনি কোন ধরনের কফি খাবেন, তা একান্তই নির্ভর করে আপনার ভাল লাগার উপর। আমার ভাল লাগে ঘন দুধে টইটম্বুর আর ডার্ক চকোলেটের সংমিশ্রণে তৈরি মোকা খেতে। চকোলেট আর কফির যুগলবন্দি মুখের মধ্যে একটা মিষ্টি স্বাদ রেখে যায়। তার জন্য অবশ্য কফি আর চকোলেটের ভারসাম্য ঠিক হওয়া দরকার। আর চকোলেট বাদ দিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেই তা হয়ে যায় লাতে, যা আবার ফরাসিদের বেজায় পছন্দ। অনেকে অবশ্য এত ঘন কফি খেতে পছন্দ করেন না। তাঁরা আবার কফির কড়া মেজাজের ভক্ত। এসপ্রেসোর তিতকুটে স্বাদ তাঁদের বেজায় ভাল লাগে। সঙ্গে অল্প ব্রাউন শুগার দিলেই তাঁরা খুশি। ইতালির মানুষেরা নাকি এই এসপ্রেসো ছাড়া দিন শুরুই করেন না। তুরস্কের কফি দেখতে একদম কুচকুচে কালো। গাঢ়, ঘন, মিস্টি কড়া স্বাদের এই

টার্কিশ লাতে

টার্কিশ কফি সাধারণত খাবারের পরে পরিবেশন করা হয়। আমাদের শহরে এখন বেশ কয়েকটি কাফেতে দেখা মেলে এই কফির। আর আপনি যদি হন বেজায় শৌখিন, তা হলে আপনার ভাল লাগবে আইরিশ কফি। এ যেন অনেকটা কফি ককটেল। একটু কড়া, একটু মিষ্টি। চিনি আর অল্প আইরিশ হুইস্কির সঙ্গে জোট বেঁধে হাজির হয় এই কফি। আর ফেনায় নকশা তোলা অলটাইম ফেভারিট ক্যাপুচিনো তো আছেই। উষ্ণ কফির পাশাপাশি কোল্ড কফিও কিন্তু দারুণ জনপ্রিয়। ক্রিম, আইসক্রিম, ব্রাউনি, চকোচিপস কত না সংযোজন শিরশিরে আইসডকফিতে। আছে নাইট্রোজেন ইনফিউজ্ড কফিও। এ আবার এক মহাযজ্ঞ বলতে পারেন। কেনিয়া কফি বিনস মিডিয়াম রোস্ট করে ৪৮ ঘণ্টা ধরে ব্রিউ করা হয় ০-৫° সেন্টিগ্রেডে। তারপর তিন লিটার কোল্ড ব্রিউ আর তিন লিটার জলের (নাইট্রোজেন গ্যাস ইনফিউজ্ড) সঙ্গে মেশানো হয় এই স্পেশ্যাল কফি। আর এই ধরনের নিত্যনতুন কফির তালিকা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে। আর কফিপ্রেমের কারণেই তো শহরে একের পর এক খুলে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কফি চেন। রাত বারোটাতেও ভিড়ে ঠাসা। কফি বানানোটা যে কোনও শিল্পের চেয়ে কম নয়, তা এখানকার কর্মীদের দেখলেই বোঝা যায়। কফির জলের জন্য আদর্শ টেম্পারেচার আছে, বেশি-কম হলে কফির স্বাদ পালটে যায়। ঠান্ডা কফি তৈরি করার জন্য চাই আলাদা মুনশিয়ানা। তবেই না স্বাদে, গন্ধে এ আপনাকে মাতোয়ারা করতে পারবে! ইলিশ-চিংড়ি, ইস্টবেঙ্গল-মোহলবাগানের

কাফে নোহিতো

ক্যারামেল ডিজ়ায়ার

রোজ় লাতে

মতো চা আর কফি নিয়ে বিতর্ক সব সময় থাকবে। কিন্তু সব দ্বৈরথ তো আর খারাপ নয়। বরং না থাকলে স্বাদবদলের সুযোগ পাবেন কী করে! এদের দ্বন্দ্বের গল্প নয় তোলা থাক অন্য কোনওদিনের জন্য। আপাতত চলুন কফির কয়েকটা চটপট রেসিপি শিখে নিই। সঙ্গে ভাল কুকিজ়, কেক, ক্রয়াসঁ সার্ভ করতে ভুলবেন না যেন!

টারকিশ ক্যাপুচিনো

উপকরণ: আমন্ড সিরাপ ১০ মিলি, রোজ় সিরাপ ৫ মিলি, স্টিমড মিল্ক ১৫০ মিলি, এসপ্রেসো ২৫ মিলি।

প্রণালী: উষ্ণ কাপে আমন্ড সিরাপ ও রোজ় সিরাপ ঢেলে দিন। কফি বিন বেটে গুঁড়ো করে নিন। সেখান থেকে ২৫ মিলি মতো নিয়ে কাপে দিন। স্টিমড মিল্ক (৮০-১০০° সেন্টিগ্রেড) ঢেলে দিন। মিশিয়ে সার্ভ করুন।

রোজ় লাতে

উপকরণ: রোজ় সিরাপ ১০-১৫ মিলি, এসপ্রেসো ২৫ মিলি, গরম দুধ ১৮০ মিলি।

প্রণালী: উষ্ণ কাপে রোজ় সিরাপ ঢেলে নিন। একইভাবে কফি বিনস গুঁড়ো করে ২৫ মিলি এসপ্রেসো ও গরম দুধ ঢেলে দিন। মিশিয়ে সার্ভ করুন।

ক্যারামেল ডিজ়ায়ার

উপকরণ: ভ্যানিলা আইসক্রিম ১৬০ গ্রাম (২ স্কুপ), দুধ ১০০ মিলি, বরফ ৬ কিউব, ক্যারামেল সিরাপ ১৫ মিলি, চকোলেট সিরাপ ১০ মিলি, এসপ্রেসো ৫০ মিলি।

প্রণালী: ভ্যানিলা আইসক্রিম, দুধ, এসপ্রেসো আর বরফের টুকরো একসঙ্গে মিক্সিতে ৩০-৬০ সেকেন্ডের জন্য ব্লেন্ড করে নিন। একটা লম্বা গ্লাসে ক্যারামেল সিরাপ ও চকোলেট সিরাপ ঢেলে দিন। এর উপরে কফির মিশ্রণ ঢেলে সার্ভ করুন।

রেসিপি সৌজন্য: বাইকার্স কাফে

এসপ্রেসো মার্টিনি

উপকরণ: এসপ্রেসো শট ৬০ মিলি, ভ্যানিলা সিরাপ ১৫ মিলি, ভ্যানিলা এসেন্স ২-৩ ফোঁটা।

প্রণালী: সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্রি-চিলড মার্টিনি গ্লাসে ঢেলে কফি বিনস ও কফি ডাস্ট দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

কাফে নোহিতো

উপকরণ: এসপ্রেসো শট ৬০ মিলি, লেবুর রস ১৫ মিলি, ট্রিপল সেক ১৫ মিলি, জিঞ্জার এল অল্প, রোজ়মেরি স্প্রিগ ১টা।

প্রণালী: সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে টিউলিপ গ্লাসে ঢেলে দিন। জিঞ্জারএল উপরে ছড়িয়ে দিন। কফি বিনস, রোজ়মেরি স্প্রিগ দিয়ে সাজিয়ে সার্ভ করুন।

কফি ক্রিম

উপকরণ: এসপ্রেসো শট ৪৫ মিলি, মারমালেড ১ বড় চামচ, আদার সিরাপ ১৫ মিলি, ফেটানো ক্রিম, পুদিনাপাতা, চকো চিপস সাজানোর জন্য।

প্রণালী: সব উপকরণ ফেটিয়ে নিন। ফেনা ফেনা হলে ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢেলে নিন। ক্রিম, পুদিনা পাতা, চকোচিপস দিয়ে সাজিয়ে সার্ভ করুন।

রেসিপি সৌজন্য : স্লাই ফক্স গ্যাস্ট্রো পাব

তথ্য সহায়তা ও লোকেশন সৌজন্য:
স্টারবাকস, পার্ক ম্যানশন
ফোন: ৯৭৪৮৭১৪৬৯৫
স্লাই ফক্স গ্যাস্ট্রো ক্লাব, সল্ট লেক
ফোন: ০৩৩ ৩০৯৯০৩১৬
বাইকার্স কাফে, এলগিন রোড,
ফোন: ৯৮৩১১৫১৪৮৩
কাফে ব্লু মাগ, যোধপুর পার্ক,
ফোন: ০৩৩ ৪৬০০৫০৭০

ছবি: অয়ন নন্দী
শুভদীপ ধর

উদ্‌যাপন করুন
এক সোনালি ঐতিহ্য

concepts@resourceindica.com

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Gariahat 131-A, Rashbehari Avenue (Near Triangular Park), Kolkata 700 029. Phone 2464 2464
Behala 401 Diamond Harbour Road (Near Number 14 Bus Stand), Kolkata 700 034. Phone 2398 8822/23
Barasat Dak Bungalow More, Kolkata 700 126. Phone 2552 8822/23
Agartala Kaman Chowmuhani (Opposite UCO Bank), Agartala 799 001. Phone 238 1177

Rajkumari's
Salon & SPA

Haritala
Ladies Parlour & SPA
Haritala, Barasat, Kol-124
Call : 033-2584 2463

Suncity Mall
Family Salon
Suncity Mall, Barasat, Kol-124
Call : 90510 40054 / 98362 93966

ফুল অনেক সুন্দর, যদি সাজাতে জানো।। জীবন অনেক রঙিন যদি রাঙাতে জানো।।
পৃথিবী অনেক সুন্দর যদি দেখতে পারো।। নারীরা অনেক সুন্দর যদি শাড়ি পরতে জানো।।
তাই এবার পুজোর সাজ মানেই শাড়ি। আর নারীর সৌন্দর্য মানেই শাড়ি। শাড়ির সাজে অপরূপা হয়ে যাওয়ার
একটাই শ্রেষ্ঠ ঠিকানা হল "আদি ঢাকেশ্বরী কলেজ স্ট্রিট"।
আদি ঢাকেশ্বরী কলেজ স্ট্রিটের বেনারসী মানেই - "দাম্পত্য জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি"

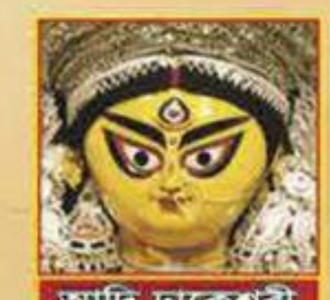

আদি ঢাকেশ্বরী
৫৭/১ কলেজ স্ট্রীট

পুশসেলারদের জন্য
বিশেষ সুবিধা

Ph. : 2219-0147, 2219-4589, 9874633830, 8910301722, 9748685424
Whatsapp : 9874633830 Email : adidhakeswari50@gmail.com

Follow, Like & Share our facebook page : adi dhakeswari college street
View our episodes in you tube from channel adi dhakeswari college street "TUMI ANANNYA"

নীলকণ্ঠ বা অপরাজিতা। তার মায়াবি রং থেকে ধার করেই ঘন নীল সিল্কের শাড়ি। চওড়া পাড়ে জরির কারুকাজ।

অপরাজিতা, জবা, পদ্ম, শিউলি। পুজোয় ফুলের সমারোহ। সেই ফুলের রঙেই নবসাজে সেজে ওঠার পরিকল্পনা। জীবনের উৎসবেও লাগুক সেই নবীনতার আস্বাদ। রঙিন শাড়িতে, সোনালি আভরণে, কঙ্কনে, চন্দনে যৌবন পাক সম্মান।

যৌবনরঙ্গিনী

শাড়ি: সিমায়া,
ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক
ফোন: ০৩৩ ২৪৬৫৭০৭০
গলার হার: মানস ঘড়াই
ফোন: ৯৭৪৮০২৪৪১১

টুকটুকে লাল
শাড়িতে হলুদ
সুতোয় বোনা চওড়া
পাড়। এ যেন দেবীর
পায়ে সমর্পিত
লাল জবা ফুলেরই
প্রতীকী রূপ।

শাড়ি: কমলা, আইসিসিআর
ফোন: ০৩৩ ২২৮২০৭৬৩

গোলাপি পাপড়ির
অমোঘ আবেদন।
পদ্মের রঙেই
রাঙানো সোনালি
বুটিদার সিল্কের
শাড়ি। চওড়া পাড়ে
জরির কাজ।

শাড়ি: সিমায়া,
ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক

ফেস্টিভ অফারের সুবিধা নিন আমাদের যে কোনও স্টোরে

50%* পর্যন্ত ছাড় গয়নার মেকিং চার্জে | 0%* বাদ পুরোনো সোনার বিনিময়ে

everlite FLORAL COLLECTION | SENCO™ GOLD & DIAMONDS

লাইটওয়েট জুয়েলারির অনন্য সম্ভার, শুরু মাত্র ₹10,000* থেকে

Shop online at www.sencogoldanddiamonds.com | Toll Free Helpline: 1800 103 0017

Register at mysenco.in | Franchisee enquiry: 9874453366

Like us at Senco Gold & Diamond Follow us on | OPEN 7 DAYS A WEEK | Apply for jobs: jobs@sencogold.co.in

Customer Care No. : 033 40215038 | Customer Care E-mail ID: customerfeedback@sencogold.co.in | Available at amazon.in | *T & C apply

কলকাতা: গড়িয়াহাট 03324197573, 9874074895 • মৌলালী 03322847811/7812 • বউ বাজার (বউ বাজার হাই স্কুলের নীচে) 03322419022/7958 • যাদবপুর (সুলেখা বাস স্টপের কাছে) 033-4066-4000/4003 • লেক মার্কেট 03324669407/9408 • বেহালা 033 2399-0284 • হাওড়া ময়দান 03326372284/9874074686 • ডালহৌসি (পাসপোর্ট অফিসের পাশে) 03340052053 • বারাসাত 03325844961 • গড়িয়াহাট (পুরোনো গড়িয়াহাট) 03324408445/5687 • কাঁচরাপাড়া (হালিশহর) 03325850103 • শ্যামবাজার 03325553740, 25308138 • গড়িয়া 03340647535 • বারুইপুর 03324230027 • সোদপুর 03325657777/6666 • বাগুইআটি 03357008881/29860448 • হাবড়া 03216270050/270051 • আমতলা 033-24808098/08961006511 • শ্রীরামপুর 033 2652 0302/9782 বাংলার অন্যান্য জায়গায়: আরামবাগ 03211256270 • আসানসোল 03412316090 • ব্যারাকপুর 033-2545 2894 • বর্ধমান 03422568400 • বর্ধমান (বেনাচিতি) 8116988999/03432584800 • বর্ধমান (মেমারী) 03422250600 • বোলপুর 03463252354 • বাঁকুড়া 03242240122 • বহরমপুর 03482258180/9874090336 • চুঁচুড়া 26811944 • কোচবিহার 03582229545 • ডানকুনি 03212269666 • দুর্গাপুর (সিটি সেন্টার) 03433209224, 2542526 • কাঁথি 03220257999 • কাটোয়া (কাছারী রোড) 7001352065/03453255581 • খড়দহ 03325235272 • কোলাঘাট 03228256140 • মেদিনীপুর 7479000605/606 • নবদ্বীপ (পোড়া মা তলা) 03472-242212/09732520218 • রায়গঞ্জ (থানা রোড উকিলপাড়া) 03523242323 • রামপুরহাট 03461255752 • সিউড়ি 03462250061 • তমলুক 03228266251 • উত্তরপাড়া 033 2664-2933/44 • ভদ্রেশ্বর 9874982482/9874986442/ 033-26330171 • পুরুলিয়া 03252222881, 9434001775 • কালনা 03454256007 • জলপাইগুড়ি 03561222286 • শিলিগুড়ি 03532520421 • মালদা 03512256655 • হলদিয়া 03224-276824/272262 • খড়গপুর 03222225258 • রানাঘাট (চাবি গেট) 03473-214555/215555 • বালুরঘাট 03522255990 • বসিরহাট 03217227123/9830124110 • বাগনান 03214267666 • চণ্ডীপুর 03228-272163/7477714279 • কৃষ্ণনগর 03472-223325/223396 • সাঁইথিয়া 03462 262777 • রাণীগঞ্জ 0341-244-2700/8016320600

আগরতলা • বেঙ্গালুরু • মুম্বাই • পুনে • দিল্লী • নয়ডা • গুড়গাঁও • গাজিয়াবাদ • লক্ষ্ণৌ • গোরখপুর • আলিগড় • রায়পুর • ভোপাল • রাঁচি • জামশেদপুর • আদিত্যপুর • ধানবাদ • পাটনা • গুয়াহাটি • শিলচর • কোকরাঝাড় • ভুবনেশ্বর • বালাসোর • ভদ্রক • বেরহামপুর • কটক • হায়দ্রাবাদ

O&M 207/BEN

শিউলি মানেই পুজোর আভাস, আলো ঝলমলে চেহারা। কমলা রঙের প্রাধান্য তাই সুতির বেনারসি শাড়ি জুড়ে।

শাড়ি: কমলা, আইসিসিআর
চুলের কাটা ও ইয়ারকাফ:
মাদারল্যান্ড ক্র্যাফ্টস
ফোন: ৯৭৪৮৫৩৮৩৯৮

মডেল: জুহি
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
শাড়ি ড্রেপিং: মাধব
ফোন: ৯৭৪৮১২৩৭০৭
গয়না: আভামা জুয়েলার্স
বরদান মার্কেট, দ্বিতীয় তল
ফোন: ৯৮৩০৩৯৯৪৬২,
০৩৩ ৪৬০১২৮৮০
কাঁচুলি: অনুপম
ফোন: ৯৮৩১৬৬৮৯৩২
ছবি: সোমনাথ রায়

সাজের উৎসব

শারদ শুভেচ্ছা

বেনারসী
কোসাসিল্ক
কাঞ্জীভরম
আসাম সিল্ক
মাহেশ্বরী
জুট সিল্ক
ইক্কত
পৈঠানী

ফুলকারী
ভেঙ্কটগিরি
গাদোয়াল
ওয়াল কলাম
জারদৌসী
জামদানী
সিল্ক
তাঁত
পাঞ্জাবী

স্থাপিত - ১৮৬২

প্রিয় গোপাল বিষয়ী®

বড়বাজার - • ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টি), কোলকাতা -৭ ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২
• ২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭০০০০৭ ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট - • ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ (ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে)
কোলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৫ ৮২৪৬ / ৯২৩০৬০৯৭৩৬

কাঁচড়াপাড়া - • ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়,
কাঁচড়াপাড়া - ৭৪৩১৪৫ ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০

এছাড়া
আমাদের
আর কোনো
শাখা নেই

কাট, স্টাইল, কমফর্ট

পুজো মানেই শুধু মেয়েদের সাজগোজের প্ল্যাটফর্ম? মোটেও না। ছেলেরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? ধুতি-পাঞ্জাবি, কুর্তা-চুড়িদার তো আছেই, স্মার্ট ক্যাজুয়ালের অপশনও নেহাত কম নয়। প্যান্ডেল হপিং থেকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, বা বাড়িতেই হইহই, সব ক্ষেত্রেই দারুণ চয়েস। কমফর্টেবল আবার স্টাইলিশ। পুরুষদের পোশাক নিয়ে ফ্যাশন ফিচার।

সাদা-কালোর ক্লাসিক জুটি। সিম্পল সুতির চেক শার্টের সঙ্গে টিম আপ করা হয়েছে ছাই রঙের স্ট্রেট ফিট ট্রাউজার। আরামদায়ক আবার উবারকুল।

প্রখর গরমে সাদা
রঙেই চোখের
আরাম। সুতির সাদা
শার্টে বাদামি চেকস।
একই ব্রাউন রঙের
স্ট্রেট ফিট ট্রাউজ়ার্স।
পায়ে স্মার্ট লোফারস।

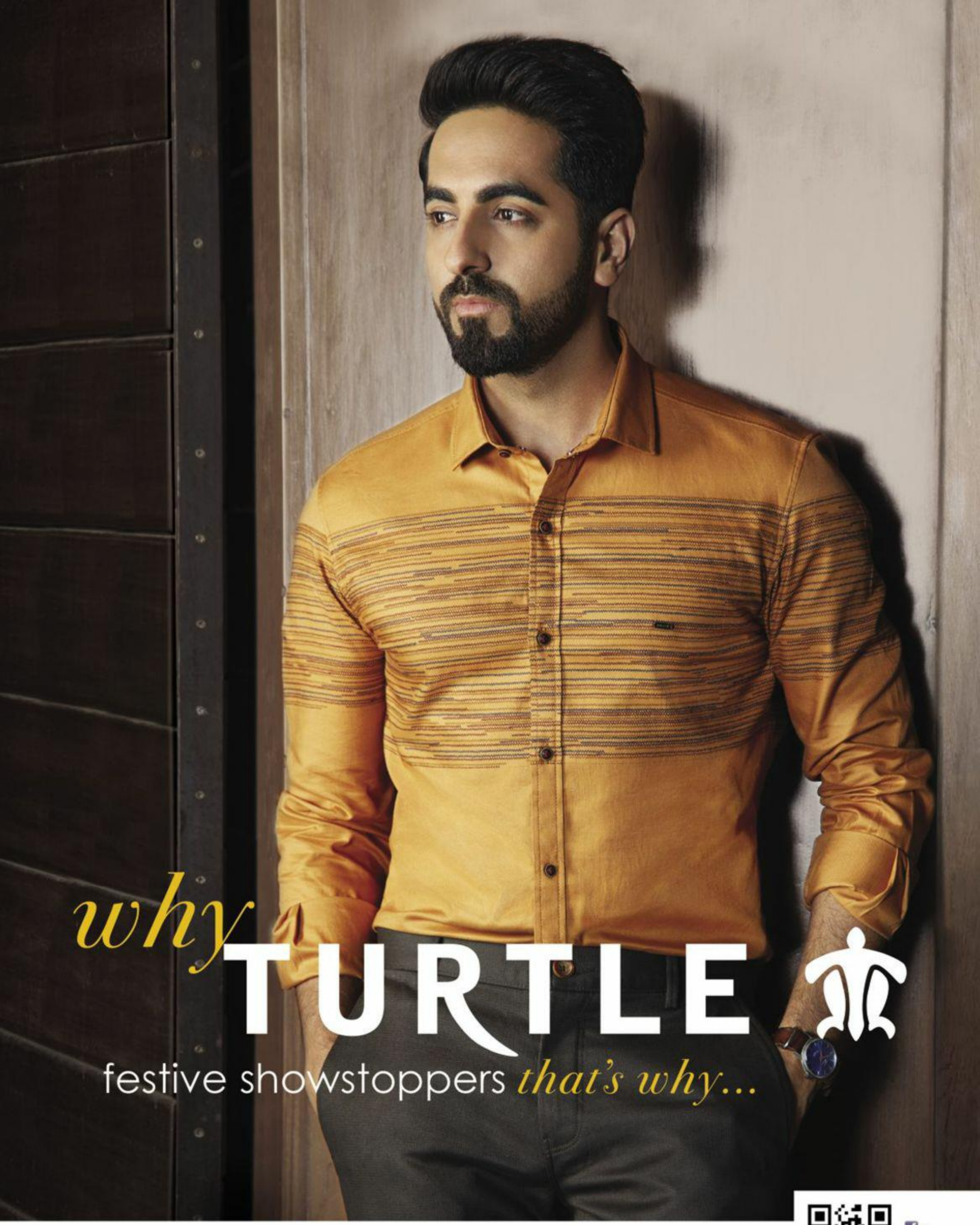

Available at 100+ Exclusive Stores, 1000+ Multi Brand Outlets

Also at CENTRAL | max | pantaloons | TRENDS | SHOPPERS STOP | www.turtleonline.in

Follow us on

স্টিল রঙের সেমি
ফর্মাল ট্রাউজ়ার্স।
টিম আপ করা
হয়েছে উজ্জ্বল নীল
রঙের শার্টের সঙ্গে।
অলওভার নীল-
সাদায় বোল্ড ভার্টিকাল
স্ট্রাইপস। ট্রেন্ডি
সানগ্লাসে স্মার্ট।

INDIA'S SECOND LARGEST FOOTWEAR RETAIL CHAIN | 750+ STORES ACROSS INDIA | KHADIMS.COM | /KHADIMSINDIA

Khadim's Festive collection

the sole of india

Khadim's®

WOMEN

51606751650 | ₹ 699

23045423050 | ₹ 699

56201156280 | ₹ 749

46230846280 | ₹ 699

51502451570 | ₹ 999

65103965150 | ₹ 649

42425942490 | ₹ 1299

42232642250 | ₹ 1699

47524447580 | ₹ 899

49910049990 | ₹ 1499

T&C Apply*

Participate in lucky draw*

Brands from the house of Khadim's

BRITISH WALKERS POWER STRIDE | LAZARD | TURK | PRO | SHARON oasis | cleo | softouch | bonito | adrianna

Call us at 1800 274 0501 Toll Free (domestic calls only), 8am to 8pm

অলটাইম ফেভারিট
নীল ডেনিমের
সঙ্গে অফ হোয়াইট
শার্ট। বাঙালিয়ানার
আমেজ ধরতে
পুরনো দিনের
আরামকেদারার
মোটিফ শার্ট জুড়ে।

Adi Akshoy & Co.
www.adiakshoy.com
WEDDING
COLLECTION
betterbrand.in
STORES:
COLLEGE STREET SHOWROOM: 89, M. G. ROAD, COLLEGE STREET CROSSING, NEAR BARNAPARICHAY MARKET, KOL - 7, PH.: +9133-22190179
BURRABAZAR SHOWROOM: 170, MAHATMA GANDHI ROAD, BURRABAZAR, (BESIDE GURDWARA), KOL - 7, PH.: +9133-22700277
+91 7044004261
Follow us at:

আমব্রেলা কাট শর্ট শার্ট। সাদা রঙের বেসে কালো রঙে খোপকাটা। সঙ্গে স্ট্রেট ফিটেড সেমি ফর্মাল ছাই রঙের ট্রাউজ়ার্স।

মডেল: অভিজিৎ ভট্টাচার্য
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
শার্ট: প্রথা
ফোন: ৯৮৩১২৬৬৬০০
ট্রাউজ়ার্স: ডিসকভারি
ফোন: ৮৩৩৪৮৪৮৭৪৪
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কোঅর্ডিনেটর: মৌমিতা সরকার

Baidyabooti®
ayurveda

বৈদ্যবুটি আয়ুর্বেদ -এর

নতুন আবিষ্কার!

B-FAIR

স্কিন লাইটেনিং ও পিগমেনটেশন ক্রীম

হরিদ্রা, অর্জুন, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেত চন্দন,
দারু হরিদ্রা, বাদাম তেল ও জায়তুন তেল
এর মত ঔষধি গাছ ও তেল দ্বারা ফর্মুলেটেড।

কমপ্লেকশনকে
করে তোলে
ফর্সা ও উজ্জ্বল,
এবং
পিগমেনটেশন
হ্রাস করে।

আরো ভালো ফল পেতে এর সাথে
ব্যবহার করুন আমাদের
B-FAIR RANGE - এর অন্যান্য প্রোডাক্টগুলি।

LIQUORICE AND CARROT

B-FAIR

FAIRNESS GEL

LIQUORICE AND APRICOT

B-FAIR

FAIRNESS FACE SERUM

Disclaimer : The Model is being used for the illustrative purpose only

Baidyabooti Pharmacy

E-mail: baidyabooti@gmail.com/ info@baidyabooti.com **Website**: www.baidyabooti.com
+91-9836077759 | +91-6290968920 | +91-7752025410

পুজো মানে
বেরিয়ে পড়ো
আনন্দমেলা
তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী ১৪২৫
চেনা জানা কোনও রুটে নয়, এবার একেবারে চেনা ছকের বাইরে। এই না হ'লে পুজো!
BATES CHI & PARTNERS/340
সাতটি উপন্যাস: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
অনির্বাণ বসু, দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, দীপান্বিতা রায় • সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে জমাটি ফেলুদা-কমিক্স
গোগোল কমিক্স • রাপ্পা রায় কমিক্স • ছোটগল্প • শব্দসন্ধান • খেলাধুলো • ফিচার

G S T

Discover the Art of Living

OLIVE

Designer Bed Spread

4 Pcs. Set 100% Cotton OLIVE (1+2+1)
₹ 899/-

3 Pcs. Set 100% Cotton OLIVE (1+2)
₹ 799/-

STOKIST: Agomoni Basanti (Kachrapara) 9830161391 • Saree Palace (Chandannagar) 8777010797 • Vishal Handloom House (Howrah) 9830579699 • Tant Gharana (Asansol) 9434163875 • Vivara Textile (Borobazar) 9830579699 • Varities Cloth Stores (Belgharia) • Behala Bedding Stores (Behala) & Behala Bedsheet Centre (Behala) • Prativa Strores (Netaji Nagar) • Nandana Stores (Rammandir) 8100995962 • Santosh Agency (Kasba) 9007951966 • Rahman Needle Arts (New Market) • M/S Little Suppliers (New Market) 9836985202 • Banarasi Kuthi Sections (Gariahat) Shibani (Hindusthan Park & Gariahat) 9874265071• Dhakeswari Bastralay (Assam) • Khadi Ghar (Kalighat) 983178724

Authorised Gallery

SHIBANI

Hindusthan Park

Sleepwell

MY MATTRESS

Meena Prints

EverydayFashion

UPADA COTTON With B.P. | TANCHHOI With B.P. | DILWALE With B.P. | RANGOTSAV With B.P. | SP IKAT With B.P. | BOONGA COTTON With B.P | DHOOP CHHAON With B.P | KHUBSOORAT With B.P | BANJARA COTTON With B.P.

Authorised Dealer :

M/s Jagannath Bajranglal

29, Burtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700007.TEL. 033 46000962

Krishna Khaitan - 9830509559, Pawan Kumar Khaitan - 9831835599

Meena Prints Mumbai. contact Jayanti Patel, Mob. 9322403117

ষষ্ঠী থেকে দশমী
ফ্যাশানে সেরা হবে তুমি।।

প্রত্যেক কেনাকাটার উপর থাকছে আকর্ষণীয় উপহার

আমাদের নবতম সংযোজন ব্র্যান্ডেড লেডিজ় ইনারওয়্যার বিভাগ

বসকো
Suiting Shirting

বসকো
শাড়ি প্যালেস

BOSCO lifestyle
MEN TO WOMEN

বসকো / বসকো শাড়ি প্যালেস ঃ নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, ফোন -২৬৮০ ৪২২৭
বসকো লাইফস্টাইল ঃ আমড়াতলা লেন, চুঁচুড়া, ফোন- ২৬৮০ ২৯২৯
Bosco Lifestyle | Website: www.boscolifestyle.com

সম্পদ
১৯৬৫ সন থেকে...
• বেনারসী ব্লাউজ,
• ঢাকাই জামদানি ব্লাউজ,
• রুবিয়া ব্লাউজ,
• চান্দেরী ব্লাউজ,
• বুটিক আইটেম,
• চুড়িদার পিস্,
• ব্লাউজ পিস্ প্রভৃতি।
9874171169 / 9831062477 / 8017944740
৮২/২এ, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৪
হাতিবাগান টাউন স্কুলের বিপরীতে
শাখা : ১৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৪ (সুভাষ কর্নার মার্কেট)
পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য পূর্ণ উত্তর কলকাতার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
শীঘ্রই দক্ষিণ কলকাতার শাখা খুলতে চলেছে।

শারদ
শুভেচ্ছা
Bridal Studio & Academy
Aman's
MAKEOVER
M -7003964366 / 9163511609
TRIPATHI CREATION
THE ADVERTISING AGENCY
72781 65030
Mob: 8777311400
Email: tripathicreation007@gmail.com

MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR

+(91)-33-24071736, 24071786

www.bhaskarsriniketan.com

www.facebook.com/bhaskarsriniketanbehala

Bhaskar Sriniketan
BEHALA

Address- Nazirpatty, Nrdi hall, Shop no 17, Silchar Assam, Pin 788001.
Phone Number- 8638621528, 9435399537. Website- www.designerpiyaroybarman.in
Photography- Dev Dutta. Make up- Bikky Paul & Susmita Paul. Designer- Piya Roy Barman.
Model- Mimi Chakroborty, Piya Roy Barman, Tuhina Sarma, Swarupa Deb, Nandita Dab, Rahul Roy.

Website - www.8poure.in
Facebook - https://www.facebook.com/POURE8/
Whatsapp Booking - 9830906302
Helpline - 9830906302 / 9830424928 [Mon to Sat - 10AM to 7PM]

Proprietor : Nandinita Chakraborty

Don't wait for an occasion to drape sarees,
Be the occasion to celebrate Sarees !

Formed in 2014, www.8poure.in is an Online store which stands tall on pillars of trust, excellent product quality and unique craftsmanship. 8POURE fulfills the dreams of today's women to get the perfect saree from the comfort of their home. 8POURE has partnered with leaders in logistics, so that your dream look reach you in time without any hassle.

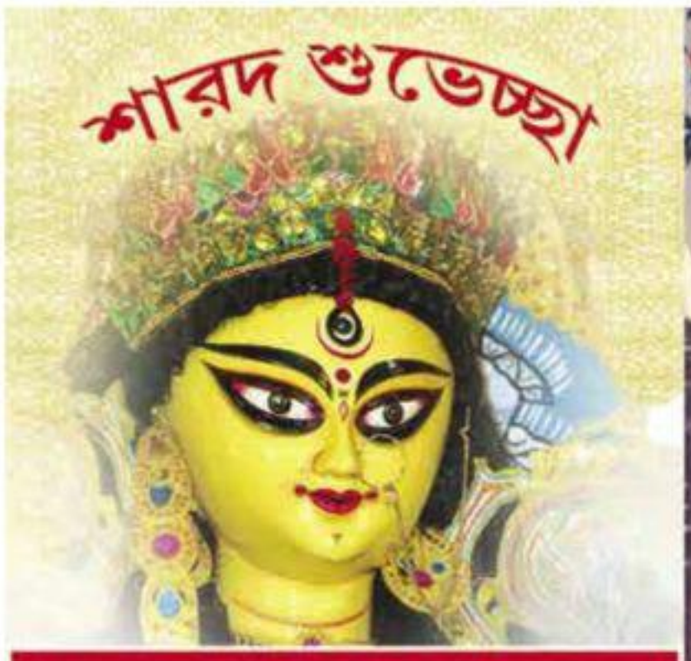

TRIPATHI CREATION

THE ADVERTISING AGENCY

72781 65030

Director

Arvind Tripathi

Mob : 8777311400

tripathicreation007@gmail.com

Sheetal's Makeover

Sheetal's Makeover

Studio & Academy

+91- 8017252864/ 8013689896

@ makeupartistsheetal@gmail.com

370 Block K Plot no. 271, B.M. Sarani , New Alipore, Kolkata : 700 053
(Opposite to YES BANK : New Alipore Branch)

Makeover BY Sheetal DEY

Sheetalsmakeover

সাফল্য আর সৌন্দর্য্যের সঠিক ঠিকানা

এখানে ফেসিয়াল, বডি স্পা, পিম্পল ট্রিটমেন্ট, পিগমেন্টেশান, মোল রিম্যুভিং, গ্লুমিং ও ব্রাইডাল মেক আপ, স্ট্রেটনিং, কেরাটিন ট্রিটমেন্ট, হেয়ার কালারিং, বডি পলিশ ইত্যাদি করা হয়।

পিউওর এসেনসিয়াল অয়েল দিয়ে যে কোন ধরনের স্কিন ও হেয়ার-এর ক্রিটিক্যাল সমস্যার সমাধান করা হয়।

পুজোয় আকর্ষণীয় প্যাকেজ ও ছাড়ের সুযোগ নিন

ZEE বাংলা চ্যানেলে প্রত্যেক শুক্রবার সকাল১১টায় সম্পূর্নায় দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান

সুনিশ্চিত কেরিয়ার গড়তে 'স্বপ্নে সাজো'-তে সঠিক ট্রেনিং নিন ও শিক্ষান্তে পান কাজের সুযোগ

Admission চলছে

স্বপ্নে সাজো

ট্রেনিং সেন্টার বিউটি ক্লিনিক এন্ড ডিজাইনার স্টোর

৩০/১ পি, হরে কৃষ্ণ শেঠ লেন, কলকাতা-৭০০ ০৫০

(সিঁথির মোড়, চিড়িয়া মোড় এবং দমদম মেট্রোর নিকট)

ফোন: 9830582327, 9830593323

এই বইটি সাথে আনলে কাজের উপর ৫০% ছাড়

Dr. Rita Chatterjee (AM)
Aromatherapist

Eelana

SPA & BEAUTY SALON

এক্সক্লুসিভ ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল কিংবা পার্টি মেকআপের সেরা ঠিকানা

আমাদের বিশেষত্ব: পিলিং, ডার্মাব্রাশান, O3+, একনি, এন্টি-এজিং, স্কিন-ফার্মিং, স্কিন-লাইটনিং ট্রিটমেন্ট। হেয়ার ও বডি স্পা, ডার্মো স্পা, ফেসিয়ালা, বডি পলিশিং মোল রিমুভাল, মেহেন্দী ইত্যাদি।

Puja Offer

- Hair Colour (Global) করলে Hair Spa Free
- Hair Straightening: Rs. 3000/- onwards
- Rs. 3500/- উপরে সার্ভিস নিলে Tan Pack Free (Hand)
- Rs. 4500/- উপরে সার্ভিস নিলে Pedicure Free
- Rs. 6000/- উপরে সার্ভিস নিলে Hair Spa Free
- পেডিকিউওর, ম্যানিকিউওর, ফেসিয়াল (Pearl) হেয়ার স্পা প্যাকেজ - Rs. 2500/-

ACADEMY

কোর্স: এখানে শেখানো হয় বেসিক এবং এডভান্স কোর্স

প্রতি বুধবার ১২.০৫ টায় Channel Vision এ দেখুন Live অনুষ্ঠান

EELANA BEAUTY CLINIC & SPA
120A, Raja S. C. Mullick Road
Garia, Kolkata- 700 047
Ph: 98308 82045/ 033 2430 0332

EELANA FAMILY SALON
128D, Raja S. C. Mullick Road
Garia, Kolkata- 700 047
Ph: 033 6050 0097/ 98308 82095

EELANA BEAUTY & HAIR ACADEMY
54, N. S. C. Bose Road, Mahamayatala, Kol- 84, Ph: 033 2435 0129/ 98360 09119
E mail: rita_chatterjee@hotmail.com • Website: www.eelanabeautyclinic.in

পিওর তসরের ওপর টিস্যু বর্ডার সহ
কনট্রাস্ট আঁচলের অপূর্ব মিলন

কাতান সিল্ক (চওড়া পাড়ের ওপর বক্স ডিজাইন)

লিলেন শাড়ি (অপূর্ব লাল রংয়ের টিস্যু বর্ডার সহ)

পুজোর শাড়ি নজর কাড়া ! পাবেন কোথায় ? ট্রেডার্স ছাড়া

ট্রেডার্স এসেমব্লী
গড়িয়াহাট জংশন, কলকাতা-১৯
Ph. 033- 24617274

ট্রেডার্স এসেমব্লী মেগা শপ
গড়িয়াহাট জংশন, কলকাতা- ২৯
Ph. 033- 24650106

সেকাল থেকে একাল সর্বপ্রদেশের শাড়ির বিপুল সম্ভার। এছাড়া পাবেন লহেঙ্গা, সালোয়ার কামিজ পিস
ও নামি-দামি মিলের পুরুষ ও মহিলাদের **Suiting & Shirting**-এর পিস।

ট্রেডার্স এসেমব্লী ও ট্রেডার্স এসেমব্লী মেগা শপ-এ।

রূপনারায়ণের তীরে, ৬নং জাতীয় সড়কের নিকটে ঐতিহ্যমণ্ডিত নাউপালা গ্রামে
এক অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বয়স্ক মানুষদের থাকবার মনোরম পরিবেশ

সন্তোষ প্রমোদা বৃদ্ধাশ্রম ও হাসপাতাল

ডে কেয়ার সেন্টার

মায়ের বোধন বৃদ্ধাশ্রমে

প্রকল্প রূপায়ণে :-
বিবেকানন্দ এডুকেশন ট্রাস্ট
একটি সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

বুকিং চলছে

অত্যাধুনিক ও বিশেষ সুবিধা

আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ● পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তালিকা ● প্রত্যহ যোগ-ব্যায়াম ও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা ● বারো মাসে তেরো পার্বণ ● সকল ধর্মের জন্য আরাধনার ব্যবস্থা ● পছন্দ মতো প্রাত্যহিক সংবাদপত্র ● ২৪ ঘন্টা ডাক্তার ও মেডিক্যাল পরিষেবা ● ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ ● অফুরন্ত গরম ও ঠাণ্ডা জল ● সর্বদা সিসি টিভি সহ বৈদ্যুতিক নজরদারী ● জরুরীভিত্তিক জেনারেটার ● ২৪ ঘন্টা প্রশিক্ষিত আয়া ● গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার (ওয়াই ফাই সুবিধা যুক্ত) ● ২৪ ঘন্টা লিফ্‌ট পরিষেবা

পছন্দ মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় আপনাদের সেবায় বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবে

আজই যোগাযোগ করুন : E-mail - santoshpramodaoldagehome@gmail.com // www.oldagehomekolkata.com

অথবা ফোন করুন : 9433300900 / 8328720620 (সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)

- ❑ এক শয্যা বিশিষ্ট ঘর (এক কালীন ৩ লক্ষ টাকা ও মাসিক ১০ হাজার টাকা)
- ❑ দুই শয্যা বিশিষ্ট ঘর (এক কালীন ৪ লক্ষ টাকা ও মাসিক ১৬ হাজার টাকা)
- ❑ দুই শয্যা বিশিষ্ট ঘর একজন আবাসিকের জন্য (এক কালীন ৪ লক্ষ টাকা ও মাসিক ১৩ হাজার টাকা)

আশ্রম ছাড়লে আবাসিক বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে এক কালীন জমার অর্ধেক ফেরত দেওয়া হবে

সপরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজ খরচে কিছুদিনের জন্য ছুটি কাটাতে এখানে থাকতে পারেন

গ্রাম ও পোষ্ট : নাউপালা, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩

পথনির্দেশ : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কোলাঘাট অথবা দেউলটি স্টেশনে নেমে
অটো অথবা টোটো করে ১৫ মিনিটের পথ, নাউপালা বৃদ্ধাশ্রম স্টপেজ (এন.এইচ ৬-এর পাশেই)

www.banziaindia.com

Bamby
LEGGINGS

Churidar | Ankle Length | Capri | Top | T-shirt

Designed for comfort | Better fit and stylish | Extra stitches to ensure durability

Toll free no: 1800 212 4808 | info@banziaindia.com

ALSO AVAILABLE ON amazon

www.sainbros.com

শারদাঞ্জলী.....

শারদ মুহূর্তে এবার সেজে ওঠার,
সাজিয়ে তোলার পালা-
এই উৎসব-এর দিনে আপনার
সুখী গৃহকোণ সাজিয়ে দিতে
আমরা হাজির অনন্য সম্ভার নিয়ে-
ঘরকে দিন সেরা শারদ উপহার
শুভ শারদীয়া

SAIN BROS & ASSOCIATES

Since 1964

BATHROOM FITTINGS | GEYSERS | CHIMNEYS | CERAMIC TILES | KITCHEN FITTINGS
| COMPLETE WATER TREATMENT PLANT |

COMPLETE HOME PAINT SOLUTION with asianpaints

Jaquar · Roca · Parryware always in fashion · orientbell tiles · TATA PIPES FLOW OF LIFE · prayag · ESSCO · FABER · NIRALI

15, College Street, Kolkata - 700 012, Ph: (033)2241 8556/8348, E-mail: sainbros@hotmail.com

Media Craft /18

নবদুর্গার শাড়ীতে পুজোয় মজেছে মন
মুগ্ধ নয়ন পুলকিত মন

জড়িয়ে থাকে জীবন জুড়ে

নবদুর্গা

সিলেকশন্

দত্ত সেন্টার
বি. সি. রোড • বর্দ্ধমান

CRE - SOUMEN

"Bebonnie" is the ultimate destination for style and skin care for all the fashionistas for the past sixteen years. With the growing demand for more upgraded beauty and hair care products, Bebonnie is the first Indian company that has launched the entire hair care range in almost all states of Eastern India and gradually extending its networks on pan India wise. A Continuous efforts of both the Directors Sh. Utpal Mitra and Smt Mousumi Mitra have made Bebonnie the glittering star

in the beauty galaxy. In the beauty Industry, Bebonnie, not only launched products like Cromosia hair colours, Party time hair straightening cream, peloplex, Anti flake Anti dandruff cream, Refreshing Shampoo, Freak Flag Hair wax, Ultimate Rescue cream for damaged hair etc but it also brought a drastic change in the Beauty world with the launch of its two unique
hair care products.

BEBONNIE PREMIO ARGANORO : enriched with Argan Oil provides instant nourishment, delivers shine, softness and suppleness to the hair. It nourish the scalp with abundant moisture against dehydration and breakage of hair. It has a wide range of classified professional products like:

- Be Bonnie Premio Arganoro Argan Oil Spray
- Be Bonnie Arganoro Hair Argan Oil Shampoo
- Be Bonnie Arganoro Hair Argan Oil Conditioner
- Be Bonnie Premio Arganoro Argan Mask

BEBONNIE MACADAMIA PURO : is suitable to all types of Hair and is best to cure from dry, damaged and chemically treated hair. It is oil infused stylers which control all global hair textures. It can tackle multiple issues at once and can provide deep nourishment & ultra conditioning hair reconstruction. It also has a wide range of classified professional products like:

- Be Bonnie Macademia Puro Shampoo
- Be Bonnie Macademia Puro Conditioner
- Be Bonnie Macadamia Puro Mask
- Be Bonnie Macadamia Puro Oil Serum

MACADEMIA PURO

PREMIO ARGONORO

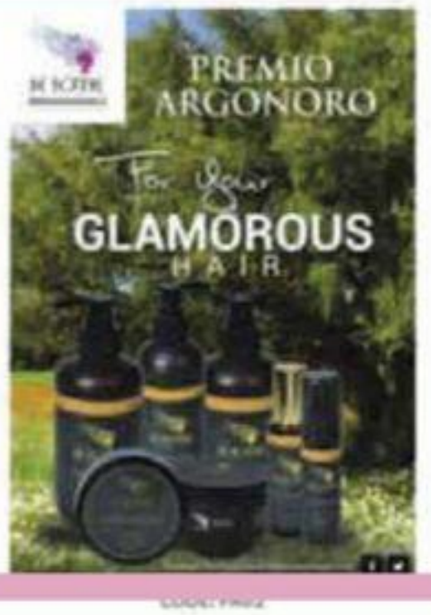

W - (salon)www.bebonnie.in / W -(product) www.bebonnieproducts.com
E mail -(salon) customercare@bebonnie.in / (product)bebonnie.products@gmail.com
fbook - facebook/bebonnie.in / (product) Be Bonnie Professionals
Contact - (Salon) 9903977778 / (Product) 9748390005

fairform
Women's Traditional Dream

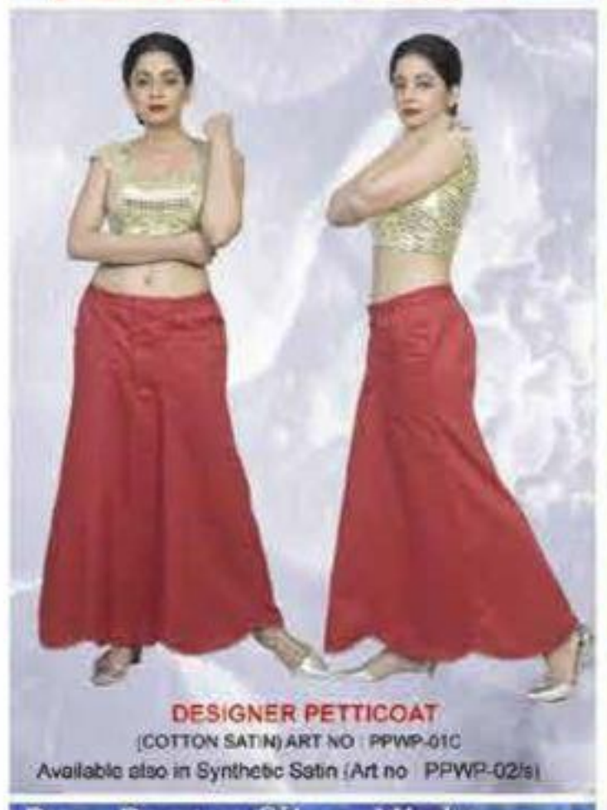

DESIGNER PETTICOAT
(COTTON SATIN) ART NO : PPWP-01C
Available also in Synthetic Satin (Art no PPWP-02/s)

Bra, Panty, Slips, Nightwear
Cooking Appron & Lingerie

Business contact for wholesellers & retailers
9432273060
www.fairformbra.com

আমরা ব্যবহার করি

- কটন ২X২ ফুল ভয়েল, কেম্ব্রিক ইত্যাদি।
- বিভিন্ন ধরনের সিল্ক, জর্জেট কাপড় ইত্যাদি।
- বিখ্যাত মিল এবং প্রাদেশিক হ্যান্ডলুমের কাপড়।
- উচ্চ মানের আই ,হুক, সুতা, বুতাম।

আমাদের ইউ এস পি

- অসাধারণ কাটিং ও ফিটিংস।
- শতাধিক রঙ ম্যাচিং এর সমাহার।
- নিত্য নতুন ভাবনায় প্যাটার্ন, স্টাইল ও ডিজাইন
- অত্যাধুনিক ও অভিজাত সংগ্রহের সম্ভার।

ব্র্যান্ড ঃ টেলার্স

গৌরাঙ্গ পাল

ব্লাউজ স্পেশালিস্ট

রেডিমেড ব্লাউজ প্রস্তুতকারক।

Aparajita Tilottama

Tilottama Aparajita

অনুষ্ঠান বা অফিস, আড্ডা বা বেড়ানো, কলেজ বা পার্টি যেখানেই যান আমাদের তৈরী রেডিমেড ব্লাউজ আপনাকে আরও সুন্দর করে তুলবে।

ডিজাইনার ঃ গৌরী শঙ্কর পাল

রিটেল শোরুম ঃ
- টেলার গৌরাঙ্গ পাল - দমদম কো-অপারেটিভ নিউ মার্কেট, কলকাতা - ৩০
- দি রূপসী - ১০৪, বিধান সরণী, শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর বিপরীতে, কলকাতা - ৪
- রূপসীকন্যা - ২০৮/৫, রাসবিহারী এভেন্যু (গড়িয়াহাট মোড়ের নিকটে), কলকাতা - ২৯

Business contact for wholesellers & retailers :14F/1E Dumdum Road,Kol-30
Mob: 9433059659 (Goutam Paul) 9433015009 (G.S.Paul)
www.gourangapaul.com

An exclusive showroom
for Bridal and festival
Fashion

রূপবতী

Latest Concept in NORTH KOLKATA

Rupvati
Designers' Gallery

A- 25, Dum Dum Cooperative.New Market
(Near : Dum Dum Metro Station)
Kolkata-700030 , Shop: 801766299
www.rupvationline.com

EASTERN SOLUTION | Call 9836339447

PR | MEDIA | FILM PRODUCTION | EVENT | COMMUNICATION

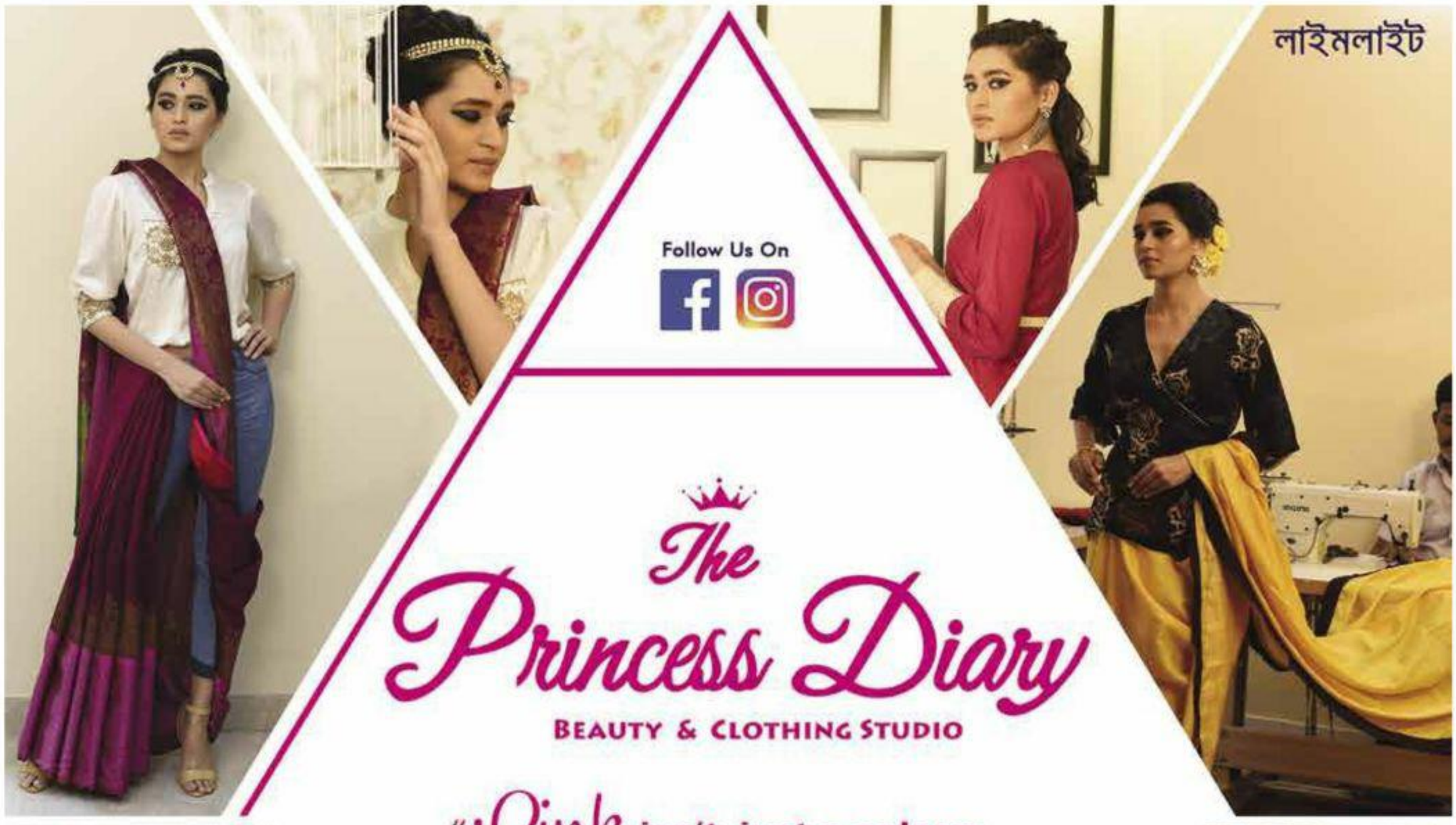

Follow Us On
The Princess Diary
BEAUTY & CLOTHING STUDIO
"Pink isn't just a colour,
It's an attitude one wears !!"
State-of-art lifestyle studio!
Beauty Salon + Clothing Studio
AD - 53 Salt Lake, Sector - 1.
9123832551
9873903600
Exciting offers
available
at the
studio

শ্রীজয়ী
বুটিক

IA, 81 Salt Lake, Sector 3
(Beside Salt Lake Stadium)
Ph. : 9831060635

শ্রীজয়ী বুটিক সল্টলেক পুজোর জন্য সেজে উঠেছে রঙিন সাজে। কটন, সিল্ক, তসর, মটকা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক শাড়ি, কুর্তি, পালাজো, পুরুষদের শার্টও রয়েছে শ্রীজয়ী'র সম্ভারে। হোলসেল ক্রয়ে বিশেষ সুবিধা আছে।

Nandini

বিভিন্ন রকমের শাড়ির
বিপুল সম্ভার
ডিজাইনার Blouse ও
Junk Jewellery

চলে আসুন বেহালা সখেরবাজারের
আজকের Nandini-তে।
শাড়িটি বিষ্ণুপুর সিল্কে কাঁথা।
দাম 6950/-।

5/1 Jagat Roychowdhury Road
Shakherbazar, Behala, Kolkata-700008
Near Chandimandir
and pratima nursery
Phone : 9830224596, 8584075083
Whatsapp : 9830224596
www.ajkernandini.com
Facebook page : ajker nandini

Aankona
The Tradition of
Indian Textiles

Ph. : 8910194932 / 9831813332

Seventh day of Navaratri is celebrates the goddess Saraswathi ans is worshipped as Kalaratri. As Kalaratri, the mother goddess destroyed several demons in her battle against Mahishasura. Kalaratri is the fiercest form of the goddess and the color to be worn is Royal blue. This is a royal blue dupian silk with Kasuti work for to celebrate seventh day of NAVARATRI.

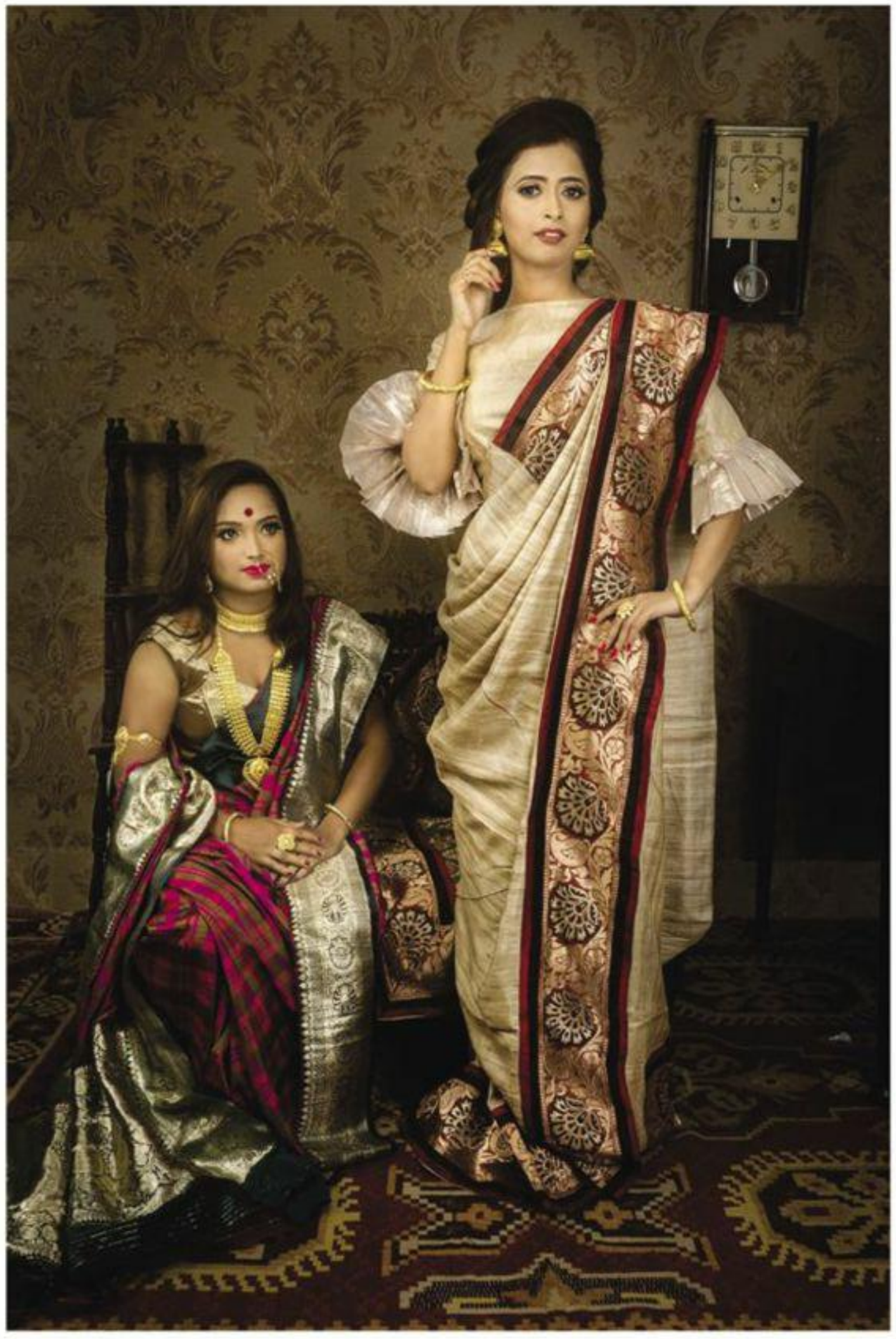

Model : Rahi Kundu , Puja Das , Jayendra Pareek , Arijit Nath , Ravinder Singh Baloria

Designer : Roopam Ghose

9678439712

Makeup Artist : Gargi Bhattacharya Gupta

8334841689

Photographer : Anit Adhikary

8013778371

Beautina

Herbal Salon & Spa Pvt. Ltd.

Specialist in air brush make up. Trained from Newyork USA. We use high end brand like Esteelauder, Lancome, Bobby Brown, Clinic, Mac etc.

বিউটি ও হেয়ার থেরাপিস্ট রুবি চক্রবর্তীর হাত ধরে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিউটিনা'। সল্ট লেক CA মার্কেটের কাছে এবং সিটি সেন্টার - ১ মল এ অবস্থিত এই প্রথিতযশা বিউটি ক্লিনিক এন্ড স্পা। তাঁর উৎসাহ ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে রুবি চক্রবর্তী গবেষণা করে আবিষ্কার করেন বেশ কিছু হার্বাল মেডিসিন প্যাক ও লোশন। এই প্যাক ও লোশন ব্যবহারের মাধ্যমে ব্রণ, ফুসকুড়ি, ত্বকের সমস্যা, ফাটা পা, নিষ্প্রভ ত্বক, চুলের সমস্যা ইত্যাদি সহজেই সমাধান হয়। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় 'বিউটিনা' আজ বাঙালি ও অবাঙালি ব্রাইডাল মেকআপের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান । গ্রহণযোগ্য দামে উন্নতমানের পরিষেবা প্রদান করাই আমাদের লক্ষ্য। পূর্ব ভারতে 'ম্যাট্রিক্স' - এর একমাত্র ফ্ল্যাগশিপ স্যালুন 'বিউটিনা'। মিস ইন্ডিয়ার গ্রুমিং ও মেকওভার পার্টনার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বিউটিনা। শুধু তাই নয়, বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ এও বিউটিনার পদক্ষেপ যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে।

ব্রাইডাল মেকআপ ঃ ব্রাইডাল মেকাপে বিউটিনার এক নতুন সংযোজন 'এয়ার ব্রশ মেকাপ' বিউটিনার কর্ণধার মি. রুবি চক্রবর্ত্তী U.S.A, New York Chicstudios, School of Makeup থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে এসে বিউটিনার মেকাপ আর্টিস্টদের প্রশিক্ষন দিয়ে মেকাপের জগতে বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন মেকাপের ইন্ট্রোডাকটারি মূল্য রাখা হয়েছে ১৫০০০/-।

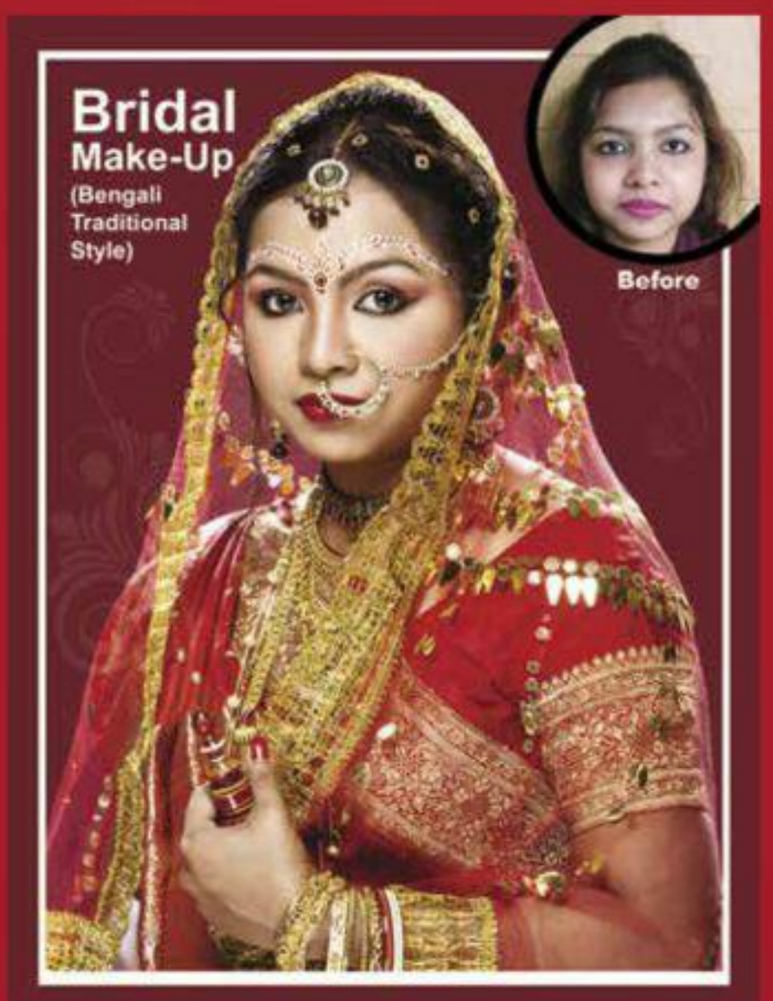

Pre Puja Offer
for Limited Period

- Complete look change by hair cut - Rs. 299/-
- Straightening any length - Rs.3000/-, Spa any length - Rs. 599/- (First 30 customers only)
- 4 hair streaking worth Rs. 1600/- free with global hair colour
- Face detanning worth Rs. 350/- free with normal facial
- Gold facial Rs. 850/-
- Face and hand detanning worth Rs. 950/- free with premium facial
- Free face clean up worth Rs. 650/- free with body polishing Rs. 2000/-
- One facial FREE with Bridal or Groom Make up

ব্রাইডাল মেকআপের ধরণ ঃ বাঙালি সনাতনী, বাঙালি আধুনিক, বলিউড স্টাইল এই তিন ধরনের ব্রাইডাল মেকআপ এখানে করা হয়। এখানে বিভিন্ন রকমের পার্টি মেকআপও করা হয়।

এছাড়াও নানা ধরনের হেয়ার কাট, সম্পূর্ণ মেক ওভার, পেডিকিওর, ম্যানিকিওর, ফেসিয়াল এবং বিভিন্ন ধরনের স্কিন ট্রিটমেন্ট, হেয়ার ট্রিটমেন্ট, স্পা, নেল আর্ট ইত্যাদি যত্ন সহকারে করা হয়। রুপসজ্জার ক্ষেত্রে 'বিউটিনা' সর্বদা উন্নতমানের প্রসাধনিক সামগ্রি ব্যবহার করে থাকে।

এখানে বেসিক, এ্যাডভান্স, স্পেশালাইজড বিউটিশিয়ান ও হেয়ারের কোর্স করানো হয়।
সার্টিফিকেট ও জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা আছে। নানারকম মেকআপ বিশেষ যত্নসহকারে শেখানো হয়।

Head Office : Beautina Herbal Beauty Clinic & Spa
City Centre-I, Block-B, Fifth Floor, Premises No. B503, Salt Lake, Kolkata-64
Ph : 2358-9533, 4006-3425 Mob : 98310 38476, 84200 50782

Branch : New Beautina Herbal Ladies Beauty Clinic
CA-124, Salt Lake, Kolkata-64 Ph : 2359-3536, 4008-0830 Mob : 84200 50781

শারদ শুভেচ্ছা

ঋতবস্ত্র

ষষ্ঠীর বোধন#অষ্টমীর অঞ্জলী#দশমীর সিঁদুর খেলা

ঋতবস্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে মেতে উঠুন এবারের শারদীয়ার সাজের উৎসবে...

প্রকৃত ভেষজ রঙ সমৃদ্ধ (Naturally Dyed) লিনেন ও কটনের ফ্যাশনেবল হ্যান্ডলুম সামগ্রীর অভিনব ও অন্যতম বস্ত্রবিপনীতে সকলকে সাদর আমন্ত্রন

69, যতীন দাস রোড, কলিকাতা 29

ফোনঃ **97486 60044**

rwitvastra

herbal-dyed | natural fibre | handloom clothing

শাড়ী | ড্রেস | দোপাট্টা | স্কার্ফ | ফেব্রিক | শার্ট | পাঞ্জাবী

৫০০০ টাকার উপর কেনাকাটায় বিশেষ গিফট ভাউচার (১৪ ই অক্টোবর পর্যন্ত)

সৌরভে সুবাসিত

কেউ যোজনগন্ধা, কেউ বা রঙে-রসে লাস্যময়ী। ঘ্রাণে কিংবা দর্শনে রসিকমনে ঢেউ তোলাতেই এদের আনন্দ। মিষ্টি মেয়েদের মনের কথা জানালেন বলরাম মল্লিক এবং রাধারমণ মল্লিক। রসাস্বাদনে সৌমী ঘোষ।

রসমালাইয়ের শুভ্র মখমলি রসগোল্লায় যদি মিশে থাকে শিউলির সুবাস, কলাপাতায় মোড়া কাঁচাগোল্লা যদি হয় জুঁইয়ের সৌরভে স্নাত কিংবা চেনাপরিচিত ছানার সন্দেশে থাকে রজনীগন্ধার আদল, তা হলে কেমন হয়? চেনা ছকের বাইরে ঠিকই! কিন্তু স্বাদে কোনও অংশে কম যায় না। কথায় বলে 'ঘ্রাণেই অর্ধভোজন'। খাবারের সৌরভ রান্নার স্বাদ বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। শেষপাতের মিষ্টিই বা বাদ থাকে কেন? মিষ্টির সঙ্গে বরাবারই বাঙালির আত্মিক যোগাযোগ। যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান মিষ্টিমুখ ছাড়া অসম্পূর্ণ। রসগোল্লা, চমচম, রসমালাই, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ বাঙালির পাত আলো করে এসেছে চিরকাল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক মিষ্টির আগমন ঘটলেও এদের জনপ্রিয়তায় টান পড়েনি এতটুকু। সেই চিরপরিচিত মিষ্টিই এবার সেজে উঠেছে ফুলের আলিঙ্গনে, সোহাগে। মেতে উঠেছে ফুলের রূপ-রং-রেখায়। কখনও চেহারায়, কখনও সুবাসে কখনও বা সজ্জায়। সুগন্ধী ফুলের সুবাসে জারিত এমনই কিছু অভিনব মিষ্টি দিয়েই হোক উৎসবের শুভ সূচনা।

মাধবী

কাদম্বরী

মাধবী

হাসিখুশি, ঝলমলে। গোলাপি রঙের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। তার কাঠামোই বলে দেয় উজাড় হতেই যেন সে ভালবাসে। নাম মাধবীলতা। মিষ্টির রং এবং সজ্জাতেও তারই আভাস।

উপকরণ: ছানা ১ কেজি, চিনি ২৫০ গ্রাম, ফুড কালার (গোলাপি) ২-৩ ফোঁটা, পছন্দের ফ্লাওয়ার এসেন্স ৩-৪ ফোঁটা।

প্রণালী: সন্দেশের পাক তৈরি করার জন্য চিনি আর ছানা একসঙ্গে মিশিয়ে আঁচে বসিয়ে ভাল করে পাক দিন। ফুড কালার মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। এর সঙ্গে ফ্লাওয়ার এসেন্স মিশিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখুন। মিশ্রণটি নামিয়ে পছন্দমতো আকারে সন্দেশ গড়ে নিন। উপরে মাধবীলতা ফুল সাজিয়ে দিন।

কাদম্বরী

বৃষ্টি এর বেজায় ভাল লাগে। জলের ছোঁয়ায় হেসে ওঠে যেন। গোলগাল গড়নের এই ফুলের স্নিগ্ধ ঘ্রাণে মাতাল না হয়ে উপায় নেই। কদমফুলের মতোই সেজে হাজির আমাদের কাদম্বরী।

উপকরণ: ছানা ১ কেজি, চিনি ২৫০ গ্রাম, পছন্দের এডিবল ফ্লাওয়ার এসেন্স ৩-৪ ফোঁটা, বেসন ১ কাপ।

প্রণালী: শুকনো কড়াইতে বেসনের সঙ্গে ফ্লাওয়ার এসেন্স মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। নামিয়ে রাখুন। ছানা আর চিনি মিশিয়ে পাক দিন, নাড়তে থাকুন। এডিবল ফ্লাওয়ার অয়েল মিশিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখুন। মিশ্রণ শুকিয়ে এলে আঁচ থেকে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। মিশ্রণ একটু ঠান্ডা হলে গোলাকারে গড়ে বেসনের মিশ্রণে গড়িয়ে নিন। কাগজের কাপে এক একটি সন্দেশ বসিয়ে অতিথিদের পরিবেশন করুন।

যূথিকা

ধবধবে ফর্সা, সুন্দর চেহারা, মিষ্টি সৌরভে

ফুলের সুবাসে এবং আদলে হাজির আমাদের পরিচিত মিষ্টিকুল। দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনই সুস্বাদু।

ভরিয়ে রাখে চারদিক। সদা আলাপি জুঁই তাই তো অনায়াসে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারে সাদামাটা সন্দেশের দিকে।

উপকরণ: ছানা ১ কেজি, চিনি ২৫০ গ্রাম, জুঁই ফুল কিছুটা।

প্রণালী: জুঁই ফুল অল্প জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ছাঁকনিতে ছেঁকে আলাদা করে নিন। সন্দেশের জন্য ছানা আর চিনি মিশিয়ে পাক দিন, নাড়তে থাকুন। মিশ্রণ শুকিয়ে এলে জুঁই ফুলের নির্যাস মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে আঁচ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখুন। আঁচ থেকে নামিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ঠান্ডা হলে কলাপাতার ছোট ছোট বাটিতে মিষ্টি ভরে দিন। উপরে পেস্তা দিয়ে সাজান।

পদ্মিনী

রঙের যেমন বাহার তেমনই আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। মেজাজে কিঞ্চিৎ দেমাকি। তবে দেমাক যে একে মানায়। সুরভিত তার সৌরভ। পদ্ম ফুলের চেহারায় আদলে তৈরি এই মিষ্টি।

উপকরণ: চিনি ৫০ গ্রাম, ছানা ২৫০ গ্রাম, ফুড কালার (হলুদ এবং গোলাপি) ২-৩ ফোঁটা করে, পছন্দের ফ্লাওয়ার অয়েল ৩-৪ ফোঁটা।

প্রণালী: নন স্টিক কড়াইতে ছানা আর চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে ভালভাবে পাক দিন।

যূথিকা

পদ্মিনী

রজনীগন্ধা

মিশ্রণটি নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। সন্দেশ দু'ভাগে ভাগ করুন। এক ভাগের সঙ্গে হালকা হলুদ রং মিশিয়ে নিন। অন্য ভাগের সঙ্গে হালকা গোলাপি মেশান। হলুদ সন্দেশের ভাগ থেকে গোলাকার বলের আকারে সন্দেশ গড়ে নিন। সন্দেশের গোলাপি অংশ থেকে লেচি কেটে পদ্মের পাপড়ির আকারে গড়ে হলুদ অংশের চারপাশে সাজিয়ে দিন। হলুদ অংশে পদ্মফুলের মাঝের অংশটি বসিয়ে দিন। তৈরি পদ্মমালাই।

রজনীগন্ধা

মসৃণ ঋজু গড়ন। তার উপরে ধবধবে সাদা পাপড়ির কোলাজ। নামেই সৌরভের আভাস। নেশাতুর গন্ধে আচ্ছন্ন না হয়ে উপায় নেই। রজনীগন্ধার সুবাসে আমোদিত সন্দেশ। চেহারাতেও সেই দৃঢ়তার ছাপ।

উপকরণ: কনডেন্সড মিল্ক ১ কাপ, গুঁড়ো দুধ দেড় কাপ, চিনি ৫০ গ্রাম, আনসল্টেড বাটার ৩ টেবলচামচ, রজনীগন্ধা ফুল কিছুটা।

প্রণালী: রজনীগন্ধা ফুল অল্প জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ছাঁকনিতে ছেঁকে আলাদা করে নিন। প্যানে মাখন গলিয়ে দুধ এবং গুঁড়ো দুধ একসঙ্গে ঢেলে ভাল করে পাক দিন। মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে রজনীগন্ধার নির্যাস দিয়ে নাড়ুন। নামিয়ে নিন। মিশ্রণ কিছুটা ঠান্ডা হলে (হাত দিয়ে ধরা যায় এমন) হাতে তেল মাখিয়ে রজনীগন্ধা ফুলের আকারে গড়ে নিন। ফুলের বোঁটার দিকের অংশে পেস্তা লাগিয়ে দিন। পরিবেশন করুন।

শেফালি

শিশিরভেজা শিউলি ফুলের সুবাস মানেই দুর্গাপুজা আসন্ন। উৎসবের প্রাকলগ্নে শিউলির সুবাসে অভিনব রসমালাইয়ে হোক অতিথি আপ্যায়ন।

উপকরণ: ছোট রসগোল্লা ৮টা, মিষ্টি দই ২৫০ গ্রাম, শিউলি ফুল কিছুটা।

প্রণালী: শিউলি ফুল অল্প জলে ভিজিয়ে রাখুন। ছাঁকনিতে ছেঁকে আলাদা করে নিন। রসগোল্লার রস চিপে নিন। শিউলির ফুলের নির্যাসে রসগোল্লা ডুবিয়ে রাখুন। মিষ্টি দইয়ের সঙ্গে শিউলির ফুলের নির্যাস মিশিয়ে ফেটিয়ে ঘোল বানান। ঘোলের মধ্যে রসগোল্লা দিয়ে ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন। দু'ঘণ্টা মতো ঠান্ডা করে নিন। বার করে উপরে শিউলি ফুল সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শেফালি

গোলাপবালা

প্রেমের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক। গঠনে, সৌরভে, সমবেত উপস্থাপনায় গোলাপ মানেই নজরকাড়া রূপ। এবার মিষ্টির সৌরভ এবং সজ্জায় নামভূমিকায় অবতীর্ণ।

উপকরণ: চিনি ৫০ গ্রাম, ছানা ২৫০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক পরিমাণমতো, রোজ় এসেন্স ৩-৪ ফোঁটা অথবা গোলাপ জল পরিমাণমতো, গোলাপের পাপড়ি।

গোলাপবালা

চম্পাবতী

ফ্যানি

প্রণালী: চিনি ও ছানা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এতে কনডেন্সড মিল্ক ঢালুন। এর সঙ্গে এডিবল ফ্লাওয়ার অয়েল মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে পুরো মিশ্রণ ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন। ফ্রিজ থেকে ছানার মিশ্রণটি বার করে ছোট ছোট কলাপাতার পাত্রে ঢেলে দিন। গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিন। পেস্তাকুচি দিয়ে সাজান।

চম্পাবতী

উজ্জ্বল হলুদবর্ণা। কোমল অথচ সুঠাম চেহারা মধুগন্ধী স্বর্ণচাঁপার। মিষ্টির বর্ণ এবং সজ্জায় তারই উপস্থিতি।

উপকরণ: ছানা ১ কেজি, চিনি ২৫০ গ্রাম, চাঁপা ফুল ৪-৫ টি, ময়দা আধকাপ, বেকিং পাউডার ১ টেবলচামচ, পছন্দের ফ্লাওয়ার এসেন্স ৩-৪ ফোঁটা।

প্রণালী: ছানা, ময়দা এবং বেকিং পাউডার একসঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণ থেকে ল্যাংচার আকারে মিষ্টি গড়ে নিন। একটি বড় পাত্রে দুধ এবং চিনি মিশিয়ে ফুটতে দিন। ফ্লাওয়ার এসেন্স মেশান। নাড়তে থাকুন। দুধ কমে ঘন হয়ে এলে মিষ্টিগুলি দুধে ছাড়ুন। অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখুন। মিষ্টি ফুলে দ্বিগুণ হলে নামিয়ে নিন। কলাপাতার ছোট ছোট পাত্রে মিষ্টি ঢেলে দিন। উপরে চাঁপা ফুলের পাপড়ি এবং কেশর দিয়ে সাজান। পরিবেশন করুন।

ফ্যানি

সুদূর মেক্সিকো থেকে এসেছে এই সুন্দরী। খোলামেলা চেহারাই বুঝিয়ে দেয় তার উন্মুক্ত মন। ঘনিষ্ঠ আলাপে মন ভরে ওঠে তার মৃদু অথচ তীব্র সৌরভের মাদকতায়। মিষ্টির সজ্জায় সুগন্ধী ফ্র্যাঞ্জিপানি।

উপকরণ: চিনি ৫০ গ্রাম, ছানা ২৫০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক পরিমাণমতো, পছন্দের ফ্লাওয়ার এসেন্স ৩-৪ ফোঁটা।

প্রণালী: চিনি ও ছানা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এতে কনডেন্সড মিল্ক ঢেলে মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে ফ্লাওয়ার এসেন্স মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে মিশ্রণটা ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন। ফ্রিজ থেকে বার করে ছোট ছোট মাটির পাত্রে ঢেলে উপরে পেস্তাকুচি দিয়ে সাজান।

বেলা

ঠিক যেন পাশের বাড়ির মেয়েটি। সরল, সাবলীল অথচ নিজগুণে অনন্যা। তারই সুবাসে সুরভিত চেনাপরিচিত কাঁচাগোল্লা।

উপকরণ: জিলেটিন ২০ গ্রাম, ফ্রেশ ক্রিম ২৫০ মিলি, কাঁচাগোল্লা সন্দেশ ১০০ গ্রাম, বেল ফুল কিছুটা।

প্রণালী: ছোট প্লাস্টিক বা কাঁচের গ্লাসের ভিতর কাঁচাগোল্লা সন্দেশ মাখিয়ে নিন। এডিবল ফ্লাওয়ার অয়েল বা বেল ফুলের নির্যাসের সঙ্গে ফ্রেশ ক্রিম ফেটিয়ে নিন। অল্প জল ফুটিয়ে রাখুন। গরম জলে জিলেটিন গুলে নিন। জিলেটিন ফেটানো ক্রিমের উপর ঢালুন। কাঁচাগোল্লা সন্দেশ মাখানো গ্লাসে পুরো মিশ্রণ ঢেলে ফ্রিজে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

বেলা

যোগাযোগ: ০৩৩ ২৪৮৬ ৯৪৯০

বাসন: নিউ লক্ষ্মী জুয়েলার্স
ফোন:২৪৬৩৯৭৪২
ছবি: শুভেন্দু চাকী

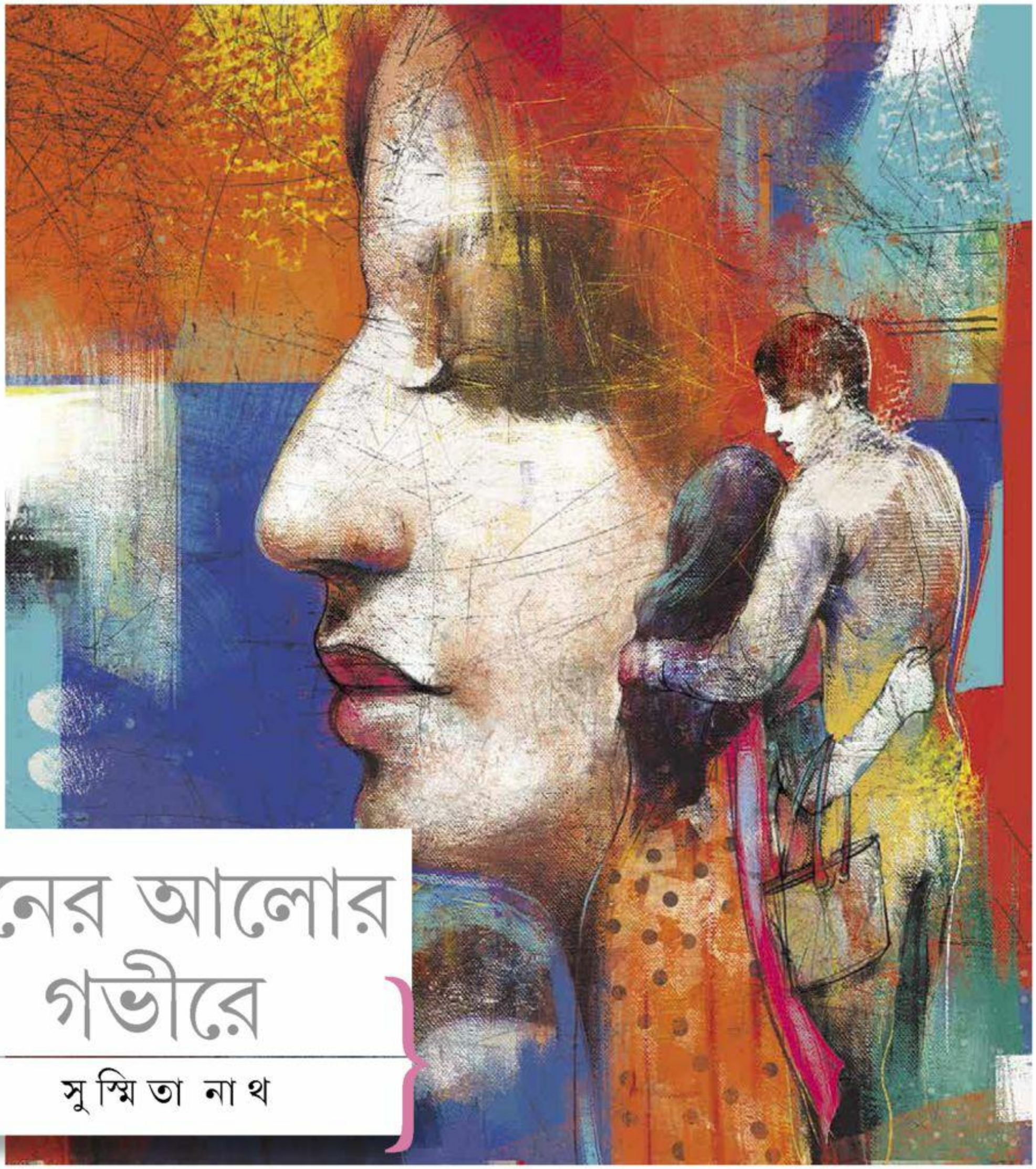

দিনের আলোর গভীরে

সুস্মিতা নাথ

ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল। না না, আবার 'হযবরল'-এর গপ্পো নয়, এ আমার নিজের রুমাল-কথা। মোবাইল ও চাবির গোছার সঙ্গে আস্ত রুমালখানা টেবলের উপরে রেখে আমি পাশের ঘর থেকে ব্যাগটা আনতে গিয়েছি, আর ওমনি ফিরে দেখি, রুমাল তো নেই! তার জায়গায় পাল বাড়ির হুলোটা বসে গোঁফে তা দিচ্ছে! দক্ষিণের জানলাটা খোলা পেয়েই ওটা ঢুকে পড়েছে। একবার 'হুস' করতেই বিশ্রী একটা ভেংচি কেটে যেদিক দিয়ে এসেছিল, আবার সেদিক দিয়েই কেটে পড়ল। আমি কিন্তু রুমালটা আর পেলামই না। এমন একটা সময় যে, রুমালের খোঁজে তল্লাসী চালানোরও ফুরসত নেই। ভীষণ তাড়াহুড়ো। এক্ষুনি স্কুলবাসটা এসে গেল বলে। মোবাইল আর চাবির গোছা তুলে নিয়েই পড়িমরি করে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ালাম।

রুমালটা না হলে বেজায় অসুবিধে। ক্ষণে ক্ষণে চশমা মুছতে, চকের গুড়ো ধুয়ে হাত মুছতে, থুতনির ঘাম মুছতে, সর্দিতে নাকে চাপা দিতে, এমনকী কখনও অবাধ্য চোখের কোণা ভিজে উঠলেও ওইটুকুন চৌকো কাপড়খানাইতো ভরসা। প্রত্যেকের জীবনে রুমাল তাই অপরিহার্য। আজ সেই অপরিহার্য জিনিসটাই আমার সঙ্গে নেই। কী আর করা যাবে? শৌখিন শাড়ির বাহারি আঁচলই হয়ত আজ অগতির গতি হবে।

প্রথম চারটে ক্লাস রুমাল বিহনেই কেটে গেল। টিফিন পিরিওডে টিচারস কমনরুমে আরাম করে বেশ আড্ডার মেজাজে বসেছি। সামনে ডিম্বাকৃতির এক পেল্লায় টেবল। তার চারধারে সাজানো অসংখ্য চেয়ার। এই সময়ে সব

ক'টি চেয়ারই কারও না কারও দখলে। কেউ কেউ টিফিন বার করে খেতে শুরু করে দিয়েছে। খেতে খেতেই একে অপরের সঙ্গে গল্প-হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়ে পড়েছে। আমিও নিজের টিফিনবক্স বের করতে ব্যাগ খুলি। ওমা! তখনই লক্ষ করি টিফিনবক্সের নীচে আমার নীল বর্ডারের ফুলছাপ রুমালটা উঁকি দিচ্ছে ! "আশ্চর্য!"— কথাটা অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আশ্চর্যই তো বটে, রুমালটা আমার ব্যাগের ভিতরে এল কী করে? আমার স্পষ্ট মনে আছে, এটা আমি মোবাইল আর চাবির গোছার সঙ্গে একত্রে টেবলে রেখেছিলাম। ভাঁজ করা রুমালের উপরেই ছিল চাবির গোছাটা। চাবি বা মোবাইল ছেড়ে শুধুমাত্র এটাকে ব্যাগে ঢুকিয়েছি বলে আমার একটুও মনে পড়ছে না। অথচ এটা ঠিক ব্যাগের ভেতরেই আছে !

আমার মুখনিঃসৃত "আশ্চর্য" শব্দটা শুনে দু'-একজন কৌতূহলী হয়ে তাকাল। জিজ্ঞাসু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি খুশির হাসি হাসলাম। তারপর গদগদ চিত্তে আমার রুমাল ফিরে পাওয়ার কাহিনি বললাম। সব শুনে আমাদের সবচেয়ে সিনিয়র কলিগ, অভিভাবকতুল্য বিনতাদি মুচকি হেসে বললেন, "তুইও পারিস ভাই। এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? তুইই নিশ্চয়ই কখনও ওটা ব্যাগে ভরে রেখেছিলি, পরে ভুলে গেছিস। নইলে রুমালের তো আর পা নেই যে নিজে হেঁটে তোর ব্যাগে গিয়ে লুকোবে।"

বিনতাদির কথার যুক্তি আছে। উপস্থিত সবাই একবাক্যে বিনতাদিকে সমর্থন করল। আমিও আমার ভুলো মনকে দোষারোপ করে পরোটা-তরকারিতে মন দিলাম।

রুমালের পা নেই, তাই হেঁটে ব্যাগে ঢুকতে পারে না ঠিকই, কিন্তু রুমালের যে অদৃশ্য দু'টি ডানা আছে, যার সাহায্যে উড়ে উড়ে সে সময়কে অতিক্রম করে, এক হৃদয় থেকে আর এক হৃদয়ে গিয়ে নীড় বাঁধে, পুরনো কাহিনি ছেড়ে নতুন গল্পের জন্ম দেয়, এসব কথা বিনতাদি জানেন কি? সত্যি বলতে কী, আমিও কি আজকের আগে কখনও জেনেছিলাম? রুমাল ঠিক বিড়ালের মতোই জীবন্ত। অনেক কাহিনি বলে যেতে পারে।

ইতিমধ্যে টিফিন বিরতির আটআনা সময় পেরিয়ে গেছে। অনেকেরই খাওয়া হয়ে গেছে। সবার আগে খাওয়া শেষ করেছে তৃণা। তৃণা আমাদের মাঝে সবচেয়ে জুনিয়র। মাধ্যমিকে আমার পরের ব্যাচ। অবশ্য দেখলে মনে হয় আরও ছোট। কিংবা আমাকেই হয়তো বয়সের তুলনায় বড় দেখায়। তৃণার যত্ন লালিত ছিপছিপে চেহারা ও সাজপোশাকের পাশে এলোমেলো সাজ ও আলুথালু বেশ নিয়ে আমি যেন কচি বাঁশের পাশে বটবৃক্ষটি। ওর রোগাপাতলা ছিমছাম চেহারা দেখেই বোঝা যায়, ও কতটুকু খায়। রোজ ওর টিফিনবক্সে থাকে দু'পিস পাউরুটি, একটা ছানার মিষ্টি আর সামান্য ফল। দিনের পর দিন এইটুকু খেয়েই দিব্যি আছে সে।

রোজকার মতো আজও সবার আগে খাওয়া শেষ করল সে। এরপর কী করবে সেও আমি জানি। আগে মুখ ধুয়ে আসবে। তারপর ব্যাগ থেকে ছোট্ট চৌকোমতো ফোল্ডিং আয়নাটা বার করবে। সঙ্গে গোলাকার হেয়ারব্রাশও। প্রথমে ওর হাইলাইট করা বাহারি চুল ঠিক করবে, তারপর হালকা মেক-আপ এবং সবশেষে গাঢ় করে লিপস্টিক বুলিয়ে নেবে দুই ঠোঁটে। লিপস্টিকের রং ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে একদম মিলে যাবে। স্কুলে আসার পরে এটা ওর দ্বিতীয়বার সাজগোজ। এখনও ঘণ্টাতিনেক থাকতে হবে। ছুটির আগে সে আরও একবার সাজবে। সদ্য বিয়ে ঠিক হয়েছে ওর। শুনেছি প্রেমিককেই বিয়ে করতে চলেছে।

টিফিন খেয়ে মুখ ধুয়ে এসে একটা হালকা হলুদ রঙের ভাঁজ করা রুমাল বার করে আলতো করে মুখ মুছল তৃণা। তারপর যেন সবাইকে দেখানোর জন্যেই ভাঁজ খুলে রুমালটা মুখের সামনে মেলে ধরল। তা দেখে নয়না বলে উঠল, "আরে বাহ! তোর রুমালটাতো ভারী সুন্দর তৃণা।"

তৃণা লাজুক অথচ গর্বিত হাসি হেসে বলল, "ও প্রেজেন্ট করেছে।"

"ও-টা কে? তোর বয়ফ্রেন্ড?"

তৃণা মুচকি হেসে মাথা নাড়ে। অমনি অন্তরাদি বলে ওঠে, "তোর বয়ফ্রেন্ডের পছন্দ আছে তো! কী সুন্দর একটা রুমাল দিয়েছে। ওমা! ওতে আবার দেখছি তোর নামের 'টি' অক্ষরটিও সুন্দর এমব্রয়ডারি করে লেখা আছে !"

"দেখি দেখি। ভারী ইন্টারেস্টিং তো " বলতে বলতে তৃণার পাশে বসে থাকা কস্তুরী এক প্রকার কেড়েই নিল রুমালটা।

এরপরেই তৃণার রুমালটা হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল। কস্তুরীর থেকে ঊষা, ঊষার থেকে মণিকা, মণিকার থেকে ... সবাই হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। ঘুরে ঘুরে সেটা আমার হাতেও এল। আর ওটা হাতে পেতেই আবারও অস্ফুটে সেই শব্দটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল —"আশ্চর্য!"

আমার মুখে ওকথা শুনে এবারে অন্যেরা আশ্চর্য হল। অপূর্ব, অনবদ্য, বিউটিফুল, অসাম আদি হাজারও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিশেষণ থাকতে আমি কি না 'আশ্চর্য' শব্দটা ব্যবহার করলাম? আসলে আমার এই আশ্চর্য হওয়ার পেছনের কারণটাতো কেউ জানে না। সত্যি কথাটা সবার অজানা। কেউ কি কল্পনাও করতে পারবে এই রুমালটার ইতিহাস? পারবে না। পারবেই বা কী করে? সে ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী, একমাত্র উত্তরাধিকারী যে আমি। আর, এই মধুপুরে আমার ইতিহাস কে-ই বা জানে? ফলে অবস্থাটা সামলে নিতে এবং গোপন সত্যিটা গোপনই রাখতে আমি এবার বোকা হেসে বলে উঠলাম, "আশ্চর্য সুন্দর এমব্রয়ডারি, এমনটা আগে দেখিনি।"

অন্যদের কতটা বোকা বানাতে পারলাম জানি না, তবে আমি বোকা সেজে সত্যিটা বেমালুম গিলে ফেললাম। কিন্তু গিলে তো ফেললাম, হজম করতে পারলাম না। পেটে গিয়ে সেটা ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল। আমি ভীষণ চেষ্টা চালিয়েও নিবেদিতা গার্লস স্কুলের টিচারস কমনরুমে বসে থাকতে পারছি না। রুমালটা আমাকে পিছুটান দিয়ে ক্রমশ নিয়ে চলেছে অনেক, অনেক দূরে। সময়ের কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে আমি পৌঁছে যাচ্ছি ছবির মতো ছিমছাম সুদূরের এক শহরতলিতে। চির সবুজের অসম রাজ্যে। আমার মেয়েবেলার মায়াকাননে...।

তখন আমি সবে ১৪, বাবা বদলি হয়ে এলেন বঙ্গাইগাঁওতে। ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম বিবেকানন্দ বিদ্যাপিঠে। তীর্থর তখন ক্লাস ইলেভেন। পড়ে রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। বিজ্ঞানের ছাত্র। বান্ধবীর দাদা হওয়ার সুবাদে পরিচয়। বান্ধবীর সঙ্গে প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাই। ওর দাদার সঙ্গেও ঝলক দেখা হয় কখনওসখনও। টের পাই বোনের বান্ধবীদের সম্পর্কে তার বেজায় অনীহা। আমাদেরও বয়েই গেছে। বান্ধবীর দাদাকে নিয়ে কৌতূহলে ভাসার বয়স সেটা ছিল না মোটেই। বরং বোনের প্রতি অতিরিক্ত দাদাগিরি ফলানো দাদাটিকে বান্ধবী উমার মতোই আমিও এড়িয়ে চলতে ভালবাসতাম।

এমনই একদিন দলবেঁধে উমার সঙ্গে ওদেরই প্রশস্ত বাগানে মাদুর পেতে দেদার গল্প জমিয়েছি, হঠাৎ তীর্থ এসে হাজির সেখানে। তারপর কোনও ভূমিকা ছাড়াই আমার হাতে কয়েকটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার বায়োলজি প্র্যাক্টিক্যাল খাতায় কয়েকটা ডায়াগ্রাম এঁকে দিস তো।"

সরাসরি হুকুম। আকস্মিক এমন আবদারে (নাকি হুকুমে?) আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বোধশূন্য চোখে তাকালাম। তীর্থ পাত্তাই দিল না। জানতে চাইল না, আমি সেগুলো এঁকে দিতে পারব কি না, কিংবা আঁকতে ইচ্ছুক কি না। উপরন্তু একটা বইয়ের পৃষ্ঠা উলটে উলটে বলে যেতে লাগল কী কী আঁকতে হবে। যেন ওর নির্দেশ করাটা যেমন স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনই সেই নির্দেশ তামিল করাও আমার স্বাভাবিক কর্তব্য। আমি অবুঝ চোখে কেবল তীর্থের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সম্ভবত উমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "তুই যে খুব ভালো আঁকতে পারিস, দাদাকে আমি বলেছিলাম। সেজন্যেই ওর খাতাতে তোকে এঁকে দিতে বলছে। জানিস, দাদাটা ঠিক তোর উলটো। মানুষ আঁকতে গেলে তার পূর্বপুরুষ এঁকে ফেলে।" এরপর নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল উমা।

আমিও সে হাসিতে সুর মেলালাম। বিষয়টা এতক্ষণে বোধগম্য হয়েছে আমারও। খলবল করে হেসে উঠেছে দলের বাকি বান্ধবীরাও। বোনের বান্ধবীদের সামনে গাম্ভীর্য মেন্টেন করা তীর্থর প্রেস্টিজ তখন রীতিমতো ফিউজ়। উমার মাথায় একটা বিচ্ছিরি গাট্টা মেরে পালিয়ে বাঁচল সে। যাওয়ার সময় অবশ্য আমাকে চোখ পাকিয়ে বলতে ভুলল না, "আঁকাগুলো তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করিস কিন্তু।"

সেই শুরু। তীর্থের বায়োলজি প্র্যাক্টিক্যাল বুক ভরে উঠল আমার আঁকায়, আর আমার কচি মনটাও ধীরে ধীরে ভরে উঠতে লাগল এক অলীক মায়ায়। তীর্থর এক ঝলক চাহনি, একটু হাসি, দুটো কথা শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। তখন আর কেবল উমার সঙ্গই নয়, আরও কীসের প্রত্যাশায় ওদের বাড়িতে যাওয়া বেড়ে গেল আমার। পরে জেনেছিলাম, তীর্থরও তখন একই অবস্থা। আমার অপেক্ষা করত সেও। আমার সঙ্গে যোগাযোগের নিত্যনতুন বাহানা বার করত সে। কখনও বায়োলজির খাতায় এঁকে দেওয়া, তো কখনও বন্ধুর খাতা থেকে নোট কপি করে দেওয়া, বাহানার অন্ত নেই। একসময় সেইসব খাতা ও বইয়ের ভাঁজেই দূত হয়ে আসতে লাগল ছোট্ট ছোট্ট চিরকুট বা কখনও দীর্ঘ চিঠিও।

প্রেমে পড়লাম অচিরেই। প্রথম প্রেম। কিশোরীবেলার প্রেম। কাঁপা কাঁপা হাতে গোপন চিঠি লেখার প্রেম, স্বপ্ন সাগরে ভেলা ভাসানোর প্রেম, নির্মল, সুন্দর, অথচ গোপন, নিষিদ্ধ। সময় গড়িয়ে চলল স্পুটনিকের গতিতে। নাইন থেকে টেন এবং দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পেরিয়ে উচ্চমাধ্যমিকও দিয়ে ফেললাম। তীর্থের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর, আরও পোক্ত হয়েছে। ততদিনে সেও উচ্চমাধ্যমিকে দারুণ রেজ়াল্ট করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। থাকে কলেজ হস্টেলে, গুয়াহাটিতে। তবে নিয়ম করে প্রতি শনিবার বিকেলে চলে আসে বাড়িতে। আর রবিবার বিকেলের ট্রেনে ফিরে যায়। যতটানা বাড়ির টান, তার চাইতে ঢেড় বেশি তখন আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যকুলতা। আমিও সারা সপ্তাহ তৃষ্ণার্থ মন নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতাম এই একটা দিনের জন্যে। একটু চোখের দেখা, কয়েকটা বাক্য বিনিময়, এতেই কানায় কানায় ভরে উঠত মন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরে প্রায় তিনমাসের একটা ছুটি পাওয়া যায়। সেই সময়ে মা আমাকে ভর্তি করে দিলেন এক সেলাই স্কুলে। এমব্রয়ডারি শিখতে। টুকটাক ছবি আঁকতাম। এখন সূচিশিল্পে কাপড়ের ওপর নকশা তুলতেও ভালো লেগে গেল। দ্রুত শিখে ফেললাম নানারকমের স্টিচ। রোজই নতুন কিছু শিখি, আর বাড়ি এসে দেদার প্র্যাকটিস করি। এটাই তখন আমার অবসর বিনোদন। দীর্ঘ তিন মাসের ছুটি কাটাতে উমা গিয়েছে ওর মামার বাড়িতে। সুতরাং ওদের বাড়িতেও যাওয়া হয় না।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমাদের ছোট্ট মফস্‌সলটায় ঘরে ঘরে টেলিফোন আসেনি। কম্পিউটার চোখেও দেখিনি। মোবাইল ফোন তো কল্পনাতেও ছিল না। ছিল না সোশ্যাল মিডিয়ার দাপাদাপি, মাল্টিপ্লেক্স বা মল কালচার। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বিনোদন বলতে ছিল শাটার দেওয়া বিশাল বাক্সে সাদা-কালো টিভি। ওতেও কেব্‌ল কানেকশন আর হরেক চ্যানেলের রমরমা নেই। সবেধন নীলমণি দূরদর্শনই ভরসা। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দুই সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টার চিত্রহার দেখে ধন্য ধন্য করত সবাই। তবে ছোট হলেও শহরটায় দু'-দু'টো সিনেমা হল ছিল। প্রকাশ আর মায়াপুরী। প্রতি শুক্রবারে ছবি বদলে যেত। নতুন ছবি আসত। রিকশায় চেপে মাইকে জোরে জোরে ঘোষণা করে নতুন ছবির নাম-ধাম নাড়ি-নক্ষত্র শহরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হত। শুক্রবার এলেই আমরা রাস্তায় আড়ি পেতে থাকতাম, কোন হলে কী ছবি এলো জানার জন্যে। অবশ্য হিট ছবি সপ্তাহের পর সপ্তাহও চলত। অনেকেই একই ছবি একাধিকবার দেখে গর্ব করে কর গুনে জাহির করত। আমাদের মা আর বাবা মাসে অন্তত দু'বার ম্যাটিনি শো দেখতে যেতেন। ছবি দেখে ফেরার পথে আমাদের তিন ভাইবোনের জন্যে ঘোষ ডেয়ারি বা মোড়ের দোকান থেকে নিয়ে আসতেন গরম গরম শিঙাড়া বা খাস্তা কচুরি। কখনওসখনও জিলিপি বা সন্দেশও। আমরা মুখিয়ে থাকতাম সেই সন্ধেগুলোর জন্যে। এইসব ছোট ছোট খুশি, টুকরো স্বাচ্ছন্দ আর অল্প প্রত্যাশাগুলো নিয়ে বড়ই ছিমছাম ছিল সে জীবন। আর তাতে সুখ আনন্দের অভাব বোধ করিনি কখনও।

সেলাই প্র্যাকটিস করার জন্যে বাবা এক রঙের সুতির থান কাপড় কিনে এনে দিতেন। এক একবার এক এক রঙের। একবার আনলেন হাল্কা হলুদ রঙের কাপড়। ওটার থেকেই একটুকরো বর্গাকার আকারে কেটে নিয়ে গোপনে খুব যত্নে তীর্থের জন্যে তৈরি করলাম এক রুমাল। পেস্তা-সবুজ রঙের সিল্কের সুতোয় সরু লেস বানিয়ে মুড়ে দিলাম রুমালের চারপাশ। আর রুমালের ভেতরে লতা-পাতা এঁকে, তীর্থঙ্করের ইংরেজি আদ্যক্ষর 'টি' বসিয়ে দিলাম সুক্ষ্ম কারুকাজে। গাঢ় সবুজ, হালকা সবুজ, কালটে সবুজ লতা-পাতার মাঝে মাঝে গাঢ় রানি রঙে ছোট ছোট ফুল। 'টি' অক্ষরটি ফুটিয়ে তুললাম ফিরোজ়া নীলে। রঙের মেলবন্ধন আর কারুশিল্পে রুমালটা হয়ে উঠল দারুণ নজরকাড়া। সেই নজরকাড়া অপরূপ রুমালেরই গরবিনী মালকিন এখন তৃণা। হ্যাঁ, এইতো সেই রুমাল।

সামনেই ছিল তীর্থের জন্মদিন। একুশে জুন। তীর্থ কী একটা পরীক্ষা শেষে তখন কিছুদিন এ শহরেই ছিল। সেদিন খানিক নিরিবিলিতে কাটাতে অনেকটা দূরের বাঘেশ্বরী মন্দিরে গেলাম দু'জনে। অবশ্যই লোকচক্ষু এড়াতে আলাদা আলাদা ভাবে। আমি সেলাই স্কুল ফাঁকি দিয়ে, তীর্থও তেমনই কোনও অজুহাত দেখিয়ে।

বঙ্গাইগাঁওয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং খুব জাগ্রত মন্দির বলে খ্যাত হলেও উৎসব পার্বন ছাড়া বাঘেশ্বরী মন্দিরে খুব একটা ভিড় হত না। নিরালা প্রকৃতির কোলে মন্দিরের নিরিবিলি পরিবেশ প্রেমিক যুগলদেরও তাই খুব পছন্দের জায়গা ছিল। পুজো দেওয়ার বাসনায় তো আমরাও যাইনি। সুতরাং সেখানে পৌঁছে সরাসরি চলে গেলাম মন্দিরের পেছন দিকটায়, যেখানে প্রকৃতি তাঁর অকৃপণ ভাণ্ডার উজাড় করে সাজিয়ে রেখেছে নিজেকে। গাঢ় নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে ঘন সবুজ পাহাড়, নিরন্তর বয়ে যাওয়া জলধারা, বুনো ফুল, রঙিন প্রজাপতি, অচেনা পাখপাখালি,—সব মিলিয়ে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনের চাইতে কোনও অংশেই কম ছিল না সে স্থান।

আমরা গিয়ে বসলাম মন্দিরের পেছনে কচুরিপানায় ঢাকা পুকুরের পাশে একটা বড় গাছের গুড়িতে। সেখানেই সবুজ পাহাড়, বাঁশবন ও ঘন জঙ্গলে ভরা মোহময় প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে তীর্থকে দিয়েছিলাম

আমার এই প্রথম উপহার।
হঠাৎ সম্মিলিত একগুচ্ছ কল-কাকলি আর হাসির শব্দ আমার সময়-ভ্রমণ আচমকা থামিয়ে দিল। আমি ফিরে এলাম এখনের আড্ডামুখর টিচার্স কমনরুমে। তৃণার সম্ভাব্য বিয়েকে কেন্দ্র করে আলোচনা এখন 'হনিমুন'-এ এসে ঠেকেছে। মাধবীদি জিজ্ঞেস করলেন, "হনিমুনে কোথায় যাওয়া ঠিক করলি তৃণা?"
তৃণা বলল, "পুরী।"
সব কথা কানে গেলেও আমি তখনও বাঘেশ্বরী মন্দিরের চত্বর থেকে হয়ত পুরোপুরি ফিরতে পারিনি। তৃণার রুমালটা ওকে ফিরিয়ে দিতে দিতে সে মুহূর্তেই নিজের অজান্তেই কীকরে যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "তীর্থ।"
তৃণা চকিতে আমার দিকে ঘুরে বলল, "তুমি ওকে চেন অঞ্জলিদি?"
ততক্ষণে নিজের অসতর্কতায় নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। বুঝতে পারছি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। দেওয়ালে ঝুলে থাকা ক্যালেন্ডারের রবিঠাকুর যেন ব্যাঙ্গাত্মক হেসে গুনগুনিয়ে উঠলেন, "গোপন কথাটি রবে না গোপনে...।" আমার ফেলে আসা চিরসবুজ চিরসুন্দর অসমের ছোট্ট শহরটা তীব্র বেগে আবার ঢুকে পড়ছে মধুপুর নিবেদিতা গার্লস স্কুলের এই টিচারস কমনরুমে। দমকা হাওয়ার মতো যেন নিমেষেই সব তছনছ করে দিতে চায় সে। আমি প্রাণপণ লড়াই চালাচ্ছি নিজের সঙ্গে, আমার রূপকথার অতীতের সঙ্গে, ঝিনুকের মতো খোলসে লুকিয়ে রাখা আমার মেয়েবেলা, কিশোরীমন আর প্রথম প্রেমের মুক্তোর সঙ্গে। আমার কপালে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামে শিরশিরে শীতল বাতাস। নিজেকে খানিক সময় দিতে আমার নীল বর্ডার আর ফুলছাপের ছাপোষা রুমালখানা দিয়ে ঘাম মুছি। আর মুছতে মুছতেই মুখে কপালে রুমাল চেপে চেপে বন্ধ করতে থাকি প্রতিটি লোমকূপ, রন্ধ্র, অতীতে অনুপ্রবেশের ছিদ্রপথগুলো। তারপর আমতা আমতা করে বলি, "না—মানে...আমিতো তেমন কাউকে চিনি না—।"
"তবে তুমি যে ওর নাম বললে এইমাত্র !" তৃণাও নাছোড়বান্দা।
আমি অনেকটা সামলে উঠেছি। নিখুঁত অভিনয়ে মুখে অমলিন একটা হাসি ফুটিয়ে তুলি তৎক্ষণাৎ। তারপর কিছুই জানি না এমন ভাণ করে বললাম, "তোর প্রেমিকের নাম বুঝি তীর্থ? আমি কিন্তু জানতাম না। আসলে তোরা পুরী যাবি শুনে তীর্থ শব্দটা মুখে এসে গেল। পুরীতো আদতে তীর্থস্থান তাই না? তা তোরা হনিমুনে তীর্থক্ষেত্রে যাবি কেন?"
আমার কথা শেষ হতেই বলাকা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, "তোর হবু বরের নাম বুঝি তীর্থ? বাহ বেশ মানিয়েছে তো। তুই তৃণা, বর তীর্থ। দু'জনের নামের আদ্যক্ষরেও মিল। একেই বলে রাজযোটক। বুঝলি?"
সন্দেহ নেই, আজকের টিফিন বিরতির খোস গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে তৃণা। এবং নেপথ্যে থাকা তীর্থও। কিন্তু আমি যেন কিছুতেই পুরোপুরি ভাবে এই গল্প-আড্ডা-রসিকতায় থাকতে পারছি না আজকে। বারংবারই কোনও না কোনও কারণে ছিটকে সরে যাচ্ছি বর্তমান থেকে অতীতে। বলাকার বলা 'রাজযোটক' শব্দটাও তেমনই চমকে দিল। পলকেই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বহু দূরের ফেলে আসা এক সময়ে। তৃণা এরপরে কী বলল আমার কানে গেল না কিছুই। অন্যান্য সহকর্মীরাও একের পর এক কিছু না কিছু বলেই চলেছে। কিন্তু কিছুই আমার কানে যাচ্ছে না। আবারও একটা দমকা বাতাস আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমনই কোন এক চৈত্রের দুপুরে। তখন আমি কলেজে। তীর্থও গুয়াহাটির বাসিন্দাই। সপ্তাহে একদিন দেখা করার রেওয়াজই চলছে। এক ঝলক দেখা, দু'-চারটে কথা। আধ ঘণ্টার এই সময়টুকুর জন্যেই চাতকের মতো অপেক্ষায় থাকি সপ্তাহের বাকি ছ'টি দিন। কিন্তু বাড়ির লোক ও চেনা পরিচিতদের লুকিয়ে এই দেখা করাটাও খুব সহজ ছিল না কারও কাছেই। ছোট শহর। প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। কোনওভাবে কেউ যদি দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে, বাড়িতে খবর চলে যেতে সময় লাগবে না। তখন অনর্থ ঘটবে। নিভৃত নিরালা নিরাপদ একটা জায়গার অভাবে কতদিন দূর থেকে শুধুমাত্র এক ঝলক চোখের দেখা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কতদিন তাও হয়নি। হয়তো কোনও বন্ধুর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছি খামে মোড়া হাতচিঠি। সেই সময়ে আমাদের গুটিকয় বন্ধুই ছিল আমাদের অসীম ভরসা।
এমন সময়ে তীর্থের এক পাড়াতুতো বৌদি ত্রানকর্তা রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূতা হলেন। খুলে দিলেন তাঁর বাড়ির অবারিত দ্বার। ওখানেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে যেতে লাগলাম। বাড়িতে বলে যেতাম উমা, অন্তরা বা শিবাণীদের বাড়ি যাচ্ছি। বৌদির বর রেলওয়েতে চাকরি করতেন। গার্ডের চাকরি। ফলে প্রায়ই বাড়ি থাকতেন না। খালি বাড়িতে বৌদির প্রচ্ছন্ন আস্কারা পেয়ে আমাদের তখন দেদার রাজত্ব। বেকার প্রেমিক আর সদ্য যৌবনে পা রাখা প্রেমিকার কাছে বৌদি তখন মানবরূপে দেবদূত।
সেদিনও এমনই এক দুপুর। শেষ বসন্তের খাঁ খাঁ মনখারাপ-করা উদাসী এক দুপুর। সেই বৌদির বৈঠকখানায় আমরা তিনজন। আমি, তীর্থ এবং বৌদিও আছেন। জানলার বাইরের আকাশে নিঃসীম নীল আর পরন্ত দুপুরের গনগনে রোদ। রাস্তাঘাট জনমানবহীন। গৃহস্থেরা অলস ভাতঘুম দিতে দুয়ার এঁটে শুয়ে। চরাচরে এক অদ্ভুত নৈশব্দ ছেয়ে আছে। পাশের বাড়ির উঠোনে দড়িতে শুকোতে দাওয়া শাড়ি সায়া, ব্লাউজ, অন্তর্বাস মাঝে মাঝে শুষ্ক হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে। যেন কোনও গোপন শক্তিবলে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে দেহে। বাগান জুড়ে ঝরে পড়া শুকনো পাতাদের লুকোচুরি ছুটোছুটির অলৌকিক খেলা।
তীর্থ ওর কলেজ, ওর হোস্টেলযাপনের গল্প বলছিল। আমরা আগ্রহ ভরে শুনছিলাম। এমন সময় কথায় কথায় বৌদি হঠাৎই বলে উঠলেন, "তোমরা কিন্তু একেবারে রাজযোটক তীর্থ।"
আমি বললাম, "কেন একথা বললে বৌদি?"
বৌদি বললেন, "দু'জনের যে ভাব-ভালবাসা দেখছি, তাতে রাজযোটক না হয়ে যাও না। একবার কোনও জ্যোতিষীকে দিয়ে দুজনের কুষ্ঠি বিচার করিয়ে নিও। দেখ উনিও রাজযোটকই বলবেন।"
তীর্থ অবিশ্বাসী। জ্যোতিষ তন্ত্রমন্ত্রে আস্থা নেই। ও হাসতে হাসতে বলল, "জ্যোতিষী লাগবে না, আমি নিজেই বিচার করে বলে দিচ্ছি। এই দেখ, আমার নাম তীর্থ আর ওর নাম অঞ্জলি। তীর্থ মানেই দেবতার স্থান আর দেবতার স্থান মানেই সেখানে অঞ্জলি হবেই। অর্থাৎ যেখানে তীর্থ সেখানে অঞ্জলিকে হতেই হবে। কী? বলো, ঠিক বলিনি?"
"একদম ঠিক।" বলেই বৌদি চোখ নাচিয়ে আমার গাল টিপে দিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "নাও বাপু এবারে তোমরা গপ্পো করো, আমি ওঘরে যাচ্ছি। নইলে আবার কাবাবের হাড্ডি ভেবে মনে মনে আমায় গাল দেবে।"
বৌদি চলে যেতেই মুখোমুখি কেবল আমি আর তীর্থ। কিন্তু কী কথা বলি? সারা সপ্তাহের কত কথা জমে থাকে মনে। অথচ তীর্থের চোখের দিকে তাকালে আমি সব ভুলে যাই। কথা খুঁজে পাই না। যা বলার শুধু তীর্থই বলে। আমি শুধু শুনে যাই। আর বাকি সপ্তাহটুকু স্বপ্নে ভাসার রসদ সংগ্রহ করে চলি। আমি লাজুক, তীর্থ সপ্রতিভ। স্রোতস্বিনী যেমন অবলীলায় পাথরের খাঁজে খাঁজে ঢুকে যায়, তীর্থও তেমনই আমার মনের আনাচেকানাচে অনায়াস বিচরণ করে। আমার যেন কিছু বলতেই হয় না। এর আগেই তীর্থ জেনে যায় মনের কথাটি।
আমাদের সাক্ষাৎ পর্ব কথাবার্তাতেই সীমিত থাকত এতদিন। কিন্তু, সেদিন ব্যতিক্রম হল। জানি না সেদিন কোন তিথি, বা কোন নক্ষত্র-দিন-ক্ষণের সমন্বয় ছিল। শুধু জানি, এমন শুভলগ্ন খুব কমই এসেছে আমার জীবনে। বৌদিদের বাগান ঘেরা সাজানোগোছানো বৈঠকখানায় তখন কেবল আমি আর তীর্থ। বাইরে মাঝ দুপুরের উদাসী হাওয়া।

‘এএমআরআই হসপিটালস’-এর ওয়র্কশপ

‘বি বনি’-র ওয়র্কশপ

‘সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস’-র ওয়র্কশপ

সানন্দা পুজো ফ্যাশন ফেস্ট

শারদোৎসবের প্রাক্কালে সকলকে উৎসবের সাজে সাজিয়ে তুলতে সম্প্রতি সানন্দা আয়োজন করেছিল তিনদিনব্যাপী একটি অভিনব ফ্যাশন ফেস্টের।

উৎসবের সাজে

বাঙালি নারীদের পুজো মানেই সাজগোজ। সেই উপলক্ষে শহরবাসীকে সম্প্রতি সানন্দা উপহার দিল একটি তিনদিনব্যাপী ফ্যাশন ফেস্ট। ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল এই ফ্যাশন উৎসব।

অনুষ্ঠানটির সহ প্রযোজক ছিল ‘স্কোডা’। উদ্বোধনে হাজির ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সোনালি চৌধুরী। পুজোর দিনগুলোয় কীভাবে সাজবেন, কেমন পোশাক পরবেন ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর হাজির ছিল একই ছাদের তলায়। শাড়ি, ড্রেস, গয়না, অ্যাকসেসরিজ়, বিউটি প্রডাক্টস, ঘর সাজাবার জিনিসের পাশাপাশি ছিল তিনটি এক্সক্লুসিভ ওয়র্কশপও। পুজোর আগে রূপচর্চার বিভিন্ন টিপস দিতে আয়োজন করা হয়েছিল ‘বি বনি’-র ওয়র্কশপ। উপস্থিত ছিলেন কর্ণধার মৌসুমী মিত্র

‘অ্যাটায়ার জ়োন’-এর স্টল

‘নকশিকাঁথার হাট’-এর স্টল

‘বাঁশি’-র স্টল

শুভশ্রীজ় অ্যান্ড কৃতি বুটিক

‘স্কোডা’ গাড়ির ডিসপ্লে

‘প্লান্ট অ্যান্ড পটারিজ়’

‘সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস’-এর স্টলে

এবং গায়িকা পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর সাজে হালকা গয়নার সম্ভার নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল ‘সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস’-র ওয়র্কশপ। উপস্থিত ছিলেন মডেল এবং অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র এবং ‘সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস’-র এগ্‌জ়িকিউটিভ ডিরেক্টর শুভঙ্কর সেন। এছাড়াও ছিল ‘এএমআরআই হসপিটালস’-এর ওয়র্কশপ। দৈনন্দিন স্ট্রেস কাটিয়ে পুজোর দিনগুলোয় ভাল থাকার পরামর্শ দিতে উপস্থিত ছিলেন ‘এএমআরআই হসপিটালস’-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্যাম সুন্দর সাহা এবং অভিনেত্রী ইশা সাহা। প্রতিটি ওয়র্কশপেই উপস্থিত ছিলেন তিলোত্তমাখ্যাত মডেলরা। ওয়র্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সানন্দা ক্লাবের মেম্বাররা। পুরো অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন চন্দ্রিমা। পুজোর প্রাক্কালে এমন একটি উৎসবের সাক্ষী থাকতে পেরে সকলেই দারুণ খুশি!

‘এডি কুতুর’-এর স্টল

‘ইকো তন্তু’-এর স্টল

‘তরী’-র স্টল

‘হেজ়েল’-এর স্টল

ইন্ডিলুম অ্যান্ড উমাজ় ড্রিম বুটিক

এইচ এন এইচ-এর স্টল

Associate Sponsor
ŠKODA

Jewellery Partner
SENCO GOLD & DIAMONDS
CRAFTSMANSHIP FOR YOU

Beauty Partner
BE BONNIE BODYCARE PVT. LTD.
Hair & Beauty Salon

Health Partner
AMRI HOSPITALS
DHAKURIA

In Association with

ভেতরে কেবল প্রেমিকদ্বয়। বৌদি তাঁর শোওয়ার ঘরে। চারদিকে আর কেউ কোথাও নেই। তেমনই এক মুহূর্তে তীর্থ পরম উষ্ণতায় ওর হাত রাখল আমার হাতের ওপর। তারপর কাছে টেনে ধীরে ধীরে ওঁর ঠোঁটজোড়া নামিয়ে আনল আমার ঠোঁটে।

সেই প্রথম স্পর্শ। প্রথম ঘনিষ্ঠতা। প্রথম শিহরণ। আমার ঠোঁট থেকে আঙুলের অগ্রভাগ, আঙুল থেকে হাতে, হাত থেকে শরীরের আমার প্রতিটি শিরা ধমনীতে ছড়িয়ে পড়েছে সে শিহরণ। আমার নখ, আমার চুল, আমার চোখের পাতার মৃত কোষেও ঢুকে পড়েছে প্রাণকণিকা। তীর্থ, আমার তীর্থ, আমার প্রথম প্রেম, আমার মল্লিকাবনের একমাত্র ভ্রমর, আমার উদাসী চৈতি দুপুরের বাহার রাগিণী, আমার মুঠিতে ভরে দিয়েছে প্রেমের স্বর্গীয় অনুভূতি ! আজও আমার একাকী অবসরে কখনও কখনও সেই শিহরণ ফিরে আসে আমার দেহে, মনে। ভিজে ওঠে তৃষিত ঠোঁটজোড়া। বাতাস খেলে যায় দগ্ধ প্রাণে। মনে

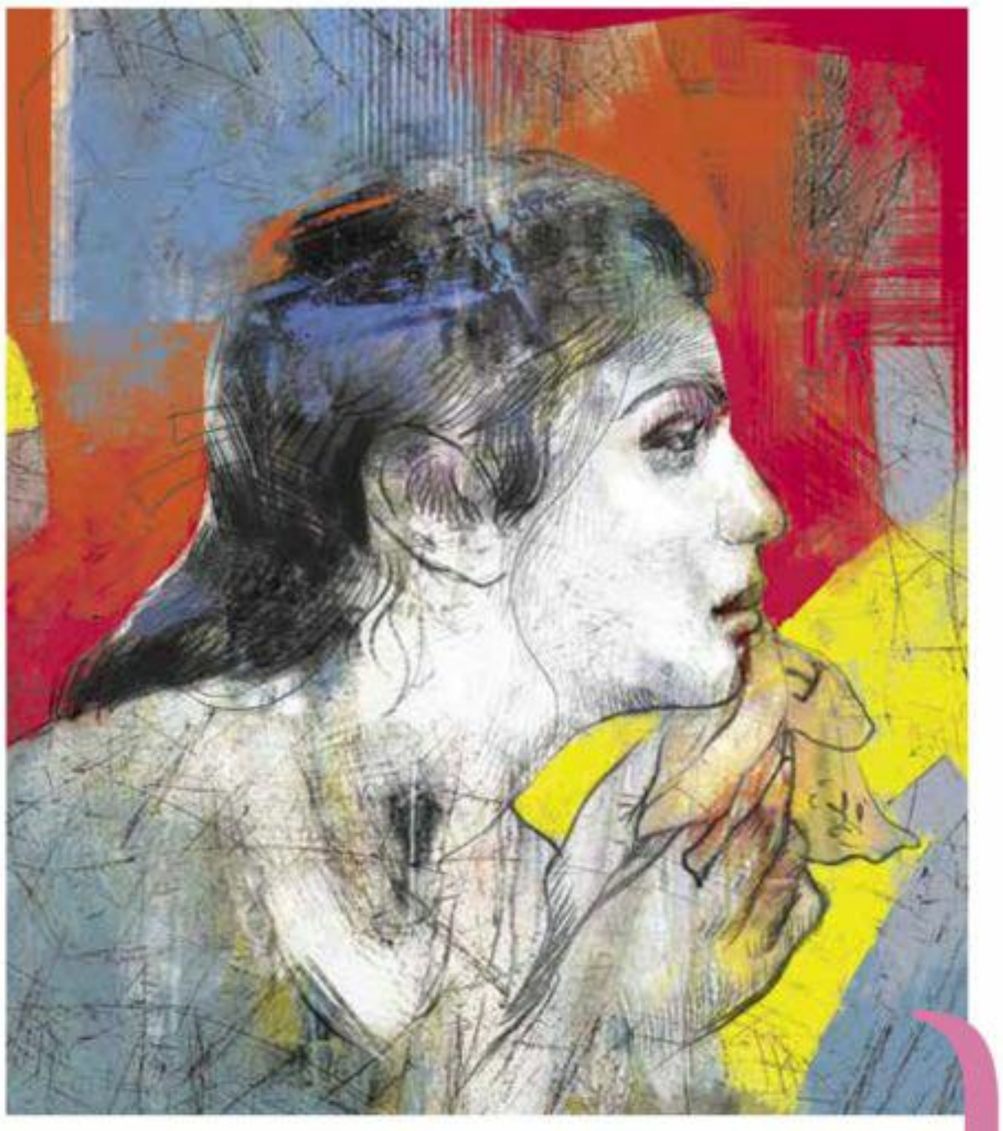

শূন্য কমনরুমে একাকী আমি। চোখ উপচে বইছে লবণস্রোত। ফুলছাপ জৌলুসহীন রুমালে গোপন রক্তক্ষরণ মুছে ফেলার অসফল প্রয়াস চালাচ্ছি। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

হয়, এইতো তীর্থ বসে আছে আমার মুখোমুখি। আমার ক্লান্তিঝরা অবসন্ন হাতে হাত রেখে বলছে, কী এত ভাবছ? আমি তো সঙ্গে আছি তোমার।

"অঞ্জলি তোকে আজকে এত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন রে?", আচমকা মাধবীদির কথা শুনে ঘুমের অতল সমুদ্র থেকে যেন জেগে উঠি আমি। ধরা পড়ে গেছি ভেবে ঘাবড়ে যাই। কিছু একটা বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করি। বলি, "আসলে ভাবছিলাম... ভাবছিলাম রুমালটা কী করে আমার ব্যাগে এল?"

"ওফ্! এখনও তুই সেই ভাবনাতেই পড়ে আছিস? আরে বাবা, রুমালটা যে পেয়ে গেছিস সেটাই তো বড় কথা। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ অত ভাবে?"

আমি হাসলাম। আসলে যে বলার মতো কোনও জবাব আমার ছিল না। মাধবীদি কত সহজে এটাকে সামান্য ব্যাপার বলে দিলেন। অথচ ব্যাপারটা কী সত্যিই সামান্য, সাধারণ? জীবনে কত কিছুইতো হঠাৎ করে হারিয়ে যায়। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সবকিছু এভাবে ফিরে আসে কি? আসে না। অথচ আজ আমার জীবনে যেন হারানো-প্রাপ্তির ঘনঘটা লেগেছে। রুমালটা ফিরে পেয়েছি। আর তীর্থকেও---। না, তীর্থকে নয়, ফিরে পেয়েছি তীর্থকে ঘিরে একরাশ সুখ-স্মৃতিকে। আসলে তীর্থতো কখনওই হারিয়ে যায়নি আমার মন থেকে। ওকে ভুলতে পারিনি। কেবল মনের গহনে কোনও গুপ্ত কক্ষে ওঁকে সন্তর্পনে তুলে রেখেছিলাম। কিন্তু আজকে তৃণার হাতের ওই হলুদ রুমালখানা দক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো খননে তুলে এনেছে একমুঠো বিলুপ্ত ইতিহাস।

টিফিন-পিরিওড শেষের বেল বেজে গিয়েছে। কমনরুম ফাঁকা হতে শুরু করেছে। পঞ্চম পিরিওডে আমার ক্লাস নেই। এখন ছাত্রীদের হোমওয়র্কের খাতাগুলো চেক করার সময়। কিন্তু কে জানে কেন, শরীরটা বড্ড অবসন্ন লাগছে আজ। বুকের কাছে একটা চিনচিনে ব্যথা একটু পরপরই মাথা চাড়া দিচ্ছে। অবাধ্য চোখ দু'টো শাসন মানছে না। কেবলই ভিজে ঝাপসা করে দিচ্ছে চশমার কাঁচ। সবই তাহলে ফুরিয়ে গেল? জমাট বাঁধা একটা কষ্ট আর গোপন অভিমান দলা বেঁধে আটকে আছে কণ্ঠনালীতে। ফাঁকা কমনরুমের শূন্যতা ক্রমশ গ্রাস করছে আমাকে। সান্ত্বনার অভিব্যক্তি নিয়ে ক্যালেন্ডারের রবিঠাকুর যেন বলছেন, 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' জানলার বাইরের আকাশ তখন ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছে জলভরা মেঘে। ...

তীর্থ তীর্থ, তুমি এমনটা করতে পারলে!

শুধু সিল্কের সুতোয় এমব্রয়ডারি নয়, অনেক অনেক ভালবাসা দিয়ে রাঙিয়েছিলাম ওই হলদে রুমালখানা। সূচের এক-একটা ফোঁড়-এ গেঁথে দিয়েছিলাম অটুট বন্ধনের প্রতিশ্রুতি। ছোট্ট ওই টুকরো কাপড়ে রচনা করেছিলাম অসীম স্বপ্নকথা। ওটা শুধু তোমার, শুধু তোমার জন্যেই তোমাকে দিয়েছিলাম তীর্থ। অথচ সে দেওয়াকে তুচ্ছ করে সেটা তুলে দিলে তোমার নতুন ভালবাসার হাতে! এ কি হাতবদল? আর সব সুখসামগ্রীর মতো প্রেমও কি এভাবে হাত বদলে বদলে ঠিকানা পালটাতে পারে? নাকি আমার কাছে যা ছিল ভালবাসা, তোমার কাছে সেটাই তুচ্ছ একটুকরো কাপড় মাত্র? তীর্থ, তীর্থ, তুমি কি এতটাই বদলে গেছো!

শূন্য কমনরুমে একাকী আমি। চোখ উপচে বইছে লবণস্রোত। আমার ফুলছাপ জৌলুসহীন রুমালে গোপন রক্তক্ষরণ মুছে ফেলার অবিরাম অসফল প্রয়াস চালাচ্ছি। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! তখন বি-এ পড়ছি। সবে পার্ট ওয়ান ফাইনাল দিয়েছি। এর পরেই ঘটে গেল জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। বাবা চলে গেলেন। বড় অসময়ে সেই যাওয়া। চার-চারটে জীবনকে অথৈ জলে ভাসিয়ে তরী বয়ে একাই চলে গেলেন বাবা। সঙ্গে চুপটি করে নিয়ে গেলেন আমার স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষগুলোকেও। দিনটা মনে পড়লে এখনও হাহাকার করে উঠি। রোজকার মতো স্নান খাওয়া সেরে সুস্থ মানুষটা অফিসে গেলেন। কিন্তু ফিরলেন কেবল 'ডেডবডি' হয়ে। অফিসেই আকস্মিক ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। একদম সময় দেননি। সহকর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই সব শেষ। মনে পড়ে, বাবাকে হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে যখন ফিরিয়ে আনলেন তাঁর সহকর্মীরা, তখন সন্ধে পেরিয়ে রাত। শীতের বেলা। ভীষণ ঠান্ডা পড়েছিল সেবার। সেই সঙ্গে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে ঠান্ডাটাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল। বাবার দেহটা অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামাতে নামাতে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "ডেডবডি কোথায় রাখা হবে?"

শুনে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম। ডেডবডি? সামনে যে শুয়ে আছে সে তো আমার বাবা। কিন্তু নিয়তি যতই কঠিন হোক মেনে নিতে হয়। আমরাও ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছিলাম। বাবার অবর্তমানে

সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বেঁচে থাকার কঠিন দিনগুলোতে ভেসে যেতে দেইনি নিজেদের। বাবা মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান আমি। সেই সাড়ে উনিশেই বুঝেছিলাম, এতদিনের আহ্লাদি জীবনটায় যবনিকা পড়ে গেছে। শুরু করতে হবে সংগ্রামের জীবন। অসহায় মা ও ছোট ছোট দুই ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির রেখেছি। মাও যেন বাবার অনুপস্থিতিতে দুর্বল তরুলতার মতো আমাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। ভাই বোনেরদের কাছেও আমিই তখন একমাত্র আশার আলো, ভরসার জায়গা, অন্ধের যষ্টি।
অন-ডিউটি চলে গিয়েছিলেন বাবা। ফলে ইউনিয়নের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই কম্পেনসেটরি গ্রাউন্ডে আমার চাকরি হয়ে গেল রেলে। খুব সাধারণ, গ্রুপ 'ডি'-র চাকরি। তবু চারটে ক্ষুদার্থ পেটে দু'বেলার অন্ন সংস্থান নিশ্চিত করতে সে ছিল বিশাল সম্বল। বাড়তি স্বাচ্ছন্দ আনতে অফিস ছুটির পরে শুরু করলাম টিউশন। আর রাত জেগে নিজের পড়া। ক্লারিকাল গ্রেডের পরীক্ষায় বসতে হলে গ্র্যাজুয়েশনটা অবশ্যম্ভাবী ছিল।
দিনগুলো যে কীভাবে এক আচ্ছন্ন অবস্থায় কেটে যাচ্ছিল, বুঝিয়ে বলা যাবে না। শতেক টানাপড়নে নিজের একান্ত বিষয়গুলো একটু একটু করে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। তীর্থ আগের মতোই সপ্তাহান্তে বাড়ি আসত, কিন্তু আমিই দেখা করে উঠতে পারতাম না সবসময়। কখনও অফিসের ডিউটি, কখনও টিউশন, কখনও মুদি দোকানের রসদ কিনতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল আমার স্বপ্নের সময়গুলো। তীর্থ অভিমান করত, ক্ষুব্ধ হতো। কিন্তু কিছুই করার ছিল না আমার। আমি যে তখন নিয়তির হাতের পুতুল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিন তিনটে অসহায় মুখ। ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে টেরই পাইনি যে তীর্থ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।
এক বছর ঘুরতেই ক্যাম্পাসিং-এ মস্ত চাকরি পেয়ে গেল তীর্থ। বেঙ্গালুরুতে পোস্টিং। কিছুদিন আগেই উমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বাবা ও মাকে সঙ্গে নিয়েই দক্ষিণে চলে যাবে তীর্থ। যাওয়ার আগে আমাকেও বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল সে। কিন্তু আমি কী করে ওর ইচ্ছে রাখতাম? আমার যে তখন বেজায় দায়-দায়িত্ব। আমার চাকরির কী হবে? মা ও ভাই-বোনদের কে দেখবে?
ও বলল, "রাখ তোর দু'টাকার চাকরি। করিস তো চতুর্থ শ্রেণীর কাজ। তুই যা বেতন পাচ্ছিস, আমি তোকে এর চেয়ে বেশি হাত খরচ দেব। তাছাড়া তীর্থঙ্কর মৈত্রের বউ এমন সাধারণ একটা চাকরি করলে লোকে কী বলবে?"
আমি উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হতে গিয়েও গুটিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। আমার বোন ও ভাই দুজনেই পড়ছে, মায়ের আলাদা কোনও আয়ের উৎস নেই, আমি চাকরি ছেড়ে চলে গেলে ওদের কী হবে? তীর্থ আমাকে ছাড়াই চলে গেল বেঙ্গালুরু। আর কখনও এল না। বলে গিয়েছিল, বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঠিকানা জানাবে। কিন্তু কথা রাখেনি তীর্থ। ফোন নম্বরটাও পালটে ফেলেছিল। আমি আর যোগাযোগ করতে পারিনি। তীর্থ আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর সব জানলেও খবর রাখেনি।
সংসারের জটিল অঙ্কটা কোনওদিনই বুঝিনি আমি। ঈশ্বর হয়ত ইচ্ছে করেই কাউকে কাউকে এমন অবুঝ বোকা তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠান। তাঁদের কোনও দাম নেই। সংসারে তাঁদের ভূমিকা সোনার সঙ্গে সোহাগার ভূমিকায় মতো। তারা জুড়ে রাখে, ধরে রাখে, তবু তারা সোনার মতো মূল্যবান গন্য হয় না কখনও।
কালের নিয়মে দিন মাস বছর পেরতে লাগল। বোন কলেজে পড়তে পড়তেই তরুণ অধ্যাপকের প্রেমে পড়ল। সুপাত্র জেনে মা-ও ওর বিয়ে দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। আমারও আপত্তির কিছু ছিল না। বাবার রেখে যাওয়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের কিছু টাকা এবং জমানো সমস্ত পুঁজি দিয়ে সাধ্য মতো বিয়ে দিলাম ওর।
ভাইকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল। আমিও ওকে পড়াতে চেয়েছিলাম অনেকটা। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে তেমন ফল হল না ওর। এরপর খুব সাধারণ ভাবেই বিএসসি-টা পাশ করল। ছেলেবেলা থেকেই চালাকচতুর সে। বুঝতে পেরেছিল, সাধারণ ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়ে চাকরি পাওয়া সহজ নয়। ফলে নিজে থেকেই আর এক পার্টনারের সঙ্গ ধরে শুরু করেছিল টিভির কেবল কানেকশনের ব্যবসায়। রমরমিয়ে চলল ওর ব্যাবসায়। বদলে গেল ওর চাল চলন। বছর না ঘুরতেই একদিন হঠাৎ করে বিয়ে করে আলাদা সংসার পাতল সে। বাড়িতে রয়ে গেলাম কেবল আমি আর মা। মা-ও তখন বেশিরভাগ সময় বোনের বাড়ি নয়তো ভাইয়ের বাড়ি থাকেন। কখনও বোনের সন্তানকে সঙ্গ দিতে তো কখনও ভাইয়ের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা বলে। ভাইয়ের প্রাচুর্য্য, বোনের সুখের কথা সর্বক্ষণ তাঁর মুখে মুখে। মায়ের মুখেও এখন উছলে পড়ে সুখের আভা। কেবল আমিই একা থেকে আরও একা হয়ে চলি।
রেলের চাকরিটা আর ভাল লাগছিল না। ভাল লাগছিল না বঙ্গাইগাঁওয়ের গুমোট জীবনটাও। মুক্তি চাইছিলাম আমি। সবকিছু থেকে মুক্তি। অতীত থেকে মুক্তি, একাকীত্ব থেকে মুক্তি, একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি। একদিন নেহাতই হুজুগের বশেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মধুপুর নিবেদিতা গার্লস স্কুলের সহ-শিক্ষকের চাকরির জন্যে অ্যাপ্লাই করে দিলাম। প্রায় তিন বছর হল মধুপুরেই আস্থানা গেড়েছি আমি। বেশ আছি এখন। সারাদিন উচ্ছল একঝাঁক ছাত্রীদের সঙ্গ উপভোগ করি। বাড়ি ফিরে বই পড়ি, টিভি দেখি কিংবা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে মোবাইল থেকে একের পর এক গান শুনে যাই। ইচ্ছে হলে রান্না করি, খাই। ইচ্ছে না হলে চিঁড়ে ভিজিয়ে গুঁড়ো দুধ মেখে পেট ভরাই। নিজের পছন্দমতো বাঁচি। সারাক্ষণ মায়ের কাছে ভাইয়ের বিলাসবহুল জীবন বা বোনের সুখী সংসারের বর্ণনা শুনতে হয় না, কিংবা নাতিদের দুষ্টুমিষ্টি গল্পের সম্ভার। শুনতে হয় না, "শুধু তোর বিয়েটাই হল না" বলে তাঁর মেকি আক্ষেপ, কিংবা "তুই সংসারের কী বুঝিস?" বলে বোনের অহঙ্কারী আস্ফালন। এই বেশ আছি। খুব ভাল আছি।
মায়ের মুখেই শুনতাম, মেয়েদের জীবন জলের মতো। যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রেরই আকৃতি নেয়। কথাটা যে কতটা খাঁটি সে তো নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছি। আমি চাইলেও জীবনকে নিজের মতো আকার দিতে পারিনি। বরং জীবনই নিজের ইচ্ছেমতো আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। চারটে মানুষকে মাঝ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে বাবা চলে গিয়েছিলেন। একার ক্ষমতায় যতক্ষণ সম্ভব ছিল, কাউকে ডুবতে দেইনি। এখন বাকিরা নিজের নিজের নৌকোয় উঠে সফর জারি রেখেছে, আমি ছিন্নমূলের মতো ভাসতে ভাসতে এই বালুচরে এসে থিতু হয়েছি।
তীর্থ আমার জীবনে ছিল সেই খড়কুটোর মতো, যা আশ্রয় করে আমি ডুবে যাওয়ার মুহূর্তেও ভেসে থাকার প্রাণপণ লড়াই করেছি। সেই তীর্থই আজ সুপ্ত অতীত। ওকে ভুলিনি, কেবল মনের গহনে এক নিভৃত কক্ষে ওকে রেখে দিয়েছি। যেমন রেখে দিয়েছি তীর্থের দেওয়া সেই কড়কড়ে এক টাকার নোটটি। তীর্থের দেওয়া, ওর স্পর্শ থাকা উপহার। সেটাওতো এই রুমালেরই দোসর।
মায়ের মুখে শুনেছিলাম, হয়তো কুসংস্কারই হবে, যে, রুমাল উপহার দিলে নাকি সম্পর্ক ভেঙে যায়। সেজন্যে রুমাল কাউকে উপহার হিসেবে দিতে নেই। এবং দিলেও গ্রহীতার থেকে মূল্য বাবদ কিছু পয়সা নিয়ে নিতে হয়। আমারও ভীরু মন। লোকশ্রুতির বিরুদ্ধাচারণ করতে আমারও বাঁধছিল। সেদিন বাঘেশ্বরী মন্দিরের পেছনে পুকুরের পাশে বসে, তীর্থকে রুমালটা দিতে দিতে তাই লোকবিশ্বাসের কথাটা বলেছিলাম। তীর্থ বরাবরই যুক্তিবাদী।

আমার কথা শুনে হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, "ধ্যুস এ সব কুসংস্কার। রুমাল কেন, খোদ দুর্বাসামুনি এসে অভিশাপ দিলেও কি তুই আমাকে ভুলতে পারবি, নাকি আমি তোকে? তাছাড়া সম্পর্ক ভাঙারই বা প্রশ্ন আসছে কেন, আমারা তো দু'জন দু'জনকে ছেড়ে কখনওই থাকব না।"

মন আমার তবুও খুঁতখুঁত করছিল। বললাম, "লোকে যে বলে...। এসব শুনলে আমার ভয় করে।"

তীর্থ আবার হাসে। ওর হাসিটা বড় সুন্দর, বড় নির্মল। আর কোনও দ্বিরুক্তি করে না সে। আমার এলো চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলেছিল, "তো, কী করলে আমার সুন্দরীর ভয় দূর হবে?"

লাজুক হেসে বললাম, "রুমালের দাম বাবদ একটা সিকি বা আধুলি দিয়ে দাও।"

"ব্যাস ! এটুকু করলেই হবে? আমি তো ভেবেছিলাম তিনদিন উপোষ করে বাঘেশ্বরী মায়ের পুজো দিয়ে তবে রুমাল নেওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।" খিলখিল করে হেসে উঠেছিল তীর্থ। তারপরেই পার্স বের করে একটা নতুন কড়কড়ে একটাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বলল, "এই নে আমার ভীতুশীলা, তোর রুমালের দাম। এইবার খুশি তো?"

এক টাকার নোট, এখন বাজারে বিলুপ্ত। কিন্তু তীর্থের দেওয়া সেই নোটটা এখনও আগের মতোই নতুন কড়কড়ে আছে। সময়ের দাপটেও একটুও মলিন হয়নি। আমার মানিব্যাগের সুরক্ষিত পকেটে সেটার নিত্য অবস্থান। পুজোর ফুলের মতো আমি এটাকে বয়ে বেড়াই সবসময়, সর্বত্র। যেমন করে নিত্য বয়ে বেড়াই তীর্থকে, আমার মননে, আমার চেতনে।

আজ বাকি দুটো ক্লাস দায়সারা ভাবে নিলাম। কিছুতেই ক্লাসে মন বসছিল না। মাথাটা বড্ড ভার ভার লাগছে। ঠিক করেছি, যেভাবেই হোক এই ভার নিয়ে বাড়ি ফিরব না। ভারমুক্ত আমাকে হতেই হবে। কতদিন মিথ্যে জেনেও তৃষ্ণাতুর হয়ে ছুটে ছুটে যাব অতীত মরীচিকার কাছে? আর কতদিন তীর্থের অঞ্জলি বাসি ফুলের মতো গোপনে কাঁদবে? আর নয়, সময় হয়েছে ছুটি নেওয়ার এবং ছুটি দেওয়ার। মনে মনে স্থির করে নিয়েছি আমার কী করণীয়।

স্কুল ছুটি। বাড়ি ফেরার আগে আবার কয়েকমিনিটের জন্যে সহকর্মীদের সবার কমনরুমে জড়ো হওয়া। আবার খানিক কিচিরমিচির। চুল-শাড়ি ঠিক করা, ব্যাগ গোছানো, বইপত্র নেওয়া, নোটিস দেখা। আমি অনুকূল পরিবেশ খুঁজছিলাম। ছুটির পরেই সেটা পেয়ে গেলাম। সুযোগ বুঝে সবার সামনেই তৃণাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে তৃণা, তোর প্রেমিক যখন রুমালটা দিল, তখন ওটার দাম বাবদ ওঁকে কিছু দিয়েছিলি তো?"

আমার কথা কিছু বুঝতে না পেরে তৃণা অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বলল, "ও-মা ! দাম দিতে যাব কেন? তীর্থতো এটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।"

উত্তরটা আমি অনুমানই করেছিলাম। তাই স্নেহময়ী দিদির মত বললাম, "সে জানি, তোকে ও উপহারই দিয়েছে, কিন্তু একটা প্রবাদ আছে, রুমাল উপহার দিলে বা নিলে নাকি সম্পর্ক ভেঙে যায়। তুই জানিস না বুঝি? সেজন্যে কেউ রুমাল দিলে তাকে মূল্য হিসেবে সামান্য খুচরো পয়সা হলেও দিয়ে দিতে হয়। দোষ কাটিয়ে রাখা যাকে বলে।"

তৃণা অবাক হয়ে বলে, "ও মা! তাই নাকি? আমি তো এসব কিছুই জানতাম না।"

মাধবীদি আমার সমর্থনে বললেন, "হ্যাঁ এরকম একটা বিশ্বাস আছে বটে। তবে আজকাল আর এসব কথা ক'জন মানে?"

মাধবীদি ছাড়াও কল্পনা, মণিকা, বনানীরাও এই লোকবিশ্বাসের কথা স্বীকার করল।

আমি বুঝলাম, আমি সঠিক পথেই চলেছি। তৃণাকে একটু হলেও বিভ্রান্ত করে দিয়েছি। আবার আমি ওকে বললাম, "তোকে যখন সে এমন সুন্দর একটা উপহার দিয়েছে, তুইও এর দাম বাবদ বিনিময়ে অভিনব কিছু দিয়ে দিস।"

তৃণা যেন দ্বিধাগ্রস্থ। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। আমাকেই জিজ্ঞেস করল, "কী দেওয়া যায় বল তো?"

আমি এমনই পরিবেশ ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পার্স খুলে সেই মহা মূল্যবান কড়কড়ে এক টাকার নোটটি বের করে তৃণার হাতে দিয়ে বললাম, "এই নে একখানা অ্যান্টিক এ কটাকার নোট। হাজার খুঁজলেও এই রকম নোট এখন আর পাবি না। তাও আবার এমন নতুন আর কড়কড়ে। এটা তোকে দিলাম। তুই বরং এটাই দিয়ে দিস তোর ভালবাসাকে। দেখিস কেমন চমকে উঠবে সে।"

তৃণা অভিভূত। এমন একখানা জিনিস পেয়ে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত সে। খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমিও বুকের ভেতরের গোপন হাহাকার ছাপিয়ে হেসে উঠলাম।

এদিকে, শুধু তৃণাই নয়, অমন একটা পুরোনো অথচ নতুনের মতো কড়কড়ে নোট দেখে অনেকেই অবাক হল। আমার 'সংগ্রহ'-কে তারিফ জানালো। আমি জানি এটা পেয়ে তীর্থও অবাক হবে। চমকে উঠবে। ক্ষণিকের জন্যে হলেও ফিরে যাবে ফেলে আসা সুদূরের পথে, বাঘেশ্বরী মন্দিরের পেছনে ছায়াঘেরা পুকুরের পাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরবে কোনও এক অষ্টাদশীকে। আর বিগ্রহহীন সে মন্দিরে তখন দীপ জ্বালিয়ে অঞ্জলি দেবে অন্য কোনও একাকী নারী। সংসারের জটিল অঙ্ক না বোঝা, চির বোকা কি আমি একাই? শত সহস্র অঞ্জলিরা নিত্য বিনিদ্র রাত কাঁটায়, সাজানো হাসিতে গোপন করে দীর্ঘশ্বাস, কালো চশমার আড়ালে ঢেকে রাখে ভেজা চোখের কোল। ওরাও মন্দিরে যায়। ভালবাসার মানুষটির জন্যে গোপন প্রার্থনা জানায়, উদাস চোখে দূর পাহাড় ও নীরব প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে গোপন করে শতেক অভিমান।

টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পেরে পার্সটা তুলোর মতো হালকা লাগছে। নিজেকেও হালকা বোধ হচ্ছে। দলবেঁধে খলবল কলকল করতে করতে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছি। পেছনে বিকেলের শেষ রোদটুকু গায়ে মেখে একাকী দাঁড়িয়ে আছে মধুপুর নিবেদিতা গার্লস স্কুল। একটু পরেই আমার মতোই নৈশব্দের অন্ধকারে পুরোপুরি ডুবে যাবে সেও। আজ আমার ঋণশোধের সাক্ষী সে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে সবার অলক্ষে চোখের কোণে জমে থাকা রক্তক্ষরণটুকু আমার ছাপোষা ফুলছাপ রুমালে মুছতে মুছতে অনুভব করলাম ভারমুক্ত হতে গিয়ে আমি আজ একেবারে নিঃস্বও হয়ে গেছি।

টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পেরে পার্সটা হালকা লাগছে। নিজেকেও হালকা বোধ হচ্ছে। দলবেঁধে খলবল কলকল করতে করতে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছি।

অলঙ্করণ: সৌমেন দাস

কেনাকাটা

Avantika's
(A Complete Fashion Studio)

ডিজাইনার ঃ কাকলী বাগচী

127, রাষ্ট্রগুরু অ্যাভিনিউ,
নাগেরবাজার, কলি-28
Ph : 9830190305,
9051684869
www.avantikas.co.in

এই শাড়িটি অহিংসা তসর। অহিংসা মানে হল cocoon-কে না মেরে ফেলে যে silk সুতো বেরোয় তাই দিয়ে যে শাড়ি তৈরি হয় তা হল অহিংসা শাড়ি এবং খুব rare এই শাড়ি। এই শাড়ি হল original শুদ্ধ বস্ত্র। শাড়ির সাথেই running এ ব্লাউজ। শাড়িটি সম্পূর্ণ rare এবং exclusive। এই ধরনের exclusive শাড়ি পেতে হলে একবার আপনাকে চলে আসতেই হবে 'অবন্তিকা'স-এ। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাড়ি এক ছাদের তলায়। সবার জন্য রইল সাদর আমন্ত্রণ।

পিয়ালী

ডিজাইনার - দীপক বণিক

57, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, গোরাবাজার, দমদম
ক্যান্টনমেন্ট (ঠিক থানার গেটের সামনে)
কলকাতা-700028
Ph.: 9230265470, 9239488315

উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম শাড়ির সম্ভার। রয়েছে সুতি ও সিল্ক শাড়ির অফুরন্ত কালেকশান। সুটিং সার্টিং, ডিজাইনার কুর্তি, চুড়িদার সেট, রেডিমেড পোষাক, ব্যাগ, জুতো ও কসমেটিক্স। বিয়ের কেনাকাটার সঙ্গে ট্রলি ব্যাগ ফ্রি।

এই বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন

9051878244

ম্যাসোলিন®

আয়ুর্বেদিক

ব্রেস্ট কেয়ার অয়েল এন্ড ক্যাপসুল

প্রাচীন মূল্যবান ভারতীয় ভেষজ দিয়ে তৈরি আয়ুর্বেদিক ব্রেস্ট কেয়ার অয়েল এবং ক্যাপসুল ম্যাসোলিন, সব বয়েসের মহিলা-দের জন্যে উপকারি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন যা আপনাকে করে তোলে সম্পূর্ণা

ভালো ফল পেতে ম্যাসোলিন অয়েল এবং ক্যাপসুল একসাথে ব্যবহার প্রযোজ্য

সুন্দরকে করে সুন্দরতম

Available at all stores

Trade Help Line : 033-2243 5035

E-mail : masolinresponse@gmail.com

READYMADE DESIGNER BLOUSE

jolly's BOUTIQUE

পুজোতে নতুন শাড়ি কিনে ছবি তুলুন। আর আমাদের whatsapp করে দিন। বাড়িতে বসে সব্বাই মিলে পছন্দ করুন ডিজাইনার ব্লাউজ।

ডিজাইনার : সঙ্গীতা মুখার্জী

ফ্যাশানের স্বাচ্ছন্দ্য আর স্টাইলের পারফেক্ট ব্যালেন্স

হোলসেলে কিনুন, ব্যবসা করুন

Dakshinapan
F-35, 1st Floor
Dhakuria, Kolkata-700 068
www.jollysboutique.com

Phone & Whatsapp No.
9831051104

সর্ব নিম্ন দামে সর্ব শ্রেষ্ঠ শাড়ী

Nirmal Sarees

NIRMAL SAREES

দোকানদার পুশ সেলার/ বুটিকস্ অনবদ্য কালেকশনের জন্য যোগাযোগ করুন।

একই ছাদের তলায় অনেক...

নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের বুটিকস্ এবং সিল্ক প্রিন্ট যেমন মটকা, তসর, ভাগলপুরী, ব্যাঙ্গালোর, মুর্শিদাবাদ যা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। এছাড়া

সর্বভারতীয় কালেকশনঃ-

কোসাসিল্ক, মাহেশ্বরী, কলমকারী, কাঞ্জীভরম, গাদোয়াল, সোনামুখী সিল্ক, সুপারনেট, লখ্‌নো চিকন্, হ্যান্ডলুম, আসাম সিল্ক, মঙ্গলগিরি, বেনারসী সিল্ক, লিনেন এবং বুটিক কটনছাপা/ সালোয়ার ও ডিজাইনার কুর্ত্তি পাইকারী দামে পাবেন।

নির্মল শাড়ী

(An Unit of D. R. ENTERPRISE)

খান্না সিনেমা হলের পাশে

157/1B APC Road Kol-6

facebook.com/nirmalsaree

পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়

All Debit & Credit Cards Accepted

MasterCard VISA

Ph.: 2533-5314 9432184711 (M) 9007061507 / 9804889962

All days open(10.30A.M. - 8.30P.M.)

BAANSHI
VENTURES
..Weaving Perfection
Exclusive Collection of Handloom Sarees
Stoles Dress Materials Sujni Kaanthas Jewelleries
Pujo Collection 2018 in Store
4A/1, Motilal Nehru Road, 2nd Floor, Kolkata-700029 Mobile : 6291005324 / 9875671224 Facebook page : baanshi ventures
We have store at Haldia also

হাঁটু পালটে আবার ফিরে আসুন স্বাভাবিক জীবনে

হাঁটুর অসহ্য ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে দিন গোনার পালা শেষ। এখন নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে আবার ফিরে পেতে পারেন কোয়ালিটি লাইফ — জানালেন ***বেলভিউ ক্লিনিক, কলকাতার প্রখ্যাত অর্থোপেডিক ও নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন*** **ডা. সন্তোষ কুমার**।

প্রশ্ন : আপনারা কখন নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পরামর্শ দেন?

ডা. কুমার : হাঁটুর অসহ্য ব্যথায় জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, কোন চিকিৎসায় কাজ হয় না, চলাফেরা ও জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম বন্ধ করে শয্যা নিতে হয় তখন তো অবশ্যই ঐ বিকল হাঁটুকে কৃত্রিম প্রস্থেসিসের সাহায্যে বদলে ফেলতে হবে। তবে সচেতন থাকলে ও চিকিৎসক মনে করলে এই অসহ্য পরিস্থিতি আসবার আগেই নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : হাঁটুর এই অসহ্য ব্যথার কি কোন রিস্ক ফ্যাক্টর আছে?

ডা. কুমার : হ্যাঁ আছে। কিছুটা জিনগত কারণ তো আছেই। তাছাড়াও ওবেসিটি বা বাড়তি ওজন, হাঁটুতে পুরান কোন চোট আঘাত বা স্পোর্ট ইনজুরি, নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, গাউট, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, অ্যাকসিডেন্ট, অস্টিও আর্থারাইটিস, কন্ডোম্যালেশিয়া প্যাটেলা, বেশী বয়সে এসবই হাঁটুর অসহ্য ব্যথার রিস্ক ফ্যাক্টর।

প্রশ্ন : একে তো অসহ্য ব্যথায় সঙ্গীণ অবস্থা তার উপরে একটা মেজর সার্জারির কাটাকুটি, অসুস্থ শরীর এতটা ধকল নিতে পারে?

ডা. কুমার : সার্জারির সময় ব্যথার কারণ ঐ ক্ষতিগ্রস্ত হাঁটু সরিয়ে ফেললেই ব্যথা একদম চলে যায়। আমি মিলিম্যালি ইনভেসিভ পদ্ধতিতে অপারেশন করি বলে কাটাকুটি ও রক্তপাত খুবই কম হয়। ফলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও সাধারণ অপারেশনের থেকে অনেকটাই কম হয়। অপারেশনের পর দিনই রোগীকে উঠে দাঁড় করিয়ে হাঁটান হয়। চাইলে ধরে ধরে বাথরুমেও যেতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে মাত্র তিনদিন পরেই হসপিটাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফিরে আসে জীবনের আনন্দ। হাঁটু পাল্টে রোগী ইচ্ছা করলেই ঘরে বাইরে চলাফেরার পাশাপাশি সাইকেল বা স্কুটার চালাতে পারেন, শরীর ভাল থাকলে পাহাড়ে বেড়াতে বা ট্রেকিং-এও যেতে পারেন।

প্রশ্ন : কিন্তু শুনেছি নাকি হাঁটু বদলের পর মাটিতে বসা যায় না?

ডা. কুমার : এটা ঠিকই বাজার চলতি সাধারণ প্রস্থেসিস দিয়ে হাঁটু প্রতিস্থাপন করলে মাটিতে বসা যায় না। কারণ এই প্রস্থেসিসগুলি ৯০ ডিগ্রির বেশী বাঁকতে পারে না। বর্তমানের উন্নত

হাইফ্লেক্স নি ব্যবহার করলে হাঁটু ভাঁজ করতে পারেন এমনকি মাটিতে বসতেও কোনও অসুবিধা হয় না, তবে না বসাই ভাল।

প্রশ্ন : কিন্তু হার্টের রোগীর বা কারো ডায়াবেটিস থাকলে তো এই ট্রান্সপ্লান্টেশন বিষয়টা খুব জটিল হয়ে ওঠে?

ডা. কুমার : হাঁটুতে ব্যথা তো প্রধানত বয়স্কদের অসুখ আর একজন বয়স্ক মানুষের তো হার্টের অসুখ, হাইপারটেনশন বা ডায়াবেটিস থাকতেই পারে। সুতরাং, হাঁটু প্রতিস্থাপনে এই সব নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আজকাল এই সব অসুখের দারুন সব ওষুধ বেরিয়েছে। সার্জারির আগে এই সব ওষুধের সাহায্যে আগে রোগীকে স্বাভাবিক করে তোলা হয়। তারপর সার্জারি করা হয়।

প্রশ্ন : কিন্তু এই রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সাকসেস রেট কেমন?

ডা. কুমার : দেখুন যে কোন জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সাফল্য সার্জনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে, তার সঙ্গে থাকে প্রযুক্তির সহায়তা। আমি কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনোলজির সাহায্যে অর্থো পাইলট সিস্টেমে সার্জারি করি বলে আমার কাছে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে সাফল্যের হার প্রায় একশ শতাংশ। এই সাফল্যের পিছনে অত্যাধুনিক প্রস্থেসিসের ব্যবহারও একটা বড় কারণ। এইগুলি এখন এতটাই ভাল যে সাধারণত যে বয়সে মানুষ হাঁটু পাল্টায় তারপর আর বাকি জীবনে খারাপ হয় না। তাই আমার রোগীদের রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারির অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে।

প্রশ্ন : শুনেছি মহিলাদের হাড়ের গঠন কিছুটা আলাদা সেক্ষেত্রে কি আপনারা পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রস্থেসিস ব্যবহার করেন?

ডা. কুমার : আগে একই ধরনের কৃত্রিম হাঁটু ব্যবহার করা হত। তবে আজকাল বিভিন্ন আকারের প্রস্থেসিস পাওয়া যাচ্ছে। আরো ভালো ফল পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব আসল হাঁটুর সমান মাপের ছোট ধরনের প্রস্থেসিসই ব্যবহার করি। আসলে পুরুষ মহিলা সকলেই আমার কাছে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করার পর একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। তাদের মনে হয় বয়স প্রায় কুড়ি বছর কমে গেছে। এদের জন্যই আমার একটা প্রিয় স্লোগান 'আমার হাঁটুই আমার জীবন'। আমার রোগীদের মধ্যে এই স্লোগানটি সার্থক হয়ে উঠলেই আমার চিকিৎসার সার্থকতা।

relation001@gmail.com

হেল্পলাইন 98312 66632

Dr. Santosh Kumar
Bellevue Clinic, Room No. 15
Doctors' Chamber
9 Loudon Street, Kolkata-17

Private Chamber
KNEE FOUNDATION
Plot 902, Laketown, Block-A
Near Yes Bank, Kolkata-700089

e-mail : santdr@gmail.com
www.mykneemylife.org
SMS Poorva to 56161
WhatsApp 98319 11584

Upananda

FOR EMPOWERED WOMEN

Designer Dresses I Sarees I Blouse I Lahenga

Address: 143/1A 143/1A Rashbehari Avenue, Ground Floor,
Below B.C.Sen Jewellers, Gariahat, Kolkata 700 029
Call: +91 98367 60505 I www.upananda.com

Ovarian Cyst - থাকা সত্ত্বেও মাতৃত্ব লাভ

Dr. INDRANI LODH
MS OBGYN
Founder director
URVARAA IVF

আমার right ovaryতে একটা কমলা লেবুর আকারের সিস্ট ছিল।সবাই operationকরার পরামর্শ দিয়েছিল। Urvaraa IVFএর নাম শুনে ডঃ লোধের সাথে পরামর্শ করার পর জানতে পারি যে এটা operation না করে ultrasonography সাহায্য নিয়ে aspirate করা যায়,এটি একটি ক্ষুদ্র পক্রিয়া মাত্র। ডঃ লোধকে দিয়ে treatment করিয়ে আমি পরের মাসে মাতৃত্ব লাভ করি।

Thank you Urvaraa Team - অনামিকা রায়

PCOS বা polycystic ovaries এখন খুব common সমস্যা। USG করে ধরা পরার পর অনেকেই operation ও বন্ধ্যাত্বের ভয় দেখিয়েছিল। Urvaraa IVF এ চিকিৎসা করিয়ে শুধুমাত্র ওষুধপত্র খেয়েই আমি মা হতে পেরেছি, operation করতে হয়নি।

-পুজা দত্ত

আমার ২টো ovaryতেই ছোটো chocolate cyst ছিল। অনেকেই micro surgeryর কথা বলেছিল। ডঃ লোধ আমায় endometriosis এর ওষুধ দেন।দীর্ঘ ৪মাস ওষুধ খাওয়ার পর আমার সব cyst সেরে যায়।তারপর আমার মাতৃত্ব লাভ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি।এখন আমার মেয়ের বয়স ৩ বছর।

- পিয়ালী সেন

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

আপনার মধ্যেও এক নতুন প্রাণের সূচনা এখন সম্ভব

URVARAA IVF™
WE TURN COUPLES INTO FAMILIES

FOGSI recognised infertility center in EASTERN INDIA

ICMR Accredited ART laboratory in EASTERN INDIA

BAJAJ FINSERV 0%EMI Facility for FERTILITY TREATMENT

40/1A,Hazra Road,1st Floor,Kol-19, Near Ritchie Road,Hazra Road Crossing
Call: **033 2475 6000** / **5000** (10am.-6pm.) **9830175415** (24 Hours) E-mail-urvaraaivf@gmail.com

সফট্ ঢাকাই | তসর ইক্কত | 3D কাতান

Unit 1 : 198/1, Rashbehari Avenue **(Gariahat)**
Kolkata-700029 Ph. : 2464-1568

Unit 2 : 50/1, Hindustan Park, Kolkata-700029
Ph. 2464-5599
(Hindusthan Park & Purna Das Rd. Crossing)

Mob. : 9830233897
e-mail : shibaninsaha@gmail.com
website : www.shibanisaree.com
GSTN : 19AAMFS1702R1ZL

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর | 8961437943, 6290594090, 9883162999

E-mail : adircpl@gmail.com www.adireadymadecentre.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর | 8961437943, 6290594090, 9883162999

E-mail : adircpl@gmail.com www.adireadymadecentre.com

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী

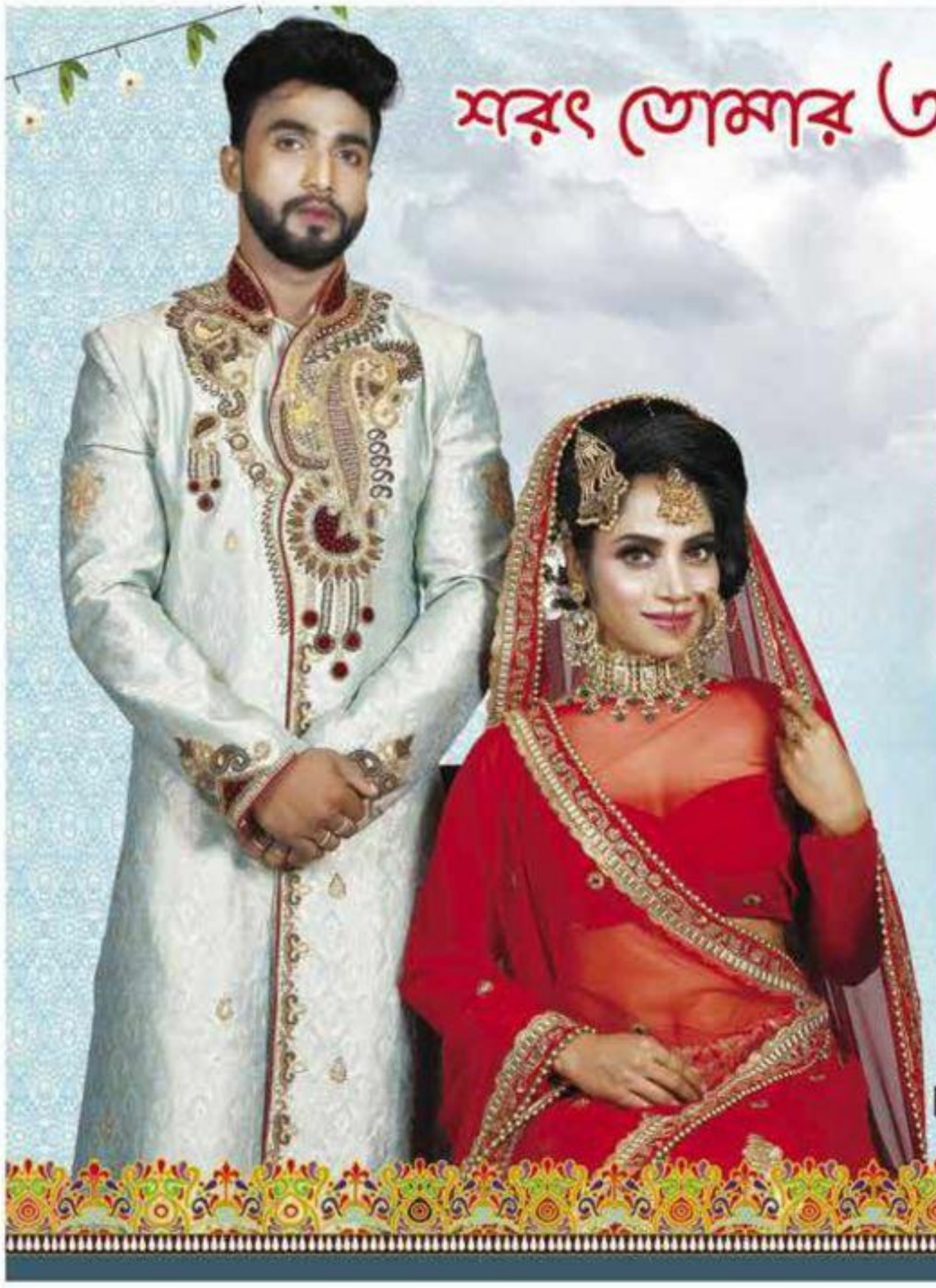

Bridal Studio Academy

Sheetal's Makeover

M : 8017252864 / 8013689896

TRIPATHI CREATION

THE ADVERTISING AGENCY

72781 65030

Mob: 8777311400

Email: tripathicreation007@gmail.com

শ্রী অরবিন্দ

ব্লাউজ স্পেশালিষ্ট

NOW @ BARASAT

নারীর অঙ্গ শোভায়...

since 1989

N/39 K. N. C Road, Haritala Barasat, Kolkata 124 | 8967293800

PANSARI®

ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

PANSARI MASALE

Rasoi ka Jadugar

HYGIENIC • PURE • HIGH QUALITY

PURITY PANSARI ASSURED

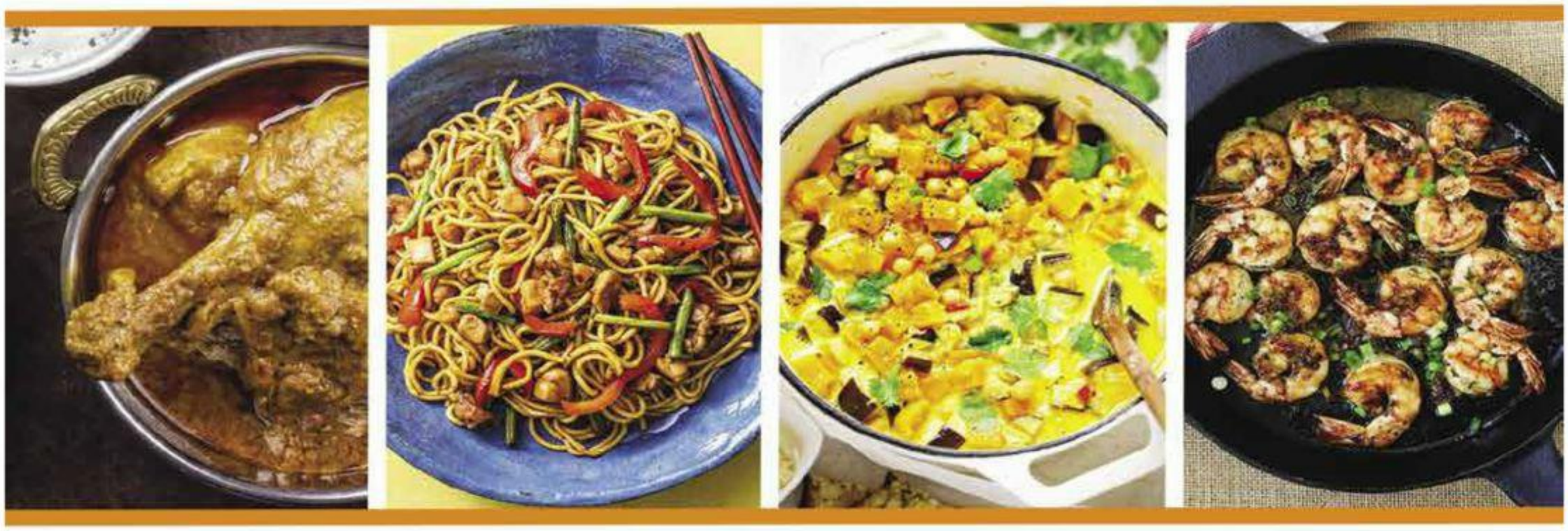

Outlet Address : 75, Cotton Street, Ground Floor,Kol - 7 Ph: 8335073556 ,
Near Satyanarayan Park AC Market, Burrabazar.
UTSAV, B-6/1(S). Kalyani, Nadia-741235

TRADE ENQUIRY: 09830122123

Products are Available in

SastaSundar | citi mart | C3 | VIRAAT | Amtala | Barasat | Barrackpur | Belgharia | Dharmatala | Nabadwip | BAZAAR 365 | TrendyBazzar | amazon.in | bigbasket

Chandrima
Fashions Fabrics Pvt. Ltd.

পুজোর অনন্য সাজ

ঝকঝকে নীল আকাশে
সাদা মেঘের সারি,
বাতাসে শিউলির গন্ধ
মানেই পুজো আসন্ন।
আর পুজো মানেই
নতুনভাবে সেজে
ওঠার মরশুম। পুজোর
লেটেস্ট ফ্যাশন নিয়ে
হাজির আমরা।

ঘিরঙা হাই-নেক স্ট্রেট কুর্তি।
জমি জুড়ে ছোট ছোট ফ্লোরাল
মোটিফ। টিম-আপ করা
হয়েছে লাল-কালো চেকড
ফ্লেয়ার্ড পালাজোর সঙ্গে।
(বাঁ দিকে)

শাড়ি ছাড়া পুজোর সাজ
অসম্পূর্ণ। উজ্জ্বল হলুদ রঙের
জরি পাড় শাড়ি। আঁচলে লাল
স্ট্রাইপস। *(মাঝে)*

লেয়ার্ড অ্যাসিমেট্রিক্যাল
ড্রেস। নীচের অংশে লাল রঙে
চেকস ও ফুলের মোটিফ।
উপরে ইক্কতের বুননের
আদলে জমকালো প্রিন্ট।
(ডানদিক)

ওয়ান শোল্ডার ফ্লোরাল প্রিন্টেড কাফতান টপ। টিম-আপ করা হয়েছে লাল ট্রাউজারের সঙ্গে। *(বাঁ দিকে)*

ছাইরঙা সুতির শাড়ি। চওড়া কালো পাড়। জমি জুড়ে চেকস ও ছোট বুটি। আঁচলে টেম্পল বর্ডার। হালকা সোনার গয়নায় অনন্যা। *(মাঝে)*

শিফনের ফুল স্লিভ ফ্রন্ট ওপেন ম্যাক্সি ড্রেস। হালকা পিচ রঙের উপর ফ্লোরাল মোটিফ। সঙ্গে রুপোর গয়না। *(ডান দিকে)*

বাঙালির আবেগ ও ঐতিহ্যের শাড়িকে ফ্যাশনের শিখরে রেখেছে

Chandrima Fashions Fabrics Pvt. Ltd.

চন্দ্রিমা ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড

- বেনারসী
- জ্যাকুয়ার্ডস
- ডায়েড ফ্যাব্রিক্স
- এমব্রোডায়ারিস
- খিন খাব
- মসলিন প্রিন্টস
- ভিসকোস
- ব্রোকেডস
- জামেয়ার
- হ্যান্ডলুম শাড়ি
- কটন এবং ডেনিম প্রিন্টস
- সাটিন প্রিন্টস
- ফ্যান্সি দুপাট্টা

- 95A, Park Street, 3rd Floor, Kolkata - 700016, Ph : 70441 07000
- P-15/1, CIT Road, Kankurgachi, Sch.-VII(M), Kolkata - 700054, Ph : 70441 08000
- 62/2, Rose Marry Lane, 2nd Floor, Howrah - 711101, Ph : 70441 05000
- 77, Manohar Pukur Road, Kolkata - 700 029, Ph: 70441 09000

Stitching Facility Available (Only at Howrah & Gariahat)

COSMETIC DERMATOLOGY & SURGERY

FIGURE CORRECTION

BEFORE AFTER

LIPOSUCTION / TUMMY TUCK

FACE & NOSE SURGERY

MALE BREAST REDUCTION

BEFORE AFTER

BREAST ENHANCEMENT

BEFORE AFTER

FEMALE BREAST SURGERY

(ENLARGE/ LIFT/ REDUCE)

IF YOU FIND BETTER HAIR TRANSPLANT, DO IT

(FUT & FUE)

BY DR. MANOJ KHANNA CELEBRITY COSMETIC SURGEON

চুল বাড়বে, কাটা যাবে, পড়বে না।

MANOJ K.

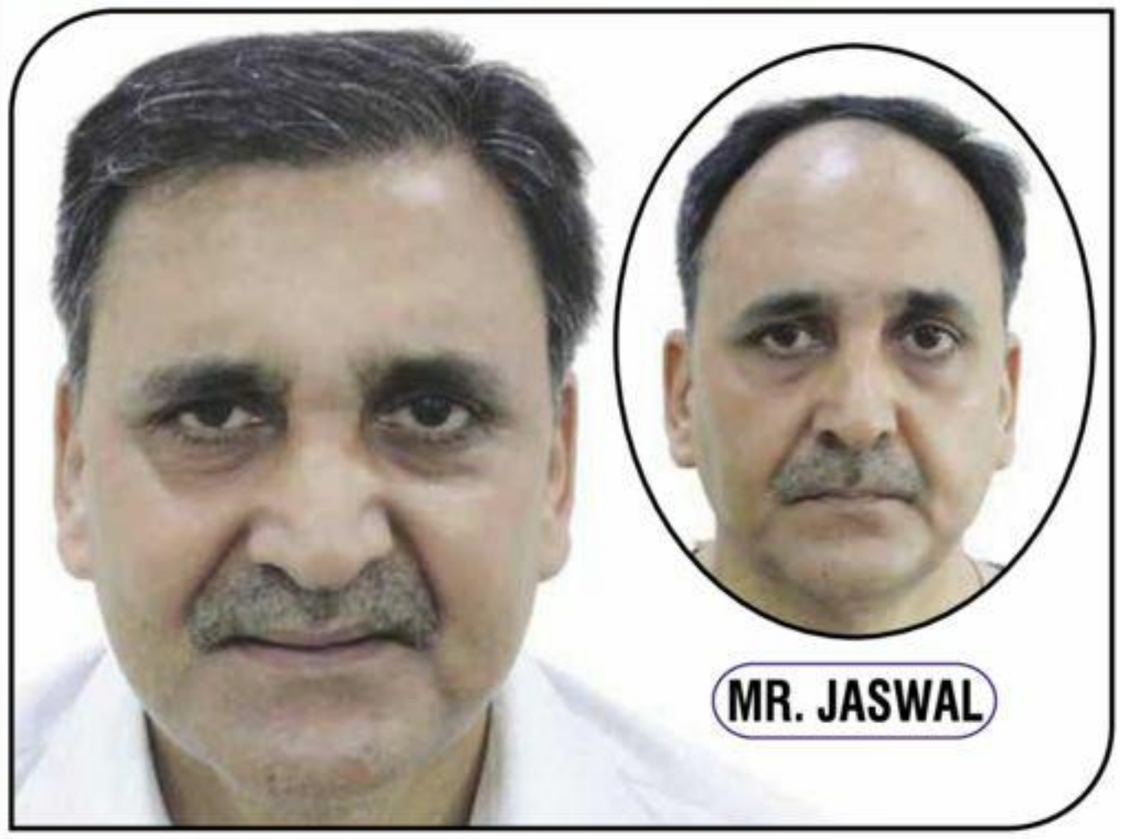

MR. JASWAL

NON-SURGICAL FAT REDUCTION (CRYOLIPOLYSIS)

NON-SURGICAL FACELIFT | FACE TREATMENT

LASER HAIR REMOVAL | BOTOX & FILLERS

6000+ সফল হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট

1996 সাল থেকে >500 মহিলা সহ

12, Loudon Street, Flat 5A & 5B,
Kolkata - 17, Opposite Bellevue Clinic
MON - SAT : 10am-7pm

ENHANCE CLINICS
www.enhanceclinics.in
CENTRE OF EXCELLENCE
Go CASHLESS with EMI OFFERS
• Call now to know more •

98300 85506

(033) 2282-8500 /-9126

www.plasticsurgery-india.com

Email: drmkhanna@gmail.com

₹ 795 nett
₹ 1995 nett
₹ 1185 nett
FLAT
40% OFF
TILL PUJA
Suchitra
SAREES | SUITS | TUNICS | LEHENGAS | BRIDAL WEAR
Original Banarasi, Uppada, Bandhej from
Kutch, Jute, Tussar, Khicha, Byloom and many more varieties
5B, Rawdon Street, Kolkata - 17 Ph. 22874728 I 2289 3097
(Near Bhagirathi Neotia Hospital), E : annjukandoi@gmail.com

W
Pujo Collection
2018 in Store
VEDAM
art . fashion . life
33, Shakespeare Sarani (Near Kala Mandir) Kolkata - 700 017 Tel : +91 33 2280 0131/2 8017006200
All Days Open Email : info@ved-am.com www.vedam.co vedam.art.fashion.life vedam_vm
Rohit Bal • Tarun Tahiliani • Gaurav Gupta • Elisha W • Anand Kabra • JJ Valaya • Sulakshana Monga • Varun Bahl • Ranna Gill & Many More. Hand Picked Traditional Sarees by Award Winning Weavers : Kanjivaram Paithani • Uppada • Gadwal • Pochampali • Bomkai • Baluchari • Banarasi • Jamewar • Pashmina • Patan Patola • Panetar • Chikankari • Maheswari • Real Zari • Gharchola • Muslin • Chanderi • Jamdani • Cottons & More. Limited Edition Designer & Concept Sarees • Party Lehengas • Gowns • Dresses • Tunics • Suit Sets. Men's wear : Kurtas • Bundis • Jackets • Indo • Suit Lengths : Loro Piana • Vitale Barberis • Ermenegildo Zegna • Cerruti • Valentino • Bespoke Tailoring.
Bridal Sherwanis & Lehengas by appointment only • Bridal Lehenga 2018

VM
Pujo Collection
2018 in Store
VEDAM
art . fashion . life
33, Shakespeare Sarani (Near Kala Mandir) Kolkata - 700 017 Tel : +91 33 2280 0131/2 8017006200
All Days Open Email : info@ved-am.com www.vedam.co vedam.art.fashion.life vedam_vm
Rohit Bal • Tarun Tahiliani • Gaurav Gupta • Elisha W • Anand Kabra • JJ Valaya • Sulakshana Monga • Varun Bahl • Ranna Gill & Many More. Hand Picked Traditional Sarees by Award Winning Weavers : Kanjivaram Paithani • Uppada • Gadwal • Pochampali • Bomkai • Baluchari • Banarasi • Jamewar • Pashmina • Patan Patola • Panetar • Chikankari • Maheswari • Real Zari • Gharchola • Muslin • Chanderi • Jamdani • Cottons & More. Limited Edition Designer & Concept Sarees • Party Lehengas • Gowns • Dresses • Tunics • Suit Sets. Men's wear : Kurtas • Bundis • Jackets • Indo • Suit Lengths : Loro Piana • Vitale Barberis • Ermenegildo Zegna • Cerruti • Valentino • Bespoke Tailoring.
Bridal Sherwanis & Lehengas by appointment only • Bridal Lehenga 2018

এই শাড়িগুলি সিল্ক এবং তসরের। সিল্ক - **4100/-**, তসর - **4900/-**।

Sirsas
Creation (Boutique)

সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিকে তৈরি করা হয় শাড়ি, সালোয়ার, মেখলা, বিছানার চাদর। পুজোয় যদি নতুন করে সাজতে চান তাহলে চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। সঙ্গে আছে গহনাও। অর্ডার নিয়েও কাজ করা হয় (হোলসেলের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন)। গড়িয়াহাট বাসন্তাদেবী কলেজের পাশে 'রিঙ্কুজ'-এও পাওয়া যায় আমাদের শাড়ি।

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

P-35A, Senhati Colony, Behala, Roy Bahadur Road, Phone : 9836237560, 9051924247

fb : sirsa creation

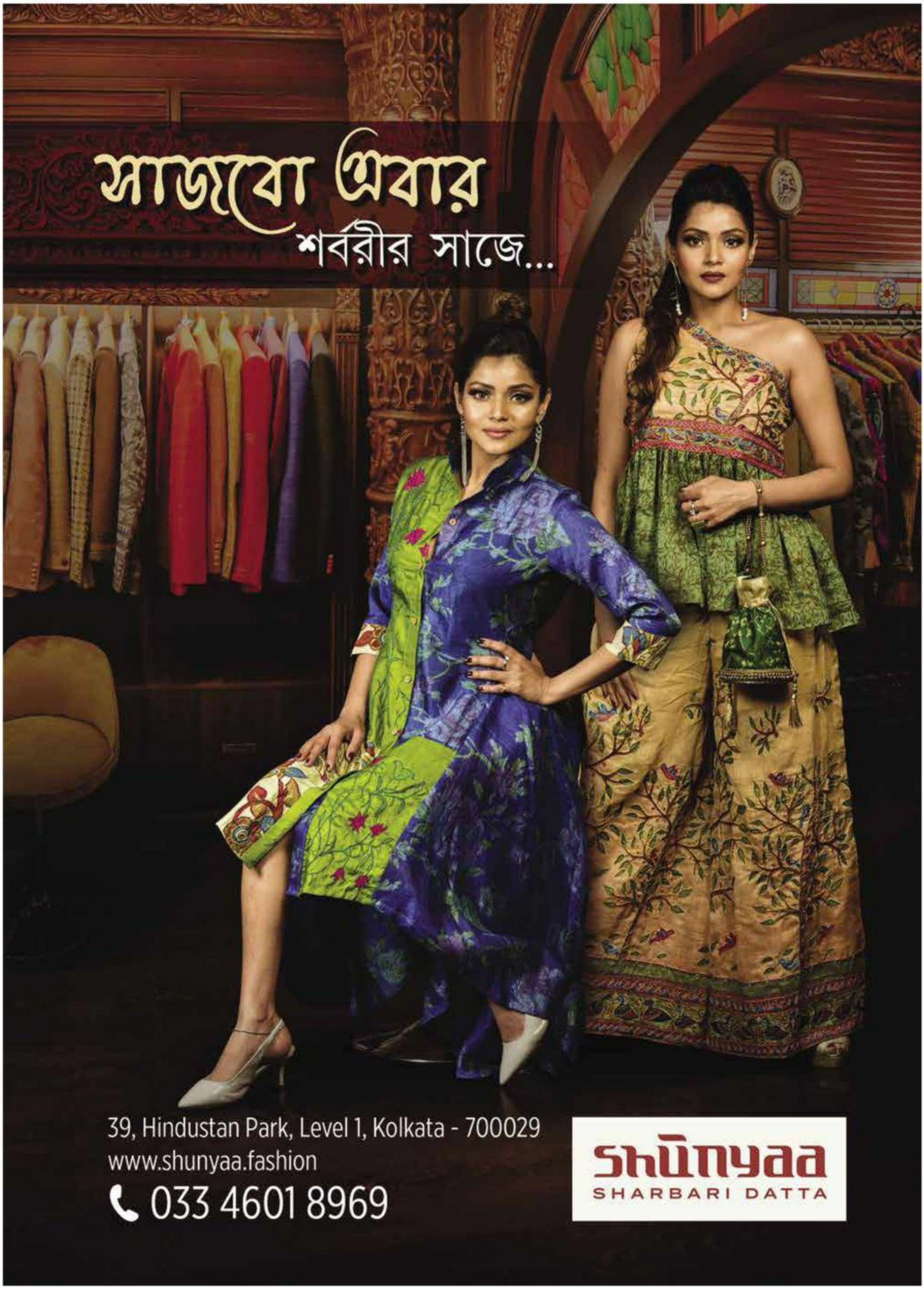
সাজবো এবার
শর্বরীর সাজে...
39, Hindustan Park, Level 1, Kolkata - 700029
www.shunyaa.fashion
033 4601 8969
shunyaa
SHARBARI DATTA

SHREE'S

Hair & Beauty Salon

শ্রী'স হেয়ার ও বিউটি স্যালন-এর রূপ বিশেষজ্ঞা যশোশ্রী রহমান জানাচ্ছেন কিভাবে বিয়ের দিন হয়ে উঠবেন আপনি অনন্যা।

বিয়ের দিন প্রতিটি মেয়েই হয়ে উঠতে চায় তারকার মতো ঝলমলে। কিন্তু সময় চলে যায়। ক্যাটারিং, ডেকরেশন, বিয়ের পোশাক, গহনা, অতিথি তালিকা এইসব নিয়ে এত ব্যস্ততা থাকে যে নিজের যত্ন নিতেই ভুলে যায়। আর আজকের মেয়েরা তো ঘরবন্দী নয়, তাদের অ্যাকটিভ লাইফে চাকরি, কাজ, সোশ্যাল কমিটমেন্ট সব কিছুই মেনটেন করতে হয়। এইসব করে সবদিক সামলিয়ে বিয়ের দিন যখন মেকআপ চেয়ারে বসে তখন নির্জীব ত্বক, খসখসে হাত ও রুক্ষ চুল দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় বিয়ের আগে যে ফেশিয়াল বা হেয়ার স্পা করালাম পুরো টাকাটাই জলে গেলো। চেহারা থেকে স্ট্রেস ও ক্লান্তি যেন দূর হতেই চাইছে না। সে জন্য আমার কাছে যখন কেউ ব্রাইডাল মেকআপের বুকিং করেন তখন আমি চেষ্টা করি শত ব্যস্ততার মধ্যেও একবার কনের সাথে সরাসরি কথা বলতে। এর ফলে আমার কাছে পরিস্কার থাকে বিয়ের দিন কিরকম ভাবে সাজতে চাইছে কনে যাতে বিয়ের দিন কোন বাড়তি স্ট্রেস না নিতে হয় তাকে। এছাড়া, তার প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আমি কিছু বিউটি টিপস্ ফলো করতে বলি যাতে বিয়ের দিন সে নিজের ঝলমলে উপস্থিতি উপভোগ করতে পারে।

আমি প্রথমেই বলি যে মাস দুয়েক আগে থেকেই CTM রুটিন মেনে চলতে। প্রতিদিন সকালবেলা ও সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ত্বক পরিস্কার করতে হবে। অনেকেই বাড়ি ফিরেই বিয়ের আলোচনা বা অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা করবেন না। বাড়ি ফিরে প্রথমেই মেকআপ রিমুভ করুন। এতে আপনার ত্বকে ময়লা জমবে না ও রোমকূপ বন্ধ হবে না। যার ফলে আপনার ত্বকে ব্রণ, র‍্যাশের সমস্যা কমবে। তারপরে টোনিং করবেন। তাতে ত্বক টাইটনিং হবে ও ফাইন লাইনসের সমস্যা কমবে। আমি সাজেস্ট করি ত্বক অনুসারে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বিউটি এক্সপার্টের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন। দিনের বেলা রোদে বেরোবার আগে সানস্ক্রিন নিশ্চয়ই লাগাবেন।

সব কনেই চায় গ্লোয়িং স্কিন কিন্তু স্কিনের ওপর ডেড সেল জমে থাকলে স্কিন কখনই গ্লো করবে না। তাই সপ্তাহে অন্তত তিনবার এক্স ফোলিয়েশন অথবা স্ক্রাব অবশ্যই করবেন। চালের গুঁড়ো, টকদই ও মধুর সংমিশ্রণে ঘরেই তৈরি করতে পারেন অসাধারণ স্ক্রাব, তবে সেটা সম্ভব না হলে ব্যবহার করুন ভালো ব্র্যান্ডের স্ক্রাব।

বিয়ের একদম আগেই স্যালন-এ গিয়ে সবচেয়ে দামী ফেশিয়াল না করেই কয়েকমাস আগে থেকেই স্যালন ভিজিট শুরু করুন। ত্বকে অ্যাকনে, পিগমেনটেশন, সানবার্ন ইত্যাদি জাতীয় সমস্যা থাকলে ছয়মাস আগে থেকেই ট্রিটমেন্ট করান। একই কথা বলব চুলের পরিচর্যার ব্যাপারে। চুলে ভাঁজ পড়া, রুক্ষ চুল, চুলের গোড়া ফেটে যাওয়া বা খুসকির সমস্যা থাকলে আগে থেকেই ট্রিটমেন্ট করান।

ত্বক বা চুলের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি হাত ও পায়ের যত্ন নিন। রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হাত ও পা ভালো করে ধুয়ে হাত ও পায়ের ক্রিম লাগান। বিয়ের দু'মাস আগে থেকে পনেরো দিনের ব্যবধানে পেডিকিওর ও ম্যানিকিওর করান।

বিয়ের দু'মাস আগে থেকেই সুষম হাল্কা খাবার খান ও নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। ডায়েটে যোগ করুন ফল ও সবুজ শাকসবজি। প্রোটিন সমৃদ্ধ করুন আপনার ডায়েট।

বিয়ের ক'দিন আগে থেকেই সেলিব্রেশন শুরু হয়ে যায়। সেজন্য রাতে ঘুমাতে যেতে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। এসময় প্রচুর জল খান। ডাবের জল ও লেবুর জল কয়েকবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। আট থেকে দশ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন।

সবথেকে জরুরী কিছু পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলবেন ঃ

১. অল্প সময়ের ব্যবধানে ছোট ছোট মিল খান কিন্তু মিল কখনোই স্কিপ করবেন না।

২. চুল স্ট্রেটনিং বা স্মুদনিং করার থাকলে বিয়ের একমাস আগে করে নেবেন।

৩. নতুন কোন ফেশিয়াল ট্রিটমেন্ট বা কোন ফেশিয়াল প্রোডাক্ট বিয়ের একদম আগে এক্সপেরিমেন্ট করবেন না।

৪. বিয়ের ঠিক আগে নতুন কোনও আইব্রাও শেপ ট্রাই করবেন না। ঠিক বিয়ের দিন আইব্রাও করবেন না। একদিন আগে করুন।

সবার রায়ে সবার সেরা

শ্রীগুরু বস্ত্রালয়া

প্রা: লি:

বারাসাত

আভিজাত্য এবং
নতুনত্বের
সেরা সম্ভার॥

SHRIGURU BASTRALAYA, 12 NO. RAIL GATE ,BARASAT, KOLKATA - 700126
MOB : 98302 40017 , LANDLINE : 033 2542 4953/54

বাঙালি বর, ভিনদেশি বউ

ভালবাসার টানে জাতি, ভাষা বা দেশের গণ্ডি এঁদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ! তিন জোড়া দেশি-বিদেশি যুগলের কথা লিখলেন সৌমী ঘোষ ও মধুরিমা সিংহ রায়।

প্রেম বা পরিণয়ের মাঝে সাংস্কৃতিক বা দেশজ পার্থক্য যে কোনও বাধাই হতে পারে না তা প্রমাণ করে দিয়েছেন আমাদের প্রতিবেদনের তিন জোড়া কেন্দ্রীয় চরিত্র। জাপান থেকে ব্রাজ়িল, কিংবা বেলজিয়ামে এঁরা খুঁজে পেয়েছেন নিজেদের ভালবাসার মানুষটিকে। আর এখন দিব্যি বাঙালি-ভিনদেশি জুটিরা মিলেমিশে সংসার করছেন চুটিয়ে! ভাষাগত সমস্যাও কোনও ব্যাপারই নয় এঁদের কাছে। এমনটাই জানালেন তিন জোড়া দম্পতি...

বাঙালি-জাপানি জুটি

দক্ষিণ কলকাতার সাজানো গোছানো ছিমছাম ফ্ল্যাটে থাকেন জুনকো ইয়ামাগিশি এবং তাঁর স্বামী রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ২০ বছরের দাম্পত্য তাঁদের। ঘরে ঢুকতেই ঝরঝরে বাংলায় সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন জুনকো। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বেজায় হাসিখুশি। কথাবার্তা শুরু হল বাংলাতেই। জুনকো জানালেন তাঁর বাড়ি জাপানের কিয়োটোতে। অনুবাদে 'শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' বইটি পড়ে দারুণ অনুপ্রাণিত হন জুনকো। বইটি মূল ভাষায় পড়ার জন্য তিনি চলে আসেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনে। সেখানেই দেখা হয় স্বামী রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। এরপর এক বছরের কোর্টশিপ এবং বিয়ে। জুনকো এবং রাজকৃষ্ণের বিয়েটা হয় মূল বৈদিক রীতি অনুসরণ করে। অনুষ্ঠান ছিল বাহুল্যবর্জিত। বিয়েতে দুই বাড়ির মত ছিল? জুনকো জানালেন তাঁর পরিবার থেকে এই বিয়েতে কোনও সমস্যা না হলেও শ্বশুরবাড়ি থেকে
আপত্তি ছিল।
ফলে শ্বশুরবাড়ি থেকে উপাচার সেভাবে সম্পন্ন হয়নি। তবে শাশুড়ি কিন্তু আপন করে নিয়েছিলেন জুনকোকে। জুনকো বাংলা বলতে বেশ সাবলীল হলেও স্বামী রাজকৃষ্ণ কিন্তু জাপানিতে তেমন দড় নন। কারণটা কী? রাজকৃষ্ণ হেসে জানালেন, "সৈয়দ মুজতবা আলি বলেছিলেন 'তোমার অর্ধাঙ্গিনী যদি বিদেশিনী হন তাহলে তাঁর ভাষা বিয়ের আগে শিখতে হবে, বিয়ের পর আর শেখা যায় না। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু অনেকাংশে সত্যি হয়ে গেছে।" যদিও রাজকৃষ্ণর দাবি স্ত্রী জুনকো ভাষা শেখানোর ব্যাপারে মোটেই ভাল শিক্ষক নন। জুনকো লাজুক হেসে স্বীকার

করলেন স্বামী শেখার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। জুনকোই অধৈর্য হয়ে পড়তেন। ঝগড়াও কি বাংলাতেই হয়? জুনকো জানালেন, "ঝগড়ার সময় অনেকসময় খারাপ জাপানিজ় বলে ফেলি।" রাজকৃষ্ণ যোগ করলেন, "ঠিক এই কারণেই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে জাপানি বলায় ওরা খুব চমকে গিয়েছিল। আমায় জিজ্ঞেস করেছিল "জাপানের অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর শব্দগুলি কীভাবে শিখে গেলেন?" জুনকো কিন্তু বাংলা ভাষা এবং কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে সুন্দর ভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। রান্নাবান্নাও করেন বেশ ঘরোয়া ধরনের। রান্নায় তেলমশলা কমই থাকে। রাজকৃষ্ণ একেবারেই জাপানি রান্না খেতে পারেন না। ফলে অথেন্টিক জাপানি রান্না করার সুযোগও কম। জানা গেল জুনকো আগে নিরামিষাশী ছিলেন। এখন জুনকো মাছ খেতে ভালবাসেন। প্রিয় মাছ ভেটকি। কথাবার্তার ফাঁকেই চোখে পড়ল ঘরের দেওয়ালে নানা রকমের ছবি আঁকা। জানা গেল জুনকো ছবি আঁকতে খুব ভালবাসেন। সময় পেলেই বসে যান আঁকতে। স্বামী লেখালিখি করেন। এই সুবাদে দু'জনে মিলে বই বার করেছেন। জাপানি ভাষায় ছোট ছোট লোককথা রাজকৃষ্ণ অনুবাদ করেছেন বাংলায়। আর জুনকো প্রতিটা গল্পের সঙ্গে এঁকেছেন রঙিন ছবি।

ছবি: অয়ন নন্দী

বাঙালি-বেলজিয়ান জুটি

চন্দননগরের বাসিন্দা বেলজিয়ামের নেলি মেরিলিন মণ্ডল এবং উজ্জ্বল মণ্ডল। প্রায় ৩০ বছরের দাম্পত্য দু'জনের। দু'জনেই ব্যস্ত নিজস্ব কাজের জগৎ নিয়ে। তার মধ্যেই ফোনে সাক্ষাৎকারের জন্য সময় পাওয়া গেল। ফোন ধরলেন নেলি। তাঁর কথাবার্তায় বিদেশি টান থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। নেলি হেসে জানালেন, "কথা না বললে আমাকে দেখে কেউ বুঝতেই পারে না আমি বাঙালি নই।" নেলি বাংলা পড়তে এবং লিখতেও পারেন। উজ্জ্বল নেলিকে বাংলা শিখিয়েছেন বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে। নেলির কাছে জানা গেল ইউনেসকোর কাজের সূত্রে তিনি কলকাতায় আসেন। সেখানেই আলাপ হয় উজ্জ্বলের সঙ্গে। আলাপচারিতা পর্বে দু'জনেই উপলব্ধি করেন তাঁদের মধ্যে মূল্যবোধ এবং আর্দশগত মিল প্রচুর। সেভাবেই কাছে আসার শুরু। উজ্জ্বল এবং নেলির বিয়ে হয়েছিল বেশ ধুমধাম করেই। দুই পরিবার থেকে নিকট আত্মীয়রা এসেছিলেন। উজ্জ্বলবাবু জানালেন "আমাদের পরিবার খুব লিবারাল। নেলির পরিবারও তাই। ফলে বিয়েতে আপত্তির কোনও প্রশ্নই ছিল না।" উজ্জ্বল ইতিমধ্যে তিনবার বেলজিয়াম ঘুরে এসেছেন। উজ্জ্বল কিছুটা ফরাসি ভাষা জানলেও তাতে খুব একটা সড়গড় নন। তাই শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা চলে ইংরেজিতেই। বেলজিয়াম কেমন লাগল জিজ্ঞেস করায় উজ্জ্বল প্রশংসার সুরে জানালেন বেলজিয়ামের মানুষ খুব উদার। আর চকোলেট? প্রশ্ন শুনেই জোরে হেসে উঠলেন উজ্জ্বল। "বেলজিয়ান চকোলেট আমার ভীষণ পছন্দের।" নেলি এবং উজ্জ্বলের একমাত্র ছেলে নীলদীপ। ছেলে যেমন ভাল বাংলা বলেন তেমনই ফরাসি ভাষাতেও স্বচ্ছন্দ। বিয়ের পর থেকে চন্দননগরেই আছেন নেলি। পাড়ায় নেলি দারুণ জনপ্রিয়। নেলি বিশ্ববাসীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন চনন্দনগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর। জগদ্ধাত্রী পুজো সম্পর্কে আগে বেলজিয়ামবাসীদের কোনও ধারণাই ছিল না। নেলি নিজের উদ্যোগে পুজোর খুঁটিনাটি নিয়ে একটি প্রজেক্ট করেন এবং পুজোর সম্প্রচার যাতে ফরাসি টিভি চ্যানেলে হয় তার ব্যবস্থা করেন। উজ্জ্বলের কথায় "নেলি খুব পরিশ্রমী। সারাদিন নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে। অবসরে উনি মূর্তি বানান।" উজ্জ্বলবাবু যুক্ত বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে। নেলির কথায়, "সোশ্যাল ওয়র্কের সূত্রেই আমাদের আলাপ, আলোচনার শুরু। সেই আলাপচারিতা আজও চলছে।"

বাঙালি-ব্রাজ়িলিয়ান জুটি

পাত্র শ্রীরামপুরের চন্দন রায় আর পাত্রী ব্রাজ়িলের কেট ইয়ামাগুটি রেজিনা সিলভা। কয়েক হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব মোটেও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁদের প্রেম ও পরিণয়ে। ‘‘আমরা দু’জনেই নিজেদের দেশে নিচিরেন বৌদ্ধধর্ম প্র্যাকটিস করতাম। সেই সূত্র ধরে সোশ্যাল নেটওয়র্কিং সাইটে আমাদের আলাপ। তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিই একসঙ্গে থাকব,’’ জানালেন চন্দন। ২০১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর চন্দনের সঙ্গে আলাপের সূত্রেই কেটের প্রথমবার ভারতে পা রাখা। কেট আর্কিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সেই সূত্রে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ ছিল আগে থেকেই। তবে পাকাপাকিভাবে এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যথেষ্ট কঠিন ছিল তাঁর পক্ষে! প্রথম থেকেই ভাষাগত সমস্যা ছিল। ‘‘আমার নানা দেশের নানা ভাষাভাষী বন্ধু আছেন। সোশ্যাল নেটওয়র্কিং সাইটে তো ট্রান্সলেটর ব্যবহার করে কথা বলা যায়। ব্রাজ়িলের মূল ভাষা হল পর্তুগিজ়। ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষা ওদের দেশে লোকে শখে শেখে। কেট কিছুটা ইংরেজি জানত বলে সুবিধে হয়েছিল। আমাদের কথোপকথনের মূল মাধ্যমই হল ইংরেজি। ঝগড়া বিশেষ হয় না যদিও, কিন্তু ঝগড়া হলেও ইংরেজিতেই করি,’’ জানালেন চন্দন।

যদিও এখানে থাকতে থাকতে কিছু বাংলা শব্দ শিখে ফেলেছেন কেট। চন্দনও পর্তুগিজ় ভাষা শিখতে শুরু করেছেন। তবে ইন্টারন্যাশনাল ম্যারেজের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা হয়েছিল তাঁদের। কেট এসেছিলেন ছ’মাসের ট্যুরিস্ট ভিসায়। শর্ত ছিল তিন মাস পরে দেশের বাইরে যেতে হবে। নেপাল গেছিলেন দম্পতি। বিয়ের ভিত্তিতে এক বছর ভিসার মেয়াদ বাড়লেও ওসিআই কার্ড এখনও পাননি। কেটের পাসপোর্ট রিনিউ করতে দিল্লিতে ব্রাজ়িলিয়ান এমব্যাসিতে যেতে হয়েছিল তাঁদের। লাতিন আমেরিকার সিনেমা ও গানের ব্যাপারে অনেকদিন ধরেই গভীর আগ্রহ চন্দনের। তাই, স্ত্রীর সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ‘‘ওদেরও প্রধান খাবার হল ভাত। মাংস, সবজিও খায়। ওরা আমাদের মতো খুব একটা স্পাইসি খাবার খায় না। ওদের বিনস অ্যান্ড রাইস আমাদের দেশের রাজমা-চাওয়াল! কেটের বাড়িতে মাছ খাওয়ার চল আছে। গ্রিলড ও ডি-বোনড মাছ খায় ওরা। তবে এখানে এসে কেট সরষেবাটা দিয়ে মাছের ঝাল বানাতে শিখে গেছে,’’ জানালেন তিনি।

ভারতীয় খাবারের মধ্যে কেটের পছন্দ বিরিয়ানি। মোগলাই, এগ রোলও পছন্দ। কথার ফাঁকেই কেট ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানালেন, ‘‘এগুলো ছাড়া বাড়িতে রান্না করা ইলিশ মাছ বেজায় পছন্দের। আর

দু’-একটা ছোট ছোট বাংলা বাক্য বলতে পারি।’’ গতবছর দুর্গাপুজোর সময়েই তাঁদের সন্তান জন্মায়। নাম ইথান। তাই এবারের দুর্গাপুজো নিয়ে বেজায় উৎসাহ কেটের। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজ়িয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ঐতিহাসিক জায়গাগুলো ঘুরে ফেলেছেন। আর বাঙালি কায়দায় শাড়ি পরতে খুবই পছন্দ করে কেট।

স্বপ্ন রঙের
শারদীয়া

RANGOLI

rangoliindia.com

Nusrat Jahan

2nd Anniversary Offer

10% OFF

on Fresh Collection

only at Gariahat Store

SUNDAY OPEN

KOLKATA 97 Park Street 033 4007 1719 / 117 Rashbehari Avenue 033 4007 1716

CELEBRATING 28 GLORIOUS YEARS

BENGALURU Jayanagar 080 4153 0101 / CHENNAI Nungambakkam 044 2822 0287
HYDERABAD Banjara Hills 040 6613 0101, Jubilee Hills 040 2355 1924
VIJAYAWADA M G Road 0866 249 7101

rangoliindia | rangoliindia | rangoli_india | nikhiljain@rangoliindia.com | 9830 59 59 59

৫০০ টাকায়
১০০০ সুযোগ

সানন্দার ৬ মাসের গ্রাহক হোন
মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে এবং
৬ মাসের জন্য সানন্দা ক্লাবের
মেম্বারশিপ পান বিনামূল্যে।

সানন্দা ক্লাবের মেম্বার হলেই পাবেন হাজারও সুযোগ

স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর • রান্নাবান্নার কনটেস্ট
নতুন রেসিপি নিয়ে অনুষ্ঠান • সেফদের সাথে ক্লাস
মেক-ওভার • জামাকাপড়ে ছাড় • সাজগোজের টিপস্
শপিং করতে ডিসকাউন্ট কুপন • দারুণ কনটেস্ট

সানন্দা club

*শর্ত প্রযোজ্য

মেম্বার হতে কল করুন ০৩৩ ২২৬০ ০৬৮০, ৯৮৩০৭০০৯০৪ (সোম-শুক্র, সকাল ১০টা-সন্ধে ৬টা)
অথবা মেল করুন bmagsubs@abp.in

BATES CHI & PARTNERS/110

ENGINE BRAND
Since 1959

Engine®
BRAND

Premium

Kacchi Ghani

MUSTARD OIL

গুণমানে শ্রেষ্ঠ

Engine
AGMARK
MUSTARD OIL GRADE-1

Engine
AGMARK
KACCHI GHANI
MUSTARD OIL GRADE-1

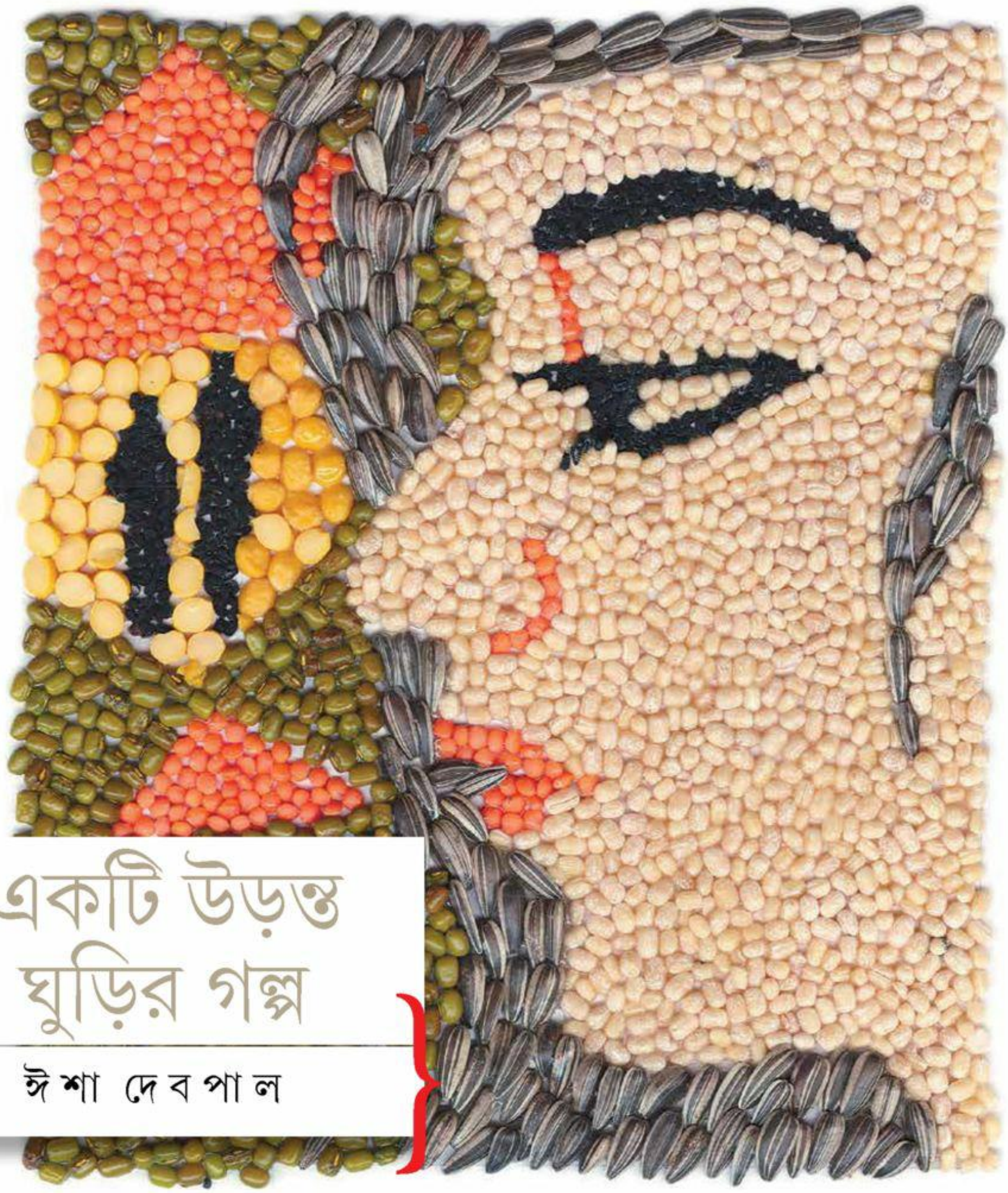

একটি উড়ন্ত ঘুড়ির গল্প

ঈশা দেবপাল

যেন অসময়ে ঘাইহরিণী ডাকছে। এই ভর দুপুরে। কলেজ ক্যাম্পাসের সমস্ত ব্যস্ততা অগ্রাহ্য করে। বেশ কনকনে শীত। আর চারিদিকে ফেস্টিভ মুড। কলেজে অ্যানুয়াল ফাংশন। তাই চারিদিকে একটা ছুটি-ছুটি ভাব। ঋতু দাঁড়িয়ে আছে একদল কলিগের সঙ্গে কলেজ ক্যান্টিনের সামনে, আদুরে রোদমাখানো গাছটার তলায়। আর টের পাচ্ছে, নির্জন অরণ্যে ডেকে ওঠার মত ঘাইহরিণী ডাকছে। যত স্পষ্ট হচ্ছে সেই ডাক, ততই যেন অভিমানে আক্রান্ত হচ্ছে ঋতু। সহকর্মীরা আজকে অফ পিরিয়ডের আনন্দে চা-পকোড়ায় মেতে আছেন। আর সে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি এক সন্তানের জননী, আট বছর ধরে কলেজের অধ্যাপিকা—তার কান্না পাচ্ছে কিশোরীবেলার মতো। কারণটা খুব অদ্ভুত। সে একজনকে খুঁজছে, অথচ দেখতে পাচ্ছে না। যাকে খুঁজছে, সে তার ইংরেজি অনার্স ক্লাসের ছাত্র অরিত্র। যেন কলেজে এলেই তাকে দেখতে পাবে, এরকমটাই দস্তুর। যেন দেখা হতেই হবে তার সঙ্গে। প্রথম প্রথম ঋতু বুঝতে পারত না। পরে দেখল সে স্টাফরুমে এলেই চলে আসে ছেলেটা। তার নানারকম দরকার ম্যাডামের কাছে। আর তখন সে স্পষ্ট চোখে দেখল যে ছেলেটা একদম বিতানের মত দেখতে, অবিকল বিতান। তার কিশোরীবেলার প্রথম প্রেম। ছেলেটা ঠিক ওইভাবে তাকায়, ওইভাবে হাসে—এমনকী কথায় কথায় ফাজলামিও করে বিতানের মতো। এসব মনে হওয়াকে প্রথম প্রথম একদমই পাত্তা দেয়নি ঋতু। কিন্তু ছেলেটা কেমন যেন তাকে অবলম্বন করে ফেলেছে। ছেলেটার মা-বাবার ছাড়াছাড়ি, আর তার সব কষ্ট সে বলে ঋতুর কাছে। দরকার ছুঁতে ছুঁতে কখন যেন সেটা পৌঁছে গেছে মোবাইলে কথা বলা অবধি। ঋতুর উচিত ছিল

সেসব কথা নির্লিপ্ত দূরত্ব থেকে নেহাতই শোনা, কিন্তু সে তা পারেনি। তার মনে পড়ে গেছে বিতানের কথা। সে তাই অরিত্রর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে দুঃখের গল্পে, আনন্দের গল্পে। সে অপেক্ষা করে থেকেছে কলেজে আসার, থার্ড ইয়ারের ক্লাস নেওয়ার। এমনকী আজকের মতো কোনও ক্লাস নেই যেসব দিনে, সেসব দিনেও আশা করেছে অরিত্র আসবে, কোনও একটা সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে বা ঝড়ের মত উসকো চুল, একমুখ নরম দাড়ি আর তার দুষ্টুমিভরা মুখ নিয়ে। সে এসে আলোচনা করে যাবে দেওয়াল পত্রিকা নিয়ে। আর তারপর পড়া বোঝানোর মাঝেই তারা ভাগ করে নেবে দিনের আনন্দ, খানিকটা একাকীত্বও। প্রাণবন্ত, ঝকঝকে ছেলেটা যখন তার বাড়ির কথা বলে, সে দেখেছে ছেলেটার নিভে যাওয়া চোখ, ম্লান হয়ে যাওয়া হাসি। আর তার সমস্ত মাতৃত্বটুকু কেঁদে উঠেছে, ঠিক ছোটবেলায় বিতানকে ক্লান্ত দেখে যেমন তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। সে কিছুতেই ভুলতে পারত না বিতানের মা নেই। তার সৎ মা, বাবা আর সৎ ভাইয়ের সঙ্গে সে থাকে। সে ছোটবেলায় যেভাবে খুঁজে নিত বিতানের দু'চোখে কোনও খিদে লেগে আছে কি না, কোনও দুঃখ ছুঁয়ে আছে কি না, এখনও ঠিক সেভাবেই সে বাড়ি থেকে রান্নার মাসির হাতের রান্না করা মাছের ঝোল, ভাত, স্যালাড, টকদই দিয়ে লাঞ্চ করে বেরনোর সময় ভাবে অরিত্রর কথা। ছেলেটার উড়ন্ত চুল, এলোমেলো পাঞ্জাবি কিংবা হাসির আড়ালে সে কোনও বাড়ির পরিচর্যা খুঁজে পেত না।

আজকে সে যেন একটু বেশিই আশা করে ফেলেছিল অরিত্রর জন্য, যেন আজ আকাশে বাতাসে কী একটা ডাকছিল! তার হলুদ আর নস্যি রঙের সম্বলপুরি শাড়িটায় রোদের রং লেগে যাচ্ছে। সে-ও চা খাচ্ছে সকলের সঙ্গে, কিন্তু কেমন একটা অকারণ হতাশায় তার মন কেঁদে উঠছে। সে বেশ অন্যমনস্কভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলছে। শীতকালের রোদ তাঁদের বিরাট কলেজ ক্যাম্পাসকে ভরিয়ে রেখেছে এলোমেলোভাবে। দূর থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের হইহই আওয়াজ। আর সেই সময়ই সচকিত হয়ে দেখে ঋতু—অরিত্র আসছে। আরও দু'জন বন্ধুর কাঁধে চেপে। সামনে কাঁদতে কাঁদতে আসছে অন্য বিভাগের একটা মেয়ে, যাকে অল্প চেনে ঋতু। সুন্দরী বলে খ্যাত সে এই কলেজে। সকলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে এই দৃশ্যে, আর সে জানতে পারে স্টেজের ওপর উঠে ব্যানার বাঁধতে গিয়ে পড়ে গেছে অরিত্র, পা কেটে গেছে বেশ খানিকটা।

২

মেয়েটার প্রোফাইল আগেই দেখেছে আর অবাক হয়েছে ঋতু। আজকালকার ছেলেমেয়েরা স্মার্ট সে জানে, তাই বলে এতটা? মেয়েটা কি মডেলিং করে? সে জানে না। কিন্তু ফেসবুকের দেওয়াল জুড়ে মেয়েটার নানা পোজের ছবি, নানারকম পোশাকেরও। এমনকী প্রায় নিরাবরণ স্নান করার ছবিতেও প্রায় একশো কুড়ি লাইকস। এত ডেসপারেট আজকালকার মেয়েরা? তাদের অর্ধেক প্রজন্মে তফাৎ হয়ে গেছে এতটা? এই মেয়েটা তাহলে অরিত্রর নতুন বন্ধু? ঋতু মন দিয়ে মেয়েটার সৌন্দর্য দেখে। সে বুঝতে পারে না ঠিক কোন গুণে মেয়েটা অরিত্রর বন্ধু হতে পারে? রূপই বোধহয় একমাত্র সূত্র এক্ষেত্রে। সকলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, শিক্ষকেরাও। অরিত্রকে সকলেই চেনেন, সে ইউনিয়নের একজন মাথা, কলেজের বিভিন্ন কমিটির ছাত্র প্রতিনিধি। এছাড়া সে ভীষণ ভাল গানও গায়। সকলে অরিত্রকে নিয়ে ব্যস্ত হলেও সে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক। খরচোখে দেখে সুন্দরী নীল সালোয়ার পরা মেয়েটা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটার ওড়না পরে গেছে মাটিতে, চোখের ধ্যাবড়ানো কাজল আরও ধেবড়ে আছে। অথচ প্রায় নির্বিকারভাবে বেঞ্চে বসে অরিত্র। যেন মজা পাচ্ছে বেশ। বন্ধুরা তার পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। রিমাদি ইতিহাস পড়ান, ভীষণই হাসিখুশি, বুদ্ধিমতি। ঋতুর দিকে চোখ টিপে দেখান মেয়েটাকে। মুখে না উচ্চারণ করেও বুঝিয়ে দেন 'আদিখ্যেতা' শব্দটা। ঋতু এতক্ষণে লক্ষ করে তার অন্য কলিগরাও হাসছে চোখে চোখে। সবার চোখেই একটা সস্নেহ হাসি। অরিত্রর এমন কিছু একটা চোট লাগেনি, যে তাতে এমন কান্নাকাটির দৃশ্য থাকবে। অথচ মেয়েটা প্রায় বাংলা সিনেমার নায়িকার মতো একটা কান্নাকাটির দৃশ্য তৈরি করেছে। সবাই এগিয়ে গেলেও ঋতু দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের জায়গাটাতেই। সে তো জানতই না, এই মেয়েটি অরিত্রর প্রেমিকা। সে অন্য অনেকের মত অরিত্রর বন্ধুই ভেবেছিল একে। এ কথা অবশ্য সত্যি, অরিত্র তার বাড়ির অনেক গল্প করেছে তার কাছে, তার মায়ের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার গল্প, তার বাবার নতুন বান্ধবীর গল্প, তার রাতের পর রাত না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার গল্প, কিন্তু কোনওদিন তার প্রেমের গল্প তো করেনি! তবে করেনি মানে এমনটাও নয়, যে অরিত্রর জীবনে প্রেম থাকবে না বা থাকলেই সেটা তার কলেজের দিদিমণির কাছে বলতে হবে। ঋতুর কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। সে কেমন অনিবার্যভাবে ভেবে রেখেছিল এই কলেজ ক্যাম্পাসে অরিত্রর কাছে সে-ই ইম্পর্ট্যান্ট। যেন শুধু তার সঙ্গ পাওয়ার আনন্দেই সে বিভিন্ন কাজে জুটে থাকে, পরামর্শ নেয় তার কাছে। এ সব যেন শুধু তাকে ঘিরেই। ঠিক যেভাবে বিতান তাদের পাড়ার ক্লাবে নাটক করাত, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করত আর কোনও না কোনও অছিলায় তাকে জড়িয়ে নিত। আর সেসবে সে যখন ভেসে গেছিল কোনও এক স্বপ্নে, তখন আবিষ্কার করেছিল বিতানের পাশে মন্দিরাকে। ঋতুর হুড়মুড় করে মনে পড়ছে সেসব কথা। মনে মনে পিছতে পিছতে সে সত্যিই এক পা করে পিছয়। তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার ব্যথাটুকু। সে আর তার রিপিটেশন চায় না জীবনে। এক্ষুনি তার পালানো দরকার এই জায়গা থেকে। এক্ষুনি তাকে ছেড়ে পালাতে হবে কলেজ, ফিরে যেতে হবে তার নিজের সংসারে। সে রিমাদিকে অস্ফুটে বলে যায় শুধু, যে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাদের কলেজটা কলকাতা থেকে প্রায় অনেকটা দূরে। যেতে সময় লেগে যায় তার। গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় একঘণ্টা বাস জার্নি করতে হয় তাকে। রিমাদি সহজেই ঘাড় নাড়ে। সে পিছন ফিরে দ্রুত পা চালায়। শুধু টের পায়, একবারও না তাকিয়ে টের পায় অরিত্র তাকিয়ে আছে তার দিকে। স্থির, ব্যথাভরা দৃষ্টিতে। ঠিক এভাবেই কি বিতান তাকিয়েছিল তার নাটকের দল ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনে?

৩

বিতানের প্রতি অভিমানে সে জমা করে রেখেছিল অনেকগুলো ঠোঁটফোলানো, আবদার, ছেলেমানুষি। ভেবেছিল কোনও একদিন ফিরে আসবে বিতান, আর সে কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেবে সব। কিন্তু কেমন করে দিন এগিয়ে যায়, সে-ও ব্যস্ত হয়ে পরে পড়াশোনা নিয়ে। এম.এ. পড়তে পড়তেই বাবা মারা যান আর মা তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিয়ে দিলেন তার। তার অবশ্য একটুও আপত্তি ছিল না সেই বিয়েতে, বেশ পছন্দই হয়েছিল সঞ্জয়কে। সে আনন্দ করেই বিয়ে করেছিল। আর এর মধ্যে সে শুনেছিল মন্দিরাও বিয়ে করে চলে গেছে আমেরিকা। বিতান একটা ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়ে চাকরির চেষ্টা করছে এদিক ওদিক। তার নিজের জীবনের নানা ওঠাপড়ায় হারিয়ে গেছিল এসব কথা। তার কোনও প্রান্তেই কোনওরকম দুঃখ লেগেছিল না আর। অন্তত সে সেটাই মনে করত এতদিন। খুব দ্রুত স্টাফরুমে এসে সে ব্যাগ, জলের বোতল গুছিয়ে নিয়ে বেরোবে ভাবে। কিন্তু হয় না তার। বেলাদি নিজের হাতে গাজরের হালুয়া বানিয়ে এনেছে। জোর করেই টেস্ট করান তাকে। আর সেসব খেয়ে বেরোতে বেরোতেই চলে আসে ওরা। ওরা মানে পাওলি, বর্ষণা, মণিদীপা, শ্রীবাস, রাতুলরা। ওদের নানারকম আবদার থাকে ওদের প্রিয় ম্যাডামের কাছে। ওরা যখন তখন ক্লাস চায় ঋতুর কাছে। ওরা সব কবিতাভক্ত। ঋতু ওদের সেই ভক্তিতে ইন্ধন জোগায় মাত্র। ওরা গেটটার কাছেই ঘিরে দাঁড়ায়

তাকে। রাতুল তার কাছে সুনীলের কবিতার বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে চায়, আর ওদের বোঝানোর ছলেই সে আবৃত্তি করে নেয় তার প্রিয় লাইনগুলো। যেন এই মুহূর্তে শুধু এগুলোই তাকে বাঁচাতে পারত। সে ওদের বলে সুনীলের কবিতা—বকুল গাছের নিচে আমার যাবার কথা ছিল/ উঠেছে ঝড়, ঝড়েছে ফুল, সেখানে কেউ নেই/ নদীর জলে পা ডুবিয়ে ধুয়েছি ভালবাসা, কিংবা শক্তির—বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/ এখানে মেঘ গাভীর মত চরে... তার ভাল লাগতে শুরু করে। সে এই ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে দিয়ে অরিত্রর সঙ্গে কথা বলার যাবতীয় স্মৃতি থেকে দ্রুত বেরনোর চেষ্টা করে। আর তখনই সে দেখে অরিত্র আসছে। পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে। অল্প খুঁড়িয়ে। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঋতুর দিকে। তার মুখে স্পষ্টতই অপরাধের হাসি। বন্ধুরা তাকে দেখে হইহই করে ওঠে। পাওলি ঋতুকে অভিনয় করে দেখায় কেমনভাবে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে পড়ে গেল অরিত্র। অরিত্র কোনও কথারই কোনও প্রতিবাদ করে না। সে ঋতুর পাশ ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু। আর ঋতু হাসে, খানিকটা জোর করেই। তবে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সুবিধে হচ্ছে তারা একটা বিষয়ে বেশিক্ষণ পড়ে থাকে না। তারা আবার নতুন প্রসঙ্গে ঢুকে যায় আর ঋতু বিদায় নেয় ওদের কাছ থেকে। গেটের কাছে এসে অবাক হয়ে যায় ঋতু, দেখে পায়ে পায়ে তার সঙ্গে আসছে অরিত্র। সে অবাক হয়েই তার দিকে তাকায়। দেখে তার চোখের দিকে না তাকিয়েই পাশে হাঁটছে সে। এবার স্পষ্টতই জিজ্ঞাসা করে সে, "কী ব্যাপার? তুমি কোথায় চলেছ?"

অরিত্র নিচু গলায় উত্তর দেয়, "আপনাকে একটু এগিয়ে দিচ্ছি।"

ঋতু বিরক্তি চেপেই বলে, "কেন? তোমাদের ফাংশন আছে আর তাছাড়া তোমার পায়েও তো লেগেছে।"

অরিত্র চুপ করে থাকে। কলেজের ভিড়টা একটু হালকা হয়ে গেলে বলে, "চুপ করে চলুন না। এত কথা বলেন কেন? নদীটা পার করে দিয়ে চলে আসছি।"

ঋতু নিঃশব্দে ছাত্রর বকুনি শোনে আর সংযত রাখে নিজের কুড়ি বছর ধরে জমা হওয়া অভিমান।

৪

এ নদী যেন একটা বাচ্চা মেয়ে। তিরতির করে বয়ে চলেছে মাঝখান দিয়ে। এই শীতকালেও ঋতুর কপালে ঘাম। কে জানত এরকম একটা জার্নি তার কপালে ছিল? সে নিজেও যেন ফিরে গেছে তার বালিকাবেলায়। সে নদীর জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র পারাপারের নৌকোটার আশায়। আর স্বচ্ছ জলে দেখছে নিজের ছবি। এই পঁয়ত্রিশেও তার ত্বক চকচকে, চুল উজ্জ্বল। কিন্তু তাতেও কি একটি একুশ বছরের যুবকের সঙ্গী হওয়া মানায়? তার লজ্জা লাগে। নিয়মিত পার হয় যেসব যাত্রী, সবার চোখেই যেন কৌতূহল। যদিও একুশ বছরের অরিত্রর সেসব দিকে খেয়াল নেই। সে দায়িত্ববান বন্ধুর মতো নৌকোর খোঁজ নিচ্ছে। শীতকালে এই বিকেল তিনটেতেই কেমন শেষ বিকেলের স্নিগ্ধতা। ঋতুর মনটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয় কতদিন যেন কেউ তাকে এমন করে যত্ন করেনি, তাকে এগিয়ে দেয়নি পথে, নৌকো আসতে দেরি হচ্ছে বলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এই রকম একটা দিন যেন তার বহু প্রতীক্ষিতই ছিল। যেন এরকমই একটা চোখে চোখে নীরব আদান-প্রদানের দিন তার পাওনা ছিল। হোক না সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষটা তার থেকে অনেকটা বয়সে ছোট। কিন্তু তার চোখেই তো সে তার নীরব অভিমানকে সম্মান দেওয়া বুঝল। নৌকা আসতেই সে উঠে দাঁড়াল, আর দেখল অরিত্রও উঠছে তার সঙ্গে। সে অবাক আনন্দে তাকিয়ে বুঝল, এ ছেলে বারণ শোনার নয়। ঋতু একটাও কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তার থেকে দু'হাত লম্বা ছাত্রটির পাশে। নদীর স্থির জল একটা অদ্ভুত আলোর রেখা হয়ে বয়ে চলছে। ঋতু দেখে একটা লাল ঘুড়ি কেটে গিয়ে হাওয়ায় উড়তে উড়তে নদীর জলে এসে পড়ে আর একলা হয়ে ভাসতে থাকে নীল বুকে। দৃশ্যটা চোখে লেগে যায় ঋতুর, আর সেই রেশ কাটতে না কাটতেই চলে আসে ওই পারে। একটাও কথা না বলে তার সঙ্গে পায়ে পায়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায় অরিত্র। অপেক্ষা করে কলকাতা যাওয়ার বাস আসার। বাস এলে সে ওঠে আর দেখে তার দিকে সোজা চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। উদাস ছেলেটার দু'চোখে লেগে আছে গোধূলির বিষণ্ণতা।

৫

সঞ্জয় তাকে বকছে। বকারই কথা। ঋতু গমগম করে বাজ পড়ার শব্দ শুনছে শুধু। যে কোনও মুহূর্তে বাজটা ভেঙে পড়বে তার মাথায়, এখন ভয় দেখাচ্ছে শুধু। অথচ তার ফ্ল্যাটের সবক'টা জানলা খোলা। সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও কোনও বৃষ্টি নেই। তবু বাজ পড়ছে। সঞ্জয় রেগে আগুন হয়ে আছে যেন। ওর সমস্ত চোখে হতাশার রাগ। ঋতুর জন্য ওর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবার রাগ। পাপ্পু কার্টুন চ্যানেল দেখছে। বাবা-মা-র অশান্তিতে ও নীরব হয়ে যায় বরাবরই। সঞ্জয় জানে সে কথা। তবু যেন নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না। ওর সমস্ত মুখ জুড়ে ঘৃণা বিদ্যুতের রেখার মত ছড়িয়ে আছে। ঋতু বিছানার ওপর শুয়ে আছে চুপ করে। সঞ্জয় এ ঘর, ও ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তীরের মত বাক্য ছুঁড়ে দিচ্ছে কখনও কখনও। আজ স্কুলে পাপ্পুর ইউনিট টেস্টের দু'টো খাতা বেরিয়েছে। ক্লাস টু হলে কী হবে, প্রতিটি বর্ণ হিসেব করে মার্কস দেওয়া হয় তাদের। দেখা যাচ্ছে কুড়িতে সাত এবং আট পেয়েছে সে। ভুল করেছে সহজ অ্যাডিশন, স্পেলিংও। ঋতু বলতে চেয়েছিল, এসব ভুলের কোনও গুরুত্ব নেই। সঞ্জয় আজ শুনছে না। অথচ কখনও কখনও সঞ্জয় ঋতুর যুক্তি শোনে। সে আজ স্বগতোক্তির মতো বলে চলেছে, কী প্রচণ্ড অবহেলায় বড় হচ্ছে তাঁর ছেলে। পাপ্পুর স্কুলড্রেস বার করে অপরিচ্ছন্নতা খুঁজছে, হারিয়ে যাওয়া ইরেজ়ার খুঁজছে এদিক ওদিক থেকে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখেছে অর্ধেক শেষ হওয়া হরলিক্স, কমপ্ল্যানের কতগুলো জার জমেছে। ঋতু বুঝতে পারছে সঞ্জয় উচ্চারণ করছে যতটা, আসলে বলছে তার চেয়ে অনেক বেশি। সঞ্জয় তাকে প্রতিপদে শিখিয়ে দিতে চাইছে মায়ের দায়িত্ব, স্ত্রীর দায়িত্ব। বোঝাতে চাইছে অন্যমনস্কতা নারীর অপরাধ। সে নারী রোজগেরে হলেও। সাহিত্য পড়ানো আর জীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও। ঋতু বুঝতে পারছে শুধু পাপ্পু নয়, সঞ্জয় নিজেও অবহেলিত বোধ করছে। সাপ্তাহিক শারীরিক আদরে ঋতু আর সাড়া দেয় না। প্রাণপণ চেষ্টা করে আগ্রহ দেখায়। তারপর দু'জনেই হতাশা নিয়ে শুয়ে পড়ে পাশাপাশি।

বেশ অনেকটা সময় পর শান্ত হয় সঞ্জয়। গনগনে মুখে বসে থাকে পাপ্পুর পাশে। কিছু বলছে না, তবু অপরাধবোধে মিশে যাচ্ছে ঋতু। যেন সে কথা রাখতে পারেনি। যেন সে প্রতারণা করে ফেলেছে সবার সঙ্গে। সঞ্জয় এখন নিশ্চুপ। তবু শব্দে ভরে আছে তার ঘর। প্রতিটা শব্দ তীব্র আওয়াজে ভেঙে ফেলেছে তার ঘরের আসবাব, দামি কিচেন, নামী কোম্পানির ওয়ার্ড্রোব। ঋতু বিছানায় শুয়ে কাঁদে। আজ সারাদিন যে নৈঃশব্দ সে উপহার পেয়েছিল, তা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আহত হয়েছে। কারণ তা বাস্তবের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল। ঋতু অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখে, আকাশের বুকে যে ঘুড়িটা উড়ছিল, সেটা ঠিক বিকেলের মতই কাটা পড়ে ভেসে এসেছে তার হাজার স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটে। ঋতু চোখ না খুলেই দেখে ঘুড়িটা খানখান হয়ে নেমে এসেছে তার বিছানায় আর তার সমস্ত ঘর ক্রমশ ভরে উঠছে বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটায়। ঋতু শুয়ে থাকে। সে জানে সে কোনওভাবেই পারবে না ঘুড়িটাকে বাঁচাতে। আকাশে ওড়ার মাশুল দিয়ে ঘুড়িটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত হয়ে তার বিছানার উপর।

অলঙ্করণ: প্রত্যয়ভাস্বর জানা

সাহিত্যের উৎসব
গণেশ পাইনের অপ্রকাশিত পত্রাবলি
উপন্যাস
গল্প
কবিতা
বহুবর্ণ চিত্র
উপন্যাস
সমরেশ মজুমদার
জয় গোস্বামী
তিলোত্তমা মজুমদার
প্রচেত গুপ্ত
সুবর্ণ বসু
শারদীয় ১৪২৫
দেশ
BATES CHI & PARTNERS/445

বেড়ানো

লৌহযবনিকার অন্তরালে

রাশিয়া — পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ, সমাজতন্ত্র-কমিউনিজ়মের আঁতুড়ঘর। রাশিয়ায় বেড়াতে যাওয়া মানেই যেন ইতিহাসের পাতার মধ্যে দিয়ে বিচরণ। সুন্দরী রাশিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনালেন মণীশ নন্দী।

মস্কভা নদী

'রাশিয়া', অর্ধেক দেশ তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

ওয়াশিংটন থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে মস্কো। হাতে ছোট একটা স্যুটকেস এবং আরও ছোট ব্যাগ, যাতে আছে সদাসঙ্গী কম্পিউটার ও টুকিটাকি।

আর সঙ্গিনী দিনা। দিনা রাশিয়ার কৃতী মেয়ে। মৃদুভাষী, ছিপছিপে ভাষাবিশেষজ্ঞ, এখন থাকে ওয়াশিংটনে। মাঝে মাঝে রাশিয়ায় ফেরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। পুরনো বন্ধু, একসঙ্গে রাশিয়ায় যাওয়ার কথা অনেকবার আলোচনা করেছি। এতদিনে দু'জনের অবসরকাল মেলানো গেল বলে একসঙ্গে এই সফর। আমার লাভটাই বেশি, কারণ আমি এক বিন্দু রাশিয়ান জানি না। এই দেশে আমার ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ সবই অচল।

রুশ দেশ আমার বিশেষ কল্পনার বস্তু। ছোটবেলায় মা-পিসিমারা পড়ে শুনিয়েছেন তলস্তয়, গোর্কি, চেকভ। পড়তে শিখে বাবার বইসংগ্রহে আবিষ্কার করেছি পুশকিন, গোগোল, তুর্গেনেভ-কে। পরবর্তীকালে চিনেছি সলঝেনিৎসিন, পাস্তেরনাক এবং চিরকালের সেরা দস্তয়েভস্কিকে। এইসব পড়ে মনে মনে রাশিয়ার একটা ছবি তৈরি হয়েছিল। কলেজে পড়ার সময় সেই ছবিটা বদলাতে শুরু করল যখন অর্থনীতি পড়তে গিয়ে রাশিয়ার রঙ্গময়, রক্তাক্ত ইতিহাস জানলাম। কমিউনিস্ট নেতা মোহিত সেনের বিপুল গ্রন্থসংগ্রহ থেকে রুশ বিপ্লবের খুঁটিনাটি পড়ে আধুনিক রাশিয়ার সূত্রপাত কোথায় জানা গেল। উত্তরকালে সে বিপ্লবের যে দুরবস্থাই হোক না কেন, তার পিছনে সামাজিক ন্যায়ের যে উচ্চাশা ছিল তার আকর্ষণ ভোলা শক্ত।

তাই রাশিয়ার রাস্তাঘাটে হাঁটা আমার পক্ষে যেন ইতিহাসের পাতার মধ্যে দিয়ে বিচরণ।

রাশিয়ার বিখ্যাত শীত মোটেই পর্যটক-বৎসল নয়। তাই এসেছি গ্রীষ্মকালে, আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। আমাদের হোটেল শহরকেন্দ্রে, চমৎকার জায়গায়, মস্কভা নদীর পাশে। দু'পা এগোলেই মস্কোর ক্রেমলিন, অতএব সেটাই আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য।

RUBY GENERAL HOSPITAL
Presents
সানন্দা

ডায়েট, ওয়েট ও শিশুরা

সম্প্রতি রুবি জেনারেল হসপিটাল ও 'সানন্দা'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল বাচ্চাদের ওজন ও পুষ্টিবিষয়ক এক বিশেষ ওয়র্কশপ। হাজির ছিলেন একাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। চাইল্ড ওবিসিটি ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন তাঁরা।

রুবি জেনারেল হসপিটাল ও 'সানন্দা'র যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত হল এক অভিনব হেলথ ওয়র্কশপ—'ডায়েট, ওয়েট ও শিশুরা'। চাইল্ড ওবিসিটি, নিউট্রিশন ও ডায়াবিটিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোই ছিল এই ওয়র্কশপের মূল উদ্দেশ্য। বাচ্চাদের মধ্যে এক্সারসাইজ়ের অভাব ও জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা অল্প বয়সেই ওবিসিটির জন্য দায়ী। আর কম বয়সে ওজন বেড়ে যাওয়ার ফলে ডায়াবিটিস-সহ একাধিক শারীরিক সমস্যাও দেখা দেয়। মায়েদের চিন্তা নিরসনে এগিয়ে এল 'সানন্দা' ও রুবি জেনারেল হাসপাতাল। আর সেই উপলক্ষেই এই বিশেষ ওয়র্কশপের আয়োজন। একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও ওয়র্কশপে হাজির ছিলেন মায়েরা। এই ওয়র্কশপে অংশ নেওয়ার জন্য আগেভাগেই নাম রেজিস্টার করিয়েছিলেন তাঁরা। ওয়র্কশপের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন রুবি জেনারেল হসপিটালের চিফ এগ্‌জ়িকিউটিভ অফিসার ডা. ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। এরপরে হাসপাতালের সিএমডি ডা. কমল দত্ত ও রুবি দত্তও দু'-চার কথা বলেন উপস্থিত মায়েদের উদ্দেশ্যে। পেডিয়াট্রিশিয়ান ডা. সুমনা কুন্দগ্রামী বাড়ন্ত বাচ্চাদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। ছ'মাস বয়স পর্যন্ত ব্রেস্টফিডিং যে কোনও শিশুর পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। ছ' থেকে বারো মাসের বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজন ম্যাশড ফুড। ফল, ভাত বা নানারকম সবজি মেখে খাওয়ানো যেতে পারে এই শিশুদের। তবে জোর করে খাওয়ানো উচিত নয়। ফোর্স ফিডিং কিন্তু চাইল্ড ওবিসিটির অন্যতম কারণ। বরং, মায়েরা যেন বারেবারে

ডা. অজিতেশ রায়,
সিনিয়র কনসালটেন্ট,
এন্ডোক্রিনোলজি

স্বল্প পরিমাণে বাচ্চাদের খাওয়ান। এরপরে বক্তব্য রাখেন চিফ ডায়েটিশিয়ান ডা. স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। বাচ্চাদের শরীরে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো বাচ্চাদেরও প্রয়োজন ব্যালেন্সড ডায়েট। রোজকার খাওয়াদাওয়ায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিনের সঠিক ব্যালেন্স প্রয়োজন। আর খেয়াল রাখুন বাচ্চার গ্রোথ চার্টের দিকে। পুষ্টির সঙ্গে বাচ্চার বেড়ে ওঠার গভীর যোগসূত্র রয়েছে। একই প্রসঙ্গে, চাইল্ড ওবিসিটির উপরে একটি প্রেজ়েন্টেশন দেখান সিনিয়র কনসালটেন্ট, এন্ডোক্রিনোলজি ডা. অজিতেশ রায়। তিনি আরও বলেন, কম বয়সে মোটা হওয়ার প্রবণতা আজকাল ক্রমবর্ধমান। আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নানা শারীরিক জটিলতা। আর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজন হেলদি ডায়েট। কোন খাবার খাওয়া উচিত আর কোনটা নয়, সে বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন ডাক্তার। বার্গার, চিপস, কোল্ড ড্রিঙ্ক, ইনস্ট্যান্ট ন্যুডলসের মতো জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলতে হবে। আর খাবারের তালিকায় রাখতে হবে ফল, সবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্যের মতো আইটেম। স্বভাবতই

ডা. স্বাগতা মুখোপাধ্যায়, চিফ ডায়েটিশিয়ান

ডা. সুমনা কুন্দগ্রামী, কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিশিয়ান

ডা. অমলজ্যোতি দাশগুপ্ত, সিনিয়র পিডিয়াট্রিশিয়ান

ডা. ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়, সিইও, রুবি জেনারেল হসপিটাল

রুবি জেনারেল হসপিটালের সিএডি কমল দত্ত ও রুবি দত্ত লঞ্চ করলেন 'ফ্রেন্ডস ইন নিড' কার্ড

ডা. কমল দত্ত, সিএমডি, রুবি জেনারেল হসপিটাল

উপস্থিত মায়েদের কাছে এই সুপরামর্শ অত্যন্ত লাভজনক। ডা. রায় ছোটদের মধ্যে ক্রমর্ধমান ডায়াবিটিসের ব্যাপারে সুচিন্তিত পরামর্শ দেন। বাচ্চাদের মধ্যে ডায়াবিটিসের প্রবণতা আজকাল বাড়ছে। আর এর পিছনে অন্যতম কারণ হল অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন আর অত্যধিক জাঙ্ক ফুড খাওয়ার অভ্যেস। সন্তানকে ছোট থেকেই যদি ফ্যাটি ফুড বা মিষ্টিজাতীয় খাবার কম খাওয়ানো যায়, তাহলে এই আশঙ্কা অনেকটাই কমানো যেতে পারে। মা-বাবাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে সন্তানের ঘাড়ে কোনও কালো বা বাদামি ছোপ দেখা যাচ্ছে কি না! এটি কিন্তু ডায়াবিটিসের প্রাথমিক লক্ষণ বা পূর্বসংকেত হতে পারে। আবার শরীরে কোথাও র‍্যাশ বেরোলেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যেসব বাচ্চারা প্রচণ্ড মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তাদের শুগার ইনটেক কিছুটা কমানো দরকার। ছোট থেকেই যদি বাবা-মায়েরা এই সাধারণ সতর্কতাগুলো নেন, তাহলে জুভেনাইল ডায়াবিটিসের আশঙ্কা অনেকটাই কমানো সম্ভব। তিনজন ডাক্তারের বক্তব্যের পরে ছিল মায়েদের প্রশ্ন করার পালা। তাঁদের সন্তানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় দুশ্চিন্তার নিরসনে ডাক্তারদের সঙ্গে এক দারুণ ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনে অংশ নিলেন উপস্থিত মায়েরা। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপনে ছিলেন সুবীর রায়। তবে শুধু বাচ্চাদের ডায়েট ও ওজন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানই নয়, একইসঙ্গে রুবি জেনারেল হসপিটালের তরফ থেকে ফ্রেন্ডস ইন নিড কার্ডও চালু করা হয়। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে এই কার্ড বিতরণ করা হয়। হাসপাতালের চাইল্ড ওবিসিটি ও গ্রোথ ক্লিনিকে প্রতি সোমবার চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে মায়েরা আসতে পারেন তাঁদের সন্তানের ওজন ও ডায়েট-সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে। সবমিলিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন সানন্দা-পাঠিকারা।

মস্কোর ক্রেমলিন

যদিও ক্রেমলিনের পত্তন হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, কিন্তু তিনশো বছর পরে 'ইভান দ্য গ্রেট'-এর আমলে পুরনো কাঠের দুর্গ ভেঙে বিরাট পাথরের দেওয়াল উঠেছিল আর ক্রমেই ক্রেমলিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল রুশরাজ্যের মধ্যমণি। শুধু রাজক্ষমতা নয়, ক্যাথলিক চার্চ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে রাশিয়ান চার্চ, যা এতদিন ভ্লাদিমির-এ ছিল, উঠে এসে ক্রেমলিনে আস্তানা নিল। রাষ্ট্রক্ষমতা ও ধর্মধ্বজা দুই-ই এক জায়গায় সমবেত হল। ফলে শুধু ক্রেমলিনে নয়, তার বাইরেও মস্কো দ্রুত বাড়তে লাগল। এক দিকে তৈরি হল রাজকীয় বাসস্থান, টেরেম প্রাসাদ, ইভানের ঘণ্টাঘর ও সোবরনায়া প্রাঙ্গণ, অন্য দিকে বানানো হল নামকরা সব ক্যাথিড্র্যাল — অ্যাজ়াম্পশন, অ্যানান্সিয়েশন ও আর্কএঞ্জেল। পরে পিটার দ্য গ্রেট রাজধানী নিয়ে গেলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে, কিন্তু নিয়ে গেলেও তিনি

ডিপার্টমেন্ট স্টোর 'গাম'

বলশয় থিয়েটার

ক্রেমলিন বাড়াতেই থাকলেন এবং সেখানেই বিখ্যাত অস্ত্রাগারটির পত্তন করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্রেমলিনে বানানো হল বিরাট সেনেটগৃহ ও ক্রেমলিন প্রাসাদ। রুশ বিপ্লবের পর ক্রেমলিন ফিরে পেল তার পুরনো গৌরব, আবার হল রুশরাজ্যের রাজধানীকেন্দ্র। ক্রেমলিনের জন্ম যেহেতু দুর্গ হিসেবে, তাই তার চারপাশে লম্বা দেওয়াল, বিশ থেকে ষাট ফুট উঁচু। মাঝে মাঝেই মিনার। প্রত্যেকটার ইতিহাস আছে, এমনকী নাম পর্যন্ত আছে। কতগুলোর নাম সাদামাটা, 'গোপন মিনার' বা 'বিপদ-সংকেত মিনার', অন্যগুলোর নাম স্মরণীয়, যেমন 'নামহীন মিনার' বা 'মুক্তিদাতা মিনার'। 'গোপন মিনার' নাম দেওয়ার কারণ বোঝা সহজ, কারণ ওইখানে দুর্গ থেকে পালানোর গোপন পথ আছে। একবার কিছু বিদ্রোহী বিপদ-সংকেত ঘণ্টা বাজিয়ে অন্যান্য বিদ্রোহীদের সমবেত করতে চেষ্টা করেছিল, তাই সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের আদেশে ওই মিনারের ঘণ্টাটিকে কেটে নীরব করা হয়। সেই নপুংসক ঘণ্টাটিকেও ক্রেমলিনে দেখা গেল। আজকাল প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজে ক্রেমলিনের উল্লেখ থাকে, কারণ ওখানেই একটি প্রধান বিশ্বশক্তির বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়। কিন্তু ক্রেমলিনের অন্য দিকটাও

একটা বিরাট বস্তি, খারাপ ও মাতাল লোকদের আস্তানা। এখনও একটা বাঁধানো জায়গা দেখা যায় যেখানে আগে প্রকাশ্যে আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। সপ্তদশ শতকে ইভান-এর আদেশে পুরো জায়গাটা খালি করে একটা বিরাট প্রাঙ্গণ বানানো হয়। নাম দেওয়া হয় 'চারুপ্রাঙ্গণ'। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, 'সুন্দর' বোঝানোর জন্য যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় বর্তমানে, তার মানে দাঁড়িয়েছে 'লাল', তাই রেড স্কোয়্যার। বিরাট এলাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এখানে একটি বিপুল উৎসব হয়, যেখানে নাৎসিদের পতাকা মাটিতে ফেলে সোভিয়েত সৈন্যরা তার উপর দিয়ে হেঁটে যান। পঞ্চাশ বছর বাদে ২০০০ সালে এই বিজয় উৎসবের পুনরাভিনয় ঘটে এই প্রাঙ্গণেই।

এসব আমার মনে এলেও, রেড স্কোয়্যারের খ্যাতি এখন অন্য কারণে। এটিতে এখন বসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, অনুষ্ঠিত হয় রক কনসার্ট, ফ্যাশন প্রদর্শনী, সার্কাসের খেলা। পুরনো রক্তাক্ত ইতিহাসকে উপেক্ষা করে রেড স্কোয়্যার এখন হাজার নাগরিকের ও আমাদের মতো অভ্যাগতদের বেড়ানোর জায়গা। চারদিকে দেখলাম শতাধিক পর্যটক, সবাই

অগ্রাহ্য করার মতো নয়। রাশিয়ার দীর্ঘ ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি বিশিষ্ট স্মারকও এই ক্রেমলিন। বহু বছরের কমিউনিস্ট চেষ্টা সত্ত্বেও নাস্তিকতার পাশাপাশি এক গভীর ধর্মবিশ্বাস যেমন এদেশে শিকড় গেড়েছিল, ঠিক তেমনই সরকারি ইমারতগুলোর পাশাপাশি সাতটা বড় বড় গির্জাকে কোনও রাজনীতিক ছুঁতে সাহস করেননি। বিভিন্নভাবে এই সাতটি গির্জাই অতীত রুশ নির্মাণশিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন। সবচেয়ে পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ হল অ্যাজ়াম্পশন বা খ্রিস্টের উত্তরণ গির্জা, সবচেয়ে বৈভবময় হল খ্রিস্টের বারো শিষ্যের গির্জা, রাশিয়া যখন ক্ষমতার তুঙ্গে তখন বানানো; সবচেয়ে গুরুগম্ভীর হল আর্কএঞ্জেল মাইকেলের গির্জা, যেখানে পৌঁছেই তৎক্ষণাৎ আমার টুপি খুলতে বলা হল। এখানে সমাহিত রয়েছেন সেকালের পুরনো সব রাজারাজড়ারা। দিনাকে কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণ করল অ্যানান্সিয়েশন বা খ্রিস্টের জন্মঘোষণা গির্জা। অপেক্ষাকৃত নিরাড়ম্বর উপাসনালয়, যেখানে নিভৃতে পুজো করতেন রাশিয়ার রাজা-উজিরেরা, যা বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে পরিচিত।

ক্রেমলিন থেকে বেরিয়েই আমরা এসে পড়লাম পাশের রেড স্কোয়্যারে। এক কালে এই অঞ্চলটা ছিল খানদানি ক্রেমলিনের বাইরে

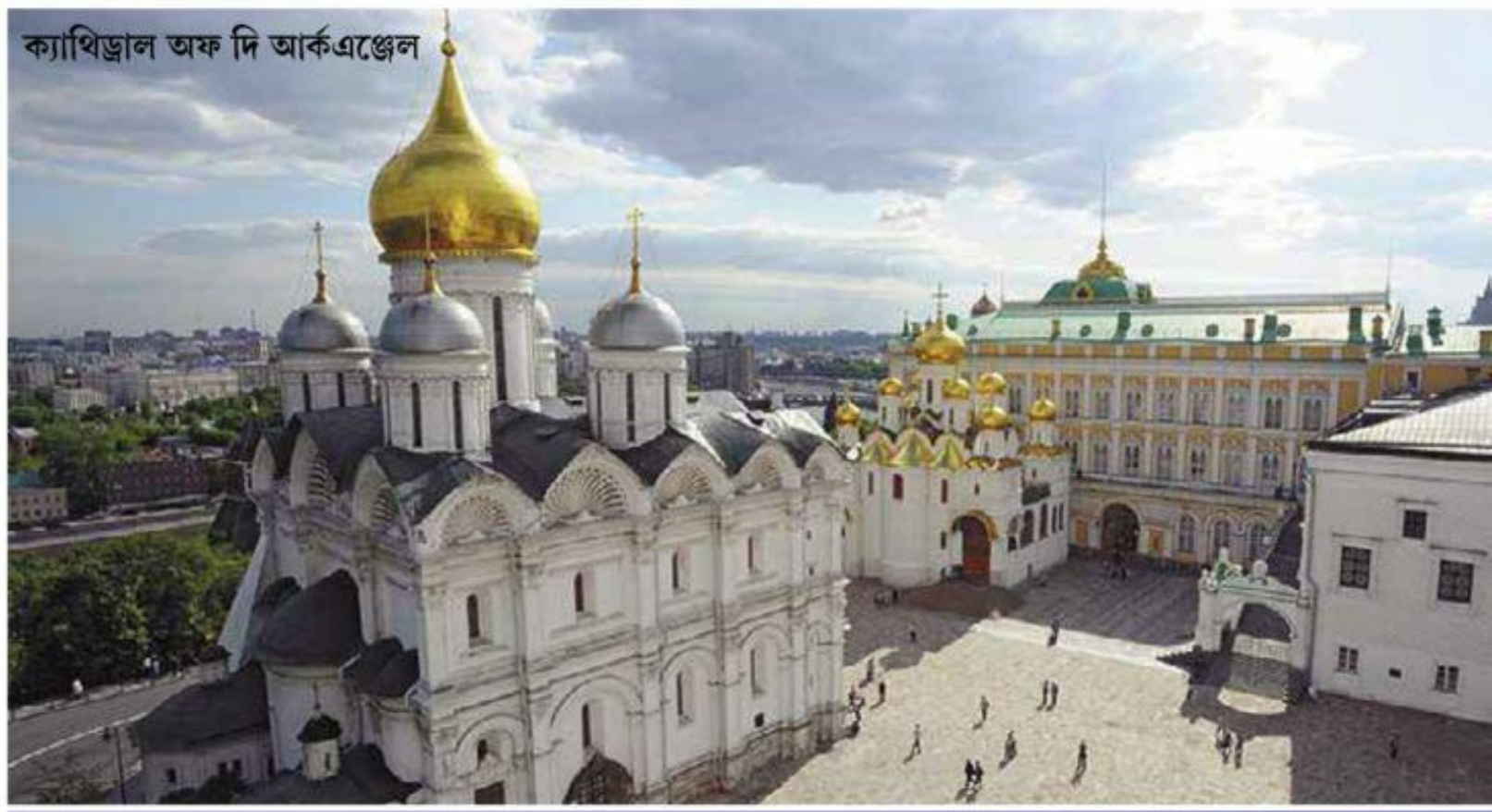
ক্যাথিড্রাল অফ দি আর্কএঞ্জেল

রাতের মস্কো

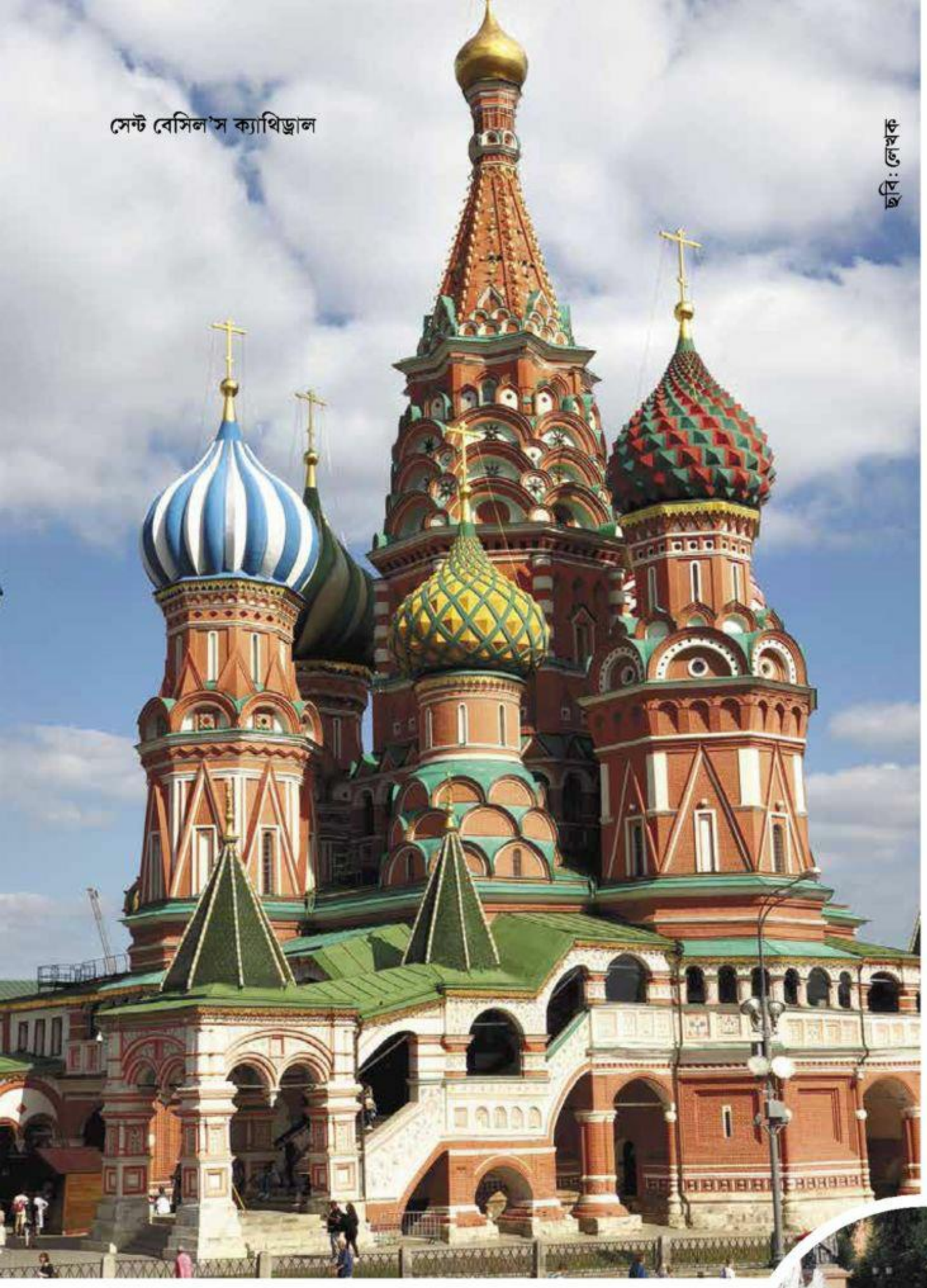

সেন্ট বেসিল'স ক্যাথিড্রাল

ছবি: লেখক

বেড়াচ্ছেন, আইসক্রিম খাচ্ছেন, হাসিমুখে মস্কোর সূর্যাস্ত দেখছেন। ইতালি ও রাশিয়ার বিবিধ স্থপতির হাতে তৈরি নানা রঙের বাড়ির মাঝখানে এই বিশাল খোলামেলা জায়গা অবসর বিনোদনের এক আশ্চর্য স্থান। চারুপ্রাঙ্গণই বটে।

রেড স্কোয়্যারের এক পাশে প্রচুর জায়গা জুড়ে অতিকায় সেন্ট বেসিল গির্জা। এই গির্জাটি আসলে ন'টি গির্জার সমন্বয়।

এটি সম্বন্ধে দুটো অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। ইভান-এর নির্দেশে ইয়াকভলেভ ভ্রাতৃদ্বয় গির্জাটি বানানোর পর ইভান-এর নাকি এত ভাল লাগে যে তিনি আদেশ দেন যে দু'জনকেই অন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে তাঁরা দ্বিতীয়বার এমন সুন্দর জিনিস বানাতে না পারেন। দ্বিতীয় গল্পটা এই যে, স্তালিনের একদিন মনে হয় যে গির্জাটি রেড স্কোয়্যারে কুচকাওয়াজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাই তিনি স্থপতি বারানভস্কিকে আদেশ দেন ওটিকে ভেঙে দিতে। কিন্তু বারানভস্কি অবিশ্বাস্য সাহসের সঙ্গে এই প্রস্তাব নাকচ করেন, এবং স্তালিন আরও অবিশ্বাস্যভাবে তা মেনেও নেন। গির্জাটি ভারী রংচঙে। শোনা যায় মূল রং নাকি সাদা ছিল, পরে অন্যান্য স্থপতিরা আরও কারুকার্য করেছেন। গির্জাটিতে এখন পুজো হয় বছরে শুধু একদিন। সারা বছর ওটি এখন জাদুঘর। এরপর দিনা-র উৎসাহে গেলাম পাশেরই একটা অনৈতিহাসিক জায়গায়, সরকারি ডিপার্টমেন্ট স্টোর 'গাম'-এ। এ তো শুধু বাজার নয়, কৃষক-মজুরদের স্বর্গোদ্যান এই রাজ্যে পুঁজিবাদী সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বদুর্মূল্য সমস্ত জিনিসের সম্ভার থরে থরে সাজানো। কাচ ও ইস্পাতের অসাধারণ একটি প্রাসাদোপম বাড়ি, দেখতে অনেকটা ইউরোপের রেল স্টেশনের মতো, আলোয় ঝলমল করছে। দেড় হাজার দোকান, পৃথিবীর সব নামকরা কোম্পানির খানদানি পণ্য আকাশচুম্বী দামে বিক্রি হচ্ছে। এক কালে উপরতলায় শুনেছি বিশিষ্ট দোকানপাতি নির্দিষ্ট ছিল শুধু কমিউনিস্ট পার্টির বড়কর্তাদের জন্য, এখন সেসব বাধানিষেধ অবশ্য উঠে গেছে। কিন্তু জিনিসপত্র কিনছেন যাঁরা, তাঁরা বেশির ভাগই বিদেশি পর্যটক, কারণ এসবের দাম মস্কোর সাধারণ মানুষজনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। রাশিয়ানরা দেখলাম একমাত্র সস্তার আইসক্রিম কিনছেন।

মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ যাওয়ার চমৎকার দ্রুতগামী ট্রেন আছে, যা চার ঘণ্টায় চারশো মাইল অতিক্রম করে। দুষ্প্রাপ্য একটি ইংরেজি খবরের কাগজ খুঁজে-পেতে জোগাড় করেছি, সেটাই পড়ছি যখন খেয়াল হল পিছনের একটি কামরায় একটি রেস্তরাঁ আছে। সেখানে পৌঁছতেই দেখি একদল লোক মহানন্দে বিয়ার খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। আমি কিছু বলার আগেই তাঁরা একটি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। এ তো দেখি বাঙালিরও বাড়া! ঘণ্টাখানেক ভাল কাটল যেহেতু এঁরা রাশিয়ান হলেও ভাল ইংরেজি জানেন, কিন্তু লক্ষ করলাম এঁরা সযত্নে ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা এড়িয়ে চললেন।

ছবি: লেখক

সেন্ট পিটার্সবার্গ — এমন একটি শহর আর এমন একটি নাম আর হয় না। জার্মানির সঙ্গে যখন ঝগড়াঝাঁটি চলেছে, জার নিকোলাস তখন এই 'জার্মান-শোনানো' নাম বদলে শহরের নামকরণ করলেন পেট্রোগ্রাদ। তারপর লেনিন যখন মারা গেলেন, ভক্তির আতিশয্যে কমিউনিস্টরা জায়গাটার নাম করলেন লেনিনগ্রাদ। কমিউনিস্ট রাজত্বের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শহরটাকে তার পুরনো নামটা ফিরিয়ে দেওয়া হল। সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর পত্তন করেছিলেন জার পিটার, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, মস্কো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সম্পূর্ণ আধুনিক একটা নতুন রাজধানী বানানোর উদ্দেশ্যে। সেই উচ্চাশার ছাপ এখনও সর্বত্র দৃশ্যমান।

সেন্ট পিটার্সবার্গের সন্ধে

প্রথমেই চোখে পড়বে এই শহরের অনির্বচনীয় স্থাপত্য। রুশ আর বিদেশি গুণী স্থপতিরা সারা শহরময় ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁদের অপূর্ব শিল্পবোধের নমুনা। দেখার মতো সব বাড়ি। শুধু রাজারাজড়ার বাড়ি নয়, সম্রাজ্ঞীর কাপড় সেলাই করতেন যেসব অসংখ্য মেয়ে-দর্জি, তাঁদের জন্যও প্রাসাদ। জ়ারকে দেওয়া তাঁর প্রিয় উপহার একটি হাতি, তার জন্যও ছিল প্রাসাদ। দু'শো বছর রাজধানী থাকা সত্ত্বেও মস্কো-র থেকে এ শহর একেবারেই পৃথক। ক্রেমলিনের মতো এখানে কোনও নগরকেন্দ্র নেই। নেভা নদী আর তার শাখাপ্রশাখা পুরো সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, আর তাদেরই তীরে শোভা পাচ্ছে শহরের এই সব সুদৃশ্য অট্টালিকা। এই বিশেষত্বের জন্যই লোকে শহরটাকে বলে 'উত্তরের ভেনিস।'

অনেক বছর আগে এক বান্ধবীর সঙ্গে ভেনিসে গিয়ে মনে হয়েছিল আর বাড়ি ফিরব না, এতদিন বাদে সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ এসে আবার যেন নতুন করে প্রেমে পড়ে গেলাম।

দিনা কাজের মেয়ে, আমার মতো বেহিসেবি নয়। সব হিসেব করে বলল যে, আমাদের হাতে যা সময় তাতে দু'-তিনটে জায়গা বেছে বেছে যাওয়া উচিত। সৌভাগ্য যে এই সময়ে দিনের আলো প্রায় পনেরো ঘণ্টা অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে প্রথম হল হার্মিটেজ,

নেভা নদীর তীরে

হার্মিটেজ-এর আর্ট গ্যালারি

হার্মিটেজ মিউজ়িয়ম

পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ জাদুঘর। এটির নাম হার্মিটেজ বা নিভৃত আবাস কারণ এসব দ্রষ্টব্য আগে মোটেই সর্বসাধারণের জন্য ছিল না, শুধুমাত্র অল্প কিছু উচ্চপদস্থ লোক এসব দেখতে পেতেন। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন প্রথম এই বিপুল সংগ্রহশালা আরম্ভ করেন, এখন যেটা বেড়ে ত্রিশ লক্ষ শিল্পবস্তুর অভাবনীয় সমন্বয়, যার অল্পই একসঙ্গে দেখানো সম্ভব। পাঁচটি প্রাসাদ জুড়ে এই বিরাট সংগ্রহ, যাতে আছে — প্রাচীন গ্রিস ও রোমের শিল্পকীর্তি, প্রাচীন অলঙ্কার, ইতালির রেনেসাঁ শিল্প, ওলন্দাজ স্বর্ণযুগ ও ফ্লেমিশ শিল্প, ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট ও ইম্প্রেশনিজ়ম-পরবর্তী আর্ট এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সারা ইউরোপের শিল্পকলা। স্রেফ ভাস্কর্যগুলো দেখতেই আমাদের বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস, যাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাঁর একটি আশ্চর্য জীবন্ত মূর্তি আমাকে একেবারে অবাক করে দিল। হার্মিটেজের কিছু কিছু অংশের বিদেশে প্রদর্শনী হয়, দিল্লিতেও তার অংশবিশেষ দেখানো হয়েছিল।

হার্মিটেজের প্রাসাদগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নজরে আসার মতো হল জ়ারের 'শীত প্রাসাদ,' একটা বিশাল চতুষ্কোণ রাজপুরী, যা ছিল রাশিয়ার জ়ারদের প্রধান আবাস এবং সেকালের প্রখ্যাত স্থপতি রাস্ত্রেলির বিস্ময়কর কীর্তি। প্রায় দেড়শো বছর আগে আগুনে বাড়িটার অনেকটাই ধ্বংস হয়, কয়েক বছরে প্রাসাদটা আবার বানানো হয়। সবুজ ইমারত, সামনে সাদা থাম, সোনালি কারুকার্য, এ রাজমহল একবার দেখলে ভোলা শক্ত। প্রাসাদের উপরে ভাস্করদের খোদাই করা প্রায় শ'দুয়েক অসাধারণ মূর্তি।

'শীত প্রাসাদ'-এর মতোই শহরটার অন্য একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য হল জ়ারদের 'গ্রীষ্ম প্রাসাদ', পিটার দ্য গ্রেটে-এর নির্দেশে পিটারগফে বানানো একটি অতুলনীয় রাজগৃহ। এটিও রাস্ত্রেলির কল্পনাপ্রসূত, যদিও কিয়দংশে ফরাসি অনুপ্রাণিত, অনেকে প্রাসাদটিকে রাশিয়ার ভের্সাই বলে। নদীতীর থেকে শুরু করে প্রথমে এক দফা বাগান, তারপরে বিপুল এক প্রাঙ্গণ, আর এক দফা সযত্নরক্ষিত বাগান, তার উপরে শ্বেতহরিৎ রাজপুরী। এরই মধ্যে রয়েছে একটি কৃত্রিম গুহা, ৬৪টি ফোয়ারা, আর একটি সূর্যমুখী ফোয়ারা যেটি আশ্চর্যভাবে ঘুরে ঘুরে জল ছিটোয়। ফোয়ারার জল সব গিয়ে জমে একটি আকর্ষণীয় পুকুরে। ফোয়ারাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক লক্ষণীয় হল স্যামসন ফোয়ারা। মহাবীর স্যামসন শুধু নিজের হাতের জোরে একটি সিংহের মুখ দু'ভাগ করে দিচ্ছেন আর

সেন্ট পিটার্সবাগ

আনন্দলোক

প্রকাশিত

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

ব্যতিক্রমী দুই তারকা

- ‘মাত্র দশ বছর বয়সে বিউটি পার্লারের ব্যবসা শুরু করেছিলাম’: **অনুষ্কা**
- ‘আমার স্ত্রী-ই বলবে আমি ভাল স্বামী হতে পারব কি না’: **বরুণ**
- ‘পরিচিতি ও টাকার জন্য বড় কমর্শিয়াল ছবিতে কাজ করতেই হবে’: **অনুষ্কা**
- ‘সলমন ভাইয়ের জন্য জ্যাকেট তৈরি করেছি, আর বাবার জন্য শার্ট’: **বরুণ**

খুব কম সময়ের মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখেছেন। এই মুহূর্তে দেশের সেরা দুই ব্যাঙ্কবল স্টার তাঁরা! সেই অনুষ্কা শর্মা এবং বরুণ ধওয়ান ধরা দিলেন এক ফ্রেমে, এক আড্ডার আসরে... কেমন হল গল্পটা?

EXCLUSIVE

নুসরত আউট, মিমি ইন! ইন্ডাস্ট্রিতে নয়া সমীকরণ!

রত্না ঘোষালের জীবনকাহিনি

ইন্টারভিউ

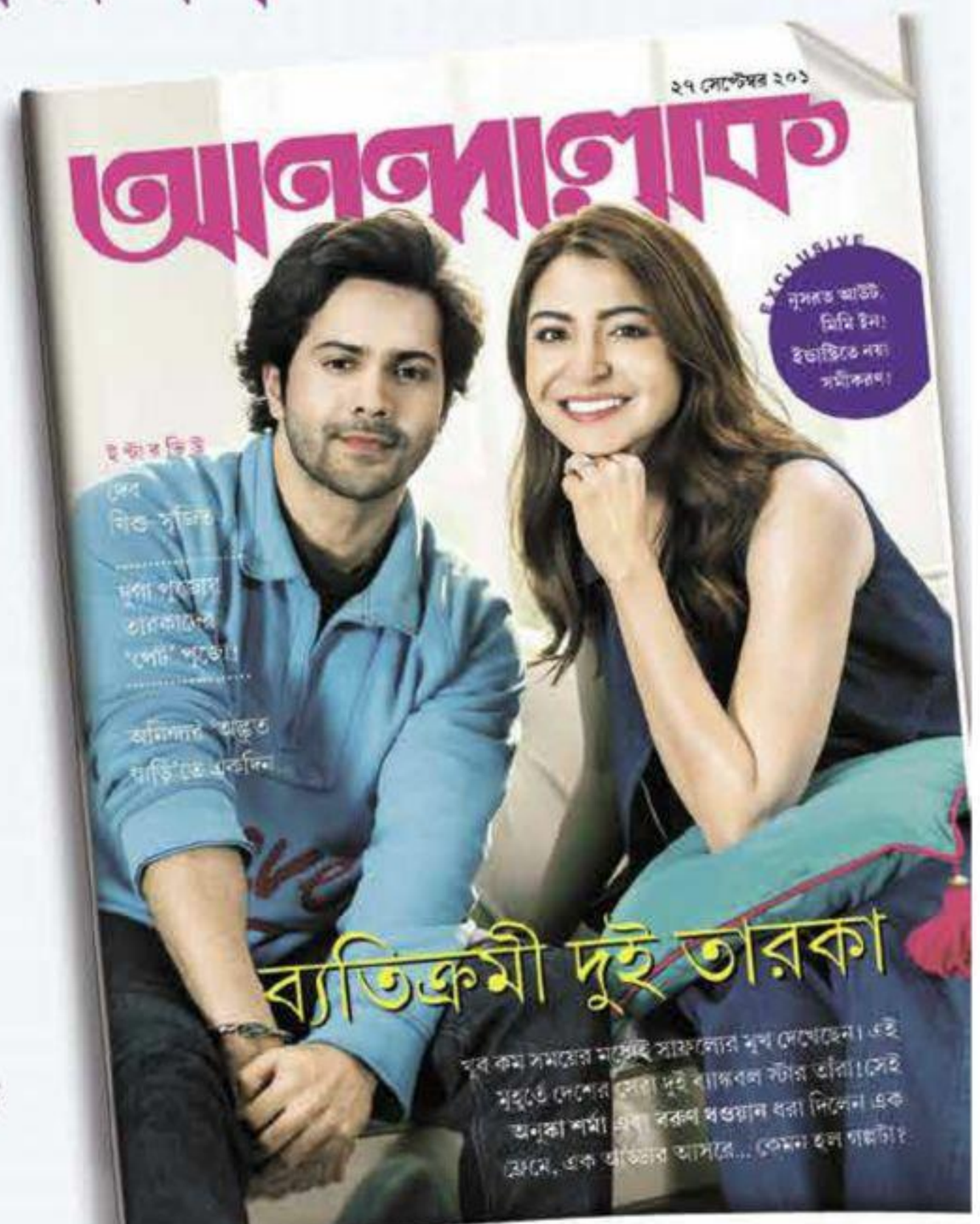

দেব

যিশু–সৃজিত

অনিন্দ্যর ‘অদ্ভুত বাড়ি’তে একদিন...

দুর্গা পুজোয় তারকাদের ‘পেট’ পুজো!

আরও জানতে দেখুন www.anandalok.in www.facebook.com/anandalokmag anandalok_abp @anandalok_ABP

হার্মিটেজ-এ ভাস্কর্য

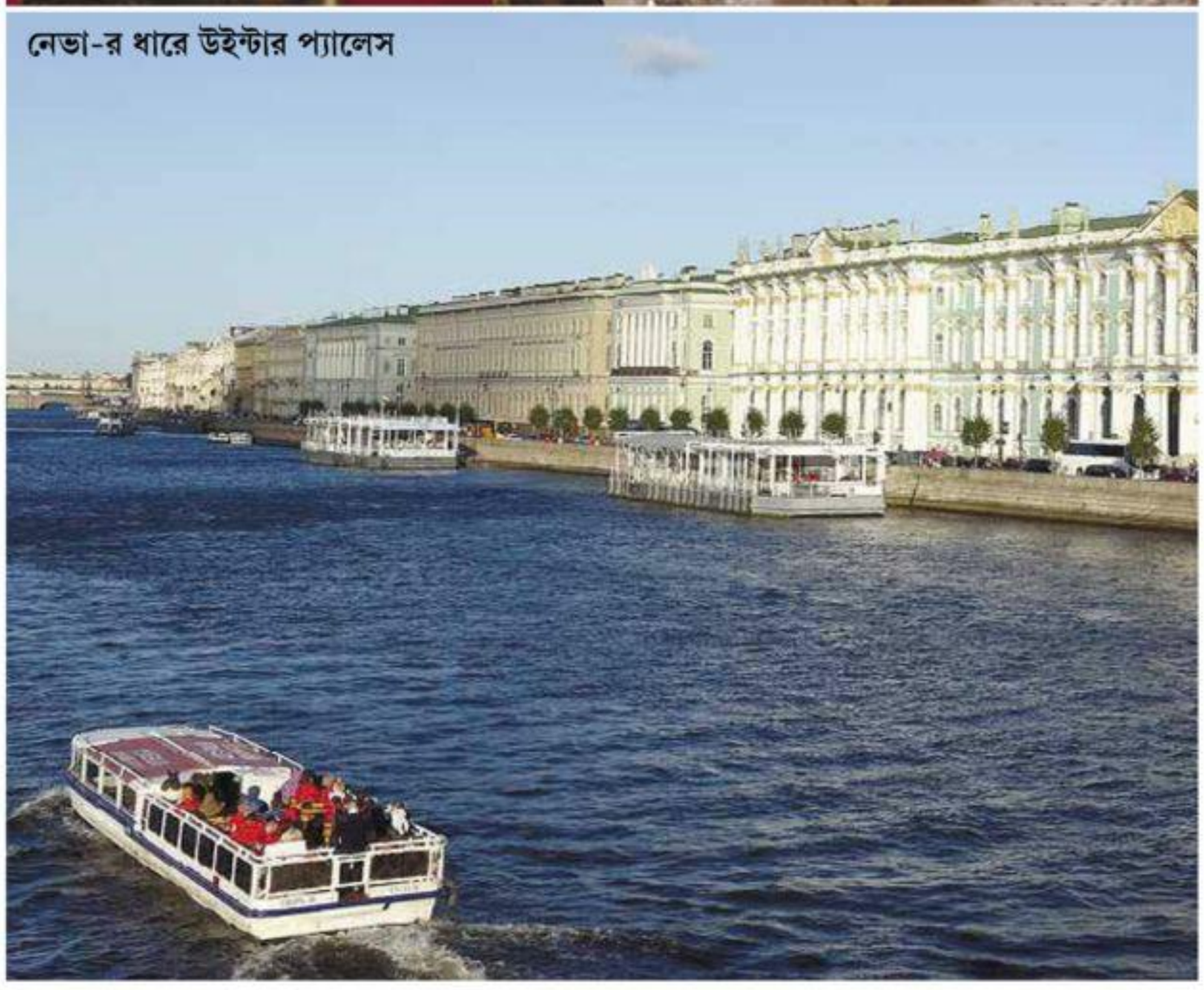

নেভা-র ধারে উইন্টার প্যালেস

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে মুম্বই বা দিল্লি হয়ে মস্কো যাওয়ার অনেক বিমান আছে। চাইলে সরাসরি সেন্ট পিটার্সবার্গেও যেতে পারেন। সেক্ষেত্রেও অবশ্য মুম্বই, দিল্লি, দুবাই বা আবু ধাবি হয়ে যেতে হবে।

কোথায় থাকবেন

মস্কো

দ্য রিটজ় কার্লটন, মস্কো
ডাবল বেডের ভাড়া ২৭,২৮০ টাকা থেকে শুরু।
যোগাযোগ: +৭৪৯৫২২৫৮৮৮৮

ভি হোটেল
ডাবল বেডের ভাড়া ১৩,৭৬০ টাকা থেকে শুরু।
যোগাযোগ: ১৮৬৬৫৯৯৬৬৭৪

সেন্ট পিটার্সবার্গ

ফোর সিজ়নস হোটেল লায়ন প্যালেস
ডাবল বেডের ১৯,২০৫ টাকা থেকে শুরু।
যোগাযোগ: +৭৮১২৩৩৯৮০০০

রকো ফোর্ট অ্যাস্টোরিয়া হোটেল
ডাবল বেডের ভাড়া ১৪,১৮৬ টাকা থেকে শুরু।
যোগাযোগ: +৭৮১২৪৯৪৫৭৫৭

#হোটেলের ভাড়া পরিবর্তনসাপেক্ষ
সরাসরি যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়

সেই সিংহের মুখ থেকে ফোয়ারার জল কুড়ি মিটার উপরে যাচ্ছে। এখানে বলা উচিত যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা এই অঞ্চলটি দখল করে এবং এই রাজপ্রাসাদের একাংশ লুঠ করে। তারা মিখাইল কজ়লভস্কির এই বিখ্যাত স্যামসন ফোয়ারা নষ্ট করে, কিন্তু যুদ্ধশেষে রুশ কারিগররা এটির নিপুণ পুনরুদ্ধার করেন এবং প্রাসাদময় অন্যান্য সংস্কারও করেন।
সেন্ট পিটার্সবার্গ মস্কো-র থেকে এক দিক দিয়ে খুবই পৃথক। এখানে ক্রেমলিন জাতীয় কোন শহরকেন্দ্র নেই, দ্রষ্টব্য সব কিছু সারা শহরে ছড়িয়ে রয়েছে। ভাল করে দেখতে হল হাঁটো আর হাঁটো, যা কোনও বঙ্গসন্তানের সর্বপ্রিয় ক্রিয়াকলাপ নয়। দিনাকে সেটা বোঝাতেই ও একটা চমৎকার সমাধান বার করল।
শহরময় নেভা নদী এবং তার শাখাপ্রশাখা ও একাধিক জলপথ। সেইসব প্রশস্ত ও সংকীর্ণ পথ দিয়ে সব সময়ে, এমনকী মাঝরাতেও ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার। রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা একটা খোলা লঞ্চে আরও গোটা বারো পর্যটকের সঙ্গে গিয়ে বসলাম। এক বিন্দু হাঁটার দরকার নেই, লঞ্চে বসেই সব কিছু সুন্দর দেখা যায়, তার কারণ সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর সবচেয়ে দর্শনীয় বাড়িগুলো সবই নদীর বা জলপথের তীরে তীরে। তা ছাড়া স্থানীয় ঐতিহ্য দেখার জন্য ওইসব বাড়িগুলোর আলো সারারাত জ্বালিয়ে রাখা হয়, হয়তো আমাদের মতো উৎসাহী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা হিসেবে। কখনও লঞ্চ যাচ্ছে অতি ধীরে, অতিপ্রাচীন সরু একটি কাঠের পুলের নীচ দিয়ে, কখনও যাচ্ছে দ্রুত, আধুনিক মহাপ্রশস্ত এক লৌহসেতুর নীচ দিয়ে। দু'পাশে এক এক করে পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অনুজ্জ্বল প্রাঙ্গণের পর আলোকোজ্জ্বল মিনার। সন্ধ্যার হালকা বাতাসে উড়ছে দিনা-র কপিশ চুল, ওর সাদা গলায় বাঁধা রাতুল স্কার্ফ। ঘণ্টা দুই বাদে যখন এই অভিযান শেষ হল, তখন আমাদের রাশিয়া ভ্রমণের মেয়াদও ফুরিয়ে এল। আমার স্বল্পস্থায়ী রুশবাস শেষ হল। দিনা যাবে ওর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দিন কাটাতে রাশিয়ার পূর্বপ্রান্তে, আর আমি প্লেন ধরব ওয়াশিংটনের উদ্দেশে। সেই শেষ সন্ধ্যায় সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হল এখনও যেন কোনও কল্পজগতের মায়াময় সড়কে হেঁটে চলেছি, এক আশ্চর্য দ্বন্দ্বমুখর দ্যুতিময় ভূখণ্ডের ইতিহাস যেন দু'ভাগ হয়ে আমাকে নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরতে দিচ্ছে, কিন্তু হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে এক বিস্ময়কর চাবি — দরজা খোলো, আবিষ্কার করো, কোটি কোটি মানুষের শ্রমের-ভ্রমের, সুখের-বেদনার, হতাশার-উচ্চাশার এক অবিশ্বাস্য কাহিনি।

HITACHI

প্রতিটি বাড়ীর প্রয়োজন

মায়ের আশীর্বাদ

প্রতিটি বাড়ীর প্রয়োজন

Hitachi

দুর্গা পূজোর শুভ উপলক্ষ্যে, বাড়ীতে নিয়ে
আসুন Hitachi র অত্যাধুনিক ডিজাইনে তৈরী
এবং প্রবর্তনকারী প্রযুক্তির বিশাল প্রোডাক্টের রেঞ্জ
থেকে বেছে নিন। এখন সহজে ফাইন্যান্স উপলব্ধ।

ZERO
✓DOWN PAYMENT
✓PROCESSING FEE
✓% INTEREST*

Why settle for anything less when you deserve a Hitachi

Hitachi Dial-a-Care

Call: 1860-258-4848/
+91-797141-4848/+91-756788-4848
E-mail: customercare@jci-hitachi.com

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited.
Head Office: Hitachi Complex, Karan Nagar, Kadi, Distt. Mehsana - 382727, Gujarat, India.
Tel: (02764) 277571. E-mail: sales@jci-hitachi.com; Website: www.jci-hitachi.in

Join us at: https://www.facebook.com/HitachiHLI https://twitter.com/@hitachi_home YouTube http://www.youtube.com/user/HitachiHome http://www.pinterest.com/hitachihome/ | Live Chat at www.jci-hitachi.in Download Hitachi iCare App Google play App Store

*T&C Apply: Triple Zero finance scheme includes 0% Interest, 0 Down Payment, 0 Processing Fee. Available on select Financers. Easy monthly installments on select credit cards. Finance is at the sole discretion of financer only and on select products.

Dispose AC/Refrigerator after end of life through an authorized recycler.
Contact **1860-258-4848** for more details.